বোর্ড প্রশ্ন ও উত্তরমালা ২০২৪ ও ২০২৩

পৌরনীতি ও নাগরিকতা

ঢাকা বোর্ড-২০২৪

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) **বিষয় কোড : 1 4 0**

সময়- ৩০ মিনিট **[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]** পূর্ণমান- ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত ঐতিহাসিক মতবাদের সমর্থক কে?
K এরিস্টটল L টমাস হবস M জন লক N অধ্যাপক গার্নার

২. পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে নাগরিকের যেসব বিষয় সম্পর্কে জানা যায়–
i. কার্যাবলি ii. আচার-আচরণ iii. চাওয়া-পাওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

৩. কোনটি রাজনৈতিক অধিকার?
K জীবন রক্ষা করা L স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা
M ভোট দেওয়া N মত প্রকাশ করা

৪. নাগরিকতা লাভ করা যায়–
i. জন্মগতভাবে ii. সরকারি চাকরি করে iii. ব্যবসা-বাণিজ্য করে
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

৫. আইনের শাসনে কোন্টি অনুপস্থিত?
K নাগরিক স্বাধীনতা L গণতন্ত্র M অসাম্য N সামাজিক মূল্যবোধ

৬. অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলতে বোঝায়–
i. আর্থিক সুবিধা পাওয়া ii. যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাওয়া iii. ন্যায্য মজুরি পাওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রেজা ও অনীল বন্ধু। তারা একই জায়গায় বসবাস করে। রেজা ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা, শব-ই-বরাত প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো নিজের মতো পালন করতে পারে। তদ্রুপ অনীলও দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে উদযাপন করতে পারে।

৭. অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়টি নিচের কোন ধারণাকে নির্দেশ করে?
K আইন L জাতি M সাম্য N জাতীয়তা

৮. অর্থনীতির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা কোনটি?
K গণতান্ত্রিক L একনায়কতান্ত্রিক M সমাজতান্ত্রিক N এককেন্দ্রিক

৯. গণতন্ত্রের সফলতার জন্য প্রয়োজন–
i. অন্যের মতামত মেনে নেয়ার মনমানসিকতা
ii. সুষ্ঠু নির্বাচন iii. দলীয় স্বার্থ সংরক্ষণ
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১০ ও ১১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মিলন তার দাদা, মা-বাবা এবং চাচার সাথে থাকে। তার দাদা তাদের পরিবারের প্রধান। কিন্তু তার বাবা পরিবারের সব কাজকর্ম করে থাকেন। যেকোনো কর্মচারী নিয়োগে তিনি সিদ্ধান্ত নেন। তার দাদা শুধু তাতে সম্মতি প্রদান করে।

১০. উদ্দীপকে মিলনের বাবার সাথে মিল রয়েছে কার?
K প্রধানমন্ত্রী L রাষ্ট্রপতি M মন্ত্রী N সচিব

১১. উদ্দীপকের মিলনের পরিবারটির সাথে যে সরকার ব্যবস্থার মিল রয়েছে তার মাধ্যমে–
i. দায়িত্বশীল সরকার গঠিত হবে
ii. ক্ষমতাসীন দল বিরোধী দল মিলে সমস্যার সমাধান করতে পারে
iii. জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

১২. 'ম্যাগনাকার্টা' নামক অধিকার সনদ স্বাক্ষরে বাধ্য হন কে?
K রাজা জন L রাজা এডওয়া M রানী ভিক্টোরিয়া N রানী এলিজাবেথ

১৩. বাংলাদেশের সংবিধান হলো–
i. সুপরিবর্তনীয় ii. ধর্মনিরপেক্ষ iii. সর্বোচ্চ আইন
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

১৪. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করে–
i. জনগণ ii. সংসদ সদস্যগণ iii. মন্ত্রীগণ
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

১৫. কার সম্মতি ছাড়া অর্থবিল সংসদে উত্থাপন করা যায় না?
K অর্থমন্ত্রী L প্রধানমন্ত্রী M প্রধান বিচারপতি N রাষ্ট্রপতি

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৬ ও ১৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
কবির সাহেব বাংলাদেশের নিম্ন পর্যায়ের স্থানীয় প্রশাসনের প্রধান। তার কাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নিজের কাজের ব্যাপারে খুব সৎ, কারণ তার উপর দেশের উন্নয়নের কিছু অংশ নির্ভর করে।

১৬. কবির সাহেবের পদবি কী?
K মেয়র L জেলা প্রশাসক M উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা N চেয়ারম্যান

১৭. কবির সাহেবের সততার ফলাফল–
i. তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়ন ii. মাঠ প্রশাসনের কাজের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি
iii. মহানগরের উন্নয়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

১৮. কোন দেশে রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব নেই?
K যুক্তরাষ্ট্র L যুক্তরাজ্য M ইরান N সৌদি আরব

১৯. রাজনৈতিক দলের কাজ হলো–
i. নেতৃত্ব চর্চা করা ii. দলের আদর্শ প্রচার করা iii. রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

২০. বাংলাদেশে বর্তমানে কত স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামো রয়েছে–
K দুই L তিন M চার N পাঁচ

২১. স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সংরক্ষিত মহিলা আসন রাখার মূল উদ্দেশ্য হলো নারীর–
K ভোট যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ হওয়া L আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি করা
M প্রতিবাদ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা N ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা

২২. খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে দরকার হয়–
K সঠিক অর্থনীতি L সঠিক খাদ্যনীতি
M সঠিক বিপণন নীতি N সঠিক উৎপাদন নীতি

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২৩ ও ২৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
নাসিমারা দশ ভাই-বোন এবং সুফিয়ারা দুই ভাই-বোন। সুফিয়াদের পরিবারে সুখ-শান্তি আছে কিন্তু নাসিমাদের পরিবারে তা নেই। সুফিয়া ও তার ভাই লেখাপড়ার সব সুযোগ পায় কিন্তু নাসিমা ও তার ভাই-বোনেরা তা পায় না।

২৩. নাসিমাদের অবস্থা মূলত কোন সমস্যাকে চিহ্নিত করছে?
K জনসংখ্যা L সচেতনতার অভাব M দরিদ্রতা N নিরক্ষরতা

২৪. উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন–
i. উচ্চ জন্মহার রোধ ii. শিক্ষার প্রসার iii. জনশক্তি রপ্তানি
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

২৫. কত সালে শরীফ শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়?
K ১৯৫৮ সালে L ১৯৬২ সালে M ১৯৬৬ সালে N ১৯৭০ সালে

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রিফাত ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দর্শনে গিয়ে একটি গ্যালারিতে লাশের স্তূপের ছবি দেখতে পায়। তার চোখে ভাসতে থাকে '৭১-এর সেই ভয়াল দৃশ্য যা সে তার বইয়ের পাতায় দেখেছে।

২৬. অনুচ্ছেদটি পড়ে কোন রাতের কথা মনে পড়ে?
K ৭ মার্চ L ২৫ মার্চ M ২৬ মার্চ N ২১ ফেব্রুয়ারি

২৭. বাংলাদেশ কত সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে?
K ১৯৭২ L ১৯৭৩ M ১৯৭৪ N ১৯৭৫

২৮. লাহোর প্রস্তাব কে পেশ করেন?
K মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ L মহাত্মা গান্ধী
M হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী N এ. কে ফজলুল হক

২৯. জাতিসংঘের সহযোগিতায় বাংলাদেশ–
i. উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছে ii. সমুদ্র এলাকায় নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে
iii. আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জন ওয়াটসন একটি সংস্থার বড় পদে কর্মরত। সংস্থাটি দেশের হারানো সাম্রাজ্যের সাথে কোনো না কোনোভাবে সম্পর্ক রাখার উদ্দেশ্যে গড়ে উঠে।

৩০. জন ওয়াটসন কোন সংস্থার কর্মকর্তা?
K জাতিসংঘ L কমনওয়েলথ M ওআইসি N সার্ক

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ঢাকা বোর্ড-২০২৪

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (সৃজনশীল)

বিষয় কোড | 1 | 4 | 0 |

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট — পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. জনাব 'শুভ' এম.এ পাশ করার পর মেধা অনুসারে প্রশাসনে চাকরি করেন। তিনি দায়িত্বের পাশাপাশি শ্রমিক সংগঠনের সদস্য হলে কর্মচারীদের স্বাধীন মতামত প্রকাশ ও ন্যায্য অধিকার আদায়ে খুব সোচ্চার। অপরদিকে, জনাব, 'রতন' উচ্চ শিক্ষিত ব্যবসায়ী। তিনি সচেতন নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থেকে আইন মান্য করে সততা ও নিষ্ঠার সাথে নিজ দিকে না তাকিয়ে বৃহত্তর জাতির জন্য কাজ করেন।

ক. 'তথ্য অধিকার' এর অর্থ কী? ১
খ. দ্বৈত নাগরিকতা কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জনাব, 'শুভ' নাগরিকের কোন অধিকার ভোগ করছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে জনাব 'রতনের' মধ্যে সুনাগরিকের যে বিশেষ গুণকে নির্দেশ করে তার যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

২. 'অ' রাষ্ট্রে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল। যেখানে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ ও গণমাধ্যমসহ সবকিছু নেতার নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং প্রধানই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। অন্যদিকে, 'ই' রাষ্ট্রে যেখানে অনেক রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনগণের জবাবদিহি সরকার গঠন ও রাষ্ট্রের সকল বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

ক. নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র কাকে বলে? ১
খ. সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়? ২
গ. 'A' দেশে কোন ধরনের শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'B' রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থা জনগণের কল্যাণের সহায়ক– বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.

ছক-'ক'	ছক-'খ'
১। জাতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু।	১। কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন।
২। গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুর সমাধান স্থল।	২। প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেন।
৩। সমাজ ও রাষ্ট্রের চাহিদানুযায়ী নতুন ও প্রচলিত বিষয় সংশোধন, প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান।	৩। রাষ্ট্রপতি কোনো ব্যাখ্যা চাইলে পরামর্শ দিয়ে থাকে।
	৪। নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষায় নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে।

ক. বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয় কবে? ১
খ. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ছক 'ক' উল্লিখিত বিভাগের গঠন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ছক 'খ' এর প্রতিষ্ঠানের গঠন কাঠামো ও ক্ষমতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৪. 'A' প্রধান শহর কেন্দ্রিক একটি প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত মহানগর জনপ্রতিনিধি যার শপথ বাক্য পড়ান দেশের সরকার প্রধান। অন্যদিকে, 'B' সুখে-দুঃখে জনগণের পাশে থেকে নিজ অর্থের মাধ্যমে এলাকায় বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে পরবর্তীতে গ্রামভিত্তিক স্থানীয় সরকারে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন।

ক. নারীর ক্ষমতায়ন কী? ১
খ. উপজেলা পরিষদ কীভাবে গঠিত হয়? ২
গ. 'A' যে প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি তার গঠন ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'B' নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি বিশ্লেষণ করো। ৪

৫. জনাব আরিফ একটি সংগঠনের নিবেদিত সদস্য যা কিছু নীতি ও আদর্শ ব্যতীত জনগণের সরকার গঠন করা অসম্ভব। সংগঠনটির উদ্দেশ্য দলীয় বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন, প্রচার ও সরকারের বিভিন্ন ভুলত্রুটি জনগণের সামনে তুলে ধরাসহ জাতীয় সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রেখে আগামী নির্বাচনে জয়ের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করা।

ক. নির্বাচন কাকে বলে? ১
খ. পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জনাব, আরিফ কোন ধরনের সংগঠনের সদস্য? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত সংস্থার কতিপয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.

সংস্থা-'A'	সংস্থা-'B'
১। ১৯৬৯ সালে প্রথম শীর্ষ সম্মেলন।	১। দ্বিতীয় বৃহত্তম আন্তর্জাতিক সংগঠন।
২। প্রাথমিক সদস্য ২৩।	২। প্রশাসনিক প্রধান 'মহাসচিব'।
৩। প্রধান দপ্তর জেদ্দায়।	৩। সদর দপ্তর লন্ডন।
৪। দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলনে ৭১-এর স্বাধীন দেশটির সদস্য লাভ।	৪। বাংলাদেশ সর্বপ্রথম এই আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য।

ক. অছি এলাকা কাকে বলে? ১
খ. জাতিসংঘের সবচেয়ে শক্তিশালী শাখা কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'A' দ্বারা যে সংগঠনের কথা উল্লেখ করেছে, এর গঠন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশের সাথে 'B' প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক মূল্যায়ন করো। ৪

৭. দরিদ্র দিনমজুর 'জেড মিয়া' ধনী ব্যবসায়ী জনাব, শিশিরের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। জেড মিয়া আক্ষরিক জ্ঞানের অভাবে সমাজের শিক্ষিত শ্রেণির সাথে যুক্তিসংগত আলোচনায় অংশ না নেওয়া এবং সমিতি থেকে ঋণ গ্রহণের সময় টিপসই দেওয়া বিষয়গুলো ব্যবসায়ীর নজরে পড়লে তিনি এগিয়ে আসেন এবং গ্রামের সকল অশিক্ষিত মানুষের শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধর পাশাপাশি খরচের দায়িত্বও নেন।

ক. জনসংখ্যা সমস্যা কী? ১
খ. জনসংখ্যা পুনর্বণ্টন করা কেন প্রয়োজন? ২
গ. 'জেড মিয়ার' স্বাক্ষর না পারা আমাদের দেশে কোন নাগরিক সমস্যা নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. নাগরিকের শিক্ষাজীবনকে নিশ্চিত করতে ব্যবসায়ীর উদ্যোগটির পাশাপাশি সরকারের করণীয় বর্ণনা করো। ৪

৮. বিনোদপুর গ্রামের বাসিন্দা রাশেদ ও তার কয়েক বন্ধু মিলে 'আশার আলো' নামক সমিতি গঠন করে। এই সংস্থার সদস্যদের মতামত ও দেশের প্রতিষ্ঠিত আইন-কানুনগুলো অনুসরণ করে তৈরি করা হয় সমিতি পরিচালনার নিয়ম-নীতি। এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার নীতি সদস্যদের জনকল্যাণকামী মৌলিক অধিকার পরিবর্তন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা রেখে ছোট ও সকলের বোধগম্য ভাষায় প্রণীত যা উন্নত দেশ গঠনে ভূমিকা রাখে।

ক. সপ্তদশ সংশোধনী কী ছিল? ১
খ. প্রথা ও রীতিনীতির ভিত্তিতে কোন সংবিধান গড়ে ওঠে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উক্ত সংস্থার নিয়ম কানুনগুলো কোন পদ্ধতিতে তৈরি হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে কোন সংবিধানের বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়েছে বলে তুমি মনে করো? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯. রায়হান সাহেব 'সুন্দরপুর' গ্রামের একজন বলিষ্ঠ ত্যাগি প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা। তিনি এলাকার নিপীড়িত ও অসহায় বঞ্চিত মানুষদের পাশে সবসময় দাঁড়িয়ে তাদের দুঃখকষ্ট নিবারণের আশায় স্বার্থ-সম্বলিত একটি ঐতিহাসিক প্রস্তাব পেশ করেন। প্রথমে গ্রহণ না করলেও পরবর্তীতে তা গৃহীত ও কার্যকরের মাধ্যমে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। এর প্রেক্ষিতে পূর্ব ও পশ্চিমের দুটি অঞ্চল নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ সমস্যার জন্য প্রথম বৈষম্যমূলক আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

ক. মুজিবনগর সরকার কী? ১
খ. গেরিলা যুদ্ধ কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. রায়হান সাহেবের দাবিটি ঐতিহাসিক যে প্রস্তাবকে মনে করিয়ে দেয় তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের প্রথম বৈষম্যমূলক আচরণটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১০. দৃশ্য-১ :

- কোনো শ্রেণি ভেদাভেদ নেই।
- ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিশেষ ক্ষমতার অবসান।
- সঠিক পেশা ও স্বাধীন মতামত প্রকাশ।
- অন্যায় ছাড়া গ্রেফতার ও বিনা বিচারে শাস্তি না দেওয়া।

দৃশ্য-২ :

- 'ক' ও 'খ' এর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।
- 'ক' এর নিয়ন্ত্রণ আছে বলে সবাই 'খ' ভোগ করে।
- 'ক' 'খ' এর রক্ষক, অভিভাবক, শর্ত ও ভিত্তি।
- 'ক' ব্যক্তির বাহ্যিক ও 'খ' ব্যক্তির সীমাহীন নিয়ন্ত্রণ করে।

ক. স্বাধীনতার সংজ্ঞা লেখো। ১
খ. আন্তর্জাতিক আইন কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দৃশ্য-১ এ যে বিষয়টির বিভিন্ন রূপ তুলে ধরা হয়েছে– তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দৃশ্য-২ 'ক' ও 'খ' দুটি বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক খুব গভীর তা বিশ্লেষণ করো। ৪

১১. জনাব কবির সমাজের বিভিন্ন ধরনের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে থেকে অধিকার আদায়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার জন্য জনগণের মত পেয়ে বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ নগরের দায়িত্ব পান। তিনি তার ছেলে আবিরকে নিজের আদর্শে ধরে রাখতে চলতি বছর নবম শ্রেণির মানবিক শাখায় ভর্তি করান। তাকে এমন একটি বিষয় অধ্যয়নের পরামর্শ দেন, যা পাঠের মধ্যে দিয়ে সমাজ রাষ্ট্রের নাগরিকের আচরণ, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতাবোধ জাগ্রতসহ গণতান্ত্রিক আদর্শ দেশপ্রেম বিষয়টির মধ্যে নিহিত।

ক. যৌথ পরিবার কাকে বলে? ১
খ. রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে যে পাঠ্যপুস্তকের ধারণা দেওয়া হয়েছে তার উৎপত্তিগত দিক ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়ের পরিসর পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	N	২	N	৩	M	৪	K	৫	M	৬	M	৭	M	৮	M	৯	K	১০	K	১১	N	১২	K	১৩	M	১৪	M	১৫	N
	১৬	N	১৭	K	১৮	N	১৯	N	২০	L	২১	N	২২	L	২৩	K	২৪	N	২৫	L	২৬	L	২৭	M	২৮	N	২৯	N	৩০	L

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ জনাব 'শুভ' এম.এ পাশ করার পর মেধা অনুসারে প্রশাসনে চাকরি করেন। তিনি দায়িত্বের পাশাপাশি শ্রমিক সংগঠনের সদস্য হলে কর্মচারীদের স্বাধীন মতামত প্রকাশ ও ন্যায্য অধিকার আদায়ে খুব সোচ্চার। অপরদিকে, জনাব, 'রতন' উচ্চ শিক্ষিত ব্যবসায়ী। তিনি সচেতন নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থেকে আইন মান্য করে সততা ও নিষ্ঠার সাথে নিজ দিকে না তাকিয়ে বৃহত্তর জাতির জন্য কাজ করেন।

ক. 'তথ্য অধিকার' এর অর্থ কী? ১

খ. দ্বৈত নাগরিকতা কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব, 'শুভ' নাগরিকের কোন অধিকার ভোগ করছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে জনাব 'রতনের' মধ্যে সুনাগরিকের যে বিশেষ গুণকে নির্দেশ করে তার যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক তথ্য অধিকার এর অর্থ হলো কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার।

খ কোনো ব্যক্তির একই সাথে দুটি রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়াকে দ্বৈত নাগরিকতা বলে।

জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের দুটি নীতি থাকায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকতা সৃষ্টি হয়। যেমন– বাংলাদেশে নাগরিকতা নির্ধারণে জন্মনীতি অনুসরণ করে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জন্মনীতি ও জন্মস্থান উভয় নীতি অনুসরণ করে। কাজেই বাংলাদেশি পিতামাতার সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করলে সে জন্মস্থান নীতি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। আবার জন্মনীতি অনুযায়ী সে বাংলাদেশেরও নাগরিক।

গ জনাব শুভ নাগরিকের আইনগত অধিকার ভোগ করছেন।

অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত কতকগুলো সুযোগ-সুবিধা, যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। আর যেসব অধিকার রাষ্ট্রের আইন কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত, সেগুলোকে আইনগত অধিকার বলে। আইনগত অধিকারের বিভিন্ন ধরন রয়েছে। যেমন সামাজিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার ও অর্থনৈতিক অধিকার।

উদ্দীপকের জনাব শুভ এমএ পাশ করার পর মেধা অনুসারে প্রশাসনে চাকরি করেন। তিনি দায়িত্বের পাশাপাশি শ্রমিক সংগঠনের সদস্য হলে কর্মচারিদের স্বাধীন মতামত প্রকাশ ও ন্যায্য অধিকার আদায়ে খুবই সোচ্চার। এরূপ বর্ণনায় বোঝা যায়, জনাব শুভ নাগরিকের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করছেন যা আইনগত অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। কেননা যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাওয়া-নাগরিকের অর্থনৈতিক অধিকার। আবার স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করে ন্যায্য অধিকার আদায় করা নাগরিকের সামাজিক অধিকারকে নির্দেশ করে। অন্যদিকে শ্রমিক সংগঠনের মাধ্যমে অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হওয়া রাজনৈতিক অধিকাররেই প্রতিচ্ছবি।

ঘ উদ্দীপকের জনাব রতনের মধ্যে সুনাগরিকের বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযম গুণের প্রতিফলন ঘটেছে।

একজন সুনাগরিকের অন্যতম গুণ হলো সে বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান নাগরিক একই সাথে নিজের পরিবারের কিংবা সমাজের ভালোমন্দ বিচার করতে পারে। ফলে সে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সুনাগরিকের গুণগুলোর মধ্যে অন্যতম গুণ হলো বিবেক। এ গুণের মাধ্যমে নাগরিক ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ, ভালো-মন্দ অনুধাবন করতে পারে। বিবেকবান নাগরিক একদিকে যেমন রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকার ভোগ করে, ঠিক তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি যথাযথভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে এবং ন্যায়ের পক্ষে থাকে। সুনাগরিকের আরেকটি গুণ আত্মসংযম। আত্মসংযমের অর্থ নিজেকে সকল প্রকার লোভ-লালসার উর্ধ্বে রেখে সৎ ও নিষ্ঠার সাথে নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করা। অর্থাৎ সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করার নাম আত্মসংযম।

উদ্দীপকের রতন উচ্চ শিক্ষিত ব্যবসায়ী। তিনি সচেতন নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থেকে আইন মান্য করে সততা ও নিষ্টার সাথে নিজ দিকে না তাকিয়ে বৃহত্তর স্বার্থে জাতির জন্য কাজ করেন। এরূপ বর্ণনায় রতনের মাঝে একজন সুনাগরিকে সকল গুণই অর্থাৎ বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযমগুণের প্রতিফলন ঘটেছে। কেননা তিনি নিজেকে উচ্চ শিক্ষিত করেছেন এবং একজন ব্যবসায়ী হয়ে দেশের মঙ্গালের জন্য ও পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে তিনি তার বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। বিবেকবান নাগরিক হিসেবে তিনি রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থেকেছেন, আইন মান্য করে চলে সততা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। আবার নিজ স্বার্থের কথা চিন্তা না করে বৃহত্তর স্বার্থে তিনি কাজ করেন। এর মাধ্যমে তার আত্মসংযম গুণেরও প্রতিফলন দেখা যায়।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, উদ্দীপকের রতনের মধ্যে একজন সুনাগরিকের সকল গুণাবলি অর্থাৎ বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংম গুণের প্রতিফলন ঘটেছে।

প্রশ্ন ▸ ০২ 'A' রাষ্ট্রে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল। যেখানে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ ও গণমাধ্যমসহ সবকিছু নেতার নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং প্রধানই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। অন্যদিকে, 'B' রাষ্ট্রে যেখানে অনেক রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনগণের জবাবদিহি সরকার গঠন ও রাষ্ট্রের সকল বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

ক. নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র কাকে বলে? ১

খ. সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়? ২

গ. 'A' দেশে কোন ধরনের শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'B' রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থা জনগণের কল্যাণের সহায়ক– বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাজা বা রানী রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তাকে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র বলে।

খ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে সেই ধরনের রাষ্ট্রকে বোঝায়, যেখানে ব্যক্তিমালিকানা স্বীকার করা হয় না।

একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে উৎপাদনের উপকরণগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করা হয় না। এ ধরনের রাষ্ট্রে একটিমাত্র দল থাকে। গণমাধ্যম রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং এ ব্যবস্থায় বিরোধী মত প্রচারের সুযোগ থাকে না। যেমন- চীন এবং কিউবা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

গ A রাষ্ট্রে একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান।

একনায়কতন্ত্র এক ধরনের স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থা। এতে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত না থেকে একজন স্বেচ্ছাচারী শাসক বা দল বা শ্রেণির হাতে ন্যস্ত থাকে। এতে নেতাই দলের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আর তিনি একনায়ক বা ডিকটেটর।

উদ্দীপকের A রাষ্ট্রে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল আছে। যেখানে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ ও গণমাধ্যমসহ সবকিছু নেতার নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং প্রধানই সর্বসময় ক্ষমতার অধিকারী। এরূপ বর্ণনায় একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। কেননা একটি একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো একজন নেতা বা একনায়কের ইচ্ছাতেই দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হবে। সেখানে রাজনৈতিক দল হয় নেতার স্বেচ্ছাধীন। গণমাধ্যম ও জনগণের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা বলে কিছু থাকে না। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের A রাষ্ট্রে একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান।

ঘ B রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থা তথা গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা জনগণের কল্যাণের সহায়ক।– মন্তব্যটি যথার্থ।

গণতন্ত্র মানে হলো জনগণের শাসন। যে শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা সমাজের সকল সদস্য তথা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে তাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে। এটি জনগণের অংশগ্রহণে, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের কল্যাণার্থে পরিচালিত একটি শাসন ব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের মত প্রকাশ ও সরকারের সমালোচনা করার সুযোগ থাকে। এতে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় অর্থাৎ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের সুযোগ থাকে। এ কারণে কোনো সরকার জনকল্যাণ চিন্তা ব্যতিরেকে যে কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকে।

উদ্দীপকের B রাষ্ট্রে অনেক রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনগণের জবাবদিহি, সরকার গঠন ও রাষ্ট্রের সকল বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। এরূপ বর্ণনায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। গণতন্ত্র জনগণের অংশগ্রহণে, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের কল্যাণার্থে পরিচালিত একটি শাসনব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের মত প্রকাশ ও বাকস্বাধীনতা রক্ষা করা হয়। এতে সরকারের সমালোচনা করার সুযোগ থাকে এবং নাগরিকের অধিকার ও আইনের শাসনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। আবার, গনতন্ত্রে শাসকগণ জনগণের জনপ্রতিনিধি হিসেবে জনগণের নিকট দায়ী থাকে। তারা পরবর্তী নির্বাচনেও জয়লাভের আশায় জনস্বার্থমূলক কাজ করার চেষ্টা করে। ফলে দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। একইভাবে, গণতন্ত্রে জনগণের আস্থার ওপর সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভর করে বলে সরকার সততা ও দক্ষতার সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করে। গণতন্ত্র যুক্তিভিত্তিক ও জনগণের সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে শক্তি প্রয়োগ বা স্বৈরাচারী হওয়ার সুযোগ নেই এখানে। আবার, গণতন্ত্র নমনীয় ব্যবস্থা হওয়ায় বিপ্লবের প্রয়োজন ও সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। গণতন্ত্রে সবাই সমান সুযোগ ও অধিকার ভোগ করে এবং এতে জনগণের অংশগ্রহণের ফলে নাগরিকের রাজনৈতিক চেতনা সমুন্নত থাকে। গণতন্ত্র অন্যান্য সরকারব্যবস্থার চেয়ে প্রগতিশীল ও যুগোপযোগী। ফলে আধুনিক বিশ্বে বর্তমান সময়ে রাষ্ট্র পরিচালনায় গণতন্ত্রের চেয়ে উত্তম বা সমকক্ষ অন্য কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থা নেই।

সুতরাং আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হয়, গণতন্ত্র হলো জনগণের শাসন ব্যবস্থা, জনগণের কল্যাণকে এখানে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সমস্ত রাজনৈতিক কর্মসূচি প্রণীত ও পরিচালিত হয়। তাই গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা জনগণের কল্যাণে সহায়ক।

প্রশ্ন ▶ ০৩

ছক-'ক'	ছক-'খ'
১। জাতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু।	১। কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন।
২। গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুর সমাধান স্থল।	২। প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেন।
৩। সমাজ ও রাষ্ট্রের চাহিদানুযায়ী নতুন ও প্রচলিত বিষয় সংশোধন, প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান।	৩। রাষ্ট্রপতি কোনো ব্যাখ্যা চাইলে পরামর্শ দিয়ে থাকে।
	৪। নাগরিকের মৌলিক অ

ক. বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয় কবে? ১
খ. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ছক 'ক' উল্লিখিত বিভাগের গঠন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ছক 'খ' এর প্রতিষ্ঠানের গঠন কাঠামো ও ক্ষমতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল।

খ উপজেলার প্রধান প্রশাসক হলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।

উপজেলার প্রশাসনিক কাজ তদারক করা তাঁর অন্যতম দায়িত্ব। এছাড়া তিনি উপজেলার সকল উন্নয়ন কাজ তদারক করেন ও সরকারি অর্থের ব্যয় তত্ত্বাবধান করেন। তিনি উপজেলা উন্নয়ন কমিটির প্রধান। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। দুর্যোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপজেলা কোষাগারের রক্ষক। বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্বও তিনি সম্পাদন করেন।

গ ছক 'ক' এ উল্লিখিত বিভাগটি হলো বাংলাদেশের আইনসভা।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সরকারব্যবস্থার মতো বাংলাদেশ সরকারের তিনটি বিভাগ আছে। সেগুলো হচ্ছে- ১. শাসন বিভাগ, ২. আইন বিভাগ ও ৩. বিচার বিভাগ। আইনসভা হলো আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধিরা আইনসভার আস্থার ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের আইন বিভাগের নাম হলো জাতীয় সংসদ।

উদ্দীপকের ছক-ক সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটি জাতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু, গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুর সমাধান স্থল, সমাজ ও রাষ্ট্রের চাহিদা অনুযায়ী নতুন ও প্রচলিত বিষয় সংশোধন, প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান। এরূপ বর্ণনায় সহজেই বোঝা যায়, ছক 'ক' দ্বারা সরকারের আইন বিভাগকে নির্দেশ করা হয়েছে। বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ। এ জাতীয় সংসদ এক কক্ষবিশিষ্ট। জাতীয় সংসদের সদস্যসংখ্যা ৩৫০ জন। ৩৫০ জন সদস্যের মধ্যে ৩০০ জন সদস্য জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন এবং বাকি ৫০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যগণ ৩০০টি আসনের নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন। এভাবেই বাংলাদেশের আইনসভা গঠিত হয়।

ঘ ছক-খ দ্বারা বাংলাদেশ সরকারের বিচার বিভাগকে নির্দেশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের তিনটি বিভাগ রয়েছে। আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ। এর মধ্যে আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত বিধান দ্বারা বিচার কাজ করে থাকে বিচার বিভাগ। আইনসভা কর্তৃক বিধানকৃত নীতিসমূহ বাস্তবায়নের দ্বারা আইনের অনুশাসন ও দেশের সংবিধানকে অক্ষুণ্ন রাখা বিচার বিভাগের কাজ।

উদ্দীপকের ছক-খ এর প্রতিষ্ঠানটি কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেন, রাষ্ট্রপতি কোনো ব্যাখ্যা চাইলে পরামর্শ দেয়, নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষায় নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে। এসব বৈশিষ্ট্যগুলো বাংলাদেশের বিচার বিভাগকে তুলে ধরে। বাংলাদেশের বিচার বিভাগ সুপ্রিম কোর্ট, অধস্তন আদালত এবং প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল নিয়ে গঠিত। সুপ্রিম কোর্ট বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ আদালত যা হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত। সুপ্রিমকোর্টের প্রধানকে দেশের প্রধান বিচারপতি বলা হয় এবং তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। সুপ্রিম কোর্টের অধীনে দেশের প্রতিটি জেলায় অধস্তন আদালত রয়েছে। এসব অধস্তন আদালত হচ্ছে জেলা জজের আদালত, সাব জজ আদালত, সহকারী জজ আদালত এবং গ্রাম আদালত। অধস্তন আদালতসমূহ ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলা পরিচালনা করে থাকে।

বিচার বিভাগ নাগরিকের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। কেননা বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতার কারণে নাগরিকের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও মৌলিক অধিকার রক্ষা পায়। এটি অপরাধীকে বিচারের আওতায় এনে শাস্তি প্রদান করে থাকে এবং নিরাপরাধ ব্যক্তিকে মুক্তি দানের মাধ্যমে দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় মুখ্য ভূমিকা রাখে। এছাড়া দুর্বলকে সবলের হাত থেকে রক্ষার জন্য নিরপেক্ষ বিচার বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম। আবার, নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষায়ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগের গুরুত্ব অতুলনীয়। সমাজে সুখে-শান্তিতে বসবাস, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, আইনের দৃষ্টিতে সমান সুযোগ লাভের অধিকার, ধর্মচর্চার অধিকার, নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ প্রভৃতি নাগরিকের অধিকার রক্ষায় নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয়, দুর্বলকে সবলের হাত থেকে রক্ষা করে, ও মৌলিক অধিকার রক্ষার মাধ্যমে বিচার বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▸ ০৪ 'A' প্রধান শহর কেন্দ্রিক একটি প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত মহানগর জনপ্রতিনিধি যার শপথ বাক্য পড়ান দেশের সরকার প্রধান। অন্যদিকে, 'B' সুখে-দুঃখে জনগণের পাশে থেকে নিজ অর্থের মাধ্যমে এলাকায় বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে পরবর্তীতে গ্রামভিত্তিক স্থানীয় সরকারে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন।

ক. নারীর ক্ষমতায়ন কী? ১
খ. উপজেলা পরিষদ কীভাবে গঠিত হয়? ২
গ. 'A' যে প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি তার গঠন ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'B' নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক নারীর ক্ষমতায়ন হলো পরিবার, সমাজ ও জাতীয় ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, মতামত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা।

খ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট হলো উপজেলা পরিষদ।

জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান ও একজন মহিলাসহ দুজন ভাইস চেয়ারম্যান এবং উপজেলার আওতাধীন ইউনিয়ন পরিষদসমূহের চেয়ারম্যানবৃন্দ ও তিন জন মহিলা সদস্যের সমন্বয়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত। উপজেলা নির্বাহী অফিসার সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। এ পরিষদের কার্যকাল ৫ বছর।

গ 'A' হলেন সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি।

বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থার সর্বোচ্চ ইউনিট হলো সিটি কর্পোরেশন। এটি দেশের বড় বড় বিভাগীয় শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এসব নগরবাসীর উন্নত জীবন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সিটি কর্পোরেশন গড়ে উঠেছে। সিটি কর্পোরেশন প্রধানকে বলা হয় সিটি মেয়র যার শপথ বাক্য পাঠ করান প্রধানমন্ত্রী। তিনি একজন প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা ভোগ করেন।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে 'A' প্রধান শহরকেন্দ্রিক একটি প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত মহানগর জনপ্রতিনিধি যার শপথ বাক্য পাঠ করান দেশের সরকার প্রধান। এরূপ বর্ণনায় সিটি কর্পোরেশনকে নির্দেশ করা হয়েছে। প্রত্যেক সিটি কর্পোরেশন নির্দিষ্ট সংখ্যক ওয়ার্ডে বিভক্ত। সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড সংখ্যা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়ে থাকে। সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে একজন করে কাউন্সিলর এবং মোট ওয়ার্ডের এক তৃতীয়াংশের সমসংখ্যক আসন থেকে একজন করে মহিলা সদস্য সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচতি হয়ে থাকেন। তবে মহিলারা সংরক্ষিত আসন ছাড়াও সাধারণ আসনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন।

ঘ 'B' নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানটি হলো ইউনিয়ন পরিষদ।

ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় পর্যায়ে বিবিধ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। কারণ একটি স্থানীয় গ্রাম পর্যায়ের মানুষের আশা ভরসার প্রতীক। এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমেই একদিকে যেমন গ্রামীণ জীবনের সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করা হয়, অন্যদিকে তা মানুষের জীবনমান উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকের 'B' গ্রামভিত্তিক স্থানীয় সরকারে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। এখানে গ্রামভিত্তিক স্থানীয় সরকার বলতে ইউনিয়ন পরিষদকে নির্দেশ করা হয়েছে। আর স্থানীয় গ্রামীণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা সুদূরপ্রসারী। ইউনিয়ন পরিষদ আইনে ইউনিয়ন পরিষদকে ৩৯টি কাজের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। গ্রামীণ সমস্যা দূরীকরণ, গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও দায়িত্বশীল নেতৃত্ব তৈরি করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইউনিয়ন পরিষদ পাঁচশালা ও বিভিন্ন মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করে; পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নে, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে; শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কিত কর্যক্রম গ্রহণ করে। ইউনিয়ন পরিষদ স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং মহামারী নিয়ন্ত্রণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া এলাকার কৃষি, মৎস ও পশুসম্পদ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে। ইউনিয়ন পরিষদ পারিবারিক বিরোধ নিরসন, নারী ও শিশুকল্যাণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদন করে। এছাড়াও পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণ এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারের অর্জিত দায়িত্ব পান ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, 'B' এর নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানটি তথা ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীণ জনপদের উন্নয়নে গুরুত্বপুর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

প্রশ্ন ▸ ০৫ জনাব আরিফ একটি সংগঠনের নিবেদিত সদস্য যা কিছু নীতি ও আদর্শ ব্যতীত জনগণের সরকার গঠন করা অসম্ভব। সংগঠনটির উদ্দেশ্য দলীয় বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন, প্রচার ও সরকারের বিভিন্ন ভুলত্রুটি জনগণের সামনে তুলে ধরাসহ জাতীয় সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রেখে আগামী নির্বাচনে জয়ের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করা।

ক. নির্বাচন কাকে বলে? ১
খ. পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জনাব, আরিফ কোন ধরনের সংগঠনের সদস্য? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত সংস্থার কতিপয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিনিধি বাছাইয়ের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে নির্বাচন বলে।

খ জনগণ ভোটের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি বা একটি মধ্যবর্তী সংস্থা নির্বাচিত করেন। এ জনপ্রতিনিধিগণ ভোট দিয়ে যখন রাষ্ট্রপতি বা সংসদের সংরক্ষিত আসনের সদস্য নির্বাচন করেন, তাকে বলা হয় পরোক্ষ নির্বাচন।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি মধ্যবর্তী সংস্থা দ্বারা নির্বাচিত হন। অর্থাৎ পরোক্ষ নির্বাচন বলতে সে নির্বাচন ব্যবস্থাকে বোঝায় সেখানে সাধারণ ভোটারগণ ভোট দিয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচনি সংস্থা তৈরি করে। আর সে নির্বাচনি সংস্থা চূড়ান্তভাবে প্রতিনিধি অথবা রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান নির্বাচন করে।

গ জনাব আরিফ রাজনৈতিক দলের সদস্য।

রাজনৈতিক দল হচ্ছে একটি দেশের সেই জনগোষ্ঠী যারা একই আদর্শে বা নীতি ও কর্মসূচির ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় সমস্যা সমাধানে সংগঠিত হয়। এর প্রধান লক্ষ্য হলো ক্ষমতায় আরোহণ করে দলের নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী দেশ পরিচালনা এবং নির্বাচনী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা। সকল ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে সকলের সমন্বয়ে ও সকলের স্বার্থে রাজনৈতিক দল গঠিত ও পরিচালিত হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আদর্শ ও কর্মসূচিভিত্তিক রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি। স্বীয় আদর্শ ও স্বার্থ একত্রীকরণের মাধ্যমে নিজেদের পক্ষে জনসমর্থন আদায়ের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে নির্বাচনে জয়ী হয়ে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকার গঠন করে রাজনৈতিক দল।

উদ্দীপকের জনাব আরিফ একটি সংগঠনের নিবেদিত সদস্য যা কিছু নীতি ও আদর্শ ব্যতীত জনগণের সরকার গঠন করা অসম্ভব। সংগঠনটির উদ্দেশ্য দলীয় বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন, প্রচার ও সরকারের বিভিন্ন ভুলত্রুটি জনগণের সামনে তুলে ধরাসহ জাতীয় সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রেখে আগামী নির্বাচনে জয়ের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করা। এরূপ বর্ণনায় স্পষ্টভাবে একটি রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলি প্রকাশ পায়। অর্থাৎ উদ্দীপকের জনাব আরিফ একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য।

ঘ উদ্দীপকে রাজনৈতিক দলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যার নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল অপরিহার্য। আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা মূলত রাজনৈতিক দলেরই শাসন। জনগণের ভোটের মাধ্যমে গঠিত সরকার হচ্ছে গণতান্ত্রিক সরকার। আর রাজনৈতিক দল ছাড়া এই গণতান্ত্রিক সরকার গঠন সম্ভব নয়।

উদ্দীপকের বর্ণনাকৃত বিষয়ে রাজনৈতিক দলের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রাজনৈতিক দলের নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। রাজনৈতিক দল হচ্ছে একটি দেশের জনগোষ্ঠীর সেই অংশ, যারা একটি আদর্শ বা কিছু নীতি বা কর্মসূচির ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধানে সংগঠিত হয়। রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষ্য হলো নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের মাধ্যমে সরকার গঠন করা। রাজনৈতিক দলের আদর্শ ও কর্মসূচি ভিন্ন হতে পারে। কোনো দল ধর্মভিত্তিক আবার কোনো দল ধর্মনিরপেক্ষ। আবার অর্থনীতির রূপরেখা বিবেচনায় দল ভিন্ন হয়। প্রত্যেক দলের একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকে। কেন্দ্র থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত দলের শাখা বিস্তার থাকে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দ্বারা দল পরিচালিত হয়। আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তথা গণতান্ত্রিক বা একনায়কতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় এটি গুরুত্বপূর্ণ। আর সকল নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রকৃতি, প্রার্থী মনোনয়ন, নির্বাচনে দলীয় কর্মসূচি প্রণয়ন, নির্বাচনী প্রচার ও ভোট সংগ্রহ দলের বা দলীয় কর্মীদের দ্বারা সম্পাদিত হয়ে থাকে।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ হলো রাজনৈতিক দল। প্রতিটি রাজনৈতিক দল তার আদর্শ, নীতি ও কর্মসূচির আলোকে গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ০৬

সংস্থা-'A'	সংস্থা-'B'
১. ১৯৬৯ সালে প্রথম শীর্ষ সম্মেলন।	১. দ্বিতীয় বৃহত্তম আন্তর্জাতিক সংগঠন।
২. প্রাথমিক সদস্য ২৩।	২. প্রশাসনিক প্রধান 'মহাসচিব'।
৩. প্রধান দপ্তর জেদ্দায়।	৩. সদর দপ্তর লন্ডন।
৪. দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলনে ৭১-এর স্বাধীন দেশটির সদস্য লাভ।	৪. বাংলাদেশ সর্বপ্রথম এই আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য।

ক. অছি এলাকা কাকে বলে? ১

খ. জাতিসংঘের সবচেয়ে শক্তিশালী শাখা কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'A' দ্বারা যে সংগঠনের কথা উল্লেখ করেছে, এর গঠন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের সাথে 'B' প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক মূল্যায়ন করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্বের যেসব জনপদের পৃথক সত্তা আছে কিন্তু স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নেই এবং অন্য রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় তাকে অছি এলাকা বলে।

খ জাতিসংঘের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী শাখা হলো নিরাপত্তা পরিষদ।

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করার মূল দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের ওপর অর্পিত। তাই এর গুরুত্ব সর্বাধিক। আবার আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক অবরোধ আরোপ করাসহ প্রয়োজনে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতাও রয়েছে নিরাপত্তা পরিষদের, যা জাতিসংঘের অন্য কোনো শাখার এখতিয়ারে নেই। তাছাড়া এই পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যের ভেটো ক্ষমতা রয়েছে। তাই, এটি জাতিসংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী শাখা হিসেবে পরিচিত।

গ 'A' দ্বারা ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা বা ওআইসিকে নির্দেশ করছে।

মুসলিম বিশ্বের স্বার্থরক্ষার জন্য ওআইসি প্রতিষ্ঠিত হয়। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নিয়ে পশ্চিমা বিশ্বের সাথে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর বিরোধ চলে আসছিল। এরই প্রেক্ষাপটে ১৯৬৯ সালে ইসরাইল অতর্কিতে মুসলমানদের পবিত্র মসজিদ আল-আকসায় অগ্নিসংযোগ করে। ফলে মুসলমানদের পবিত্র স্থান রক্ষার জন্য ওআইসি গঠিত হয়।

উদ্দীপকের 'A' সংস্থাটির ১৯৬৯ সালে প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর প্রাথমিক সদস্য ছিল ২৩; প্রধান দপ্তর জেদ্দায়; দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলনে ৭১-এর স্বাধীন দেশটির সদস্য লাভ– এ সব তথ্যগুলো ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা ওআইসিকে ধারণ করে। মুসলমানদের পবিত্র মসজিদ আল-আকসায় ইসরাইল হামলা করলে মুসলিম বিশ্ব তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৯ সালে ২৪টি মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানদের নিয়ে মরোক্কোর রাজধানী রাবাতে এক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থরক্ষায় একটি সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয় এবং ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে ওআইসি গঠিত হয়। এই সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ইসলামি ভ্রাতৃত্ব রক্ষা করা, বর্ণবৈষম্য বিলোপ করা, মুসলমানদের পবিত্র ভূমি রক্ষা করা, আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করা ও সকল সংঘর্ষের শান্তিপূর্ণ সমাধান নিশ্চিত করা।

ঘ সংস্থা B হলো জাতিসংঘ। আর জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের নীতি ও আদর্শের প্রতি আস্থাশীল রয়েছে। বাংলাদেশ বিভিন্ন সময়ে নানা সমস্যা মোকাবিলায় জাতিসংঘের সহযোগিতা পেয়েছে। কার্যত আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের গভীর হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে জাতিসংঘ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি মানবিক সাহায্য দিয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দিয়েছিল। স্বাধীনতা - পরবর্তী সময়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনেও জাতিসংঘ সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল। জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের পর জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। বাংলাদেশ এ পর্যন্ত দুবার নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে যা দেশের জন্য এক বিরল সম্মান। তাছাড়া এ সংস্থা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি, যোগাযোগ, শিশু মৃত্যুহ্রাস, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন, বিজ্ঞান, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে অগ্রগতি অর্জনে যথেষ্ট সাহায্য করছে। জাতিসংঘ আমাদের ভাষা ও শহিদ দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দিয়ে বাংলা ভাষাকে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। ১৯৯১ সালে মিয়ানমার হতে লাখ লাখ রোহিঙ্গা প্রবেশ করলে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ ও তার বিভিন্ন সংস্থা বাংলাদেশকে বিপুলভাবে সাহায্য করায় বাংলাদেশ বিভিন্ন সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। ২০১২ সালে আন্তর্জাতিক আদালতের এক রায়ে মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নিয়ে এক বিরোধ নিষ্পত্তি হয় এবং এক বিশাল সমুদ্রসীমার উপর বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া জাতিসংঘের সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘ সেনাবাহিনীতে সেনাসদস্য পাঠিয়ে বিশ্বশান্তি রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

সুতরাং সার্বিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

প্রশ্ন ▸ ০৭ দরিদ্র দিনমজুর 'জেড মিয়া' ধনী ব্যবসায়ী জনাব, শিশিরের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। জেড মিয়া আক্ষরিক জ্ঞানের অভাবে সমাজের শিক্ষিত শ্রেণির সাথে যুক্তিসংগত আলোচনায় অংশ না নেওয়া এবং সমিতি থেকে ঋণ গ্রহণের সময় টিপসই দেওয়া বিষয়গুলো ব্যবসায়ীর নজরে পড়লে তিনি এগিয়ে আসেন এবং গ্রামের সকল অশিক্ষিত মানুষের শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধর পাশাপাশি খরচের দায়িত্বও নেন।

ক. জনসংখ্যা সমস্যা কী? ১

খ. জনসংখ্যা পুনর্বণ্টন করা কেন প্রয়োজন? ২

গ. 'জেড মিয়ার' স্বাক্ষর না পারা আমাদের দেশে কোন নাগরিক সমস্যা নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নাগরিকের শিক্ষাজীবনকে নিশ্চিত করতে ব্যবসায়ীর উদ্যোগটির পাশাপাশি সরকারের করণীয় বর্ণনা করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের জন্মহার মৃত্যুহারের তুলনায় অধিক হয়ে যখন বর্ধিত জনসংখ্যা দেশের সম্পদ বৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে যায় এবং বিভিন্নমুখী সমস্যা সৃষ্টি করে তখন তাকে জনসংখ্যা সমস্যা বলে।

খ জনগণের জীবনের মানোন্নয়নের জন্য জনসংখ্যা পুর্ণবন্টন করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের সর্বত্র জনসংখ্যার অবস্থান একই রকম নয়। যেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব খুব বেশি সেখান থেকে অল্প ঘনত্ব এলাকায় জনসংখ্যা সরিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে জনসংখ্যা পুনর্বন্টন করা যায়। এতে জনগণের কর্মসংস্থানও হবে এবং জীবনযাত্রার মানও বাড়বে। অর্থাৎ জনসংখ্যার পুনর্বন্টন জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়ক।

গ 'জেড মিয়ার' স্বাক্ষর না পারা আমাদের দেশের নিরক্ষরতা নামক সমস্যাকে নির্দেশ করে।

নিরক্ষরতা হলো এমন এক অবস্থা যা ব্যক্তির অক্ষরজ্ঞানহীনতাকে নির্দেশ করে। অক্ষরজ্ঞানহীন তথা লেখাপড়া না জানা ব্যক্তিকে নিরক্ষর বলে। এই নিরক্ষর ব্যক্তির অবস্থানই হলো নিরক্ষরতা। নিরক্ষরতা বাংলাদেশের অন্যতম নাগরিক সমস্যা। লেখাপড়া না জানার কারণে নিরক্ষর ব্যক্তি রাষ্ট্র ও সমাজের কোনো উপকারে না এসে বরং বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। অর্থনৈতিক অবস্থা, ইচ্ছাশক্তির অভাব, শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যতা প্রভৃতি নিরক্ষরতার কিছু সাধারণ কারণ।

উদ্দীপকের দরিদ্র দিনমজুর 'জেড মিয়া' আক্ষরিক জ্ঞানের অভাবে সমাজের শিক্ষিত শ্রেণির সাথে যুক্তিসংগত আলোচনায় না নেওয়া, সমিতি থেকে ঋণ গ্রহণের সময় টিপসই দেয়া– বিষয়গুলো তার প্রতিবেশি শিশির প্রত্যক্ষ করেন। জেড মিয়ার এরূপ সমস্যাগুলো আমাদের দেশের অন্যতম একটি নাগরিক সমস্যা নিরক্ষরতাকে নির্দেশ করে। কারণ নিরক্ষতার কারণেই অর্থাৎ অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন না হওয়াই উদ্দীপকের জেড মিয়া সমিতির ঋণগ্রহণের সময় স্বাক্ষরের বদলে টিপসই প্রদান করেন যা নিরক্ষরতাকে নির্দেশ করে।

ঘ নাগরিকের শিক্ষা জীবনকে নিশ্চিত করতে ব্যবসায়ীর উদ্যোগটির পাশাপাশি সরকারের নানারকম করণীয় রয়েছে।

নিরক্ষরতা বাংলাদেশের অন্যতম একটি সামাজিক সমস্যা। লেখাপড়া না জানার কারণে নিরক্ষর ব্যক্তি রাষ্ট্র ও সমাজের উপকারে আসে না বরং সমাজের বোঝা হিসেবে পরিগণিত হয়। একারণে নিরক্ষরতা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক।

উদ্দীপকের শিশির জেড মিয়ার মতো নিরক্ষর ব্যক্তিদের শিক্ষিত করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এভাবে ব্যক্তি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারিভাবে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তবে নিরক্ষর জনসমষ্টিকে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করা সরকারের পক্ষে একা সম্ভব নয়। শিক্ষিত সকল মানুষকে এ দায়িত্ব নিতে হবে। আর যারা নিরক্ষর, তাদের নিজেদেরকেও লেখাপড়া শিখতে আগ্রহী হতে হবে। সকলে সম্মিলিতভাবে এ সমস্যার সমাধান করতে পারলে জাতীয় উন্নয়ন অর্জন করা সম্ভব হবে। গ্রামে গ্রামে বয়স্ক শিক্ষা ও খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষাদানে সরকারকে বিশেষ কর্মসূচি নিতে হবে অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে (এনজিও) নিয়োজিত করতে হবে। এ ব্যাপারে আমাদের শিক্ষিত বেকারদেরও কাজে লাগানো যেতে পারে। সাধারণভাবে নিরক্ষর বয়স্করা আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় আগ্রহী হয় না, তাদেরকে তাদের পেশার সাথে সংযুক্ত করে কর্মমুখী শিক্ষার আওতায় আনতে পারলে তারা তাদের অর্জিত শিক্ষা ও অক্ষরজ্ঞান সহজে ভুলবে না। নিরক্ষরদের শিক্ষা আনুষ্ঠানিক নয়, তবুও তাদেরকে বৃত্তি ও উপবৃত্তি দিলে তারা শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হবে। এরূপ ঋণ, অনুদান, বৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদান করা একা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষিত ও সম্পদশালীদের এগিয়ে আসতে হবে। জনগণ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য বদান্যতার মনোভাব নিয়ে সবাইকে এগিয়ে

আসতে হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য শিক্ষা উপকরণ থেকে শুরু করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যাপারে সর্বস্তরের নাগরিকদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে হবে। দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণে বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন কাজ করছে। যেমন- আহসানিয়া মিশন, ব্র্যাক, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, গণস্বাক্ষরতা অভিযান, ইউসেপ ইত্যাদি। সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব হলে জাতীয় অগ্রগতির শক্ত ভিত রচিত হবে। অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ পেশাভিত্তিক শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে জনশক্তিতে পরিণত হবে।

প্রশ্ন ▶ ০৮ বিনোদপুর গ্রামের বাসিন্দা রাশেদ ও তার কয়েক বন্ধু মিলে 'আশার আলো' নামক সমিতি গঠন করে। এই সংস্থার সদস্যদের মতামত ও দেশের প্রতিষ্ঠিত আইন-কানুনগুলো অনুসরণ করে তৈরি করা হয় সমিতি পরিচালনার নিয়ম-নীতি। এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার নীতি সদস্যদের জনকল্যাণকামী মৌলিক অধিকার পরিবর্তন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা রেখে ছোট ও সকলের বোধগম্য ভাষায় প্রণীত যা উন্নত দেশ গঠনে ভূমিকা রাখে।

ক. সপ্তদশ সংশোধনী কী ছিল? ১
খ. প্রথা ও রীতিনীতির ভিত্তিতে কোন সংবিধান গড়ে ওঠে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উক্ত সংস্থার নিয়ম কানুনগুলো কোন পদ্ধতিতে তৈরি হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে কোন সংবিধানের বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়েছে বলে তুমি মনে করো? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক সপ্তদশ সংশোধনী হলো বাংলাদেশ সংবিধান সংশোধনী বিল যেটি ২০১৮ সালের জুলাই মাসে করা হয়।

খ প্রথা ও রীতিনীতির ভিত্তিতে অলিখিত সংবিধান গড়ে ওঠে।
যে সংবিধানের ধারাগুলো কোনো দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে না তাকে অলিখিত সংবিধান বলে। তবে এককথায় বলতে সাধারণ প্রথা ও রীতিনীতিভিত্তিক এবং চিরাচরিত নিয়ম ও আচার-অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে যে সংবিধান গড়ে ওঠে তাকে অলিখিত সংবিধান বলা হয়। যেমন– ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত।

গ উক্ত সংস্থার নিয়মকানুনগুলো সংবিধান তৈরি আলাপ-আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করে তৈরি করা হয়েছে।
একটি দেশের সংবিধান বিভিন্ন পদ্ধতি মেনে তৈরি হয়। এর মধ্যে একটি পদ্ধতি হলো আলাপ আলোচনার মাধ্যমে। সংবিধানের প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত গণপরিষদের সদস্যদের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংবিধান রচিত হতে পারে। ভারত, পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান এভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে গণপরিষদ কর্তৃক ১৯৭২ সালে প্রণয়ন করা হয়। সংবিধানের প্রণয়নের যতগুলো পদ্ধতি আছে তার মধ্যে জনপ্রিয়, গ্রহণযোগ্য ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি হলো আলাপ-আলোচনা পদ্ধতি।
উদ্দীপকের বিনোদপুর গ্রামের 'আশার আলো' নামক সমিতির গঠন করে এর সদস্যদের মতামত ও দেশের প্রতিষ্ঠিত আইনকানুনগুলো অনুসরণ করে সমিতি পরিচালনার নিয়মনীতি তৈরি করা হয়। এভাবে তৈরিকৃত নিয়মকানুন সংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতির আলাপ-আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করেই তৈরি করা হয়েছে। কেননা সমিতির সদস্যরা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও দেশে প্রচলিত আইন অনুসরণ করে তাদের নিয়মনীতি তৈরি করেছে। এরূপ পদ্ধতি আলাপ-আলোচনা পদ্ধতিকেই নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকে একটি উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়েছে বলে আমি মনে করি।
উত্তম সংবিধান এমন একটি সংবিধান, যেখানে রাষ্ট্রের সকল রীতিনীতি সুস্পষ্ট এবং নাগরিকের চাহিদার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে। এ ধরনের সংবিধান লিখিত হওয়ায় সেখানে শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন ধারা ও নীতিমালা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। জনগণের কাছে তা সুস্পষ্ট ও সহজেই বোধগম্য হয়। এ ধরনের সংবিধান সাধারণত সংক্ষিপ্ত আকারের হয়। উত্তম সংবিধানে নাগরিকের মৌলিক অধিকারেরও উল্লেখ থাকে। এর ফলে জনগণ তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। এছাড়া উত্তম সংবিধানের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো সেখানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি উল্লেখ করা থাকে। যেমন বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতাকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।
উদ্দীপকের 'আশার আলো' নামক সমিতির নিয়মনীতিটি লিখিত। জনকল্যাণকামী, মৌলিক অধিকার, পরিবর্তন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা রেখে ছোটো ও সকলের বোধগম্য ভাষার প্রণীত হয়েছে। যা উন্নত দেশ গঠনে ভূমিকা রাখে। এরূপ ঘটনায় সহজেই বোঝা যায়, 'আশার আলো' নামক সমিতির নিয়মনীতি উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে। কেননা, একটি উত্তম সংবিধান হয় সুস্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত, মৌলিক অধিকারের স্পষ্টতা, জনকল্যাণকামী। এসব বৈশিষ্ট্যগুলো সমিতির নিয়মনীতির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিদ্যমান। তাই উক্ত নিয়মনীতি উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে।

প্রশ্ন ▶ ০৯ রায়হান সাহেব 'সুন্দরপুর' গ্রামের একজন বলিষ্ঠ ত্যাগি প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা। তিনি এলাকার নিপীড়িত ও অসহায় বঞ্চিত মানুষদের পাশে সবসময় দাঁড়িয়ে তাদের দুঃখকষ্ট নিবারণের আশায় স্বার্থ-সম্বলিত একটি ঐতিহাসিক প্রস্তাব পেশ করেন। প্রথমে গ্রহণ না করলেও পরবর্তীতে তা গৃহীত ও কার্যকরের মাধ্যমে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। এর প্রেক্ষিতে পূর্ব ও পশ্চিমের দুটি অঞ্চল নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ সমস্যার জন্য প্রথম বৈষম্যমূলক আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

ক. মুজিবনগর সরকার কী? ১
খ. গেরিলা যুদ্ধ কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. রায়হান সাহেবের দাবিটি ঐতিহাসিক যে প্রস্তাবকে মনে করিয়ে দেয় তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের প্রথম বৈষম্যমূলক আচরণটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল গঠিত বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার হলো মুজিবনগর সরকার।

খ গেরিলা যুদ্ধ হলো যুদ্ধের একটি বিশেষ কৌশল যার মাধ্যমে শত্রুদের অপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে তাদের ঘায়েল করা হয়।
গেরিলা যুদ্ধ এমন এক ধরনের যুদ্ধ পদ্ধতি যেখানে ভূমি এবং ভৌগোলিক সুবিধা ব্যবহার করে প্রতিপক্ষের ওপরে প্রাধান্য বিস্তার করা হয়। গেরিলাযুদ্ধ অনেক সময়েই দুর্গম বনাঞ্চল এলাকায় হয়ে থাকে। গেরিলারা যুদ্ধ করার জন্য এবং সামরিক বাহিনীকে মোকাবিলা করার জন্য অনেক রকম সামরিক কৌশল যেমন, অতর্কিত হামলা, অন্তর্ঘাত, ইট ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা এ পদ্ধতিতেই শত্রুসেনাদের ঘায়েল করে।

গ রায়হান সাহেবের দাবিটি ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবকে মনে করিয়ে দেয়।

১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ পাঞ্জাবের লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বার্থ-সম্বলিত একটি প্রস্তাব পেশ করেন। জিন্নাহর সভাপতিত্বে সভায় প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবই ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' বা 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পরিচিত।

উদ্দীপকের রায়হান সাহেব 'সুন্দরপুর' গ্রামের একজন বলিষ্ঠ ত্যাগি প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা। তিনি এলাকার নিপীড়িত ও অসহায় বঞ্চিত মানুষদের পাশে সবসময় দাঁড়িয়ে তাদের দুঃখকষ্ট নিবারণের আশায় স্বার্থ-সম্বলিত একটি ঐতিহাসিক প্রস্তাব পেশ করেন। প্রথমে গ্রহণ না করলেও পরবর্তীতে তা গৃহীত ও কার্যকরের মাধ্যমে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। এর প্রেক্ষিতে পূর্ব ও পশ্চিমের দুটি অঞ্চল নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ সমস্যার জন্য প্রথম বৈষম্যমূলক আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এরূপ বর্ণনায় ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক ১৯৪০ সালের মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে লাহোর প্রস্তাব পেশ করেন। যার ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র জন্মলাভ করে।

ঘ উদ্দীপকের প্রথম বৈষম্যমূলক আচরণটি দ্বারা ভাষার প্রতি পাকিস্তানি প্রশাসনের বৈষম্যকে তুলে ধরে যা পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম আন্দোলন ভাষা আন্দোলনের সৃষ্টি করে।

ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জনের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। উর্দু কোনো অঞ্চলেরই মাতৃভাষা ছিল না। সাধারণত অধিকাংশ নাগরিকের মাতৃভাষাই যে কোনো স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পরিগণিত হয়। অথচ সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক উপায়ে পাকিস্তানে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয়। বাংলাদেশে (পূর্ব পাকিস্তানে) এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে ১৯৪৮ সালে যে আন্দোলন আরম্ভ হয় তা ভাষা আন্দোলন নামে খ্যাত।

উদ্দীপকের শেষ লাইনে যে বৈষম্যমূলক আচরণের কথা বলা হয়েছে তাহলো এদেশের মানুষের মাতৃভাষা বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার বৈষম্যমূলক আচরণ। এই আচরণের সূচনা হয় ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই। এরপর ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ভাষার দাবিতে বিভিন্ন সময় এ আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু ১৯৫২ সালে এ আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন, "উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।" তখন ছাত্রসমাজ বিক্ষোভে ফেঁটে পড়ে। তারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। তাদের থামাতে ঢাকায় ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করলে পুলিশ গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে শহিদ হন সালাম, বরকত, শফিক, রফিক ও জব্বারসহ আরও অনেক বীর সন্তান। ফলে ভাষা আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। বাধ্য হয়ে পাকিস্তানি সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি মেনে নেয়। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দান করে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই পাকিস্তান প্রশাসন যে বৈষমমূলক নীতি গ্রহণ করে বাংলা অঞ্চলের মাতৃভাষাকে ধুলিসাৎ করার ষড়যন্ত্র করে তার প্রেক্ষিতেই বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে।

প্রশ্ন ▶ ১০ দৃশ্য-১ :

- কোনো শ্রেণি ভেদাভেদ নেই।
- ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিশেষ ক্ষমতার অবসান।
- সঠিক পেশা ও স্বাধীন মতামত প্রকাশ।
- অন্যায় ছাড়া গ্রেফতার ও বিনা বিচারে শাস্তি না দেওয়া।

দৃশ্য-২ :

- 'ক' ও 'খ' এর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।
- 'ক' এর নিয়ন্ত্রণ আছে বলে সবাই 'খ' ভোগ করে।
- 'ক' 'খ' এর রক্ষক, অভিভাবক, শর্ত ও ভিত্তি।
- 'ক' ব্যক্তির বাহ্যিক ও 'খ' ব্যক্তির সীমাহীন নিয়ন্ত্রণ করে।

ক. স্বাধীনতার সংজ্ঞা লেখো। ১
খ. আন্তর্জাতিক আইন কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দৃশ্য-১ এ যে বিষয়টির বিভিন্ন রূপ তুলে ধরা হয়েছে– তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দৃশ্য-২ 'ক' ও 'খ' দুটি বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক খুব গভীর তা বিশ্লেষণ করো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ বা বাধা সৃষ্টি না করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করাই হলো স্বাধীনতা।

খ এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক রক্ষার জন্য যে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয় তাকে আন্তর্জাতিক আইন বলে।

বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের সাথে কেমন আচরণ করবে, এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের সাথে কেমন ব্যবহার করবে, কীভাবে আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধান করা হবে তা আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়।

গ দৃশ্য-১ এ সাম্য প্রকাশ পেয়েছে যার বিভিন্ন ধরন লক্ষ করা যায়।

সাম্য বলতে এমন এক সামাজিক পরিবেশকে বোঝায়, যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ ইত্যাদি নির্বিশেষে যোগ্যতা অনুযায়ী সবাই সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করে, যেখানে কারো জন্য কোনো বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নাই এবং সে সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে সকলে নিজ নিজ দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে পারে। মূলত, সাম্য বলতে বোঝায়, প্রথমত: কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণির জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অবসান, দ্বিতীয়ত: সকলের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা, তৃতীয়ত: যোগ্যতা অনুযায়ী সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা।

উদ্দীপকের দৃশ্য-১ এ বলা হয়েছে, কোনো শ্রেণি ভেদাভেদ নেই; ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিশেষ ক্ষমতার অবসান; সঠিক পেশা ও স্বাধীন মতামত প্রকাশ; অন্যায় ছাড়া গ্রেফতার ও বিনা বিচারে শাস্তি না দেওয়া বিষয়গুলো সাম্যকে নির্দেশ করে। এই সাম্যের বিভিন্ন রূপ রয়েছে। যেমন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আইনগত, স্বাভাবিক এবং ব্যক্তিগত সাম্য। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ-পেশা নির্বিশেষে সমাজের সকল সদস্যের সমানভাবে সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করাকে সামাজিক সাম্য বলে। এ ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণিকে কোনো বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যাবে না। রাষ্ট্রীয় কাজে সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ-সুবিধা থাকাকে রাজনৈতিক সাম্য বলে। নাগরিকরা রাজনৈতিক সাম্যের কারণে মতামত প্রকাশ, নির্বাচিত হওয়া এবং ভোট দেওয়ার অধিকার ভোগ করে। যোগ্যতা অনুযায়ী প্রত্যেকের কাজ করার ও ন্যায্য মজুরি পাওয়ার সুযোগকে অর্থনৈতিক সাম্য বলে। বেকারত্ব থেকে মুক্তি, বৈধ পেশা গ্রহণ ইত্যাদি অর্থনৈতিক সাম্যের অন্তর্ভুক্ত। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে আইনের দৃষ্টিতে সমান মনে করা এবং বিনা

অপরাধে গ্রেফতার ও বিনা বিচারে আটক না করার ব্যবস্থাকে আইনগত সাম্য বলে। স্বাভাবিক সাম্য এর অর্থ জন্মগতভাবে প্রত্যেক মানুষ স্বাধীন এবং সমান। কিন্তু বাস্তবে জন্মগতভাবে প্রত্যেক মানুষ শারীরিক ও মানসিকভাবে সমান হতে পারে না। এ জন্য বর্তমানে স্বাভাবিক সাম্যের ধারণা প্রায় অচল। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বংশ ও মর্যাদা ইত্যাদি নির্বিশেষে মানুষে মানুষে কোনো ব্যবধান না করাকে ব্যক্তিগত সাম্য বলে।

ঘ দৃশ্য-২ এর ক ও খ যথাক্রমে আইন ও স্বাধীনতাকে নির্দেশ করে। আইন ও স্বাধীনতার মাঝে গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

আইন বলতে সমাজ স্বীকৃত এবং রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত নিয়মকানুনকে বোঝায়, যা মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং মানুষের মঙ্গলের জন্য প্রণয়ন করা হয়। পক্ষান্তরে অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ বা কোনো প্রকার বাধা সৃষ্টি না করে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করাই হলো স্বাধীনতা।

উদ্দীপকের দৃশ্য-২ এর বৈশিষ্ট্য বা তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করলে সেখানে আইন ও স্বাধীনতার চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক অত্যান্ত ঘনিষ্ঠ। স্বাধীনতা আইন সৃষ্টি করে। তবে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও আইনের অবর্তমানে স্বাধীনতা টিকে থাকতে পারে না। আইনের অবর্তমানে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ফলে প্রভাবশালী যে কেউ সহজেই অন্যের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে সমর্থ হয়। কিন্তু স্বাধীনতা জনগণের আত্মবিকাশের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। এসব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয় আইনের মাধ্যমে। এক একটি আইন এক একটি স্বাধীনতা। আইনের নিয়ন্ত্রণ আছে বলেই সবাই স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। আইন স্বাধীনতার পূর্বশর্ত। আইন স্বাধীনতার রক্ষক হিসেবেও কাজ করে। এই সম্পর্কে জন লক যথার্থ বলেছেন "যেখানে আইন থাকে না, সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না।" আইনের নিয়ন্ত্রণ আছে বলেই স্বাধীনতা রক্ষা পায়। পিতামাতা যেমন সন্তানের রক্ষক হিসেবে কাজ করে তেমনি আইন সর্ব প্রকার বিরোধী শক্তিকে প্রতিহত করে স্বাধীনতাকে রক্ষা করে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, আইন ও স্বাধীনতা একে অপরের সহযোগী হিসেবে জনগণের অধিকার নিশ্চিত করে তাদের জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যে ভরে তোলে।

প্রশ্ন ▶ ১১ জনাব কবির সমাজের বিভিন্ন ধরনের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে থেকে অধিকার আদায়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার জন্য জনগণের মত পেয়ে বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ নগরের দায়িত্ব পান। তিনি তার ছেলে আবিরকে নিজের আদর্শে ধরে রাখতে চলতি বছর নবম শ্রেণির মানবিক শাখায় ভর্তি করান। তাকে এমন একটি বিষয় অধ্যয়নের পরামর্শ দেন, যা পাঠের মধ্যে দিয়ে সমাজ রাষ্ট্রের নাগরিকের আচরণ, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতাবোধ জাগ্রতসহ গণতান্ত্রিক আদর্শ দেশপ্রেম বিষয়টির মধ্যে নিহিত।

ক. যৌথ পরিবার কাকে বলে? ১

খ. রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে যে পাঠ্যপুস্তকের ধারণা দেওয়া হয়েছে তার উৎপত্তিগত দিক ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়ের পরিসর পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পরিবারে বাবা-মা, ভাইবোন, চাচা-চাচি, দাদা-দাদি একসাথে বসবাস করে তাকে যৌথ পরিবার বলে।

খ রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা বলতে সার্বভৌমত্বকে বোঝায়।

রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান উপাদান হলো সার্বভৌমত্ব। এটি রাষ্ট্রের চরম ও সর্বোচ্চ ক্ষমতা। এর দু'টি দিক রয়েছে। যথা– অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সার্বভৌমত্ব। অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্বের সাহায্যে রাষ্ট্র দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন আদেশ-নির্দেশ জারির মাধ্যমে ব্যক্তি ও সংস্থার উপর কর্তৃত্ব করে। অন্যদিকে, বাহ্যিক সার্বভৌমত্বের মাধ্যমে রাষ্ট্র বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে দেশকে মুক্ত রাখে।

গ উদ্দীপকে পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ের ধারণা দেওয়া হয়েছে।

পৌরনীতি ও নাগরিকতা হলো নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। কারণ নাগরিকতার সাথে জড়িত সকল বিষয় পৌরনীতিতে আলোচনা করা হয়। নাগরিক জীবনের পরিসর যতদূর বিস্তৃত পৌরনীতির পরিধি ততদূর বিস্তৃত।

উদ্দীপকে জনাব কবির, তার ছেলে আবিরকে এমন একটি বিষয় অধ্যয়নের পরামর্শ দেন, যা পাঠের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রের নাগরিক আচরণ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতাবোধ জাগ্রতসহ গণতান্ত্রিক আদর্শ দেশপ্রেম বিষয়টির মধ্যে নিহিত। এরূপ বর্ণনায় পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ের স্বরূপ প্রকাশ পায়। পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো সিভিক্স (Civics)। সিভিক্স শব্দটি দুটি ল্যাটিন শব্দ সিভিস (Civis) এবং সিভিটাস (Civitas) থেকে এসেছে। সিভিস শব্দের অর্থ নাগরিক (Citizen) আর সিভিটাস শব্দের অর্থ নগররাষ্ট্র (City State)। সুতরাং উৎপত্তিগত অর্থে নগর ও নগরবাসী সম্পর্কিত রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে জ্ঞানের যে শাখা গড়ে উঠেছে তাই পৌরনীতি। প্রাচীন গ্রিসে নাগরিক ও নগর রাষ্ট্র ছিল অবিচ্ছেদ্য। ঐ সময় গ্রিসে ছোট ছোট অঞ্চলকে নিয়ে গড়ে ওঠে নগর রাষ্ট্র। যারা নগর রাষ্ট্রের কার্যক্রমে সরাসরি অংশগ্রহণ করতো শুধু তাদের নাগরিক বলা হতো। সুতরাং নাগরিকতা ও রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত যেকোনো বিষয়ের আলোচিত সামাজিক বিজ্ঞান হলো পৌরনীতি ও নাগরিকতা।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয় তথা পৌরনীতি ও নাগরিকতার পরিসর বা বিষয়বস্তু ব্যাপক ও বিস্তৃত।

নাগরিকতার সাথে জড়িত এমন সকল বিষয় নিয়েই পৌরনীতি আলোচনা করে থাকে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, নাগরিক, নাগরিকতা ও এর অতীত, বর্তমান ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করে পৌরনীতি। তাছাড়া রাষ্ট্রের উৎপত্তি, প্রকৃতি, বিকাশ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক তত্ত্ব, শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ, আইন বিভাগ, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এর গঠন কার্যাবলি ইত্যাদি নিয়ে পৌরনীতি আলোচনা করে।

উদ্দীপকে পৌরনীতি ও নাগরিকতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এর পরিধি বা পরিসর বিস্তৃত। নাগরিক হিসেবে কোনো ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্য কী, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য কী এবং একজন নাগরিকের অধিকার কী এসব বিষয় পৌরনীতি আলোচনা করে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে শুরু করে পৌরসভা, উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও এসব প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে পৌরনীতি। নাগরিকতার অর্থ, প্রকৃতি, অর্জন, বিলোপ, সুনাগরিকতা, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে পৌরনীতিতে আলোচনা করা হয়। এছাড়া একটা দেশের রাজনৈতিক ঘটনা, রাজনৈতিক দল, যুদ্ধ-বিগ্রহ, স্বাধীনতা, সরকার গঠন, সংবিধান, স্থানীয় সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার ইত্যাদিও এর আলোচ্য বিষয়।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, পৌরনীতি হলো নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। তাই বলার অপেক্ষা রাখে না নাগরিক জীবনের সবকিছুই পৌরনীতির আওতাভুক্ত। সুতরাং "নাগরিকের জীবন ও কার্যাবলি যতদূর বিস্তৃত, পৌরনীতির বিষয়বস্তুও ততদূর বিস্তৃত" বলে যে উক্তি করা হয়েছে তা যথার্থ বলেই প্রতীয়মান হয়।

রাজশাহী বোর্ড– ২০২৪

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 4 0

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?
ক) রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন
খ) সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন
গ) রাষ্ট্রীয় মূলনীতির পরিবর্তন
ঘ) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্তিকরণ

□ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২ ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জনাব রিপন দুটি উপজেলার নির্বাচিত একজন জনপ্রতিনিধি। তিনি তার নির্বাচনী এলাকার জনগণের বিভিন্ন দাবি দাওয়া পূরণ করার জন্য বিল আকারে জাতীয় সংসদে পেশ করার অঙ্গীকার করেন।

২. জনাব রিপন কী ধরনের জনপ্রতিনিধি?
ক) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান খ) উপজেলা চেয়ারম্যান
গ) সংসদ সদস্য ঘ) পৌরসভা চেয়ারম্যান

৩. রিপন সাহেবের অন্যতম কাজ কোনটি?
ক) আইন প্রণয়ন করা খ) অনাস্থা জ্ঞাপন করা
গ) বাজেট পাস করা ঘ) অধিবেশন মুলতবির ঘোষণা দেওয়া

৪. বাংলাদেশের শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি কে?
ক) প্রধানমন্ত্রী খ) রাষ্ট্রপতি গ) মন্ত্রী ঘ) সচিব

□ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মজিদ সাহেব বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে একটি বৃহৎ দল থেকে নির্বাচিত হন। তার দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করে। অন্যান্য দলগুলো নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে থাকে।

৫. বাংলাদেশে কী ধরনের দলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান?
ক) একদলীয় খ) বহুদলীয় গ) নির্দলীয় ঘ) দ্বিদলীয়

৬. মজিদ সাহেব কোন ধরনের দলের সদস্য?
ক) রাজনৈতিক খ) সাংস্কৃতিক গ) অরাজনৈতিক ঘ) আঞ্চলিক

৭. প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশে সকল ক্ষমতার মালিক কে?
ক) মন্ত্রী খ) সচিব গ) জনগণ ঘ) বিচারক

৮. ভোটদান পদ্ধতি কত প্রকার?
ক) দুই খ) তিন গ) চার ঘ) পাঁচ

৯. ডাস্টবিন নির্মাণ পৌরসভার কোন ধরনের কাজ?
ক) উন্নয়নমূলক খ) জনস্বাস্থ্যমূলক
গ) শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত ঘ) সৌন্দর্য রক্ষা সংক্রান্ত

১০. জেলা পরিষদে পরামর্শকের ভূমিকা পালন করেন কে?
ক) সংসদ সদস্য খ) পুলিশ সুপার গ) জেলা জজ ঘ) জেলা প্রশাসক

১১. নারীর ক্ষমতায়ন বলতে বুঝায়–
i. পরিবারে নারীর অবস্থান নিশ্চিতকরণ ii. নারীর মনোভাব প্রকাশের স্বাধীনতা
iii. নারীর আর্থিক স্বচ্ছলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১২. পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয় কত সালে?
ক) ১৯৯৭ খ) ১৯৯৮ গ) ১৯৯৯ ঘ) ২০০০

১৩. বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রাকৃতিক কারণ কোনটি?
ক) বেকারত্ব খ) দারিদ্র্য গ) জলবায়ুর প্রভাব ঘ) শিক্ষার অভাব

১৪. নাগরিক সমস্যা সমাধানের জন্য যে কাজটি প্রয়োজন–
i. উপযুক্ত শিক্ষা ii. কর্মমুখী শিক্ষা iii. সচেতনতা বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৫. নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগদান করেন কে?
ক) রাষ্ট্রপতি খ) প্রধানমন্ত্রী গ) প্রধান বিচারপতি ঘ) মন্ত্রিপরিষদ

১৬. দ্বিজাতি তত্ত্ব কে ঘোষণা করেন?
ক) এ.কে ফজলুল হক খ) মহাত্মা গান্ধী
গ) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

১৭. ইহাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ হতে বাংলাদেশ স্বাধীন। ঘোষণাটি কে দিয়েছিলেন?
ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খ) সৈয়দ তাজউদ্দীন আহমদ
গ) এম.এ জি ওসমানী ঘ) জিয়াউর রহমান

১৮. যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয় কত সালে?
ক) ১৯৫৪ সালে খ) ১৯৫৩ সালে গ) ১৯৫৮ সালে ঘ) ১৯৬২ সালে

□ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৯ ও ২০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
পৌরনীতির ক্লাসে স্যার বলেন, জনগণের আন্দোলনকে ব্যর্থ করার জন্য সরকার বিভিন্ন নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিদের উপর মামলা দায়ের করে। পাকিস্তান আমলেও ৩৫ জন বাঙালির বিরুদ্ধে আইয়ুব খান সরকার একটি মামলা দায়ের করে।

১৯. কোন আন্দোলনকে ব্যর্থ করার জন্য উক্ত মামলা দায়ের করা হয়?
ক) ভাষা আন্দোলন খ) ছয় দফা আন্দোলন
গ) ১১ দফা আন্দোলন ঘ) অসহযোগ আন্দোলন

২০. উক্ত মামলার প্রধান আসামী কে ছিলেন?
ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খ) ড. কুদরত-ই-খোদা
গ) জিয়াউর রহমান ঘ) আতাউল গনি ওসমানী

২১. আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসায় কাজ করে–
i. নিরাপত্তা পরিষদ ii. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ iii. আন্তর্জাতিক আদালত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) i ও ii ঘ) i ও iii

২২. কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হলো–
i. কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ii. চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা iii. বেকার ভাতা প্রদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৩. সভ্য সমাজের মানদন্ড কোনটি?
ক) বিজ্ঞানের উন্নতি খ) গণতন্ত্র
গ) আইনের শাসন ঘ) রাস্তাঘাটের উন্নতি

□ নিচের ছকটি দেখ ও ২৪ ও ২৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

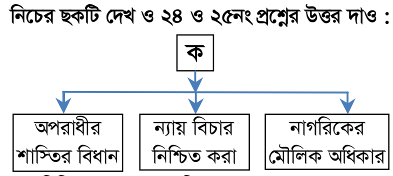

২৪. 'ক' চিহ্নিত স্থানে কোনটি বসবে?
ক) আইন বিভাগ খ) বিচার বিভাগ গ) শাসন বিভাগ ঘ) অধস্তন আদালত

২৫. উক্ত বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম কেন?
ক) দুর্বলকে সবলের হাত থেকে রক্ষার জন্য
খ) নিরপরাধীর শাস্তি বিধানের জন্য
গ) আইন প্রণয়ন করার জন্য
ঘ) আইনের বাস্তবায়নের জন্য

২৬. কোন অধিকারটির কারণে সমাজে ভিন্নতা দেখা দেয়?
ক) সামাজিক খ) রাজনৈতিক গ) অর্থনৈতিক ঘ) নৈতিক

২৭. বৈবাহিক সূত্রের ভিত্তিতে পরিবার কয় ধরনের?
ক) দুই খ) তিন গ) চার ঘ) পাঁচ

২৮. আইনের উৎস কয়টি?
ক) তিনটি খ) চারটি গ) পাঁচটি ঘ) ছয়টি

২৯. গণতন্ত্রকে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা বলার কারণ শাসকগণ–
i. জনগণের নিকট দায়ী থাকে ii. জনস্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করে
iii. সততার সাথে দায়িত্ব পালন করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩০. ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষাকারী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কোনটি?
ক) গণতান্ত্রিক খ) একনায়কতান্ত্রিক গ) পুঁজিবাদী ঘ) সমাজতান্ত্রিক

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

রাজশাহী বোর্ড–২০২৪

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (সৃজনশীল)

বিষয় কোড : | 1 | 4 | 0 |

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]** **পূর্ণমান : ৭০**

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. **দৃশ্যকল্প-১ :** রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে পাশাপাশি অবস্থিত কিছু মানুষের সমঝোতার ভিত্তিতে।
দৃশ্যকল্প-২ : রাষ্ট্রের উৎপত্তি ধারাবাহিক পরিবর্তনের ফল, যা কতগুলো উপাদানকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। যাতে নিজেদের পারস্পরিক বন্ধন, রাজনৈতিক মতামত, অর্থনৈতিক বিভিন্ন কার্যাবলির প্রভাব লক্ষ করা যায়।
ক. নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড কী? ১
খ. বর্তমানে একক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন? ২
গ. 'দৃশ্যকল্প-১' রাষ্ট্রের উৎপত্তির কোন মতবাদকে সমর্থন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "দৃশ্যকল্প-২ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত সঠিক মতবাদ"– তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২.
'ক' সংবিধান → সকলে সহজে বুঝতে পারে
→ নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট থাকে
→ দলিল আকারে থাকায় সকলে মেনে চলে

'খ' সংবিধান → যেকোনো সময় সংস্কার করা যায়
→ যুদ্ধ বিগ্রহের সম্ভাবনা কম থাকে
→ রাষ্ট্র বিষয়ক ধারণার সুস্পষ্টতা থাকে না

ক. সুপরিবর্তনীয় সংবিধান কাকে বলে? ১
খ. উত্তম সংবিধান জনকল্যাণকামী কেন? ২
গ. 'খ' নির্দেশিত সংবিধানটি কোন ধরনের সংবিধানকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান উত্তম সংবিধান– বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩. ফেরদৌস প্রথমবারের মতো ভোটার হয়ে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে খুব খুশি। ভোট কেন্দ্রের সার্বিক ব্যবস্থা সে খুব আগ্রহের সাথে পর্যবেক্ষণ করলো। বাড়ি ফিরে বাবার কাছে জানতে চাইলো এই নির্বাচন ব্যবস্থার সার্বিক দায়িত্বে কারা থাকেন, কীভাবে তারা দায়িত্ব পালন করেন? বাবা উত্তরে জানালেন, সাংবিধানিকভাবে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে ভূমিকা পালন করে।
ক. রাজনৈতিক দল কী? ১
খ. রাজনৈতিক দল কীভাবে জনমত গঠন করে? ২
গ. ফেরদৌস কোন পদ্ধতিতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থায় অপরিহার্য– মতামত দাও। ৪

৪. ঘটনা-১ : নুরপুর গ্রামের বিত্তশালী কৃষক বদরউদ্দীন। নাতি নাতনির মুখ দেখার আশায় তার একমাত্র পুত্র আজিজকে অল্প বয়সে বিয়ে দেন। বছর যেতে না যেতেই তিনি দাদা হন।
ঘটনা-২ : ভালোভাবে খোঁজখবর না নিয়েই রহিম মিয়া তার কন্যা সালমাকে আর্থিকভাবে সচ্ছল পরিবারের পাত্রের সাথে বিয়ে দেন। সালমার স্বামী বদরাগী স্বাভাবের মানুষ। সামান্য ভুল করলে তাকে বেদম প্রহার করে। এর ফলে তাদের সংসারে অশান্তি লেগেই থাকে।
ক. খাদ্য নিরাপত্তা কী? ১
খ. নিরক্ষরতা বাংলাদেশের অন্যতম নাগরিক সমস্যা কেন? ২
গ. ঘটনা-১ এ কোন নাগরিক সমস্যাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ঘটনা-২ এ বর্ণিত সমস্যাটি মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপগুলো উপস্থাপন কর। ৪

৫. 'X' নামক প্রতিষ্ঠানটি দেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত। এই প্রতিষ্ঠানটি দেশের আইন বিষয়ে সকল কার্যাদি সম্পাদন করে। এই বিভাগটি সরকারের আয়-ব্যয়ের বাৎসরিক হিসাব পাস করেন। অন্যদিকে 'Y' নামক প্রতিষ্ঠানটি জনগণের প্রধান অধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের রাষ্ট্রপ্রধান কোনো আইনের ব্যাখ্যা চাইলে এ বিভাগ উক্ত বিষয়ে পরামর্শ দান করে থাকে।
ক. সচিবালয় কী? ১
খ. জেলা প্রশাসককে কালেকটর বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে 'X' প্রতিষ্ঠানটি সরকারের কোন বিভাগকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আইনের অনুশাসন রক্ষায় উদ্দীপকের 'Y' প্রতিষ্ঠানটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৬. মিঃ 'X' বাতিঘর নামে একটি সংঘ পরিচালনা করেন। সংঘটি পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মতামত নিয়ে থাকেন এবং সকলের পরামর্শের আলোকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অন্যদিকে 'Y' সূর্যমুখী নামে আরেকটি সংঘ পরিচালনার ক্ষেত্রে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মতামতের গুরুত্ব দেন না। এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনিই সংগঠনের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।
ক. পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কাকে বলে? ১
খ. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের আয়তন বড়ো হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে 'Y' নামক সংঘের সাথে কোন সরকার ব্যবস্থার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বাতিঘর ও সূর্যমুখী সংগঠন দুটি পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনটি উত্তম বলে তুমি মনে কর? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর। ৪

৭. চিত্র-১ :
? → ২১ দফা কর্মসূচি
→ যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসন লাভ করে

চিত্র-২ :
? → আওয়ামী লীগ ১৬৭ আসন
→ নির্বাচন রায় বানচালের ষড়যন্ত্র

ক. মুজিবনগর সরকার কখন গঠিত হয়? ১
খ. ৭ই মার্চ কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. চিত্র-১ এ প্রশ্ন চিহ্নিত (?) সালে কোন ঐতিহাসিক নির্বাচনকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে চিত্র-২ এ নির্দেশিত নির্বাচনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৮. জনাব তমিজউদ্দীন একটি প্রতিষ্ঠানের একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রধান জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। তিনি একজন প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা ভোগ করেন। অন্যদিকে জনাব নাসির আহমেদ বিভিন্ন গ্রামীণ পরিবারিক বিবাদ, কৃষি, মাছ চাষ, পশু পালন নানা রকম অর্থনৈতিক উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ করেন এবং গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখেন। এই প্রতিষ্ঠানটিকেই প্রশাসনের তিন স্তরের মধ্যে নিচের দিকে সবচেয়ে বেশি কার্যকর ইউনিট বলে বিবেচনা করা হয়।
ক. কত সালে পার্বত্য শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়? ১
খ. নাগরিকতার বিকাশে স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব কী? ২
গ. জনাব তমিজউদ্দীন কোন প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধি? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত নাসির আহমেদের কাজগুলো উক্ত প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট– বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের দু'দল শিক্ষার্থী বিদেশে শিক্ষা সফরে যায়। প্রথম দলটি বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী কয়েকটি দেশ ঘুরে একটি দেশে গিয়ে 'ক' নামক একটি আঞ্চলিক সংস্থার সচিবালয় দেখতে পান। অপর দলটি আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিম তীরবর্তী একটি দেশে যায় সেখানে 'খ' নামক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদর দপ্তর অবস্থিত। এই সংস্থায় শান্তিকামী যেকোনো রাষ্ট্র সদস্য হতে পারে। বিশ্ব শান্তিরক্ষায় এই সংস্থাটিতে বাংলাদেশের অবদান প্রশংসনীয়।
ক. SAARC এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. কমনওয়েলথ কেন গড়ে উঠে? ২
গ. উদ্দীপকে 'ক' নামক সংস্থার সাথে তোমার পঠিত কোন আঞ্চলিক সংস্থার মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বিশ্ব শান্তি রক্ষায় উদ্দীপকে 'খ' নামক আন্তর্জাতিক সংস্থাটির কার্যক্রম মূল্যায়ন কর। ৪

১০. জনাব 'X' একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান। নিচের ছকে তার কার্যক্রম তুলে ধরা হলো :

ক্রমিক	কাজ
ক	প্রতিষ্ঠান ও সমাজের অনেক সমস্যা তিনি সহজেই সমাধান করতে পারেন।
খ	তিনি আইন মান্য করেন এবং যোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দেন।
গ	তাঁর প্রতিষ্ঠানে একজন কর্মচারী প্রয়োজন হলে তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুপারিশে একজনকে নিয়োগ প্রদান করেন।

ক. দ্বৈত নাগরিকতা কী? ১
খ. অধিকার ও কর্তব্য একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠ কীভাবে? ২
গ. ছক 'খ' তে নাগরিকের কোন গুণটির প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ছকগুলোতে উল্লিখিত গুণগুলোর আলোকে জনাব 'X' কে কি সুনাগরিক বলা যায়? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১. **দৃশ্যকল্প-১ :** 'ক' রাষ্ট্রের সাংবিধানিক পদে রাষ্ট্রপ্রধান জনাব মনিরুল ইসলামকে নিয়োগ দেন এবং শপথবাক্য পাঠ করান। শপথ অনুষ্ঠান শেষে জনাব মনিরুল ইসলাম বলেন, "আমি সংবিধানে বর্ণিত নির্দেশাবলি এবং দেশের নির্বাচনি আইন অনুযায়ী সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেষ্টা করবো।"
দৃশ্যকল্প-২ : জনাব কবিরুল ইসলাম এমন একটি সংগঠনের সদস্য যার সদস্যরা নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে একই মতামত ধারণ করে। যাদের কিছু নির্বাচনি কর্মসূচি থাকে।
ক. নির্বাচন কী? ১
খ. আওয়ামী মুসলীম লীগ থেকে 'মুসলীম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয় কেন? ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এর সাথে পাঠ্যবইয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান কোনটি? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় দৃশ্যকল্প-২ এ বর্ণিত সংগঠনের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	K	২	M	৩	K	৪	L	৫	L	৬	K	৭	M	৮	K	৯	L	১০	K	১১	N	১২	K	১৩	M	১৪	N	১৫	K
	১৬	M	১৭	K	১৮	L	১৯	L	২০	K	২১	N	২২	N	২৩	M	২৪	L	২৫	K	২৬	M	২৭	L	২৮	N	২৯	K	৩০	K

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ **দৃশকল্প-১ :** রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে পাশাপাশি অবস্থিত কিছু মানুষের সমঝোতার ভিত্তিতে।

দৃশ্যকল্প-২ : রাষ্ট্রের উৎপত্তি ধারাবাহিক পরিবর্তনের ফল, যা কতগুলো উপাদানকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। যাতে নিজেদের পারস্পরিক বন্ধন, রাজনৈতিক মতামত, অর্থনৈতিক বিভিন্ন কার্যাবলির প্রভাব লক্ষ করা যায়।

ক. নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড কী? ১

খ. বর্তমানে একক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন? ২

গ. 'দৃশ্যকল্প-১' রাষ্ট্রের উৎপত্তির কোন মতবাদকে সমর্থন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "দৃশ্যকল্প-২ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত সঠিক মতবাদ"– তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক নির্দিষ্ট ভূখণ্ড হলো একটি রাষ্ট্রের স্থলভাগ, জলভাগ ও আকাশসীমা।

খ শহরায়ণ ও নগরায়ণের প্রভাবে বর্তমানে একক পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে।

শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে যৌথ পরিবারের পরিবর্তে একক পরিবারের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা, শহরে জীবনযাপন ব্যয় বেশি হওয়ায় বাবা-মা-স্ত্রী পরিজন সন্তানসন্ততিসহ বিরাট আকারের যৌথ পরিবারের খরচ মেটানো সকলের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না। ফলে স্ত্রী-সন্তানাদি নিয়ে বসবাসের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এতে একক পরিবার জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাই বর্তমানে একক পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে।

গ দৃশ্যকল্প-১ রাষ্ট্রের উৎপত্তির সামাজিক চুক্তি মতবাদকে সমর্থন করে।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ একটা প্রাচীন মতবাদ। তবে এ মতের জোর সমর্থন মেলে ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে। সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূলকথা হলো– জনগণের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। ব্রিটিশ দার্শনিক Hobbes বলেন, রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বসবাস করতো। এসময় মানুষ ছিল স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক ও ঈর্ষাকাতর। ফলে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের মধ্যে সার্বক্ষণিক সংঘর্ষ লেগেই থাকতো। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে পাশাপাশি অবস্থিত কিছু মানুষের সমঝোতার ভিত্তিতে। এরূপ বক্তব্যে রাষ্ট্র সৃষ্টির সামাজিক মতবাদকে সমর্থন করে। কেননা, দার্শনিক হবস (Hobbes) এবং দার্শনিক জন লক (John Locke) এ মতবাদের কট্টর সমর্থক হিসেবে বলেন, রাষ্ট্রের প্রথম অবস্থায় মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বসবাস করতো। তারা আইন মেনে চলতো এবং শান্তিপ্রিয় ছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক আইনের সঠিক ব্যাখ্যা এবং আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তি দেওয়ার কোনো সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ না থাকায় এতে বিবাদের আশংকা থেকে যায়। এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার লক্ষ্যে মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করে। প্রথম চুক্তি অনুযায়ী প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ নিজেদের একটি সত্তায় বা সম্প্রদায়ে পরিণত করে। এটাই সামাজিক চুক্তি হিসেবে পরিচিত। আর দ্বিতীয় চুক্তি হয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে সরকারের। চুক্তি অনুযায়ী সরকার জানমালের আমানতদারে পরিণত হয়।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ প্রকাশ পেয়েছে। এটিই রাষ্ট্র সৃষ্টির সঠিক মতবাদ।

রাষ্ট্র কখন ও কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু তারা নিশ্চিতভাবে বলতে পারেনি রাষ্ট্র কখন উৎপত্তি লাভ করেছে। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন মতবাদকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রের উৎপত্তির সময় ও আসল কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেন। এসব মতবাদের মধ্যে ঐতিহাসিক মতবাদ সব থেকে যৌক্তিক বলে বিবেচিত।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এ বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের উৎপত্তি ধারাবাহিক পরিবর্তনের ফল। যা কতকগুলো উপাদানকে প্রভাবিত করেছে। যাতে নিজেদের পারস্পরিক বন্ধন, রাজনৈতিক মতামত, অর্থনৈতিক বিভিন্ন কার্যাবলির প্রভাব লক্ষ করা যায়। এখানে রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদের চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। এটিই রাষ্ট্র সৃষ্টির সঠিক মতবাদ। ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ সম্পর্কে ড. গার্নার বলেন, "রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি নয়, বলপ্রয়োগের মাধ্যমেও সৃষ্টি হয়নি বরং ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের ফলে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে।" রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে ঐতিহাসিক বা বিবর্তনবাদমূলক মতবাদ সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য মতবাদ। এ মতবাদে রাষ্ট্রের উৎপত্তির সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এবং এ মতবাদের মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা নেই। আসলে বর্তমান রাষ্ট্র বহুযুগের বিবর্তনের ফল।

উপরিউক্ত বিষয় থেকে এটি স্পষ্ট হয়, ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ অধিক গ্রহণযোগ্য ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ০২

'ক' সংবিধান → সকলে সহজে বুঝতে পারে
→ নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট থাকে
→ দলিল আকারে থাকায় সকলে মেনে চলে

'খ' সংবিধান → যেকোনো সময় সংস্কার করা যায়
→ যুদ্ধ বিগ্রহের সম্ভাবনা কম থাকে
→ রাষ্ট্র বিষয়ক ধারণার সুস্পষ্টতা থাকে না

ক. সুপরিবর্তনীয় সংবিধান কাকে বলে? ১

খ. উত্তম সংবিধান জনকল্যাণকামী কেন? ২

গ. 'খ' নির্দেশিত সংবিধানটি কোন ধরনের সংবিধানকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধান উত্তম সংবিধান– বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সংবিধানের যেকোনো ধারা সহজে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায়, তাকে সুপরিবর্তনীয় সংবিধান বলে।

খ উত্তম সংবিধানে সর্বাধিক জনকল্যাণের কথা চিন্তা করা হয় বিধায় উত্তম সংবিধান জনক্যাণকামী।

বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের কোনা না কোনো সংবিধান রয়েছে। যে রাষ্ট্রের সংবিধান যত উন্নত, সে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা ততটা উত্তমভাবে পরিচালিত হয়। একটি রাষ্ট্রের সংবিধান তখনই উত্তম বলে বিবেচিত হয় যখন তা জনগণের কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য হয়। একটি উত্তম সংবিধানে তাই জনমতের প্রতিফলন যেমন লক্ষ করা যায় তেমনি তা জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষারও রক্ষা কবচ। এই প্রসঙ্গে দার্শনিক রুশো বলেছেন, যে আইনে মানুষের কল্যাণ নেই তা উত্তম সংবিধান হতে পারে না। সুতরাং উত্তম সংবিধান স্বাভাবিকভাবেই জনকল্যাণকামী।

গ 'খ' নির্দেশিত সংবিধানটি অলিখিত সংবিধানকে ইঙ্গিত করে।

যে সংবিধানের ধারাগুলো কোনো দলিলে লিপিবন্ধ থাকে না তাকে অলিখিত সংবিধান বলে। তবে এককথায় বলতে সাধারণ প্রথা ও রীতিনীতিভিত্তিক এবং চিরাচরিত নিয়ম ও আচার-অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে যে সংবিধান গড়ে ওঠে তাকে অলিখিত সংবিধান বলা হয়। যেমন- ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত।

উদ্দপিকের 'খ' সংবিধান সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটি যেকোনো সময় সংস্কার করা যায়, যুদ্ধবিগ্রহের সম্ভাবনা কম থাকে, রাষ্ট্র বিষয়ক ধারণার সুস্পটতা থাকে।– এ সব বিষয়গুলো অলিখিত সংবিধানকে উপস্থাপন করে। অলিখিত সংবিধান যেহেতু সহজে পরিবর্তন করা যায় তাই যেকোনো প্রয়োজন মেটাতে এ সংবিধান খুবই সহায়ক। সহজে পরিবর্তন করা যায় বিধায় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী অলিখিত সংবিধান পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। ফলে বিপ্লবের সম্ভাবনা থাকে না। এ সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় লিখিত না থাকায় রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয় সম্পর্কে অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা থাকে না। সুতরাং বলা যায়, 'খ' সংবিধান অলিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্যকে ইঙ্গিত করে।

ঘ 'ক' রাষ্টের সংবিধান উত্তম সংবিধান- বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে উক্তিটি যথার্থ।

উত্তম সংবিধান এমন একটি সংবিধান, যেখানে রাষ্ট্রের সকল রীতিনীতি সুস্পষ্ট এবং নাগরিকের চাহিদার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে। এ ধরনের সংবিধান লিখিত হওয়ায় সেখানে শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন ধারা ও নীতিমালা সুস্পর্ষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। জনগণের কাছে তা সুস্পর্ষ্ট ও সহজেই বোধগম্য হয়। এ ধরনের সংবিধান সাধারণ সংক্ষিপ্ত আকারের হয়। উত্তম সংবিধানে নাগরিকের মৌলিক অধিকারেরও উল্লেখ থাকে। এর ফলে জনগণ তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়।

উদ্দীপকের 'ক' সংবিধানটির বৈশিষ্ট্য লক্ষ করলে বোঝা যায়, এটি সুস্পষ্ট লিখিত, সহজবোধ্য। এরূপ সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের সাদৃশ্য রয়েছে। আর বাংলাদেশের সংবিধান একটি উত্তম সংবিধান। কারণ, বাংলাদেশের সংবিধান একটি লিখিত দলিল। লিখিত সংবিধান হওয়ায় এর অধিকাংশ ধারা লিখিত থাকে বলে এটি জনগণের নিকট সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হয়। বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। কারণ বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে দেশের প্রচলিত কোনো আইনের সংঘাত সৃষ্টি হলে সেক্ষেত্রে সংবিধান প্রাধান্য পাবে। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমরা কী কী অধিকার ভোগ করব তা সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সংবিধানে জনগণের চাহিদা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করতে গেলে জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন হয়। আর কোনো সংবিধানকে উত্তম প্রকৃতির সংবিধান হতে হলে, সেটাকে লিখিত, সুস্পর্ষ্ট ও সংক্ষিপ্ত হতে হয়, নাগরিকের মৌলিক অধিকার উল্লেখ থাকতে হয়, জনমতের প্রতিফলন ঘটাতে হয়, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি উল্লেখ থাকতে হয়, সংশোধন পদ্ধতির উল্লেখ থাকতে হয় এবং জনকল্যাণকামী হতে হয়।

প্রশ্ন ▶ ০৩ ফেরদৌস প্রথমবারের মতো ভোটার হয়ে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে খুব খুশি। ভোট কেন্দ্রের সার্বিক ব্যবস্থা সে খুব আগ্রহের সাথে পর্যবেক্ষণ করলো। বাড়ি ফিরে বাবার কাছে জানতে চাইলো এই নির্বাচন ব্যবস্থার সার্বিক দায়িত্বে কারা থাকেন, কীভাবে তারা দায়িত্ব পালন করেন? বাবা উত্তরে জানালেন, সাংবিধানিকভাবে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে ভূমিকা পালন করে।

ক. রাজনৈতিক দল কী? ১

খ. রাজনৈতিক দল কীভাবে জনমত গঠন করে? ২

গ. ফেরদৌস কোন পদ্ধতিতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থায় অপরিহার্য– মতামত দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশের জনগোষ্ঠীর যে অংশ বা যারা একটি আদর্শ বা কিছু নীতি বা কর্মসূচির ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় সমস্যা সমাধানে সংগঠিত হয়, তাদেরকে রাজনৈতিক দল বলে।

খ জনমত গঠনে রাজনৈতিক দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক পালন করে থাকে। রাজনৈতিক দলের একটি অন্যতম কাজ হচ্ছে তার আদর্শ ও কর্মসূচির পক্ষে জনমত গঠন করা। রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সভা, মিছিল ও গণযোগাযোগের কর্মসূচি গ্রহণ করে জনগণের সামনে উপস্থাপন করে জনমত গঠন করে।

গ ফেরদৌস প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিনিধি বাছাইয়ের একমাত্র প্রক্রিয়া হলো নির্বাচন। এই নির্বাচন ব্যবস্থা আবার দুটি পদ্ধতিতে বিভক্ত। একটি প্রত্যক্ষ ও অন্যটি পরোক্ষ। যে পদ্ধতিতে ভোটার গোপনে ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচিত করে তাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি।

উদ্দীপকের ফেরদৌস প্রথমবারের মতো ভোটার হয়ে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। এরূপ ভোটদান প্রত্যক্ষ নির্বাচনকে নির্দেশ করে। কেননা একজন ভোটার যখন কোনো প্রতিনিধির মাধ্যম ছাড়া সরাসরি তার ভোট দিয়ে প্রতিনিধি বাছাই তথা নির্বাচনে ভোট প্রদান করে তাকে বলে প্রত্যক্ষ নির্বাচন যেটি ফেরদৌস করেছে। সুতরাং সে প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে।

ঘ উদ্দীপকের উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি হলো বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে এ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অত্যধিক।

নির্বাচন কমিশন হলো একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অনধিক চার জন কমিশনার নিয়ে এ নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নিয়ে সংসদ প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা খুবই জরুরি। একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের প্রধান শর্ত। যা গণতন্ত্রকে সুসংহত করে তোলে।

উদ্দীপকের ফেরদৌস নির্বাচন কারা পরিচালনা করেন জিজ্ঞাসা করলে তার বাবা বলেন, সাংবিধানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে ভূমিকা পালন করে। তার এরূপ বর্ণনায় বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের কাজের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। একটি সুষ্ঠু ও বস্তুনিষ্ঠ নির্বাচন অনুষ্ঠানে এ নির্বাচন কমিশনের কোনো বিকল্প নেই। কারণ নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হলো নির্বাচনকে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনার মধ্যে এনে নির্বাচনের পরিবেশকে স্থিতিশীল রাখা। তারা নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ করে ও নির্বাচনের একটি রূপরেখা তৈরি করে। ফলে নির্বাচনের দিনে জনগণ সুষ্ঠুভাবে ভোট দেওয়ার সুযোগ পায়।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, উদ্দীপকের উল্লিখিত ফেরদৌসের বাবার বর্ণনাকৃত প্রতিষ্ঠানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সংগঠন তথা নির্বাচন কমিশনের প্রধান দায়িত্ব হলো একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনা করা। আর তাই এটি বলার অবকাশ থাকে না যে, একটি সুষ্ঠু ও বস্তুনিষ্ঠ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনের বিকল্প নেই।

প্রশ্ন ▶ ০৪ ঘটনা-১ : নুরপুর গ্রামের বিত্তশালী কৃষক বদরউদ্দীন। নাতি নাতনির মুখ দেখার আশায় তার একমাত্র পুত্র আজিজকে অল্প বয়সে বিয়ে দেন। বছর যেতে না যেতেই তিনি দাদা হন।

ঘটনা-২ : ভালোভাবে খোঁজখবর না নিয়েই রহিম মিয়া তার কন্যা সালমাকে আর্থিকভাবে সচ্ছল পরিবারের পাত্রের সাথে বিয়ে দেন। সালমার স্বামী বদরাগী স্বাভাবের মানুষ। সামান্য ভুল করলে তাকে বেদম প্রহার করে। এর ফলে তাদের সংসারে অশান্তি লেগেই থাকে।

ক. খাদ্য নিরাপত্তা কী? ১

খ. নিরক্ষরতা বাংলাদেশের অন্যতম নাগরিক সমস্যা কেন? ২

গ. ঘটনা-১ এ কোন নাগরিক সমস্যাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এ বর্ণিত সমস্যাটি মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপগুলো উপস্থাপন কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক খাদ্যের প্রাপ্যতা, খাদ্য ক্রয় করার ক্ষমতা এবং খাদ্যের পুষ্টি নিশ্চিত করাই খাদ্য নিরাপত্তা।

খ নিরক্ষরতা নিজে একটি সমস্যার পাশাপাশি আরও অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে। এজন্য নিরক্ষরতা বাংলাদেশের অন্যতম নাগরিক সমস্যা। নিরক্ষরতা বলতে আমরা বুঝি, যারা লিখতে বা পড়তে জানে না। নিরক্ষরতা একটি অন্যতম নাগরিক সমস্যা। লেখাপড়া না জানার কারণে নিরক্ষর ব্যক্তি রাষ্ট্র ও সমাজের উপকারে আসে না। ফলে সে সমাজের বোঝা হিসেবে পরিগণিত হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর। অর্থাৎ অধিকাংশ লোকই দেশের বা সমাজের কোনো কাজে আসে না। তাই আমি বলতে পারি, নিরক্ষরতা একটি অভিশাপ। একে মোকাবিলা করা সকলের দায়িত্ব।

গ ঘটনা-১ এ বাংলাদেশের অন্যতম নাগরিক সমস্যা জনসংখ্যা সমস্যাকে ইঙ্গিত করে।

জনসংখ্যা সমস্যা বাংলাদেশ ও বিশ্বের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। মানুষের জন্মহার মৃত্যুহারকে ছাড়িয়ে গেলে এবং এ জন্মহার দেশের সম্পদের বৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে গেলে জনসংখ্যা একটি দেশের সমস্যায় পরিণত হয়। কারণ বাড়তি জনসংখ্যার চাহিদা দেশের সীমিত সম্পদ দিয়ে পূরণ করা সম্ভব হয় না। তাই ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে বিশ্ব জনসংখ্যার বর্তমান বৃদ্ধির হার কমানোর প্রয়োজন রয়েছে।

উদ্দীপকের কৃষক বদরউদ্দিন নাতি-নাতনির মুখ দেখার আশায় তার একমাত্র পুত্র আজিজকে অল্প বয়সে বিয়ে দেন। বছর যেতে না যেতেই তিনি দাদা হন। এরূপ বর্ণনায় জনসংখ্যা সমস্যার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কেননা বাল্য বিবাহ জনসংখ্যা বৃদ্ধির বা জনসংখ্যা সমস্যা সৃষ্টির অন্যতম একটি কারণ। কম বয়সে বিয়ে হওয়ার কারণে ছেলে মেয়ে উভয়ে অধিক সন্তান জন্ম দিয়ে থাকে। অনেক সময় ছেলেমেয়েরা একের অধিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এসব কারণেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় যা বাংলাদেশের অন্যতম সমস্যা জনসংখ্যা সমস্যাকে সৃষ্টি করে।

ঘ ঘটনা-২ এ বর্ণিত সমস্যাটি হলো নারী নির্যাতন। নারী নির্যাতন মোকাবেলায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

নারী নির্যাতন বর্তমান বাংলাদেশের একটি অন্যতম নাগরিক সমস্যা। এ সমস্যা বর্তমানে ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। পারিবারিক নির্যাতন ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ। তাই নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রয়োজন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

উদ্দীপকের ঘটনা-২ এ সালমাকে তার স্বামী সামান্য ভুল করলে বেদম প্রহার করে। এটি নারী নির্যাতনেরই প্রতিচ্ছবি। এই ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা তথা নারী নির্যাতন রোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। নারী নির্যাতনের কারণগুলো প্রতিকারের পাশাপাশি কঠোর আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা নিতে হবে। সমাজের সদস্য হিসেবে নারীকে হতে হবে সাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন, শিক্ষিত, অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিগতভাবে আত্মনির্ভরশীল। নারীর বিভিন্ন অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও নারী নির্যাতন রোধে বিদ্যমান আইনের কঠোর বাস্তবায়ন দরকার। প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন বা পুরাতন আইন সংশোধন করে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদান নারী নির্যাতন রোধে ভূমিকা রাখবে। নির্যাতিত দরিদ্র ও অসহায় নারীদের আইনি সহায়তা প্রদান করে নারী নির্যাতন রোধ করা সম্ভব। এতে নারীদের প্রতি 'অবলা' মনোভাব দূর হবে যা অপরাধীদের অপরাধ করতে ভীতি তৈরি করবে। নারী নির্যাতনের বিশেষ কারণ হলো- ধর্মীয় অনুশাসন না মানা। ইসলামের দেওয়া নারী অধিকার নারীদের দেওয়া হলে তারা কখনো নির্যাতনের শিকার হবে না। তাছাড়া পাঠ্যপুস্তকসহ বিভিন্ন মাধ্যমে সচেতনতা তৈরি করা গেলে নারীর প্রতি মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসবে যা নারী নির্যাতন রোধ করবে।

আলোচনা থেকে বলা যায়, নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আইনের প্রয়োগের পাশাপাশি নারী-পুরুষ উভয়কে সচেতন হতে হবে। কোনো নারী যেন নির্যাতনের শিকার না হয় সে জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

প্রশ্ন ▸ ০৫ 'X' নামক প্রতিষ্ঠানটি দেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত। এই প্রতিষ্ঠানটি দেশের আইন বিষয়ে সকল কার্যাদি সম্পাদন করে। এই বিভাগটি সরকারের আয়-ব্যয়ের বাৎসরিক হিসাব পাস করেন। অন্যদিকে 'Y' নামক প্রতিষ্ঠানটি জনগণের প্রধান অধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের রাষ্ট্রপ্রধান কোনো আইনের ব্যাখ্যা চাইলে এ বিভাগ উক্ত বিষয়ে পরামর্শ দান করে থাকে।

ক. সচিবালয় কী? ১

খ. জেলা প্রশাসককে কালেকটর বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে 'X' প্রতিষ্ঠানটি সরকারের কোন বিভাগকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আইনের অনুশাসন রক্ষায় উদ্দীপকের 'Y' প্রতিষ্ঠানটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে স্থানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়গুলো অবস্থিত তাই সচিবালয় নামে পরিচিত।

খ জেলা প্রশাসক জেলার রাজস্ব সংক্রান্ত ও আর্থিক কাজ সম্পাদন করেন বলে তিনি কালেকটর নামে পরিচিত।

জেলা প্রশাসন মাঠ বা স্থানীয় প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এর প্রধান নির্বাহী কর্তা হলেন জেলা প্রশাসক। তার বহুবিধ কাজের মধ্যে একটি হলো রাজস্ব সংক্রান্ত ও আর্থিক কাজ। জেলা প্রশাসক জেলা কোষাগারের রক্ষক ও পরিচালক। জেলার সব ধরনের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তার, সে কারণে তিনি কালেকটর নামে পরিচিত। এ ছাড়া তিনি ভূমি উন্নয়ন, রেজিস্ট্রেশন ও রাজস্বসংক্রান্ত বিবাদ মীমাংসা করে থাকেন।

গ উদ্দীপকের 'X' প্রতিষ্ঠানটি সরকারের আইন বিভাগকে নির্দেশ করে।

বাংলাদেশের আইন প্রণয়নের সব ক্ষমতা জাতীয় সংসদের। সংসদ যেকোনো নতুন আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইনের পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে। কোনো নতুন আইন পাস করতে হলে খসড়া বিল আকারে তা সংসদে পেশ করা হয়। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে গৃহীত হলে বিলটি আইনে পরিণত হয়।

উদ্দীপকের 'X' নামক প্রতিষ্ঠানটি দেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত। এই প্রতিষ্ঠানটি দেশের আইন বিষয়ে সকল কার্যাদি সম্পাদন করে। এই বিভাগটি সরকারের আয় ব্যয়ের বাৎসরিক হিসাব পাস করে। এরূপ বর্ণনায় বাংলাদেশ সরকারের আইন বিভাগের চিত্র প্রকাশ পায়। কেননা আইন বিভাগ বা জাতীয় সংসদ গঠিত হয় জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিদের নিয়ে। আর জাতীয় সংসদে দেশের জন্য যাবতীয় আইন প্রণীত হয়, সেখানে সরকারের বাজেট পেশ করা হয়। সুতরাং 'X' প্রতিষ্ঠানটি সরকারের আইন বিভাগেরই প্রতিচ্ছবি।

ঘ 'Y' প্রতিষ্ঠানটি হলো সরকারের বিচার বিভাগ। আইনের অনুশাসন রক্ষায় বিচার বিভাগের ভূমিকা অনন্য।

বাংলাদেশ সরকারের তিনটি বিভাগ রয়েছে। আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ। এর মধ্যে আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত বিধান দ্বারা বিচার কাজ করে থাকে বিচার বিভাগ। আইনসভা কর্তৃক বিধানকৃত নীতিসমূহ বাস্তবায়নের দ্বারা আইনের অনুশাসন ও দেশের সংবিধানকে অক্ষুণ্ণ রাখা বিচার বিভাগের কাজ।

উদ্দীপকের 'Y' নামক প্রতিষ্ঠানটি জনগণের প্রধান অধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের রাষ্ট্রপ্রধান কোনো আইনের ব্যাখ্যা চাইলে এ বিভাগ উক্ত বিষয়ে পরামর্শ দান করেন। এরূপ বর্ণনায় বাংলাদেশের বিচার বিভাগের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। আর ন্যায় বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় এ বিভাগের ভূমিকা অপরিসীম। কেননা বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতার কারণে নাগরিকের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও মৌলিক অধিকার রক্ষা পায়। এটি অপরাধীকে বিচারের আওতায় এনে শাস্তি প্রদান করে থাকে এবং নিরাপরাধ ব্যক্তিকে মুক্তি দানের মাধ্যমে

দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় মুখ্য ভূমিকা রাখে। এছাড়া বিচার বিভাগ বিচারের ক্ষেত্রে কোনোরূপ পক্ষপাতিত্ব না করে 'আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান' এই নীতি বাস্তবায়ন করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিচারকাজ পরিচালনা করতে গিয়ে বিচারকগণ অনেক সময় প্রচলিত অস্পষ্ট আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকেন এবং নতুন আইন প্রণয়ন করেন যাতে নিরপরাধ ব্যক্তি শাস্তি না পায়। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ছাড়া সুসভ্য নাগরিক জীবন কল্পনাতীত। নাগরিকের মৌলিক অধিকারসমূহ রক্ষার দায়িত্ব বিচার বিভাগের ওপর ন্যস্ত। বিচার বিভাগের ওপর যদি অন্য কোনো বিভাগের কর্তৃত্ব থাকে তবে নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষায় বিঘ্ন ঘটতে পারে।

আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, নাগরিকের ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সর্বত্র আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে এর জন্য প্রয়োজন বিচার বিভাগের শতভাগ স্বাধীনতা। তাই বলা যায়, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে– উক্তিটি যথার্থ হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৬ মি. 'X' বাতিঘর নামে একটি সংঘ পরিচালনা করেন। সংঘটি পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মতামত নিয়ে থাকেন এবং সকলের পরামর্শের আলোকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

অন্যদিকে 'Y' সূর্যমুখী নামে আরেকটি সংঘ পরিচালনার ক্ষেত্রে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মতামতের গুরুত্ব দেন না। এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনিই সংগঠনের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

ক. পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কাকে বলে? ১

খ. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের আয়তন বড়ো হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে 'Y' নামক সংঘের সাথে কোন সরকার ব্যবস্থার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বাতিঘর ও সূর্যমুখী সংগঠন দুটি পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনটি উত্তম বলে তুমি মনে কর? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সম্পত্তির উপর জনগণের ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকে তাকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বলে।

খ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় একাধিক অঞ্চল বা প্রদেশ মিলে একটি সরকার গঠন করে বিধায় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের আয়তন বড় হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলতে সেই ধরনের সরকারকে বোঝায়, যেখানে একাধিক অঞ্চল বা প্রদেশ মিলে একটি সরকার গঠন করে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ক্ষমতা বণ্টনের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এতে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার কিছু অংশ প্রদেশ বা আঞ্চলিক সরকারের এবং জাতীয় বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে। অর্থাৎ এতে দ্বৈত সরকারব্যবস্থা থাকে।

গ উদ্দীপকে 'Y' নামক সংঘের সাথে একনায়কতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার মিল পাওয়া যায়।

একনায়কতন্ত্র এক ধরনের স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থা। এতে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত না থেকে একজন স্বেচ্ছাচারী শাসক বা দল বা শ্রেণির হাতে ন্যস্ত থাকে। এতে নেতাই দলের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাকে বলা হয় একনায়ক বা ডিকটেটর। একনায়কতান্ত্রিক শাসককে সহায়তা করার জন্য মন্ত্রী বা উপদেষ্টা পরিষদ থাকে। কিন্তু তারা শাসকের আদেশ ও নির্দেশ মেনে চলে।

উদ্দীপকের 'Y' সূর্যমুখী নামে আরেকটি সংঘ পরিচালনার ক্ষেত্রে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মতামতের গুরুত্ব দেন না। এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনিই সংগঠনের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এরূপ বর্ণনায় একনায়কতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার মিল পাওয়া যায়। কেননা একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসকের কারও কাছে জবাবদিহিতা থাকে না। এতে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকে। এই দলের নেতাই সরকারপ্রধান। তার ইচ্ছা অনুযায়ী দল পরিচালিত হয় এবং তার অন্ধ অনুসারীদের নিয়ে দল গঠিত হয়। এ সরকারব্যবস্থায় আইন ও বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। একনায়কের ইচ্ছা অনুযায়ী আইন প্রণয়ন ও বিচারকাজ সম্পন্ন করা হয়। 'এক জাতি, এক দেশ, এক নেতা' একনায়কতন্ত্রের আদর্শ। এতে মনে করা হয়, সবকিছু রাষ্ট্রের জন্য, এর বাইরে বা বিরুদ্ধে কিছু নয়।

ঘ উদ্দীপকের 'বাতিঘর' ও 'সূর্যমুখী' সংগঠন দুটি যথাক্রমে গণতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি। এ দুটির মধ্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা উত্তম বলে আমি মনে করি।

গণতন্ত্র বর্তমান যুগে প্রচলিত শাসনব্যবস্থাগুলোর মধ্যে সর্বোকৃষ্ট ও সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য শাসনব্যবস্থা। এটি এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে শাসনকার্যে জনগণের সকলে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সকলে মিলে সরকার গঠন করে। এটি জনগণের অংশগ্রহণে, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের কল্যাণার্থে পরিচালিত একটি শাসনব্যবস্থা। পক্ষান্তরে একনায়কতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার ঠিক বিপরীত অবস্থা বিরাজ করে। সেখানে শাসকই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

উদ্দীপকে বাতিঘর সংগঠনটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত। কেননা, সংঘটি পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মতামত নিয়ে থাকেন এবং সকলের পরামর্শের আলোকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এরূপ বর্ণনায় গণতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতি প্রকাশ পায় যেটি বর্তমান বিশ্বে পরিচালিত উত্তম সরকার ব্যবস্থা। একারণে এরূপ রাষ্ট্র অধিক জনকল্যাণকর। এছাড়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের মতপ্রকাশ ও সরকারের সমালোচনা করার সুযোগ থাকে। এতে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় অর্থাৎ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তিত হয়। গণতন্ত্রে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে। সকলের স্বার্থরক্ষার সুযোগ থাকে এবং নাগরিকের অধিকার ও আইনের শাসনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এ শাসনব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাধীনতার বিকাশ ঘটে এবং নাগরিক অধিকার রক্ষিত হয়।

পরিশেষে আমি মনে করি, গণতন্ত্র যেহেতু জনগণের শাসন এবং শাসকগণ যেহেতু জনগণের নিকট জবাবদিহি করে। তাই গণতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে গণতন্ত্রে অধিক নাগরিক সুবিধা বিদ্যমান এবং অন্যান্য সকল সরকারব্যবস্থা থেকে উত্তম।

প্রশ্ন ▶ ০৭

চিত্র-১ :

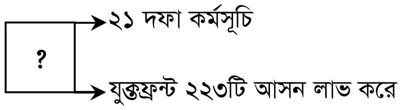

চিত্র-২ :

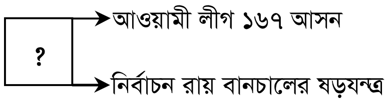

ক. মুজিবনগর সরকার কখন গঠিত হয়? ১

খ. ৭ই মার্চ কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-১ এ প্রশ্ন চিহ্নিত (?) সালে কোন ঐতিহাসিক নির্বাচনকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে চিত্র-২ এ নির্দেশিত নির্বাচনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়।

খ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণ দেন বলে দিনটি এত গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির উদ্দেশ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। এ ভাষণে তিনি ঘোষণা দেন- 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাআল্লাহ। .... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম; এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা। মূলত তার এ ঘোষণা বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা যুদ্ধে উজ্জীবিত করেছিল। আর তাই ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বাঙালিদের জাতীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় দিন।

গ চিত্র-১ এ প্রশ্ন চিহ্নিত (?) স্থানটি ১৯৫৪ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনকে নির্দেশ করা হয়েছে।

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯। ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে আওয়ামী লীগসহ সমমনা কতিপয় দল নিয়ে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে 'যুক্তফ্রন্ট' নামে একটি নির্বাচনি জোট গঠিত হয়। ভাষা আন্দোলনের পর ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় পূর্ব বাংলার নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনাকে আরো বৃদ্ধি করে।

উদ্দীপকে চিত্র-১ এর প্রশ্ন চিহ্নিত স্থান সম্পর্কিত তথ্য হলো ২১ দফা কর্মসূচি, যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসন লাভ করে– তথ্য গুলো ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনকে নির্দেশ করে যা ঐতিহাসিক যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন নামে পরিচিত। কেননা নির্বাচনের প্রাক্কালে যুক্তফ্রন্ট সর্বস্তরের ভোটারদের আকৃষ্ট করতে ২১ দফাবিশিষ্ট একটি কর্মসূচি গ্রহণ করে, যেখানে বাঙালি নাগরিকদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের দিকগুলো তুলে ধরা হয়। এসব দাবি ছিল পূর্ব বাংলার জনগণের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। এই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২২৩টি আসনে জয়লাভ করে। অন্যদিকে, পাকিস্তান আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী দল মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসন পায়।

ঘ চিত্র-২ নির্দেশিত নির্বাচনটি হলো ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে এ নির্বাচনের গুরুত্ব অত্যধিক।

দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পর পাকিস্তান সরকার ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। এ নির্বাচনই ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। প্রাপ্তবয়স্ক এবং ধর্মনির্বিশেষে সকলের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্দীপকের চিত্র-২ এ উল্লেখ করা হয়েছে, আওয়ামী লীগ ১৬৭ আসন, নির্বাচন রায় বানচালের ষড়যন্ত্র– তথ্যগুলো ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনকে নির্দেশ করে। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত এই জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ফলে ৬ দফা ও ১১ দফার প্রতি জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক বিজয় ঘটে। অন্যদিকে, পাকিস্তানের সরকার ও স্বার্থান্বেষী মহলের জন্য এটা ছিল বিরাট পরাজয়। তারা বাঙালির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরোধিতা এবং ষড়যন্ত্র আঁটতে থাকে। পূর্ব বাংলার জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে অবস্থান গ্রহণ করে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পেছনে ১৯৭০ সালের সাধারণ পরিষদ নির্বাচনের অপরিসীম গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ নির্বাচন বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক অগ্রযাত্রাকে মুক্তিযুদ্ধের রূপদানে বিশাল ভূমিকা রাখে। পরিণতিতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। সুতরাং এটা স্পষ্ট হয় যে, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ০৮ জনাব তমিজউদ্দীন একটি প্রতিষ্ঠানের একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রধান জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। তিনি একজন প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা ভোগ করেন। অন্যদিকে জনাব নাসির আহমেদ বিভিন্ন গ্রামীণ পরিবারিক বিবাদ, কৃষি, মাছ চাষ, পশু পালন নানা রকম অর্থনৈতিক উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ করেন এবং গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখেন। এই প্রতিষ্ঠানটিকেই প্রশাসনের তিন স্তরের মধ্যে নিচের দিকে সবচেয়ে বেশি কার্যকর ইউনিট বলে বিবেচনা করা হয়।

ক. কত সালে পার্বত্য শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়? ১

খ. নাগরিকতার বিকাশে স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব কী? ২

গ. জনাব তমিজউদ্দীন কোন প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত নাসির আহমেদের কাজগুলো উক্ত প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য যথেষ্ঠ– বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

খ স্থানীয় সরকার নাগরিকের কাছাকাছি থাকায় নাগরিকতা বিকাশে স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব অত্যধিক।

স্থানীয় সরকার স্থানীয় পর্যায়ে নাগরিকদের যথাযথভাবে বিভিন্ন সেবা প্রদান করে। কেন্দ্রীয় প্রশাসকদের পক্ষে সঠিকভাবে স্থানীয় জনগণের স্বার্থ রক্ষা, তাদের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। এজন্য তাদের স্থানীয় সরকারের ওপর নির্ভর করতে হয়। স্থানীয় সরকার বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সহায়তা করে।

গ জনাব তমিজউদ্দীন সিটি কর্পোরেশনের জনপ্রতিনিধি।

সিটি কর্পোরেশন শহরভিত্তিক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত বৃহৎ সরকারি প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শহরকে কেন্দ্র করে সিটি কর্পোরেশনগুলো গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের মোট ১২টি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে। এগুলো হলো– ঢাকায় দুটি (ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ), চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, গাজীপুর ও ময়মনসিংহ। একজন মেয়র, নির্ধারিত ওয়ার্ডের সমান সংখ্যক কাউন্সিলর এবং নির্ধারিত ওয়ার্ডের এক-তৃতীয়াংশ সংখ্যক সংরক্ষিত আসনের মহিলা কাউন্সিলর নিয়ে সিটি কর্পোরেশন গঠিত হয়।

উদ্দীপকের জনাব তমিজউদ্দীন একটি প্রতিষ্ঠানের একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রধান জনগণের সরসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। তিনি একজন প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা ভোগ করেন। এরূপ বর্ণনায় সিটি কর্পোরেশনের চিত্র প্রকাশ পায়। কেননা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা ভোগ করেন। এ তথ্য থেকেই বোঝা যায়, জনাব তমিজউদ্দীন সিটি কর্পোরেশনের একজন প্রতিনিধি।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত নাসির আহমেদ এর প্রতিষ্ঠানটি হলো ইউনিয়ন পরিষদ। উদ্দীপকে বর্ণিত কাজগুলো ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট– মন্তব্যটি যথার্থ নয় বলে আমি মনে করি।

ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় পর্যায়ে বিবিধ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। কারণ একটি স্থানীয় গ্রাম পর্যায়ের মানুষের আশা ভরসার প্রতীক। এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমেই একদিকে যেমন গ্রামীণ জীবনের সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করা হয়, অন্যদিকে তা মানুষের জীবনমান উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকের জনাব নাসির আহমেদ বিভিন্ন গ্রামীণ পরিবারিক বিবাদ, কৃষি, মাছ চাষ, পশুপালন নানা রকম অর্থনৈতিক উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ করেন এবং গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখেন। এই প্রতিষ্ঠানটিকেই প্রশাসনের তিন স্তরের মধ্যে নিচের দিকে সবচেয়ে বেশি কার্যকর ইউনিট বলে বিবেচনা করা হয়। এরূপ বর্ণনায় ইউনিয়ন পরিষদ ও এর কতিপয় কার্যাবলি প্রকাশ পেয়েছে যা উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য যথেস্ট নয়। কেননা, স্থানীয় গ্রামীণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা সুদূরপ্রসারী। ইউনিয়ন পরিষদ আইনে ইউনিয়ন পরিষদকে ৩৯টি কাজের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। গ্রামীণ সমস্যা দূরীকরণ, গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও দায়িত্বশীল নেতৃত্ব তৈরি করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইউনিয়ন পরিষদ পাঁচশালা ও বিভিন্ন মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করে; পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নে, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে; শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কিত কার্যক্রম গ্রহণ করে। ইউনিয়ন পরিষদ স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং মহামারী নিয়ন্ত্রণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া এলাকার কৃষি, মৎস ও পশুসম্পদ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে। ইউনিয়ন পরিষদ পারিবারিক বিরোধ নিরসন, নারী ও শিশুকল্যাণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদন করে। এছাড়াও পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণ এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারের অর্পিত দায়িত্ব পান ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেন।

সুতরাং উদ্দীপকে কাজগুলো ছাড়াও নাসির আহমেদের সংস্থাটি তথা ইউনিয়ন পরিষদ আরও বহুবিধ কাজ করে।

প্রশ্ন ▶ ০৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের দু'দল শিক্ষার্থী বিদেশে শিক্ষা সফরে যায়। প্রথম দলটি বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী কয়েকটি দেশ ঘুরে একটি দেশে গিয়ে 'ক' নামক একটি আঞ্চলিক সংস্থার সচিবালয় দেখতে পান। অপর দলটি আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিম তীরবর্তী একটি দেশে যায় সেখানে 'খ' নামক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদর দপ্তর অবস্থিত। এই সংস্থায় শান্তিকামী যেকোনো রাষ্ট্র সদস্য হতে পারে। বিশ্ব শান্তিরক্ষায় এই সংস্থাটিতে বাংলাদেশের অবদান প্রশংসনীয়।

ক. SAARC এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. কমনওয়েলথ কেন গড়ে উঠে? ২

গ. উদ্দীপকে 'ক' নামক সংস্থার সাথে তোমার পঠিত কোন আঞ্চলিক সংস্থার মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বিশ্ব শান্তি রক্ষায় উদ্দীপকে 'খ' নামক আন্তর্জাতিক সংস্থাটির কার্যক্রম মূল্যায়ন কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক SAARC এর পূর্ণরূপ হলো South Asian Association for Regional Cooperation.

খ ব্রিটিশ শাসনমুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার এবং পারস্পরিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে কমনওয়েলথ গঠিত হয়।

একসময় প্রায় সারাবিশ্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশও সে সময় ব্রিটিশ শাসনের অধীন ছিল। ব্রিটিশরা সে সময় দোর্দাণ্ড প্রতাপে প্রায় সমগ্র পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে। কিন্তু পরবর্তীতে শাসিত অঞ্চলগুলোতে জাতীয়তাবাদী চেতনার সৃষ্টি হয় এবং সেসব অঞ্চল বা দেশ একের পর এক স্বাধীন হতে থাকে। তখন ব্রিটেন ও এর শাসন থেকে মুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন ধরে রাখার উদ্দেশ্যে কমনওয়েলথ গঠিত হয়।

গ উদ্দীপকে 'ক' নামক সংস্থার সাথে আমার পঠিত সার্কের মিল আছে।

পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি অর্জনের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা বা সার্ক গঠিত হয়। সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ ছাড়াও রয়েছে ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, নেপাল, ভুটান ও আফগানিস্তান।

১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় সার্ক সনদ স্বাক্ষরের মধ্যে সার্কের জন্ম হয়। সার্ক সচিবালয় নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে অবস্থিত।
উদ্দীপকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দলটি বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী কয়েকটি দেশ ঘুরে একটি দেশে গিয়ে 'ক' নামক একটি আঞ্চলিক সংস্থার সচিবালয় দেখতে পায়। এরূপ বর্ণনায় সার্কের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। কারণ বাংলাদেশসহ এর আশপাশের দেশ নিয়ে সার্ক গঠিত। আর সার্ক হলো দক্ষিণ এশিয়ার এ দেশগুলোর সহযোগিতায় গঠিত একটি আঞ্চলিক সংস্থা। সুতরাং 'ক' নামক সংস্থা সার্ককেই নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকের 'খ' নামক সংস্থাটি হলো জাতিসংঘ। বিশ্বশান্তি রক্ষায় জাতিসংঘের কার্যক্রম অসামান্য।
বিংশ শতাব্দীতে ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধ বিশ্ববাসীকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল। বিশ্বশান্তির আশায় শান্তিকামী মানুষ তখন সমাধানের পথ হিসেবে জাতিসংঘের সৃষ্টি করে। ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ আত্মপ্রকাশ করে যার সদর দপ্তর অবস্থিত আটলান্টিক পাড়ের নিউইয়র্ক শহরে।
উদ্দীপকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অপর দলটি আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিম তীরবর্তী একটি দেশে গিয়ে 'খ' নামক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদর দপ্তর দেখতে পায়। এ সংস্থার শান্তিকামী যেকোনো রাষ্ট্র সদস্য হতে পারে। এরূপ বর্ণনা জাতিসংঘকে উপস্থাপন করে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় উল্লিখিত সংস্থা তথা জাতিসংঘের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। লীগ অব নেশনস-এর ব্যর্থতা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ধ্বংসলীলা অনুধাবন করে বিশ্বব্যাপী শান্তি আনয়নের জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জাতিসংঘ। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো আন্তর্জাতিক শান্তিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করা, আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিশ্বের সকল বিরোধ নিষ্পত্তি করা এবং বিশ্বের কোথাও যুদ্ধ বা সামরিক সংঘাত বাধলে জাতিসংঘ তা বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়। কখনো কখনো যুদ্ধ বন্ধে বা যুদ্ধের পর ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তার জন্য জাতিসংঘ তার শান্তিরক্ষী বাহিনীকেও সংঘাতপূর্ণ এলাকায় পাঠায়। এছাড়া বিশ্ব থেকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা দূর করা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, পরিবেশ দূষণজনিত সমস্যা মোকাবিলা, জনসংখ্যা বিস্ফোরণরোধ, নারী ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমেও জাতিসংঘ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখছে।

প্রশ্ন ▸ ১০ জনাব 'X' একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান। নিচের ছকে তার কার্যক্রম তুলে ধরা হলো :

ক্রমিক	কাজ
ক	প্রতিষ্ঠান ও সমাজের অনেক সমস্যা তিনি সহজেই সমাধান করতে পারেন।
খ	তিনি আইন মান্য করেন এবং যোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দেন।
গ	তাঁর প্রতিষ্ঠানে একজন কর্মচারী প্রয়োজন হলে তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুপারিশে একজনকে নিয়োগ প্রদান করেন।

ক. দ্বৈত নাগরিকতা কী? ১
খ. অধিকার ও কর্তব্য একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠ কীভাবে? ২
গ. ছক 'খ' তে নাগরিকের কোন গুণটির প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ছকগুলোতে উল্লিখিত গুণগুলোর আলোকে জনাব 'X' কে কি সুনাগরিক বলা যায়? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক দ্বৈত নাগরিকতা হলো একই সময়ে একজন ব্যক্তির দুটি দেশে নাগরিকত্ব থাকা।

খ অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।
অধিকার ভোগের মধ্যে কর্তব্য নিহিত থাকে। যেমন আমার পথ চলার অধিকার আছে, আবার অন্যজনকে পথ চলতে দেওয়া আমার কর্তব্য। অর্থাৎ আমি অন্যকে পথ চলতে না দিলে অন্য কেউ আমাকেও পথ চলতে বাধা দেবে। একইভাবে, রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার না করে বা আইন না মেনে রষ্ট্রের অধিকার ভোগ করা যায় না। অতএব, কর্তব্য পালন করা ছাড়া অধিকারও ভোগ করা যায় না।

গ ছক 'খ' তে নাগরিকের বিবেক গুণটি প্রকাশ পেয়েছে।
রাষ্ট্রে বসবাসকারী ব্যক্তি মাত্রই নাগরিক যারা রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকার ভোগ করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করে। অর্থাৎ, নাগরিক হিসেবে আমরা প্রত্যেকে কিছু অধিকার ভোগ এবং কর্তব্য পালন করি। আবার কতকগুলো গুণের অধিকারী হয়ে আমরা সুনাগরিকে পরিণত হতে পারি। সুনাগরিক রাষ্ট্রের সম্পদ।
উদ্দীপকের ছক 'খ' এ বলা হয়েছে, জনাব X আইন মান্য করেন এবং যোগ্য ব্যক্তিকে ভোট প্রদান করেন। জনাব X এর এরূপ কাজে সুনাগরিকের বিবেক গুণের প্রতিফলন ঘটেছে। কেননা এ গুণের মাধ্যমে নাগরিক ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ, ভালো-মন্দ অনুধাবন করতে পারে। বিবেকবান নাগরিক একদিকে যেমন রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকার ভোগ করে, ঠিক তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি যথাযথভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে এবং ন্যায়ের পক্ষে থাকে। যেমন− বিবেকসম্পন্ন নাগরিক রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকে, আইন মান্য করে, যথাসময়ে কর প্রদান করে, নির্বাচনে যোগ্য ও সৎ ব্যক্তিকে ভোট দেয়।

ঘ ছকগুলোতে উল্লিখিত গুণের আলোকে জনাব 'X' কে সুনাগরিক বলা যায় না।
রাষ্ট্রের সব নাগরিক সুনাগরিক নয়। আমাদের মধ্যে যে বুদ্ধিমান, সে সকল সমস্যা অতি সহজে সমাধান করে, যার বিবেক আছে সে ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ বুঝতে পারে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকে, আর যে আত্মসংযমী সে বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করতে পারে। এসব গুণসম্পন্ন নাগরিকদের বলা হয় সুনাগরিক। অর্থাৎ সুনাগরিকের মাঝে তিনটি গুণের সমন্বয় দরকার− বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযম।
উদ্দীপকের জনাব 'X' একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে প্রতিষ্ঠান ও সমাজের অনেক সমস্যা তিনি সহজেই সমাধান করতে পারেন। এর মাধ্যমে জনাব 'X' এর মাঝে সুনাগরিকের অন্যতম গুণ বুদ্ধির প্রকাশ ঘটেছে। আবার তিনি আইন মান্য করেন এবং যোগ্য

ব্যক্তিকে ভোট প্রদান করেন যা সুনাগরিকের অন্য আরেকটি গুণ বিবেকবোধের প্রতিফলিত রূপ। অন্যদিকে তার প্রতিষ্ঠানে একজন কর্মচারীর প্রয়োজন হলে তিনি উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সুপারিশে একজনকে নিয়োগ করেন। তার এরূপ কাজ সুনাগরিকের আত্মসংযম গুণের পরিপন্থি। কেননা আত্মসংযম সুনাগরিকের এমন একটি গুণ যার মাধ্যমে একজন নাগরিক বৃহৎ স্বার্থে ক্ষুদ্র স্বার্থকে ত্যাগ করে। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে অবস্থান করে। যেহেতু জনাব X উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুপারিশ শুনে একজনকে নিয়োগ দিয়েছেন সেহেতু তিনি সুনাগরিকের আত্মসংযম গুণের ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন।

সুতরাং আলোচনা থেকে বলা যায়, জনাব X পুরোপুরিভাবে সুনাগরিক হয়ে উঠতে পারেননি। অর্থাৎ তিনি সুনাগরিক নন।

প্রশ্ন ▶ ১১ **দৃশ্যকল্প-১ :** 'ক' রাষ্ট্রের সাংবিধানিক পদে রাষ্ট্রপ্রধান জনাব মনিরুল ইসলামকে নিয়োগ দেন এবং শপথবাক্য পাঠ করান। শপথ অনুষ্ঠান শেষে জনাব মনিরুল ইসলাম বলেন, "আমি সংবিধানে বর্ণিত নির্দেশাবলি এবং দেশের নির্বাচনি আইন অনুযায়ী সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেষ্টা করবো।"

দৃশ্যকল্প-২ : জনাব কবিরুল ইসলাম এমন একটি সংগঠনের সদস্য যার সদস্যরা নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে একই মতামত ধারণ করে। যাদের কিছু নির্বাচনি কর্মসূচি থাকে।

ক. নির্বাচন কী? ১

খ. আওয়ামী মুসলীম লীগ থেকে 'মুসলীম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয় কেন? ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এর সাথে পাঠ্যবইয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান কোনটি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় দৃশ্যকল্প-২ এ বর্ণিত সংগঠনের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক নির্বাচন হলো প্রতিনিধি বাছাইয়ের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া।

খ আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়ার পেছনে মূল কারণ ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা এবং অসাম্প্রদায়িকতা প্রতিষ্ঠা করা।

১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই দলটি পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে একটি সক্রিয় সংগঠন হিসেবে কাজ করেছে। প্রাথমিকভাবে এটি পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে, ১৯৫৫ সালের তৃতীয় কাউন্সিল সভায় দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়, যাতে অমুসলিমরাও দলে যোগ দেয়ার সুযোগ পান এবং দলটি আরও সার্বজনীন হয়। এই পরিবর্তন বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির প্রতি দলের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ছিল। এর ফলে, দলটি পরবর্তীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে একটি প্রধান শক্তি হিসেবে উঠে আসে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে অবদান রাখে।

গ দৃশ্যকল্প-১ এর সাথে পাঠ্যবইয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি হলো নির্বাচন কমিশন।

সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা হলো গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ। আর এই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে আওতায় নির্বাচন কমিশন গঠিত। এটি একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান।

উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-১ এ 'ক' রাষ্ট্রের সাংবিধানিক পদে রাষ্ট্রপ্রধান জনাব মনিরুল ইসলামকে নিয়োগ দেন এবং শপথবাক্য পাঠ করান। শপথ অনুষ্ঠান শেষে জনাব মনিরুল ইসলাম বলেন, "আমি সংবিধানে বর্ণিত নির্দেশাবলি এবং দেশের নির্বাচনি আইন অনুযায়ী সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেষ্টা করবো।" এরূপ বর্ণনায় নির্বাচন কমিশনের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কারণ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ মোট ৫ জন সদস্য নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। নির্বাচন কমিশন সংবিধানের আইনের দ্বারা বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পন্ন করে থাকে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৯-এ নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনার পাশাপাশি নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাছাইকরণ, দল সম্পর্কিত নীতিমালা ও নির্বাচন পরিচালনাসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করাও নির্বাচন কমিশনের কাজ। এছাড়া নির্বাচন কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ করা ও নির্বাচনি আচরণবিধি নিয়ন্ত্রণ করা।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ বর্ণিত সংগঠনটি হলো রাজনৈতিক দল। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অনন্য।

রাজনৈতিক দল নির্দিষ্ট আদর্শকে সামনে রেখে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর সংগঠন তথা রাষ্ট্রের ক্ষমতা লাভের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে থাকে। অর্থাৎ প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এরা কতকগুলো নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে সংগঠিত জনসমষ্টি যারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা লাভ করতে চায়। একইভাবে ক্ষমতা লাভের লক্ষ্যে প্রতিটি দলের পৃথক ও সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও কর্মসূচি থাকে।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এর জনাব কবিরুল ইসলাম এমন একটি সংগঠনের সদস্য যার সদস্যরা নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে একই মতামত ধারণ করে। যাদের কিছু নির্বাচনি কর্মসূচি থাকে। এরূপ বর্ণনায় রাজনৈতিক দলের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অপরিসীম। কারণ গণতন্ত্র মানেই হচ্ছে রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি। গণতন্ত্র বলতে এমন একটি সরকারব্যবস্থা বোঝায় যেখানে জনগণ তাদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে সরকার নির্বাচিত করে এবং জনগণের আস্থার উপর সরকার টিকে থাকে। তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অপরিসীম। রাজনৈতিক দলই জনগণের মতামতকে সুসংগঠিত করে এবং জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটায়। যেহেতু জনগণের আস্থার উপর সরকার টিকে থাকে তাই রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে এর প্রতিযোগিতা চলে।

কুমিল্লা বোর্ড-২০২৪

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড | 1 | 4 | 0 |

সময় : ৩০ মিনিট **পূর্ণমান : ৩০**

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. পাকিস্তানে প্রথম সামরিক আইন জারি করেন কে?
K ইস্কান্দার মির্জা L আইয়ুব খান M টিক্কা খান N মো. আলী জিন্নাহ

২. জেলা পরিষদের আয়ের অন্যতম উৎস হলো—
i. ভূমি কর ৫ শতাংশ ii. হাট বাজার থেকে ধার্যকৃত অর্থ
iii. ফেরিঘাট থেকে ধার্যকৃত অর্থ
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

৩. সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ কীসের নিকট দায়ী থাকে?
K জনগণের নিকট L আইন পরিষদের নিকট
M বিচার বিভাগের নিকট N সুপ্রিমকোর্টের নিকট

৪. বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ জাতিসংঘের কোন শাখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়?
K নিরাপত্তা পরিষদ L সাধারণ পরিষদ
M জাতিসংঘ সচিবালয় N অছি পরিষদ

৫. সম্পূর্ণ সাক্ষরতা আন্দোলন শুরু করে কোন মন্ত্রণালয়?
K শিক্ষা মন্ত্রণালয় L স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
M অর্থ মন্ত্রণালয় N প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

৬. কোন রিপোর্টে ডিগ্রি কোর্সকে তিন বছর মেয়াদি করা হয়?
K শরীফ শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে L আইয়ুব শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে
M নিজাম শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে N বর্ণমালা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে

৭. কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের উদাহরণ কোনটি?
K ভারত L পাকিস্তান M কানাডা N সৌদি আরব

৮. "সন্তান জন্মদান ও লালন-পালনের জন্য সংগঠিত ক্ষুদ্র বর্গকে পরিবার বলে।"— সংজ্ঞাটি কার?
K জন লক L ম্যাকাইভার M গার্নার N গেটেল

৯. একজন সুনাগরিকের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের জাগ্রত শক্তি কোনটি?
K বিবেক L বুদ্ধি M প্রজ্ঞা N আত্মসংযম

১০. কোন দেশের শাসন ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই?
K ভারত L সৌদি আরব M যুক্তরাষ্ট্র N নেপাল

১১. বিশ্ব মানবতার সাহায্যে এগিয়ে আসা কোন ধরনের কর্তব্য?
K আইনগত L অর্থনৈতিক M সামাজিক N নৈতিক

☐ **উদ্দীপকটি পড়ে ১২ ও ১৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মিয়ানমার বাংলাদেশের একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র। সমুদ্রসীমা নিয়ে উভয় দেশের মধ্যে বিরোধ চলছিল। সম্প্রতি বাংলাদেশ একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে সমুদ্র সীমানা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করে।

১২. বাংলাদেশ কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সমস্যার সমাধান করে?
K সাধারণ পরিষদ L নিরাপত্তা পরিষদ
M আন্তর্জাতিক আদালত N অছি পরিষদ

১৩. উক্ত সংস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলো—
i. বিশ্ব শান্তি রক্ষায় সহায়ক ii. আন্তর্জঅতিক বিরোধ মিমাংসা করে
iii. আইনের ব্যাখ্যা দান করে
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

১৪. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকের মনোভাব কেমন হবে?
K সংকীর্ণ L প্রতিহিংসা পরায়ণ M পরমতসহিষ্ণু N একনিষ্ঠ

১৫. উগান্ডা কোন মহাদেশে অবস্থিত?
K ইউরোপ L আমেরিকা M আফ্রিকা N এশিয়া

১৬. বাংলাদেশে পার্বত্য জেলা কয়টি?
K ৩ L ৪ M ৫ N ৬

১৭. সামাজিক চুক্তি মতবাদ অনুযায়ী প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ ছিল—
i. শান্তি প্রিয় ii. স্বার্থপর iii. আত্মকেন্দ্রিক
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

☐ **উদ্দীপকটি পড়ে ১৮ ও ১৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব মেহেদী সাহেব নিয়মিত ভোটদান করেন। সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কর্মজীবনে তিনি ঘুষ গ্রহণ করবেন না ও দুর্নীতি করবেন না।

১৮. জনাব মেহেদী সাহেবের ঘুষ গ্রহণ না করে চাকরি করার সিদ্ধান্তটি কোন স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত?
K ব্যক্তি স্বাধীনতা L সামাজিক স্বাধীনতা
M রাজনৈতিক স্বাধীনতা N জাতীয় স্বাধীনতা

১৯. উদ্দীপক অনুযায়ী জনাব মেহেদী সাহেব উপভোগ করেছেন?
i. রাজনৈতিক স্বাধীনতা ii. ব্যক্তি স্বাধীনতা iii. সামাজিক স্বাধীনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

২০. VGF এর পূর্ণরূপ কী?
K Valuable Gross Feeding L Vulnerable Group Feeding
M Valuable Group Foundation N Village Group Feeding

২১. বাংলাদেশের সংসদ সদস্য কীভাবে নির্বাচিত হন?
K জনগণের ভোটে L আমলাদের ভোটে
M নেতাদের ভোটে N দলের সদস্যদের ভোটে

☐ **উদ্দীপকটি পড়ে ২২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের ১৮ এপ্রিল একটি সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলো এর সদস্য।

২২. উদ্দীপকে কোন সংস্থার কথা বলা হয়েছে?
K জাতিসংঘ L ওআইসি M কমনওয়েলথ N আসিয়ান

২৩. আন্তর্জাতিক আদালতের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
K হেগে L নিউইয়র্কে M রোমে N প্যারিসে

২৪. বেকারত্ব হতে মুক্তি লাভ কোন ধরনের সাম্যের অন্তর্ভুক্ত?
K আইনগত L সামাজিক M রাজনৈতিক N অর্থনৈতিক

☐ **উদ্দীপকটি পড়ে ২৫ ও ২৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মি. বাবুল ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র ছিল। ২৫শে মার্চ রাতে সফিপুর গ্রামে চলে আসে। গ্রামের দিনমজুর হাবিবকে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। তাদের রণকৌশলে পাকবাহিনী কোণঠাসা হয়ে পড়ে।

২৫. মি. বাবুল ও হাবিব মুক্তিযুদ্ধের কোন বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল?
K সেনাবাহিনী L অনিয়মিত বাহিনী M নৌবাহিনী N বিমান বাহিনী

২৬. যুদ্ধকালীন বাবুল ও হাবিবদের বাহিনী স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করেছিল—
i. গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ii. পাকিস্তানি বাহিনীর গতিবিধি নজরে রেখে
iii. নিয়মিত বাহিনীকে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

২৭. রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবক্তা কে?
K প্লেটো L রুশো M এরিস্টটল N টি এইচ গ্রিন

২৮. বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত চুক্তি কোন সংশোধনীর মাধ্যমে বৈধ ঘোষণা করা হয়?
K দ্বিতীয় L তৃতীয় M চতুর্থ N পঞ্চম

☐ **চিত্রটি দেখে ২৯ ও ৩০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

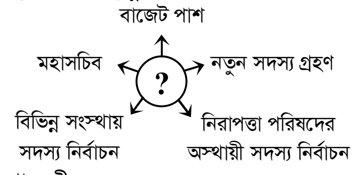

২৯. '?' চিহ্নিত স্থানে কী হবে?
K সাধারণ পরিষদ L নিরাপত্তা পরিষদ M জাতিসংঘ সচিবালয় N অছি পরিষদ

৩০. উক্ত সংস্থা জাতিসংঘের কী স্বরূপ?
K বিচারালয় L শাসন বিভাগ M আইনসভা N প্রশাসনিক দপ্তর

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

কুমিল্লা বোর্ড-২০২৪

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (সৃজনশীল)

বিষয় কোড | 1 | 4 | 0 |

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট — পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. জিম ও আফিফা দুজনই নবম শ্রেণির ছাত্রী। একদিন তারা রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করছিল। আলোচনার একপর্যায় জিম বলল, এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুই এক স্রষ্টার সৃষ্টি। তাই বলা যায়, স্রষ্টাই রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন। আফিফা দ্বিমত পোষণ করে বলল, রাষ্ট্র সৃষ্টিতে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ক. নাগরিকতা কাকে বলে? ১
খ. পরিবারকে ক্ষুদ্র সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে জিমের মতামতটি তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদে আফিফার বক্তব্যটি অধিক গ্রহণযোগ্য ও বিজ্ঞানসম্মত– বিশ্লেষণ করো। ৪

২. নিচের ছকটি লক্ষ করো :

অধিকার
ক. দরিদ্র ও অসহায়দের সাহায্য লাভের অধিকার।
খ. বেঁচে থাকার অধিকার।
গ. সমস্যা সমাধানের অধিকার।
ঘ. সম্পদ ও সম্মান লাভের অধিকার।

ক. কর্তব্য কী? ১
খ. কেন নিয়মিত কর প্রদান করা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ছকে 'ক' ও 'খ' তে কোন ধরনের অধিকারকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে 'গ' ও 'ঘ' তে বর্ণিত অধিকারগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৩. **দৃশ্যকল্প-১ :** জনাব আমিরুল ইসলাম পেশায় একজন ব্যবসায়ী। তিনি বিগত জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। তিনি প্রয়োজনে নিজ দলের এবং সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের গঠনমূলক সমালোচনা করেন।

দৃশ্যকল্প-২ : বিয়ের পর আর্থিক অনটনের জন্য সুমি তার স্বামী যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে সেই প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেন। একই ধরনের কাজ হলেও মাস শেষে কর্তৃপক্ষ তার স্বামীকে ২০,০০০ টাকা ও সুমিকে ১৫,০০০ টাকা প্রদান করেন। বিষয়টি নিয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করেও কোনো কাজ হয়নি।

ক. আইন কী? ১
খ. জনগণ কেন আইন মান্য করে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ কোন ধরনের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর স্বাধীনতা না থাকলে অন্যান্য স্বাধীনতা অর্থহীন– বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.

ছক-ক	ছক-খ
* ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে।	* সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়।
* যে কোনো বিষয়ে সহজ সিদ্ধান্ত নেয়া যায়।	* অঞ্চলগুলো নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করে।
* আয়তনে ছোট হয়।	

ক. কল্যাণমূলক রাষ্ট্র কাকে বলে? ১
খ. গণতন্ত্রকে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ছক 'ক' তে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'ছক 'খ' 'বৃহৎ রাষ্ট্রের উপযোগী শাসন ব্যবস্থা'– যুক্তিসহ তোমার মতামত তুলে ধরো। ৪

৫. প্রমির বসবাসকৃত দেশটি পরিচালনার ক্ষেত্রে নিয়ম-নীতি লিখিত আকারে লিপিবদ্ধ না, যা ধীরগতিতে গড়ে উঠেছে। দেশে কোনো প্রকার জটিল সমস্যার আবির্ভাব হলে প্রচলিত নিয়ম-নীতির মাধ্যমে সমাধান করা হয়। অন্যদিকে সুমির বসবাসকৃত দেশটি পরিচালনার নিয়ম-নীতি সুনির্দিষ্ট দলিলাকারে লিপিবদ্ধ, যা ঐ দেশের আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত। দেশের জটিল কোনো সমস্যা দেখা দিলে দলিলে উল্লিখিত নিয়ম-নীতির মাধ্যমে সমাধান করা হয়।

ক. 'ম্যাগনাকার্টা' সনদ কত সালে স্বাক্ষরিত হয়? ১
খ. সংবিধানকে রাষ্ট্রের দর্পণ বলা হয় কেন? ২
গ. প্রমির বসবাসকৃত দেশের সংবিধান কোন পদ্ধতিতে গড়ে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সুমির বসবাসকৃত দেশের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সফলতার পূর্বশর্ত– বিশ্লেষণ করো। ৪

৬.

ছক-১ : [?] → প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে কার্য সম্পাদন করেন।
→ নির্বাচনে সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের নেতাকে সরকার গঠনের আহ্বান করেন।

ছক-২ : [?] → সংবিধান অনুযায়ী সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।
→ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা চর্চা করেন।

ক. বাংলাদেশে মোট কতটি প্রশাসনিক উপজেলা রয়েছে? ১
খ. প্রশাসনকে রাষ্ট্রের 'হৃৎপিণ্ড' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে ছক-১ এ কোন প্রতিষ্ঠানকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে তার কার্যাবলি তুলে ধরো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ছক-২ এ বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য, তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? তোমার বক্তব্য যুক্তিসহ তুলে ধরো। ৪

৭. মি. 'X' বাংলাদেশের একটি নির্বাচনী এলাকার বাসিন্দা। সে 'Y' নামক একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হিসাবে নির্বাচিত হন।

ক. নির্বাচন কী? ১
খ. গণতন্ত্র বিকাশে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মি. 'X' নির্বাচনের কোন পদ্ধতিতে শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হিসাবে নির্বাচিত হন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'Y' নামক সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে– বিশ্লেষণ করো। ৪

৮. **দৃশ্যকল্প-১ :** সুমন ফেব্রুয়ারির এক সকালে তার দাদার সাথে খালি পায়ে হাতে ফুল নিয়ে শহীদ মিনারে যায়। রাস্তায় শতশত মানুষের এরূপ দৃশ্য তাকে মুগ্ধ করে এবং দিনটি সম্পর্কে তাকে কৌতূহলি করে তোলে। তাই সে তার দাদার কাছে দিনটির তাৎপর্য সম্পর্কে জানতে চায়।

দৃশ্যকল্প-২ : স্বাধীনতার পূর্বে পাকিস্তানে সমমনা চারটি রাজনৈতিক দল নিয়ে একটি নির্বাচনী জোট গঠন করা হয়। এ জোটের নির্বাচনী কর্মসূচি ছিলো ২১ দফা।

ক. কীসের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়? ১
খ. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কেন দায়ের করা হয়েছিল? ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ কোন আন্দোলনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর নির্বাচনী জোট তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার আন্দোলনকে আরো যৌক্তিক প্রমাণ করেছিল? তুমি কি একমত? মতামত দাও। ৪

৯. দৃশ্যকল্প-১ : গ্রামের বৃত্তশালী কৃষক রহিম মিয়া নাতি-নাতনীর মুখ দেখার আশায় তার একমাত্র পুত্র সন্তান ফারহানকে অল্প বয়সে বিয়ে দেন। বছর না ঘুরতেই তিনি দাদা হন।

দৃশ্যকল্প-২ : অপরদিকে রিকশাচালক করিম যাচাই-বাছাই না করেই তার নবম শ্রেণিতে পড়ুয়া মেয়েকে অবস্থাসম্পন্ন সচ্ছল পরিবারের পাত্রের সাথে বিয়ে দেন। পাত্র ছিল অত্যন্ত বদরাগী। দিনশেষে ঘরে ফিরে সামান্য ভুলের কারণে বউকে বেদম প্রহার করে। ফলে তাদের সংসারে অশান্তি লেগেই থাকে।

ক. বাংলাদেশে প্রতি বর্গ কি.মি. কত জন লোক বাস করে? ১
খ. নিরক্ষরতা অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ কোন ধরনের সামাজিক সমস্যার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর সামাজিক সমস্যাটি মোকাবেলা করার জন্য পাঠ্যবইয়ের আলোকে তোমার মতামত তুলে ধরো। ৪

১০. রাসেল চতুর্থ বর্ষের একজন শিক্ষার্থী। মুক্তিযুদ্ধের সময় তার কলেজের অনেক শিক্ষার্থী মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। তার সহপাঠীদের দেখাদেখি সেও একদিন পালিয়ে একটি বাহিনীর অধীনে প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে 'কামান্না' যুদ্ধে অংশগ্রহণকালে গুলির আঘাতে তার একটি পা হারায়। যুদ্ধ শেষে ফিরে এসে সে তার পরিবারের কাউকেও ফিরে পায়নি।

ক. লাহোর প্রস্তাব কী? ১
খ. গেরিলা যুদ্ধ কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. রাসেল মুক্তিযুদ্ধে কোন বাহিনীর সদস্য ছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের রাসেল ও তার সঙ্গীরা এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান– মূল্যায়ন করো। ৪

১১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের দু'দল শিক্ষার্থী দেশের বাহিরে শিক্ষা সফরে বের হন। প্রথম দলটি দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করেন এবং একটি দেশের রাজধানীতে 'ক' নামক একটি আঞ্চলিক সংস্থার সচিবালয় দেখতে পান।

অপর দলটি (আটলান্টিকের পশ্চিম তীরের একটি দেশ) ভ্রমণ করতে গিয়ে 'খ' নামক অন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদর দপ্তর দেখতে পান। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি স্বাধীন দেশ, এই সংস্থার সদস্য। সংস্থাটি বিশ্বে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করে।

ক. O.I.C কখন গঠিত হয়? ১
খ. ভূমি এলাকা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' নামক সংস্থার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন আঞ্চলিক সংস্থার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বিশ্ব শান্তি রক্ষায় 'খ' নামক আন্তর্জাতিক সংস্থাটির সফলতা, ব্যর্থতা যুক্তসহ বর্ণনা করো। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	K	২	N	৩	L	৪	L	৫	N	৬	K	৭	M	৮	L	৯	N	১০	L	১১	N	১২	M	১৩	N	১৪	M	১৫	M
	১৬	K	১৭	M	১৮	K	১৯	K	২০	L	২১	K	২২	M	২৩	K	২৪	N	২৫	L	২৬	N	২৭	L	২৮	L	২৯	K	৩০	M

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ জিম ও আফিফা দুজনই নবম শ্রেণির ছাত্রী। একদিন তারা রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করছিল। আলোচনার একপর্যায় জিম বলল, এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুই এক স্রষ্টার সৃষ্টি। তাই বলা যায়, স্রষ্টাই রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন। আফিফা দ্বিমত পোষণ করে বলল, রাষ্ট্র সৃষ্টিতে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ক. নাগরিকতা কাকে বলে? ১

খ. পরিবারকে ক্ষুদ্র সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে জিমের মতামতটি তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদে আফিফার বক্তব্যটি অধিক গ্রহণযোগ্য ও বিজ্ঞানসম্মত— বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যক্তি নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের নিকট থেকে যে মর্যাদা পেয়ে থাকে তাকে নাগরিকতা বলে।

খ একটি শিশুকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের মাধ্যমে ব্যক্তিত্ববান এবং সামাজিক মানুষে পরিণত করার ক্ষেত্রে পরিবার সর্বাধিক ভূমিকা পালন করে বলে এটি একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

মানুষের সংঘবদ্ধ জীবনযাপনের মূল ভিত্তি হচ্ছে পরিবার। পরিবারকে বাদ দিয়ে কোনো মানুষের পক্ষে সুস্থ, সুন্দর সামাজিক জীবন গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। সমাজে চলা ফেরার নীতি, সামাজিক ধ্যান-ধারণা প্রভৃতির শিক্ষা শিশুরা পরিবার থেকেই পেয়ে থাকে। এমনকি রাজনৈতিক দীক্ষা গ্রহণও পরিবারের মধ্যে আরম্ভ হয়। আর উক্ত শিক্ষা সমাজে সঠিকভাবে চলতে একজন মানুষকে সাহায্য করে। তাই পরিবারকে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলা হয়।

গ উদ্দীপকের জিমের মতামতটি রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐশী মতবাদকে নির্দেশ করে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিশ্বের দার্শনিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ একেকজন একেক মতবাদকে সমর্থন করেছেন। এর মধ্যে ঐশী মতবাদ অন্যতম। এ মতবাদের সমর্থকদের ধারণা রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি। বিধাতা স্বয়ং রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য শাসক নিয়োগ করেন। শাসক তার প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্য পরিচালনা করেন।

উদ্দীপকের জিমের মতে, এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুই এক স্রষ্টার সৃষ্টি। তাই বলা যায়, স্রষ্ঠাই রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন। জিমের এরূপ মতামত রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐশী মতবাদকে উপস্থাপন করে। কেননা, এ মতবাদের প্রবক্তাগণ বলেন, রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি। এর শাসক বা রাজাও ঈশ্বর প্রেরিত এবং তাঁর প্রতিনিধি। রাজা তার কাজের জন্য একমাত্র স্রষ্টা বা বিধাতার কাছেই দায়ী, জনগণের কাছে নয়। শাসক যেহেতু স্রষ্টার নির্দেশে কাজ করেন সেহেতু তার আদেশ অমান্য করার অর্থ স্রষ্টাকে অমান্য করা। তাই জনগণ শাসকের কোনো কাজের বিরোধিতা করার সাহস করতো না। শাসকের আদেশ অমান্য করা গর্হিত পাপ বলে বিবেচিত হতো। এজন্য অনেকে অন্যায় থেকে বিরত থাকতো। এ মতবাদ অনুসারে শাসক একাধারে রাষ্ট্রের প্রধান, সরকারের প্রধান এবং ধর্মীয় প্রধান।

ঘ আফিফার বক্তব্যে রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ প্রকাশ পেয়েছে। রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ অধিক গ্রহণযোগ্য ও বিজ্ঞানসম্মত।

ঐতিহাসিক মতবাদের মূলবিষয় হলো রাষ্ট্র কোনো একটি বিশেষ কারণে হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি। দীর্ঘদিনের বিবর্তনের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শক্তি ও উপাদান ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। যেসব উপাদানের কার্যকারিতার ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে, সেগুলো হলো রক্তের বন্ধন, ধর্মের বন্ধন, যুদ্ধবিগ্রহ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চেতনা ও কার্যকলাপ। যেটির সাথে উদ্দীপকের ধারণা সম্পূর্ণ মিলে যায়।

উদ্দীপকের অফিফার মতে, রাষ্ট্র সৃষ্টিতে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আফিফার এরূপ বক্তব্যে রাষ্ট্র সৃষ্টির ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ প্রকাশ পায়। আর এ মতবাদটি তুলনামূলকভাবে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসম্মত মতবাদ। কারণ, ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ সম্পর্কে ড. গার্নার বলেন, "রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি নয়, বলপ্রয়োগের মাধ্যমেও সৃষ্টি হয়নি বরং ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের ফলে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে।" রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে ঐতিহাসিক বা বিবর্তনবাদমূলক মতবাদ সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য মতবাদ। এ মতবাদে রাষ্ট্রের উৎপত্তির সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এবং এ মতবাদের মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা নেই। আসলে বর্তমান রাষ্ট্র বহুযুগের বিবর্তনের ফল।

উপরিউক্ত বিষয় থেকে এটি স্পষ্ট হয়, ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ অধিক গ্রহণযোগ্য ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ।

প্রশ্ন ▶ ০২ নিচের ছকটি লক্ষ করো :

অধিকার
ক. দরিদ্র ও অসহায়দের সাহায্য লাভের অধিকার।
খ. বেঁচে থাকার অধিকার।
গ. সমস্যা সমাধানের অধিকার।
ঘ. সম্পদ ও সম্মান লাভের অধিকার।

ক. কর্তব্য কী? ১
খ. কেন নিয়মিত কর প্রদান করা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ছকে 'ক' ও 'খ' তে কোন ধরনের অধিকারকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে 'গ' ও 'ঘ' তে বর্ণিত অধিকারগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধিকার ভোগ করতে গিয়ে একজন নাগরিক রাষ্ট্রের প্রতি যেসব দায়িত্ব পালন করে তাই কর্তব্য।

খ রাষ্ট্র প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার কারণে নিয়মিত কর প্রদান করা নাগরিকের কর্তব্য।

রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সরকারের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। আয়ের জন্য অন্যান্য উদ্যোগের পাশাপাশি সরকার নাগরিকদের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর আরোপ করে। তাই নিয়মিত ও যথাযথভাবে কর প্রদান করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ছকে 'ক' ও 'খ' তে যথাক্রমে নৈতিক অধিকার ও সামাজিক অধিকারকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

নৈতিক অধিকার মানুষের বিবেক এবং সামাজিক নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ থেকে আসে। যেমন- দুর্বলের সাহায্য লাভের অধিকার নৈতিক অধিকার। এটি রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণয়ন করা হয় না যার ফলে এর কোনো আইনগত ভিত্তি নেই। তাছাড়া এ অধিকার ভঙ্গকারীকে কোনো শাস্তি দেওয়া হয় না। নৈতিক অধিকার বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকম হতে পারে। আবার, সমাজে সুখ-শান্তিতে বসবাস করার জন্য আমরা সামাজিক অধিকার ভোগ করি। যেমন- জীবন রক্ষার, স্বাধীনভাবে চলাফেরার ও মত প্রকাশের, পরিবার গঠনের, শিক্ষার, আইনের দৃষ্টিতে সমান সুযোগ লাভের, সম্পত্তি লাভের ও ধর্মচর্চার অধিকার ইত্যাদি।

উদ্দীপকে বর্ণিত ছক 'ক' তে বলা হয়েছে দরিদ্র ও অসহায়দের সাহায্য লাভের অধিকার। এরূপ অধিকার নৈতিক অধিকারকে ধারণ করে। কেননা সমাজে দুর্বল ও অসহায়দের সাহায্য লাভ নৈতিক অধিকারের পর্যায়ভুক্ত। আবার 'খ' তে বলা হয়েছে 'বেঁচে থাকার অধিকার'- এরূপ বেঁচে থাকার অধিকার বা জীবন ধারণের অধিকার সামাজিক অধিকারকে নির্দেশ করে। সুতরাং 'ক' ও 'খ' দ্বারা নৈতিক ও সামাজিক অধিকারকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের 'গ' দ্বারা রাজনৈতিক অধিকার এবং 'ঘ' দ্বারা অর্থনৈতিক অধিকার নির্দেশ করা হয়েছে।

অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত কতকগুলো সুযোগ-সুবিধা, যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। অধিকার ব্যতীত মানুষ তার ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করতে পারে না। অধিকারের মূল লক্ষ্য ব্যক্তির সর্বজনীন কল্যাণ সাধন। রাষ্ট্রের নাগরিকদের মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য অধিকার অপরিহার্য।

উদ্দীপকের 'গ' অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে, সমস্যা সমাধানের অধিকার, যার মাধ্যমে রাজনৈতিক অধিকারকে বোঝানো হয়েছে। আর 'ঘ' অধিকারটি হলো সম্পদ ও সম্মান রক্ষার অধিকার। এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক অধিকারকে বোঝানো হয়েছে। অর্থনৈতিক অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার নাগরিকের ভিন্ন ভিন্ন অধিকারকে নির্দেশ করে। রাজনৈতিক অধিকার নাগরিকের রাষ্ট্রীয় কাজে নিজের ভূমিকা সংক্রান্ত অধিকারকে নির্দেশ করে। নির্বাচনে ভোটাধিকার, নির্বাচিত হওয়া এবং সকল প্রকার অভাব-অভিযোগ আবেদনের মাধ্যমে প্রতিকার পাওয়াকে রাজনৈতিক অধিকার বলে। এসব অধিকার ভোগের বিনিময়ে নাগরিকরা রাষ্ট্র পরিচালনায় পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। অন্যদিকে, অর্থনৈতিক অধিকার নাগরিকের আর্থিক জীবনের সাথে জড়িত। জীবনধারণ করা এবং জীবনকে উন্নত ও এগিয়ে নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকারকে অর্থনৈতিক অধিকার বলে। যেমন- যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করার অধিকার, ন্যায্য মজুরি লাভের অধিকার, অবকাশ লাভের অধিকার, শ্রমিকসংঘ গঠনের অধিকার।

আলোচনা শেষে বলা যায়, নাগরিকের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার রাষ্ট্রে তার ভূমিকাকে অর্থবহ করে তোলে। এই দুই অধিকার ভোগের মাধ্যমে নাগরিক নাগরিকত্বের পূর্ণ স্বাদ আস্বাদন করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ০৩ **দৃশ্যকল্প-১ :** জনাব আমিরুল ইসলাম পেশায় একজন ব্যবসায়ী। তিনি বিগত জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। তিনি প্রয়োজনে নিজ দলের এবং সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের গঠনমূলক সমালোচনা করেন।

দৃশ্যকল্প-২ : বিয়ের পর আর্থিক অনটনের জন্য সুমি তার স্বামী যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে সেই প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেন। একই ধরনের কাজ হলেও মাস শেষে কর্তৃপক্ষ তার স্বামীকে ২০,০০০ টাকা ও সুমিকে ১৫,০০০ টাকা প্রদান করেন। বিষয়টি নিয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করেও কোনো কাজ হয়নি।

ক. আইন কী? ১
খ. জনগণ কেন আইন মান্য করে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ কোন ধরনের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর স্বাধীনতা না থাকলে অন্যান্য স্বাধীনতা অর্থহীন— বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজ স্বীকৃত এবং রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত নিয়মকানুন, যা ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে প্রয়োগ করা হয় তাই আইন।

খ সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা এবং নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জনগণ আইন মান্য করে।

জনগণ আইন মান্য করে। কারণ এটি সামাজিক শৃঙ্খলা ও সুশাসন নিশ্চিত করে। আইন সমাজের মৌলিক নীতি এবং মূল্যবোধ প্রতিফলিত করে, যা সকলের জন্য ন্যায়বিচার এবং সমান অধিকার নিশ্চিত করে। আইন মানা হলে সমাজে অপরাধের হার কমে যায়, এবং নাগরিকরা নিরাপদ এবং সুরক্ষিত অনুভব করে। আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্র নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ করে। এসব কারণে রাষ্ট্র অর্পিত আইন জনগণ মেনে চলে।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে।

অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ বা বাধা সৃষ্টি না করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করাই হলো স্বাধীনতা। অর্থাৎ স্বাধীনতা হলো এমন সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশ, যেখানে কেউ কারও ক্ষতি না করে সকলেই নিজের অধিকার ভোগ করে। স্বাধীনতা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে এবং অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে বাধা অপসারণ করে। এ স্বাধীনতার বিভিন্ন ধরণ লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে একটি হলো রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

উদ্দীপকের জনাব আমিরুল ইসলাম পেশায় একজন ব্যবসায়ী। তিনি বিগত জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। তিনি প্রয়োজনে নিজ দলের এবং সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের গঠনমূলক সমালোচনা করেন। এরূপ বর্ণনায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রকাশ পায়। কেননা ভোটদান, নির্বাচিত হওয়া, বিদেশে অবস্থানকালীন নিরাপত্তা লাভ ইত্যাদি নাগরিকের রাজনৈতিক স্বাধীনতা। এসব স্বাধীনতার মাধ্যমে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় শাসনকাজে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রকাশ পেয়েছে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে অন্যান্য স্বাধীনতা অর্থহীন।– মন্তব্যটি যথার্থ।

যোগ্যতা অনুযায়ী পেশা গ্রহণ এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভ করাকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলা হয়। মূলত আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির জন্য নাগরিকরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করে। এই স্বাধীনতা না থাকলে অন্যান্য স্বাধীনতা ভোগ করা যায় না। সমাজের অন্য শ্রেণির শোষণ থেকে মুক্ত থাকার জন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রয়োজন।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এ বিয়ের পর আর্থিক অনটনের জন্য সুমি তার স্বামী যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে সেই প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেন। একই ধরনের কাজ হলেও মাস শেষে কর্তৃপক্ষ তার স্বামীকে ২০,০০০ টাকা ও সুমিকে ১৫,০০০ টাকা প্রদান করেন। বিষয়টি নিয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করেও কোনো কাজ হয়নি। এরূপ বর্ণনায় সুমির অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বিঘ্নিত হয়েছে। আর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া অন্যান্য স্বাধীনতা অর্থহীন। কারণ ব্যক্তির সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা ব্যক্তি স্বাধীনতা তখনই অর্থবহ হয়ে ওঠে যখন তার আর্থিক স্বাধীনতা থাকে। যোগ্যতা অনুযায়ী যদি ব্যক্তি পেশা গ্রহণ করতে না পারে তাহলে তার ব্যক্তি স্বাধীনতা বিঘ্নিত হবে। এ স্বাধীনতা না থাকলে নাগরিক সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। সমাজ ও রাষ্ট্রে নিজের ভূমিকা সুষ্ঠুভাবে পালন করতে সমর্থ হবে না।

সর্বোপরি সমাজের অন্য শ্রেণির শোষণ থেকে মুক্ত থেকে একজন নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রে বসবাসের জন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রয়োজন।

প্রশ্ন ▸ ০৪

ছক-ক	ছক-খ
* ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে। * যে কোনো বিষয়ে সহজ সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। * আয়তনে ছোট হয়।	* সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়। * অঞ্চলগুলো নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করে।

ক. কল্যাণমূলক রাষ্ট্র কাকে বলে? ১

খ. গণতন্ত্রকে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ছক 'ক' তে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'ছক 'খ' 'বৃহৎ রাষ্ট্রের উপযোগী শাসন ব্যবস্থা'– যুক্তিসহ তোমার মতামত তুলে ধরো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে রাষ্ট্র জনসাধারণের প্রাত্যহিক ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্য জনকল্যাণমূলক কাজ করে তাকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলে।

খ গণতন্ত্র হলো জনগণের কল্যাণার্থে পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। একারণে একে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা বলা হয়।

গণতন্ত্র হলো এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে শাসনকার্যে জনগণের সকলে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সকলে মিলে সরকার গঠন করে। এটি জনগণের অংশগ্রহণে, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের কল্যাণার্থে পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। এখানে মতপ্রকাশ ও সরকারের সমালোচনা করার সুযোগ থাকে। এ শাসনব্যবস্থায় সকলের স্বার্থরক্ষার সুযোগ থাকে এবং নাগরিকের অধিকার ও আইনের শাসনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। মূলত এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে বলা যায়, গণতন্ত্র হলো সকলের মঙ্গলের জন্য পরিচালিত সরকারব্যবস্থা।

গ ছক 'ক' তে এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।

ক্ষমতা বণ্টনের নীতির ভিত্তিতে সরকারকে এককেন্দ্রিক সরকারে ভাগ করা হয়েছে।

যে শাসনব্যবস্থায় সরকারের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং কেন্দ্র থেকে দেশের শাসন পরিচালিত হয়, তাকে এককেন্দ্রিক সরকার বলে। এতে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন করা হয় না। এ সরকারব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকারের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। রাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রদেশ বা প্রশাসনিক অঞ্চল থাকতে পারে। তবে তারা কেন্দ্রের প্রতিনিধি বা সহায়ক হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশ, জাপান, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশে এককেন্দ্রিক সরকার প্রচলিত আছে।

উদ্দীপকের ছক-'ক' এর সরকার ব্যবস্থায় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে। যেকোনো বিষয়ে সহজে সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। আয়তনে ছোট হয়। এরূপ বর্ণনায় এককেন্দ্রিক সরকারের প্রতিরূপ প্রকাশ পায়। কেননা এককেন্দ্রিক সরকারে সকল ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করে বিধায় যেকোনো সিদ্ধান্ত দ্রুত নেয়া যায়। আর ছোট রাষ্ট্রে এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থা উপযোগী।

ঘ ছক-খ এ উল্লিখিত সরকার ব্যবস্থাটি হলো যুক্তরাষ্ট্রীয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা বৃহৎ রাষ্ট্রের জন্য উপযোগী শাসন ব্যবস্থা।– মন্তব্যটি যথার্থ।

যুক্তরাষ্ট্রে পাশাপাশি অবস্থিত কতকগুলো ক্ষুদ্র অঞ্চল বা প্রদেশ একত্রিত হয়ে একটি বড় রাষ্ট্র গঠন করে বলে রাষ্ট্রটি শক্তিশালী হয়। এতে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার কিছু অংশ প্রদেশ বা আঞ্চলিক সরকারের হাতে এবং জাতীয় বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে। ফলে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় উভয় সরকারই মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং স্ব-স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থেকে দেশ পরিচালনা করে থাকে। এরূপ রাষ্ট্রব্যবস্থা বৃহদায়তন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী।

উদ্দীপকের ছক-খ এর সরকার ব্যবস্থায় সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়। অঞ্চলগুলো নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করে। এরূপ বর্ণনায় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। আর এধরনের সরকার ব্যবস্থা বৃহত্তর রাষ্ট্রের জন্যই উপযোগী। কারণ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় একই সাথে একাধিক বৃহৎ অঞ্চল বা প্রদেশ মিলে সরকার গঠন করে। একারণে বৃহৎ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একটি মাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। আবার ছোট রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রের মতো একই সাথে কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার অবস্থান করতে পারবে না। একারণে সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা থাকা সম্ভব না।

সুতরাং আলোচনা থেকে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা বৃহৎ রাষ্ট্রের জন্য উপযোগী সরকার ব্যবস্থা।

প্রশ্ন ▶ ০৫ প্রমির বসবাসকৃত দেশটি পরিচালনার ক্ষেত্রে নিয়ম-নীতি লিখিত আকারে লিপিবদ্ধ না, যা ধীরগতিতে গড়ে উঠেছে। দেশে কোনো প্রকার জটিল সমস্যার আবির্ভাব হলে প্রচলিত নিয়ম-নীতির মাধ্যমে সমাধান করা হয়। অন্যদিকে সুমির বসবাসকৃত দেশটি পরিচালনার নিয়ম-নীতি সুনির্দিষ্ট দলিলাকারে লিপিবদ্ধ, যা ঐ দেশের আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত। দেশের জটিল কোনো সমস্যা দেখা দিলে দলিলে উল্লিখিত নিয়ম-নীতির মাধ্যমে সমাধান করা হয়।

ক. 'ম্যাগনাকার্টা' সনদ কত সালে স্বাক্ষরিত হয়? ১
খ. সংবিধানকে রাষ্ট্রের দর্পণ বলা হয় কেন? ২
গ. প্রমির বসবাসকৃত দেশের সংবিধান কোন পদ্ধতিতে গড়ে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সুমির বসবাসকৃত দেশের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সফলতার পূর্বশর্ত– বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক ম্যাগনাকার্টা ১২১৫ সালে স্বাক্ষরিত হয়।

খ সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল।

সংবিধানের মাঝেই রাষ্ট্রের যাবতীয় মৌলিক বিধানাবলি ও রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়মগুলো লিপিবদ্ধ থাকে। সরকার কীভাবে নির্বাচিত হবে, আইন, শাসন ও বিচারবিভাগ কীভাবে গঠিত হবে, এদের ক্ষমতা কী হবে জনগণ ও সরকারের সম্পর্ক কেমন হবে এসব বিষয় সংবিধানে উল্লেখ করা থাকে এবং এসব বিষয়ে সংবিধান পরিপন্থি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। অর্থাৎ রাষ্ট্রের যাবতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন বা প্রতিবিম্ব হলো তার সংবিধান। আর তাই বলা হয়, সংবিধান রাষ্ট্রের দর্পণস্বরূপ।

গ প্রমির বসবাসকৃত দেশের সংবিধান ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে।

সংবিধান প্রণয়নের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। তারমধ্যে ক্রমবিবর্তন পদ্ধতি অন্যতম। এ পদ্ধতিতে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে লোকাচার ও প্রথার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের সংবিধান গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে সংবিধান কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণয়ন করা হয় না, ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ ব্রিটেনের সংবিধানের নাম উল্লেখ করা যায়। ব্রিটেনের সংবিধান তৈরি হয়নি, গড়ে উঠেছে। এসব দেশে যাবতীয় সমস্যার সমাধান করা হয় প্রচলিত প্রথা ও রীতি অনুযায়ী।

উদ্দীপকের প্রমির বসবাসকৃত দেশটি পরিচালনার ক্ষেত্রে নিয়ম-নীতি লিখিত আকারে লিপিবদ্ধ না, যা ধীরগতিতে গড়ে উঠেছে। দেশে কোনো প্রকার জটিল সমস্যার আবির্ভাব হলে প্রচলিত নিয়ম-নীতির মাধ্যমে সমাধান করা হয়। এরূপ বর্ণনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, প্রমির বসবাসকৃত দেশটির সংবিধান ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে।

ঘ সুমির বসবাসকৃত দেশের সংবিধানটি লিখিত সংবিধান। আর লিখিত সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সফলতার পূর্বশর্ত।

লিখিত সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থার জন্য উপযোগী। এ সংবিধানের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায় প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে দেওয়া যায়। এর ফলে প্রাদেশিক সরকার তার ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্পর্কে অবগত হতে পারে। আবার কেন্দ্রীয় সরকারও তার ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্পর্কে অবগত হতে পারে। অর্থাৎ এ সরকারব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে পারে।

উদ্দীপকের সুমির বসবাসকৃত দেশটি পরিচালনার নিয়ম-নীতি সুনির্দিষ্ট দলিলাকারে লিপিবদ্ধ, যা ঐ দেশের আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত। দেশের জটিল কোনো সমস্যা দেখা দিলে দলিলে উল্লিখিত নিয়ম-নীতির মাধ্যমে সমাধান করা হয়। এরূপ বর্ণনায় লিখিত সংবিধানের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এ ধরনের লিখিত সংবিধানে সবকিছু বোধগোম্য হওয়ায় তা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। আর এমনটিই আমরা যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রগুলোতে দেখতে পাই। বিশ্বের দুটি বৃহৎ রাষ্ট্র ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে লিখিত সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা বণ্টন করে দেওয়া হয়। কিন্তু সংবিধান যদি লিখিত না হতো তাহলে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায় এরূপ ক্ষমতা বণ্টন করা সম্ভব হতো না। তাই যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সফলতা লাভের জন্য লিখিত সংবিধানের কোনো বিকল্প নেই।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সফলতার পূর্বশর্ত হলো লিখিত সংবিধান।

প্রশ্ন ▶ ০৬ ছক-১ :

? → প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে কার্য সম্পাদন করেন।
→ নির্বাচনে সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের নেতাকে সরকার গঠনের আহ্বান করেন।

ছক-২ :

? → সংবিধান অনুযায়ী সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।
→ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা চর্চা করেন।

ক. বাংলাদেশে মোট কতটি প্রশাসনিক উপজেলা রয়েছে? ১

খ. প্রশাসনকে রাষ্ট্রের 'হৃৎপিন্ড' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে ছক-১ এ কোন প্রতিষ্ঠানকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে তার কার্যাবলি তুলে ধরো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ছক-২ এ বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য, তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? তোমার বক্তব্য যুক্তিসহ তুলে ধরো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে মোট ৪৯২টি প্রশাসনিক উপজেলা রয়েছে।

খ প্রশাসনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল কাজ সম্পন্ন হয় বলে তাকে রাষ্ট্রের হৃৎপিন্ড বলা হয়।

রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রশাসনের। রাষ্ট্রের ভিতরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও রাষ্ট্রের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশাসনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এছাড়াও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত মাঠ প্রশাসন সারাদেশে বাস্তবায়িত করে। এ কারণে প্রশাসনকে রাষ্ট্রের হৃৎপিন্ড বলা হয়।

গ উদ্দীপকের ছক-১ রাষ্ট্রপতিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন।

রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান। সরকারের সকল শাসনসংক্রান্ত কাজ তার নামে পরিচালিত হয়। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন। অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী, রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা যেমন– মহাহিসাবরক্ষক, রাষ্ট্রদূত, তিন বাহিনীর প্রধানদের নিয়োগ করেন।

উদ্দীপকে ছক-১ সম্পর্কে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে কার্য সম্পাদন করেন, নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে সরকার গঠনের আহ্বান করেন। এরূপ বর্ণনায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির মিল পাওয়া যায়। রাষ্ট্রপতি শাসনসংক্রান্ত অনেক কাজ করে থাকেন। তিনি সংসদ কর্তৃক গৃহীত কোনো বিলে সম্মতি দান করলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া কোনো অর্থবিল সংসদে উপস্থাপন করা যায় না। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, আপিল ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ করেন তিনি। তিনি জাতীয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। বরেণ্য ব্যক্তিদের খেতাব, পদক প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী ও বিচারপতিদের শপথ বাক্য পাঠ করান তিনি। এভাবে রাষ্ট্রপতি নানাবিধ কাজ সম্পাদন করে থাকেন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ছক-২ এ বর্ণিত হয়েছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রতিচ্ছবি। তার ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য– বক্তব্যের সাথে আমি একমত পোষণ করছি।

সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রকৃত শাসক। তিনি সরকারপ্রধান। তাকে কেন্দ্র করে দেশের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্জনকারী দলের নেতাই প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

উদ্দীপকের ছক-২ এর ব্যক্তি সংবিধান অনুযায়ী সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা চর্চা করেন। এরূপ তথ্যগুলো একটি দেশের প্রধানমন্ত্রী পদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় তিনিই শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি। কারণ সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিপরিষদ প্রকৃত শাসক। প্রধানমন্ত্রী একই সাথে সংসদের নেতা, মন্ত্রিসভার নেতা এবং সরকারপ্রধান। তাকে কেন্দ্র করে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত ও এর কাজ পরিচালিত হয় বিধায় তাকে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি বলা হয়। তিনি মন্ত্রিসভার সদস্যসংখ্যা নির্ধারণ করেন ও মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। তার নির্দেশনা অনুযায়ী মন্ত্রীরা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। তিনি পদত্যাগ করলে সকল মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করেই রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় বিধায় প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি বলা হয়।

আলোচনার পরিশেষে তাই এটি স্পষ্ট হয়, প্রধানমন্ত্রী হলেন সংসদীয় সরকারব্যবস্থার প্রকৃত শাসক। তাঁকে কেন্দ্র করে দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় এবং তিনি পুরো প্রশাসন যন্ত্রের নিয়ন্ত্রক। সুতরাং তার ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য।

প্রশ্ন ▶ ০৭ মি. 'X' বাংলাদেশের একটি নির্বাচনী এলাকার বাসিন্দা। সে 'Y' নামক একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হিসাবে নির্বাচিত হন।

ক. নির্বাচন কী? ১

খ. গণতন্ত্র বিকাশে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. 'X' নির্বাচনের কোন পদ্ধতিতে শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হিসাবে নির্বাচিত হন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'Y' নামক সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে– বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক নির্বাচন হলো প্রতিনিধি বাছাইয়ের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া।

খ গণতন্ত্র হলো জনগণের শাসন। আর জনগণের মুখপাত্র হলো রাজনৈতিক দল।

রাজনৈতিক দলগুলো জনসাধারণকে সুসংহত করে এবং একতাবদ্ধ করে তাদের মধ্যে ব্যাপক কর্মসূচির মাধ্যমে মিলনসূত্র রচনা করে। তাছাড়া রাজনৈতিক দলগুলো রাষ্ট্রীয় সমস্যা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে থাকে। এছাড়া দলীয় ব্যবস্থা জনসাধারণকে গণতন্ত্রের উপযোগী করে তোলে তাদের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটায়। এসব কারণে গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল অপরিহার্য।

গ মি. 'X' নির্বাচনের গোপন ভোটদান পদ্ধতির মাধ্যমে শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হিসাবে নির্বাচিত হন।

নির্বাচন পদ্ধতি বলতে সাধারণভাবে ভোট গ্রহণের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের প্রক্রিয়াকে বুঝানো হয়। বর্তমানে ভোট প্রদানের দুটি পদ্ধতি রয়েছে। (ক) প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতি ও (খ) গোপন ভোটদান পদ্ধতি। প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতিতে ভোটারগণ নিজ নিজ পছন্দের ব্যক্তিকে সকলের সামনে প্রকাশ্যে ভোট দেয়। এতে ভোটাররা প্রকাশ্যে 'হ্যাঁ' ধ্বনি বা 'হাত তুলে' সমর্থন দান করে। অন্যদিকে গোপন ভোটদান পদ্ধতিতে ভোটারগণ গোপনে ব্যালটপত্রে পছন্দকৃত ব্যক্তির নামের পাশে নির্ধারিত চিহ্ন এঁকে বা সিল দিয়ে ভোট প্রদান করে। বর্তমানে এ পদ্ধতি সর্বজনস্বীকৃত।

উদ্দীপকের মি 'X' বাংলাদেশের একটি নির্বাচনী এলাকার বাসিন্দা। সে 'Y' নামক সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হিসেবে নির্বাচিত হন। এরূপ বর্ণনায় গোপন ভোটদান পদ্ধতি প্রকাশ পেয়েছে। কারণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান তথা নির্বাচন কমিশন গোপন ভোটদান পদ্ধতির মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচনের ব্যবস্থা করে থাকেন যেখানে ভোটাররা গোপনে ব্যালটে সিল মেরে প্রতিনিধি নির্বাচন করে। সুতরাং মি. 'X' গোপন ভোটদান পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছেন।

ঘ উদ্দীপকের 'Y' নামক সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি হলো নির্বাচন কমিশন। এটি গণতন্ত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।− মন্তব্যটি যথার্থ।

বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের আওতায় নির্বাচন কমিশন গঠিত। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও চার জন কমিশনারসহ মোট পাঁচ জনকে নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত। আর এ কমিশনের মেয়াদ পাঁচ বছর। কমিশনারবৃন্দ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন। নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান।

উদ্দীপকে 'Y' সংস্থার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণে এ নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা অনন্য। কেননা, গণতন্ত্র জনগণের এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে। এক্ষেত্রে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালিত হলে সঠিক নেতৃত্বে গণতন্ত্র রক্ষিত হয়। এর বিপরীত অবস্থায় জনগণের শাসন কায়েম হয় না এবং ভুল জনমত গঠিত হয়, যা গণতন্ত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং তা গণতন্ত্রের জন্য হুমকিস্বরূপ। তাই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনকে গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ বলা হয়। আর এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে গ্রহণযোগ্য করা ও সফল করা। কারণ গণতন্ত্র তখনই সফল হবে যখন জনগণ স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারবে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, গণতন্ত্রের বিকাশে নির্বাচন কমিশন ত্রাতার ভূমিক পালন করে। জনগণ তাদের মতামত যাতে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে পারে সে ব্যবস্থাই করে নির্বাচন কমিশন। তাদের এ ভূমিকা গণতন্ত্রের বিকাশে অনন্য।

প্রশ্ন ▶ ০৮ **দৃশ্যকল্প-১ :** সুমন ফেব্রুয়ারির এক সকালে তার দাদার সাথে খালি পায়ে হাতে ফুল নিয়ে শহীদ মিনারে যায়। রাস্তায় শতশত মানুষের এরূপ দৃশ্য তাকে মুগ্ধ করে এবং দিনটি সম্পর্কে তাকে কৌতূহলি করে তোলে। তাই সে তার দাদার কাছে দিনটির তাৎপর্য সম্পর্কে জানতে চায়।

দৃশ্যকল্প-২ : স্বাধীনতার পূর্বে পাকিস্তানে সমমনা চারটি রাজনৈতিক দল নিয়ে একটি নির্বাচনী জোট গঠন করা হয়। এ জোটের নির্বাচনী কর্মসূচি ছিলো ২১ দফা।

ক. কীসের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়? ১

খ. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কেন দায়ের করা হয়েছিল? ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ কোন আন্দোলনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর নির্বাচনী জোট তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার আন্দোলনকে আরো যৌক্তিক প্রমাণ করেছিল? তুমি কি একমত? মতামত দাও। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল।

খ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাকে ঘিরে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে স্থিমিত করার জন্য আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক উপস্থাপিত ৬ দফার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি ধাচের বৈষম্যমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ভেঙে বাঙালির জাতীয় মুক্তি বা স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য স্থির হয়। ৬ দফার সংগ্রামকে ব্যর্থ করে দেওয়ার লক্ষ্যে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে আইয়ুব সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এক নম্বর আসামী করে ৩৫ জন বাঙালি সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক একটি মামলা দায়ের করে, যা ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা নামে পরিচিত।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ ভাষা আন্দোলনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। রাষ্ট্রভাষাকে রক্ষা করতে গিয়ে ১৯৫২ সালে এদেশের অকুতোভয় ভাষা সৈনিকেরা শহিদ হন। রক্ত ঝরে রাজপথে। তাদের সেই অত্মত্যাগে স্বাধীন হয় বাংলাদেশ।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ সুমন ফেব্রুয়ারির এক সকালে তার দাদার সাথে খালি পায়ে হাতে ফুল নিয়ে শহীদ মিনারে যায়। রাস্তায় শত শত মানুষের এরূপ দৃশ্য তাকে মুগ্ধ করে। এরূপ বর্ণনায় ভাষা আন্দোলনের স্বরূপ প্রকাশ পায়। আমাদের দেশে ভাষা আন্দোলনের দাবি প্রবল হয় যখন রেসকোর্স ময়দানে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর 'একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' ঘোষিত হয়। এরপর ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন আবার ঘোষণা করেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এসময় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় এবং উর্দুর বিরুদ্ধে ধর্মঘট পালিত হয়। সরকার কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারির আগের দিন ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনকে সামনে রেখে মাতৃভাষা বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ১৪৪ ধারা ভঙ্গা করে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও সর্বস্তরের জনগণ মিছিল বের করে এবং তাদের ওপর পুলিশ গুলি চালায়। ফলে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরও অনেকে শহিদ হন।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এর নির্বাচনটি হলো ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন। এ নির্বাচন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার আন্দোলনকে আরো যৌক্তিক প্রমাণ করেছিল।– আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করছি।

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯। ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে আওয়ামী লীগসহ সমমনা কতিপয় দল নিয়ে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে 'যুক্তফ্রন্ট' নামে একটি নির্বাচনি জোট গঠিত হয়। ভাষা আন্দোলনের পর ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় পূর্ব বাংলার নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনাকে আরো বৃদ্ধি করে।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ স্বাধীনতার পূর্বে পাকিস্তানে সমমনা চারটি রাজনৈতিক দল নিয়ে একটি রাজনৈতিক জোট গঠন করা হয়। এ জোটের নির্বাচনি কর্মসূচি ছিল ২১ দফা। এরূপ বর্ণনা স্পষ্টভাবে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এ নির্বাচন বাঙালির মাঝে স্বাধীকার চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি চরম বৈষম্যমূলক আচরণ করে। সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ চরম বৈষম্যের শিকার হয়। পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটানোর লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম ও গণতন্ত্রী দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। নির্বাচনের প্রাক্কালে যুক্তফ্রন্ট সর্বস্তরের ভোটারদের আকৃষ্ট করতে ২১ দফা বিশিষ্ট একটি কর্মসূচি গ্রহণ করে, যেখানে বাঙালি নাগরিকদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের দিকগুলো তুলে ধরা হয়। নির্বাচনে জনগণ ২১ দফাকে তাদের স্বার্থরক্ষার সনদ বলে বিবেচনা করে। ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয় লাভ করে। এই নির্বাচনে পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্তান রাষ্ট্র ক্ষমতায় পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তৃত্ব ও প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার রায় প্রদান করে।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, ১৯৫৪ সালে পাকিস্তানি মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটে এবং বাঙালির স্বাকীয়তার উন্মেষ ঘটে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের মাধ্যমে। এর মাধ্যমে বাঙালি সত্তার জাগরণ ঘটে যা তাদের স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ০৯ দৃশ্যকল্প-১ : গ্রামের বৃত্তশালী কৃষক রহিম মিয়া নাতি-নাতনীর মুখ দেখার আশায় তার একমাত্র পুত্র সন্তান ফারহানকে অল্প বয়সে বিয়ে দেন। বছর না ঘুরতেই তিনি দাদা হন।

দৃশ্যকল্প-২ : অপরদিকে রিক্সাচালক করিম যাচাই-বাছাই না করেই তার নবম শ্রেণিতে পড়ুয়া মেয়েকে অবস্থাসম্পন্ন সচ্ছল পরিবারের পাত্রের সাথে বিয়ে দেন। পাত্র ছিল অত্যন্ত বদরাগী। দিনশেষে ঘরে ফিরে সামান্য ভুলের কারণে বউকে বেদম প্রহার করে। ফলে তাদের সংসারে অশান্তি লেগেই থাকে।

ক. বাংলাদেশে প্রতিবর্গ কি.মি. কত জন লোক বাস করে? ১
খ. নিরক্ষরতা অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ কোন ধরনের সামাজিক সমস্যার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর সামাজিক সমস্যাটি মোকাবেলা করার জন্য পাঠ্যবইয়ের আলোকে তোমার মতামত তুলে ধরো। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১১০০ জন লোক বাস করে।

খ নিরক্ষরতা একটি সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বড় ধরনের বাধা। এটি শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবের প্রতীক, যা ব্যক্তির কর্মক্ষমতা ও সৃজনশীলতাকে সীমিত করে। নিরক্ষর ব্যক্তিরা প্রায়ই উচ্চমানের চাকরি পাওয়ার সুযোগ হারায়, যা তাদের আর্থিক উন্নতির পথে বাধা দেয়। এছাড়া, নিরক্ষরতা স্বাস্থ্য সচেতনতা, পারিবারিক পরিকল্পনা এবং সামাজিক অধিকার সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব সৃষ্টি করে, যা সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে বাধা দেয়। নিরক্ষর ব্যক্তিরা প্রায়ই তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞান থাকে, যা গণতন্ত্র ও নাগরিক সমাজের উন্নয়নে বাধা দেয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য, কারণ এটি ব্যক্তির কর্মক্ষমতা বাড়ায়, নতুন ধারণা ও উদ্ভাবনে সাহায্য করে, এবং একটি সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রাখে। তাই, নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিক্ষার প্রসার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

গ ঘটনা-১ এ বাংলাদেশের অন্যতম নাগরিক সমস্যা জনসংখ্যা সমস্যাকে ইঙ্গিত করে।

জনসংখ্যা সমস্যা বাংলাদেশ ও বিশ্বের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। মানুষের জন্মহার মৃত্যুহারকে ছাড়িয়ে গেলে এবং এ জন্মহার দেশের সম্পদের বৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে গেলে জনসংখ্যা একটি দেশের সমস্যায় পরিণত হয়। কারণ বাড়তি জনসংখ্যার চাহিদা দেশের সীমিত সম্পদ দিয়ে পূরণ করা সম্ভব হয় না। তাই ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে বিশ্ব জনসংখ্যার বর্তমান বৃদ্ধির হার কমানোর প্রয়োজন রয়েছে।

উদ্দীপকের কৃষক বদরউদ্দিন নাতি-নাতনির মুখ দেখার আশায় তার একমাত্র পুত্র আজিজকে অল্প বয়সে বিয়ে দেন। বছর যেতে না যেতেই তিনি দাদা হন। এরূপ বর্ণনায় জনসংখ্যা সমস্যার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কেননা বাল্য বিবাহ জনসংখ্যা বৃদ্ধির বা জনসংখ্যা সমস্যা সৃষ্টির অন্যতম একটি কারণ। কম বয়সে বিয়ে হওয়ার কারণে ছেলে মেয়ে উভয়ে অধিক সন্তান জন্ম দিয়ে থাকে। অনেক সময় ছেলেমেয়েরা একের অধিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এসব কারণেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় যা বাংলাদেশের অন্যতম সমস্যা জনসংখ্যা সমস্যাকে সৃষ্টি করে।

ঘ ঘটনা-২ এ বর্ণিত সমস্যাটি হলো নারী নির্যাতন। নারী নির্যাতন মোকাবেলায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

নারী নির্যাতন বর্তমান বাংলাদেশের একটি অন্যতম নাগরিক সমস্যা। এ সমস্যা বর্তমানে ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। পারিবারিক নির্যাতন ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ। তাই নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রয়োজন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

উদ্দীপকের ঘটনা-২ এ সালমাকে তার স্বামী সামান্য ভুল করলে বেদম প্রহার করে। এটি নারী নির্যাতনেরই প্রতিচ্ছবি। এই ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা তথা নারী নির্যাতন রোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। নারী নির্যাতনের কারণগুলো প্রতিকারের পাশাপাশি কঠোর আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা নিতে হবে। সমাজের সদস্য হিসেবে নারীকে হতে হবে সাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন,

শিক্ষিত, অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিগতভাবে আত্মনির্ভরশীল। নারীর বিভিন্ন অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও নারী নির্যাতন রোধে বিদ্যমান আইনের কঠোর বাস্তবায়ন দরকার। প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন বা পুরাতন আইন সংশোধন করে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদান নারী নির্যাতন রোধে ভূমিকা রাখবে। নির্যাতিত দরিদ্র ও অসহায় নারীদের আইনি সহায়তা প্রদান করে নারী নির্যাতন রোধ করা সম্ভব। এতে নারীদের প্রতি 'অবলা' মনোভাব দূর হবে যা অপরাধীদের অপরাধ করতে ভীতি তৈরি করবে। নারী নির্যাতনের বিশেষ কারণ হলো- ধর্মীয় অনুশাসন না মানা। ইসলামের দেওয়া নারী অধিকার নারীদের দেওয়া হলে তারা কখনো নির্যাতনের শিকার হবে না। তাছাড়া পাঠ্যপুস্তকসহ বিভিন্ন মাধ্যমে সচেতনতা তৈরি করা গেলে নারীর প্রতি মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসবে যা নারী নির্যাতন রোধ করবে।

আলোচনা থেকে বলা যায়, নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আইনের প্রয়োগের পাশাপাশি নারী-পুরুষ উভয়কে সচেতন হতে হবে। কোনো নারী যেন নির্যাতনের শিকার না হয় সে জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

প্রশ্ন ▸ ১০ রাসেল চতুর্থ বর্ষের একজন শিক্ষার্থী। মুক্তিযুদ্ধের সময় তার কলেজের অনেক শিক্ষার্থী মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। তার সহপাঠীদের দেখাদেখি সেও একদিন পালিয়ে একটি বাহিনীর অধীনে প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে 'কামান্না' যুদ্ধে অংশগ্রহণকালে গুলির আঘাতে তার একটি পা হারায়। যুদ্ধ শেষে ফিরে এসে সে তার পরিবারের কাউকেও ফিরে পায়নি।

ক. লাহোর প্রস্তাব কী? ১
খ. গেরিলা যুদ্ধ কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. রাসেল মুক্তিযুদ্ধে কোন বাহিনীর সদস্য ছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের রাসেল ও তার সঙ্গীরা এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান— মূল্যায়ন করো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ পাঞ্জাবের লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বার্থ-সম্বলিত একটি প্রস্তাব পেশ করেন, ঐতিহাসিক এ প্রস্তাবই হলো লাহোর প্রস্তাব।

খ গেরিলা যুদ্ধ হলো যুদ্ধের একটি বিশেষ কৌশল যার মাধ্যমে শত্রুদের উপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে তাদের ঘায়েল করা হয়।

গেরিলা যুদ্ধ এমন এক ধরনের যুদ্ধ পদ্ধতি যেখানে ভূমি এবং ভৌগোলিক সুবিধা ব্যবহার করে প্রতিপক্ষের ওপরে প্রাধান্য বিস্তার করা হয়। গেরিলাযুদ্ধ অনেক সময়েই দুর্গম বনাঞ্চল এলাকায় হয়ে থাকে। গেরিলারা যুদ্ধ করার জন্য এবং সামরিক বাহিনীকে মোকাবিলা করার জন্য অনেক রকম সামরিক কৌশল যেমন, অতর্কিত হামলা, অন্তর্ঘাত, ইট ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা এ পদ্ধতিতেই শত্রুসেনাদের ঘায়েল করে।

গ রাসেল মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিবাহিনী বা মুক্তিফৌজের সদস্য ছিল। কখনো কখনো এটা আবার গেরিলা নামেও পরিচিত ছিল।

পাকিস্তানি বাহিনী বাংলাদেশে নির্বিচারে গণহত্যা করে, নারী নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন প্রভৃতি জঘন্যতম অপরাধে লিপ্ত হয়। তাদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য লক্ষ লক্ষ নর-নারী প্রতিবেশী দেশ ভারতে আশ্রয় নেয়। বাংলার দামাল ছেলেরা এটা দেখে থেমে থাকতে পারেনি বলেই তারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, চতুর্থ বর্ষের রাসেল মুক্তিযুদ্ধের সময় তার কলেজের অনেক শিক্ষার্থীর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে দেখে অনুপ্রাণিত হয়। একদিন সেও পালিয়ে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। তার মতো এমন মুক্তিযোদ্ধারা ছিল মুক্তিফৌজের সদস্য। এভাবে অপ্রশিক্ষিত বাংলার দামাল ছেলেদের প্রথমে প্রশিক্ষণদান করা হয়। তারপর তারা দেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং তাদের গোয়েন্দা শাখা পাকিস্তানি বাহিনীর গতিবিধি ও নানা কর্মকাণ্ডের সংবাদ মুক্তিবাহিনীর কাছে সরবরাহ করত।

ঘ রাসেল ও তার সঙ্গীরা এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান— উক্তিটি যথার্থ।

১৯৪৭ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টি হলেও শুরু থেকেই শোষিত ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বারা। তাই শোষিত বাঙালির প্রথম আন্দোলন শুরু হয় ১৯৫২ সালে ভাষাকে কেন্দ্র করে। তারপর একে একে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন সংঘটিত হয়। এখানেও আমাদেরকে নানা বৈষম্যের শিকার হতে হয়। তারপর ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী নিরীহ, নিরস্ত্র, ঘুমন্ত বাঙালির ওপর আক্রমণ চালায়। এসময় তারা গণহত্যা চালায়, নারী নির্যাতন করে, লুণ্ঠন করে। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। বাংলাদেশের পক্ষে যুদ্ধ করে নিয়মিত সেনা সদস্যরা ও রাসেলের মতো সাধারণ জনতারা।

উদ্দীপকের রাসেল পালিয়ে যুদ্ধে অংশ নিয়ে নিজের পা হারায়। কিন্তু ফিরে পেয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশ। তার মতো মুক্তিযোদ্ধারা নির্ভিক হয়ে বুকের রক্ত দিয়ে এদেশকে স্বাধীন করেছে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন কখনো অস্ত্র হাতে আবার কখনো গুপ্তচর হিসেবে তারা পাকিস্তানি বাহিনীদের ঘায়েল করার অভিযান পরিচালনা করে। প্রচলিত কায়দার যুদ্ধের পাশাপাশি মুক্তিবাহিনীরা গেরিলা যুদ্ধের রণকৌশল অবলম্বন করে। মুক্তিযুদ্ধ চলে দীর্ঘ ৯ মাস। এ ৯ মাসে ৩০ লক্ষ বাঙালি প্রাণ হারায়, ২ লক্ষ ৭৬ হাজার মা-বোনের সম্ভ্রমহানি ঘটে এবং গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া হয়। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল রাসেলের মতো মুক্তিযোদ্ধারা। সুতরাং রাসেল ও তার সঙ্গীরা এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান।

প্রশ্ন ▶ ১১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের দু'দল শিক্ষার্থী দেশের বাহিরে শিক্ষা সফরে বের হন। প্রথম দলটি দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করেন এবং একটি দেশের রাজধানীতে 'ক' নামক একটি আঞ্চলিক সংস্থার সচিবালয় দেখতে পান।

অপর দলটি (আটলান্টিকের পশ্চিম তীরের একটি দেশ) ভ্রমণ করতে গিয়ে 'খ' নামক অন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদর দপ্তর দেখতে পান। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি স্বাধীন দেশ, এই সংস্থার সদস্য। সংস্থাটি বিশ্বে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করে।

ক. O.I.C কখন গঠিত হয়? ১

খ. অছি এলাকা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' নামক সংস্থার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন আঞ্চলিক সংস্থার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিশ্ব শান্তি রক্ষায় 'খ' নামক আন্তর্জাতিক সংস্থাটির সফলতা, ব্যর্থতা যুক্তসহ বর্ণনা করো। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক OIC ১৯৬৯ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর গঠিত হয়।

খ অন্য রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত পৃথক জাতিসত্তাবিশিষ্ট এলাকার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অছি পরিষদের।

বিশ্বের যেসব জনপদের পৃথক সত্তা আছে কিন্তু স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নেই এবং অন্য রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় তাকে অছি এলাকা বলে। এসব এলাকার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অছি পরিষদের। অছি এলাকার ওপর শাসন ক্ষমতার অধিকারী জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র, নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য ও নির্বাচিত অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে অছি পরিষদ গঠিত।

গ উদ্দীপকে 'ক' নামক সংস্থার সাথে আমার পঠিত সার্কের মিল আছে।

পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি অর্জনের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা বা সার্ক গঠিত হয়। সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ ছাড়াও রয়েছে ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, নেপাল, ভুটান ও আফগানিস্তান। ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় সার্ক সনদ স্বাক্ষরের মধ্যে সার্কের জন্ম হয়। সার্ক সচিবালয় নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে অবস্থিত।

উদ্দীপকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দলটি বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী কয়েকটি দেশ ঘুরে একটি দেশে গিয়ে 'ক' নামক একটি আঞ্চলিক সংস্থার সচিবালয় দেখতে পায়। এরূপ বর্ণনায় সার্কের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। কারণ বাংলাদেশসহ এর আশপাশের দেশ নিয়ে সার্ক গঠিত। আর সার্ক হলো দক্ষিণ এশিয়ার এ দেশগুলোর সহযোগিতায় গঠিত একটি আঞ্চলিক সংস্থা। সুতরাং 'ক' নামক সংস্থা সার্ককেই নির্দেশ করে।

ঘ 'খ' নামক আন্তর্জাতিক সংস্থাটি হলো জাতিসংঘ। বিশ্বশান্তি রক্ষায় জাতিসংঘের সফলতা ও ব্যর্থতা দুইই রয়েছে।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই জাতিসংঘের সৃষ্টি হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০ সালে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গঠিত হয় 'লীগ অব নেশনস'। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানটি সাংগঠনিক দুর্বলতা ও অন্যান্য কারণে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়। ১৯৩৯ সালে পুনরায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা পৃথিবীকে গ্রাস করে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সবচেয়ে কলঙ্কিত ও বিভীষিকাময় ছিল। তাই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘের সৃষ্টি হয়।

উদ্দীপকের 'খ' নামক আন্তর্জাতিক সংস্থার আবহে আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘের চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। জাতিসংঘ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় এক অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে, যার মূল লক্ষ্য ছিল বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করা। এর প্রতিষ্ঠার পর থেকে জাতিসংঘ বিভিন্ন সময়ে বিশ্বশান্তি স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। জাতিসংঘের সফলতার মধ্যে প্রথমত, এর উপনিবেশবাদ বিরোধী ভূমিকা অন্যতম। ষাটের দশকে এশিয়া ও আফ্রিকায় জাতীয়তাবাদের মুক্তিসংগ্রামে জাতিসংঘ সহায়তা করেছে, যা অনেক দেশকে স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করেছে। এছাড়াও, মানবাধিকারের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের ভূমিকা অপরিসীম। বিশ্বজুড়ে মানবাধিকারের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কণ্ঠ উচ্চারণে জাতিসংঘ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। শান্তিরক্ষী মিশনের মাধ্যমে জাতিসংঘ বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে শান্তি স্থাপনে সহায়তা করেছে, যা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় এক বড় অবদান রাখে। অন্যদিকে, জাতিসংঘের ব্যর্থতাও অস্বীকার করা যায় না। বিভিন্ন সংঘাতে জাতিসংঘের নিষ্ক্রিয়তা এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অবিশ্বাস একটি বড় সমস্যা। বৃহৎ শক্তিগুলোর প্রভাবের কারণে জাতিসংঘের অনেক সিদ্ধান্ত কার্যকর হয় না, যা এর অকার্যকারিতার একটি বড় কারণ। সিরিয়া, লিবিয়া, ইরাক এবং সোমালিয়ার মতো সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে জাতিসংঘের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। এছাড়াও, রোহিঙ্গা সংকটে জাতিসংঘের তৎপরতা সত্ত্বেও প্রভাবশালী দেশগুলোর কারণে প্রত্যাবাসনের কোনো অগ্রগতি হয়নি।

সব মিলিয়ে, জাতিসংঘ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় একটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান হলেও এর ব্যর্থতার পাল্লাও বেশ ভারী। তবে জাতিসংঘের অবদানে ব্যর্থতার চেয়ে সফলতার পাল্লা বেশি ভারী। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো সকল ব্যর্থতার অবসান ঘটিয়ে জাতিসংঘ একটি শান্তিময় পৃথিবী গড়ে তুলবে।

যশোর বোর্ড-২০২৪

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড 1 4 0

সময় : ৩০ মিনিট

পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. সকল নাগরিকের সমান অধিকার পাওয়ার সুযোগকে কী বলে?
K সাংবিধানিক শাসন L আইনের শাসন
M আইনের চর্চা N আইনের প্রয়োগ

২. পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হলো–
i. ব্যক্তিগত মালিকানার স্বীকৃতি
ii. উৎপাদন ব্যবস্থার অবাধ প্রতিযোগিতা
iii. গণমাধ্যম রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

৩. জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে কোনটি?
K সুনাগরিক L সংবিধান M রাষ্ট্র N সরকার

৪. কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সরকার পরিবর্তন হয়?
K রাজতান্ত্রিক L স্বৈরতান্ত্রিক M সমাজতান্ত্রিক N গণতান্ত্রিক

৫. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ত্রুটি হচ্ছে–
i. দলীয় শাসন ব্যবস্থা
ii. সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি
iii. প্রচুর অর্থের অপচয় হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

৬. ইংল্যান্ডে কে 'ম্যাগনাকার্টা' নামে অধিকার সনদ কার্যকর করেন?
K মার্গারেট থ্যাচার L দ্বিতীয় এলিজাবেথ
M ভিক্টোরিয়া N রাজা জন

৭. সংশোধনের ভিত্তিতে সংবিধান কত প্রকার?
K দুই প্রকার L তিন প্রকার M চার প্রকার N পাঁচ প্রকার

৮. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কীভাবে নির্বাচিত হন?
K প্রত্যক্ষ ভোটে L প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে
M পরোক্ষ ভোটে N স্পিকারের ভোটে

৯. অধিদপ্তরের প্রধান কে?
K সচিব L পরিচালক
M মহাপরিচালক N বিভাগীয় কমিশনার

১০. রাজনৈতিক দলের কাজ নয় কোনটি?
K জনমত গঠন L নির্বাচনি প্রচার M আইন প্রণয়ন N প্রার্থী মনোনয়ন

১১. নির্বাচন কমিশনের কাজ–
i. নির্দলীয় নির্বাচন করা ii. সুষ্ঠু নির্বাচন করা iii. নিরপেক্ষ নির্বাচন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

১২. স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তর কোনটি?
K ইউনিয়ন পরিষদ L সিটি কর্পোরেশন
M উপজেলা পরিষদ N জেলা পরিষদ

১৩. জেলা প্রশাসনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কে?
K পুলিশ সুপার L জেলা প্রশাসক
M সহকারী জেলা প্রশাসক N উপজেলা চেয়ারম্যান

☐ **অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৪ ও ১৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রাশেদ শহরের একটি বস্তি এলাকায় বাস করে। সে সাত সন্তানের জনক। রাশেদ যে বস্তিতে থাকে সেখানে স্বল্প জায়গায় অনেক লোকের বসতি। এ জন্য সে তার পরিবারসহ অনেক কষ্ট নিয়ে আছে।

১৪. উদ্দীপকে কোন সামাজিক সমস্যা নির্দেশ করে?
K দারিদ্র্য L নিরক্ষরতা M অসচেতনতা N জনসংখ্যা

১৫. উক্ত সমস্যাটি বৃদ্ধির কারণ হলো–
i. জলবায়ুর প্রভাব ii. দারিদ্র্য iii. শিক্ষার অভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

১৬. জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীতে কততম?
K ৮ম L ৯ম M ১০ম N ১১তম

১৭. বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত?
K ১.৩৭ L ১.৪৮ M ২.১০ N ২.১৮

১৮. লাহোর প্রস্তাব উত্থাপিত হয় ১৯৪০ সালের–
K ২২ মার্চ L ২৩ মার্চ M ১০ এপ্রিল N ১৭ এপ্রিল

১৯. পাকিস্তানের শতকরা কতজন বাংলা ভাষায় কথা বলত?
K ৫৩ জন L ৫৪ জন M ৫৫ জন N ৫৬ জন

২০. ১৯৭০ সালের নির্বাচন প্রমাণ করেছিল–
i. বাঙালীর স্বতন্ত্রতা ii. পাকিস্তানের স্বতন্ত্রতা iii. স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্ক্ষা
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

২১. বাংলাদেশ প্রথম কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য পদ লাভ করে?
K জাতিসংঘ L কমনওয়েলথ M ওআইসি N সার্ক

২২. বাংলাদেশ ওআইসির সদস্য পদ লাভ করে কত সালে?
K ১৯৭২ L ১৯৭৩ M ১৯৭৪ N ১৯৭৫

২৩. সার্কের সর্বশেষ সদস্য রাষ্ট্র কোনটি?
K আফগানিস্তান L নেপাল M ভুটান N মালদ্বীপ

২৪. পরিবারের সংজ্ঞা কে দিয়েছেন?
K গেটেল L ম্যাকাইভার M গার্নার N জন লক

২৫. রাষ্ট্র উৎপত্তি সংক্রান্ত সবচেয়ে পুরাতন মতবাদ কোনটি?
K সামাজিক মতবাদ L ঐশি মতবাদ
M বল প্রয়োগ N ঐতিহাসিক মতবাদ

২৬. পৌরনীতি শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
K গ্রিক L ল্যাটিন M ইংরেজি N স্প্যানিশ

২৭. নাগরিকের কর্তব্যকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
K দুই L তিন M চার N পাঁচ

২৮. অধিকার ও কর্তব্য–
i. একই বস্তুর দুটি দিক মাত্র
ii. একটিকে বাদ দিলে অপরটিকে কল্পনা করা যায় না
iii. পরস্পর ভিন্ন দুটি দিক
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

২৯. তথ্য অধিকার আইন কত সালে পাস হয়?
K ২০০৭ সালে L ২০০৮ সালে M ২০০৯ সালে N ২০১০ সালে

৩০. গণতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি কী?
K আত্মসম্মান ও ভ্রাতৃত্ব L সাম্য ও স্বাধীনতা
M সচেতনতা N সততা ও নিষ্ঠা

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর																														
	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

যশোর বোর্ড-২০২৪

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (সৃজনশীল)

বিষয় কোড 1 4 0

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট | পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.

তথ্যচিত্র-১	তথ্যচিত্র-২
• অতি পুরাতন প্রতিষ্ঠান	• রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।
• এর সদস্যদের সুন্দর নিরাপদ জীবনের জন্য শিষ্টাচার, উদারতা, আর্থিক চাহিদাপূরণ ও রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টিসহ বহুবিধ কাজ করে।	• সদস্যদের জন্য আইন তৈরি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন বাহিনী গঠনসহ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে।
• সার্বভৌম ক্ষমতা নেই।	• বিশ্ব পরিস্থিতির কারণে বিভিন্ন সংকট ও জটিলতার জন্য দিন দিন কাজ বৃদ্ধি পাচ্ছে।
• প্রযুক্তির কারণে কাজ হ্রাস পাচ্ছে।	• সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

ক. রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত সবচেয়ে পুরাতন মতবাদ কোনটি? ১
খ. পৌরনীতিকে কেন নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়? ২
গ. তথ্য চিত্র-১ : এ বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের কাজ প্রযুক্তির কারণে হ্রাস পাচ্ছে বলে তুমি মনে করো? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৩
ঘ. তথ্য চিত্র-২ এ কোন প্রতিষ্ঠানকে বুঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যাসহ বুঝিয়ে লেখো। ৪

২. নিচের ছকটি লক্ষ করো :

ক.	দরিদ্র ও অসহায়দের সাহায্য লাভের অধিকার
খ.	বেঁচে থাকার অধিকার
গ.	সমস্যা সমাধানের অধিকার
ঘ.	সম্পদ ও সম্মান রক্ষার অধিকার

ক. কর্তব্য কী? ১
খ. কেন নিয়মিত কর প্রদান করতে হয়? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ছকে 'ক' ও 'খ' তে কোন ধরনের অধিকারকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে 'গ' ও 'ঘ' তে উল্লিখিত অধিকারগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৩. মি. 'X' দীর্ঘদিন যাবত সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। সম্প্রতি তিনি এমন একটি মামলার সম্মুখিন হন যা প্রচলিত আইনের ধারার মাধ্যমে রায় দেয়া সম্ভব নয়। তিনি তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে সমস্যাটির সমাধান করেন। অপরদিকে মি. 'Y' সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের সদস্য। তিনি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরাসরি ভোট প্রদান করে থাকেন।

ক. সাম্য কী? ১
খ. আইনের শাসন গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২
গ. জনাব 'X' এর কার্যক্রম আইনের কোন উৎসকে নির্দেশ করে। ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে করো মি. 'Y' এর বিভাগটি আইনের একমাত্র উৎস? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪.

ছক–ক	ছক–খ
• ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে।	• সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়।
• যে কোনো বিষয় সহজে সিদ্ধান্ত নেয়া যায়।	• অঞ্চলগুলো নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করে।
• আয়তনে ছোট হয়।	

ক. কল্যাণমূলক রাষ্ট্র কাকে বলে? ১
খ. গণতন্ত্রকে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা বলা হয় কেন? ২
গ. ছক 'ক' তে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ছক 'খ' 'বৃহৎ রাষ্ট্রের উপযোগী শাসন ব্যবস্থা'– যুক্তিসহ তোমার মতামত তুলে ধরো। ৪

৫. উচ্চ শিক্ষার জন্য মিঃ 'X' পশ্চিমা একটি দেশে অবস্থান করছে। সে লক্ষ করলো দেশটিতে কোনো সংবিধান নেই। জনগণের ইচ্ছার ভিত্তিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নিয়মনীতি ও রীতি-নীতি অনুসরণ করে দেশ পরিচালিত হচ্ছে।
অপরদিকে তার বন্ধু মিঃ 'Y' এর বসবাসকৃত দেশটিতে একটি পরিষদ কর্তৃক আইন প্রণীত হয় এবং দুই তৃতীয়াংশের সম্মতিতে তা সংশোধন করা হয়।

ক. বাংলাদেশের সংবিধান কত তারিখে গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়? ১
খ. অলিখিত সংবিধান বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মিঃ 'X' এর অবস্থানরত দেশে কী প্রক্রিয়ায় সংবিধান গড়ে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মিঃ 'Y' এর বসবাসরত রাষ্ট্রের সংবিধান কি সুপরিবর্তনীয়? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৬. ছক-১ :

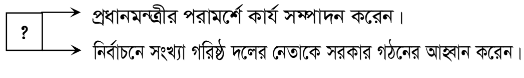

ছক-২ :

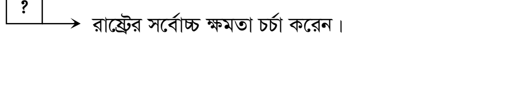

ক. বাংলাদেশে মোট কতটি প্রশাসনিক উপজেলা রয়েছে? ১
খ. প্রশাসনকে রাষ্ট্রের 'হৃৎপিণ্ড' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে ছক-১ এ কোন প্রতিষ্ঠানকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে তার কার্যাবলি তুলে ধরো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ছক-২ এ বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য, তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? তোমার বক্তব্য যুক্তিসহ তুলে ধরো। ৪

৭.

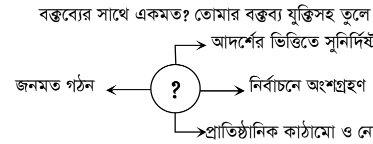

ক বাংলাদেশে বর্তমানে কোন পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা চালু রয়েছে? ১
খ. গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত (?) প্রশ্ন চিহ্নিত স্থানে কোন প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে? তার কার্যাবলির বিবরণ দাও। ৩
ঘ. "গণতান্ত্রিক রাজনীতি বিকাশে প্রশ্ন চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম"– তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৮. **দৃশ্যকল্প-১ :** সুমন ফেব্রুয়ারির এক সকালে তার দাদার সাথে খালি পায়ে হাতে ফুল নিয়ে শহীদ মিনারে যায়। রাস্তায় শত শত মানুষের এরূপ দৃশ্য তাকে মুগ্ধ করে এবং দিনটি সম্পর্কে তাকে কৌতূহলী করে তোলে। তাই সে তার দাদার কাছে দিনটির তাৎপর্য সম্পর্কে জানতে চায়।
দৃশ্যকল্প-২ : স্বাধীনতার পূর্বে পাকিস্তানে সমমনা চারটি রাজনৈতিক দল নিয়ে একটি নির্বাচনি জোট গঠন করা হয়। এ জোটের নির্বাচনি কর্মসূচি ছিলো ২১ দফা।

ক. কীসের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিলো? ১
খ. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কেন দায়ের করা হয়েছিলো? ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ কোন আন্দোলনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর নির্বাচন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার আন্দোলনকে আরো যৌক্তিক প্রমাণ করেছিল। তুমি কি একমত? মতামত দাও। ৪

৯. গ্রামের বৃত্তশালী কৃষক রহিম মিয়া নাতি-নাতনীর মুখ দেখার আশায় তার একমাত্র পুত্র সন্তান ফারহানকে অল্প বয়সে বিয়ে দেন। বছর না ঘুরতেই তিনি দাদা হন।
অপরদিকে রিক্সা চালক করিম যাচাই-বাছাই না করেই তার নবম শ্রেণিতে পড়ুয়া মেয়েকে অবস্থাসম্পন্ন স্বচ্ছল পরিবারের পাত্রের সাথে বিয়ে দেন। পাত্র ছিল অত্যন্ত বদরাগী। দিন শেষে ঘরে ফিরে সামান্য ভুলের কারণে বউকে বেদম প্রহার করে। ফলে তাদের সংসারে অশান্তি লেগেই থাকে।

ক. বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে কত জন লোক বাস করে? ১
খ. নিরক্ষরতা অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ কোন ধরনের সামাজিক সমস্যার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর সামাজিক সমস্যাটি মোকাবেলা করার জন্য পাঠ্যবইয়ের আলোকে তোমার মতামত তুলে ধরো। ৪

১০. রাসেল চতুর্থ বর্ষের একজন শিক্ষার্থী। মুক্তিযুদ্ধের সময় তার কলেজের অনেক শিক্ষার্থী মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। তার সহপাঠীদের দেখাদেখি সেও একদিন পালিয়ে একটি বাহিনীর অধীনে প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে 'কামান্না' যুদ্ধে অংশগ্রহণকালে গুলির আঘাতে তার একটি পা হারায়। যুদ্ধ শেষে ফিরে এসে সে তার পরিবারের কাউকেও ফিরে পায়নি।

ক. লাহোর প্রস্তাব কী? ১
খ. গেরিলা যুদ্ধ কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. রাসেল মুক্তিযুদ্ধে কোন বাহিনীর সদস্য ছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রাসেল ও তার সঙ্গীরা এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান– মূল্যায়ন করো। ৪

১১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের দু'দল শিক্ষার্থী দেশের বাহিরে শিক্ষা সফরে বের হন। প্রথম দলটি দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করে এবং একটি দেশের রাজধানীতে 'ক' নামক একটি আঞ্চলিক সংস্থার সচিবালয় দেখতে পান।
অপর দলটি (আটলান্টিকের পশ্চিম তীরের একটি দেশ) ভ্রমণ করতে গিয়ে 'খ' নামক অন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদর দপ্তর দেখতে পান। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি স্বাধীন দেশ এই সংস্থার সদস্য। সংস্থাটি বিশ্বে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করে।

ক. O.I.C কখন গঠিত হয়? ১
খ. অছি এলাকা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' নামক সংস্থার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন আঞ্চলিক সংস্থার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বিশ্ব শান্তি রক্ষায় 'খ' নামক আন্তর্জাতিক সংস্থাটির সফলতা ব্যর্থতা যুক্তিসহ বর্ণনা করো। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	L	২	K	৩	N	৪	N	৫	L	৬	N	৭	K	৮	M	৯	M	১০	M	১১	N	১২	K	১৩	L	১৪	N	১৫	N
	১৬	K	১৭	K	১৮	L	১৯	N	২০	L	২১	L	২২	M	২৩	K	২৪	L	২৫	L	২৬	L	২৭	K	২৮	M	২৯	M	৩০	L

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১

তথ্যচিত্র-১	তথ্যচিত্র-২
• অতি পুরাতন প্রতিষ্ঠান	• রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।
• এর সদস্যদের সুন্দর নিরাপদ জীবনের জন্য শিষ্টাচার, উদারতা, আর্থিক চাহিদাপূরণ ও রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টিসহ বহুবিধ কাজ করে।	• সদস্যদের জন্য আইন তৈরি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন বাহিনী গঠনসহ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে।
• সার্বভৌম ক্ষমতা নেই।	• বিশ্ব পরিস্থিতির কারণে বিভিন্ন সংকট ও জটিলতার জন্য দিন দিন কাজ বৃদ্ধি পাচ্ছে।
• প্রযুক্তির কারণে কাজ হ্রাস পাচ্ছে।	• সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারি।

ক. রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত সবচেয়ে পুরাতন মতবাদ কোনটি? ১

খ. পৌরনীতিকে কেন নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়? ২

গ. তথ্য চিত্র-১ : এ বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের কাজ প্রযুক্তির কারণে হ্রাস পাচ্ছে বলে তুমি মনে করো? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৩

ঘ. তথ্য চিত্র-২ এ কোন প্রতিষ্ঠানকে বুঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যাসহ বুঝিয়ে লেখো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত সবচেয়ে পুরাতন মতবাদ হলো ঐশী মতবাদ।

খ নাগরিকতার সাথে জড়িত সকল বিষয় পৌরনীতিতে আলোচনা করা হয় বলে একে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়।

নাগরিকের দায়িত্ব কর্তব্য জানার জন্য নাগরিক হিসেবে পৌরনীতির জ্ঞান অর্জন জরুরি। পৌরনীতি নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। এ বিষয় অধ্যয়ন করলে একজন নাগরিক তার অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারে। সমাজ, পরিবার, রাষ্ট্র কাঠামো ও রাজনৈতিক চেতনা সম্পর্কেও পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে জানা যায়। অর্থাৎ নাগরিকতার সাথে জড়িত সকল বিষয় নিয়ে পৌরনীতি আলোচনা করে থাকে। এসব কারণেই একজন নাগরিকের পৌরনীতি বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করা জরুরি।

গ তথ্য-চিত্র-১ এ পরিবারের চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। প্রযুক্তির কারণে পরিবারের কাজ কিছুটা হ্রাস পাচ্ছে বলে আমি মনে করি।

পরিবার হলো মানুষের আদি প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্র হচ্ছে পরিবার বিকাশের ফলশ্রুতি। পরিবার বিকাশ লাভের মাধ্যমেই রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। তাই পরিবার সুন্দর হলে রাষ্ট্রও সুন্দর হবে। প্রত্যেক মানুষই কোনো না কোনো পরিবারের সদস্য। সে পরিবার থেকেই আচার ব্যবহার, নিয়মানুবর্তিতা, মহানুভবতা, আদেশ-নির্দেশ ও আনুগত্যের শিক্ষা প্রভৃতি রাজনৈতিক গুণাবলির শিক্ষা লাভ করে।

উদ্দীপকের তথ্য চিত্র-১ এ বলা হয়েছে, এটি অতি পুরাতন প্রতিষ্ঠান, এর সদস্যদের সুন্দর ও নিরাপদ জীবনের জন্য শিষ্টাচার, উদারতা, আর্থিক চাহিদা পূরণ ও রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টিসহ বহু কাজ করে, এর সার্বভৌম ক্ষমতা নেই এবং প্রযুক্তির কারণে কাজ হ্রাস পাচ্ছে। এরূপ বর্ণনায় পরিবারের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে পরিবারের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজের জায়গাগুলো অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়েছে এবং নতুন নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হ্রাস পেয়েছে। তবে আজও পরিবার আমাদের সকল প্রকার চাহিদা পূরণের একমাত্র অকৃত্রিম প্রতিষ্ঠান। প্রযুক্তির প্রভাবে এর কার্যাবলি কিছুটা হ্রাস পেলেও সেসব কাজের অনুপ্রেরণা এবং শিক্ষা আমরা আজও পরিবার থেকেই পেয়ে থাকি। সুতরাং প্রযুক্তির কারণে পরিবারের কার্যাবলি আপতদৃষ্টে হ্রাস পেলেও তা মূলত আপেক্ষিক।

ঘ তথ্য চিত্র-২ রাষ্ট্রকে বুঝানো হয়েছে।

রাষ্ট্র একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। বিশ্বের সকল মানুষ কোনো না কোনো রাষ্ট্রে বসবাস করে। আমাদের এই পৃথিবীতে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ২০০টি রাষ্ট্র আছে। প্রতিটি রাষ্ট্রেরই আছে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড এবং জনসংখ্যা। এ ছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আরও আছে সরকার এবং সার্বভৌমত্ব। মূলত এগুলো ছাড়া কোনো রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না।

উদ্দীপকের তথ্য চিত্র-২ সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটি একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সদস্যদের জন্য আইন তৈরি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি, নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন বাহিনী গঠনসহ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে; বিশ্ব পরিস্থিতির কারণে বিভিন্ন সংকট ও জটিলতার জন্য দিন দিন কাজ বৃদ্ধি পাচ্ছে; সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী– এসকল তথ্যগুলো রাষ্ট্রকে উপস্থাপন করে। কেননা, রাষ্ট্র একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যার সার্বভৌম ক্ষমতা রয়েছে। রাষ্ট্র সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সরকার রাষ্ট্রের জন্য যাবতীয় কার্যাবলি এর তিনটি বিভাগের মাধ্যমে

সম্পাদন করে থাকে। সরকারের আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ রাষ্ট্রের ভাবমূর্তিকে দৃশ্যমান করে তোলে। বর্তমান বিশ্বে একটি রাষ্ট্র টিকে থাকে তার এরূপ ভাবমূর্তিকে ধারণ করে। এজন্য রাষ্ট্রকে অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে নানাবিধ কার্য সম্পাদন করতে হয়।

আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, উদ্দীপকের তথ্যচিত্র-২এ রাষ্ট্রকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ▸ ০২ নিচের ছকটি লক্ষ করো :

ক.	দরিদ্র ও অসহায়দের সাহায্য লাভের অধিকার
খ.	বেঁচে থাকার অধিকার
গ.	সমস্যা সমাধানের অধিকার
ঘ.	সম্পদ ও সম্মান রক্ষার অধিকার

ক. কর্তব্য কী? ১

খ. কেন নিয়মিত কর প্রদান করতে হয়? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ছকে 'ক' ও 'খ' তে কোন ধরনের অধিকারকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'গ' ও 'ঘ' তে উল্লিখিত অধিকারগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধিকার ভোগ করতে গিয়ে একজন নাগরিক রাষ্ট্রের প্রতি যেসব দায়িত্ব পালন করে তাই কর্তব্য।

খ রাষ্ট্র প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার কারণে নিয়মিত কর প্রদান করা নাগরিকের কর্তব্য।

রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সরকারের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। আয়ের জন্য অন্যান্য উদ্যোগের পাশাপাশি সরকার নাগরিকদের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর আরোপ করে। তাই নিয়মিত ও যথাযথভাবে কর প্রদান করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ছকে 'ক' ও 'খ' তে যথাক্রমে নৈতিক অধিকার ও সামাজিক অধিকারকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

নৈতিক অধিকার মানুষের বিবেক এবং সামাজিক নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ থেকে আসে। যেমন- দুর্বলের সাহায্য লাভের অধিকার নৈতিক অধিকার। এটি রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণয়ন করা হয় না যার ফলে এর কোনো আইনগত ভিত্তি নেই। তাছাড়া এ অধিকার ভঙ্গকারীকে কোনো শাস্তি দেওয়া হয় না। নৈতিক অধিকার বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকম হতে পারে। আবার, সমাজে সুখ-শান্তিতে বসবাস করার জন্য আমরা সামাজিক অধিকার ভোগ করি। যেমন- জীবন রক্ষার, স্বাধীনভাবে চলাফেরার ও মত প্রকাশের, পরিবার গঠনের, শিক্ষার, আইনের দৃষ্টিতে সমান সুযোগ লাভের, সম্পত্তি লাভের ও ধর্মচর্চার অধিকার ইত্যাদি।

উদ্দীপকে বর্ণিত ছক 'ক' তে বলা হয়েছে দরিদ্র ও অসহায়দের সাহায্য লাভের অধিকার। এরূপ অধিকার নৈতিক অধিকারকে ধারণ করে। কেননা সমাজে দুর্বল ও অসহায়দের সাহায্য লাভ নৈতিক অধিকারের পর্যায়ভুক্ত। আবার 'খ' তে বলা হয়েছে 'বেঁচে থাকার অধিকার'- এরূপ বেঁচে থাকার অধিকার বা জীবন ধারণের অধিকার সামাজিক অধিকারকে নির্দেশ করে। সুতরাং 'ক' ও 'খ' দ্বারা নৈতিক ও সামাজিক অধিকারকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের 'গ' দ্বারা রাজনৈতিক অধিকার এবং 'ঘ' দ্বারা অর্থনৈতিক অধিকার নির্দেশ করা হয়েছে।

অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত কতগুলো সুযোগ-সুবিধা, যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। অধিকার ব্যতীত মানুষ তার ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করতে পারে না। অধিকারের মূল লক্ষ্য ব্যক্তির সর্বজনীন কল্যাণ সাধন। রাষ্ট্রের নাগরিকদের মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য অধিকার অপরিহার্য।

উদ্দীপকের 'গ' অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে, সমস্যা সমাধানের অধিকার, যার মাধ্যমে রাজনৈতিক অধিকারকে বোঝানো হয়েছে। আর 'ঘ' অধিকারটি হলো সম্পদ ও সম্মান রক্ষার অধিকার। এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক অধিকারকে বোঝানো হয়েছে। অর্থনৈতিক অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার নাগরিকের ভিন্ন ভিন্ন অধিকারকে নির্দেশ করে। রাজনৈতিক অধিকার নাগরিকের রাষ্ট্রীয় কাজে নিজের ভূমিকা সংক্রান্ত অধিকারকে নির্দেশ করে। নির্বাচনে ভোটাধিকার, নির্বাচিত হওয়া এবং সকল প্রকার অভাব-অভিযোগ আবেদনের মাধ্যমে প্রতিকার পাওয়াকে রাজনৈতিক অধিকার বলে। এসব অধিকার ভোগের বিনিময়ে নাগরিকরা রাষ্ট্র পরিচালনায় পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। অন্যদিকে, অর্থনৈতিক অধিকার নাগরিকের আর্থিক জীবনের সাথে জড়িত। জীবনধারণ করা এবং জীবনকে উন্নত ও এগিয়ে নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকারকে অর্থনৈতিক অধিকার বলে। যেমন- যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করার অধিকার, ন্যায্য মজুরি লাভের অধিকার, অবকাশ লাভের অধিকার, শ্রমিকসংঘ গঠনের অধিকার।

আলোচনা শেষে বলা যায়, নাগরিকের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার রাষ্ট্রে তার ভূমিকাকে অর্থবহ করে তোলে। এই দুই অধিকার ভোগের মাধ্যমে নাগরিক নাগরিকত্বের পূর্ণ স্বাদ আস্বাদন করতে পারে।

প্রশ্ন ▸ ০৩ মি. 'X' দীর্ঘদিন যাবত সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। সম্প্রতি তিনি এমন একটি মামলার সম্মুখিন হন যা প্রচলিত আইনের ধারার মাধ্যমে রায় দেয়া সম্ভব নয়। তিনি তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে সমস্যাটির সমাধান করেন। অপরদিকে মি. 'Y' সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের সদস্য। তিনি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরাসরি ভোট প্রদান করে থাকেন।

ক. সাম্য কী? ১

খ. আইনের শাসন গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. জনাব 'X' এর কার্যক্রম আইনের কোন উৎসকে নির্দেশ করে। ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো মি. 'Y' এর বিভাগটি আইনের একমাত্র উৎস? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যোগ্যতা অনুযায়ী সমাজের সকল মানুষের সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করার ক্ষমতাই সাম্য।

খ নাগরিক জীবনে আইনের শাসন অতি প্রয়োজনীয়।

কেননা, আইনের শাসন না থাকলে নাগরিক স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সামাজিক মূল্যবোধ, সাম্য কিছুই থাকে না। তাই সাম্য, স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের শাসন অত্যাবশ্যক। আইনের শাসনের দ্বারা শাসক ও শাসিতের সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়। সরকার স্থায়িত্ব লাভ করে এবং রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। আইনের শাসন একটি সভ্য সমাজের মানদণ্ড। তাই নাগরিক জীবনে আইনের শাসন গুরুত্বপূর্ণ।

গ জনাব 'X' এর কার্যক্রম আইনের 'বিচারকের রায়' উৎসটিকে নির্দেশ করে।

আদালতে উত্থাপিত মামলার বিচার করার জন্য প্রচলিত আইন অস্পষ্ট হলে বিচারকগণ তাদের প্রজ্ঞা ও বিচারবুদ্ধির উপর ভিত্তি করে ঐ আইনের ব্যাখ্যা দেন এবং উক্ত মামলার রায় দেন। পরবর্তীকালে বিচারকগণ সেসব রায় অনুসরণ করে বিচার করেন। এভাবে বিচারকের রায় পরবর্তীকালে আইনে পরিণত হয়।

উদ্দীপকের মি. 'X' দীর্ঘদিন যাবত সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। সম্প্রতি তিনি এমন একটি মামলার সম্মুখিন হন যা প্রচলিত আইনের ধারার মাধ্যমে রায় দেয়া সম্ভব নয়। তিনি তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে সমস্যাটির সমাধান করেন। এরূপ বর্ণনায় আইনের উৎস হিসেবে 'বিচারকের রায়' উৎসটি প্রকাশ পেয়েছে। এসব রায় পরবর্তীকালেও বিচারকেরা অনুসরণ করে মামলার রায় প্রদান করে থাকেন।

ঘ মি. 'Y' এর বিভাগটি হলো আইনসভা। আইনসভা আইনের একমাত্র উৎস নয়।

যেসকল উৎস থেকে উৎসারিত বিধিবিধান রাষ্ট্রের আইন হিসেবে পরিগণিত হয় সেগুলো আইনের উৎস হিসেবে পরিচিত। তাই আইনের বিভিন্ন উৎস দেখা যায়। তবে আইন যে উৎস থেকেই উৎপত্তি লাভ করুক তার সবই জনগণের জন্য কল্যাণময়।

উদ্দীপকের মি. 'Y' সরকারের একটি বিভাগের সদস্য। তিনি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরাসরি ভোট প্রদান করেন। এরূপ বর্ণনায় আইনের উৎস হিসেবে আইনসভায় প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আইনসভা ছাড়াও আইনের আরও অনেক উৎস রয়েছে।

আধুনিককালে আইনসভা আইনের প্রধান উৎস হলেও এটিই আইনের একমাত্র উৎস নয়। আইনসভা ছাড়াও আইন প্রণয়নের কতকগুলো উৎস রয়েছে। সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. **প্রথা :** রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে প্রথার মাধ্যমে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হতো। রাষ্ট্র সৃষ্টির পর যেসব প্রথা রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে সেগুলো আইনে পরিণত হয়। গ্রেট ব্রিটেনের অনেক আইন প্রথার উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছে।

২. **ধর্ম :** ধর্মীয় অনুশাসন ও ধর্মগ্রন্থ আইনের অন্যতম উৎস। সকল ধর্মের কিছু অনুশাসন রয়েছে। এসব অনুশাসন সমাজজীবনকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করতে সহায়তা করে। ফলে এসব ধর্মীয় অনুশাসনের অনেক কিছুই পরবর্তীতে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভের মাধ্যমে আইনে পরিণত হয়। যেমন– মুসলিম আইন, হিন্দু আইন প্রভৃতি।

৩. **আইনবিদদের গ্রন্থ :** বিচারকগণ কোনো মামলার বিচারকার্য সম্পাদন করতে গিয়ে আইন সংক্রান্ত কোনো সমস্যায় পড়লে তা সমাধানের জন্য আইনবিশারদদের বিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে এসব আইন ব্যাখ্যা করেন, যা পরবর্তীতে আইনে পরিণত হয়।

৪. **বিচারকের রায় :** আদালতে উত্থাপিত মামলার বিচার করার জন্য প্রচলিত আইন অস্পষ্ট হলে বিচারকগণ তা ব্যাখ্যার মাধ্যমে সুসম্পন্ন করে উক্ত মামলার রায় দেন। পরবর্তীতে সেই রায় আইনে পরিণত হয়।

উপরিউক্ত উৎসগুলো ছাড়াও আইনের আরও একটি উৎস হলো ন্যায়বোধ। আদালতে এমন অনেক মামলা উত্থাপিত হয়, যা সমাধানের জন্য অনেক সময় কোনো আইন বিদ্যমান থাকে না। সে অবস্থায় বিচারকগণ তাদের ন্যায়বোধ বা বিবেক দ্বারা উক্ত মামলার বিচার কাজ সম্পাদন করেন এবং পরবর্তী সময়ে তা আইনে পরিণত হয়।

প্রশ্ন ▸ ০৪

ছক–ক	ছক-খ
• ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে।	• সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়।
• যে কোনো বিষয় সহজে সিদ্ধান্ত নেয়া যায়।	• অঞ্চলগুলো নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করে।
• আয়তনে ছোট হয়।	

ক. কল্যাণমূলক রাষ্ট্র কাকে বলে? ১

খ. গণতন্ত্রকে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা বলা হয় কেন? ২

গ. ছক 'ক' তে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'ছক 'খ' 'বৃহৎ রাষ্ট্রের উপযোগী শাসন ব্যবস্থা'– যুক্তিসহ তোমার মতামত তুলে ধরো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে রাষ্ট্র জনসাধারণের প্রাত্যহিক ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্য জনকল্যাণমূলক কাজ করে তাকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলে।

খ গণতন্ত্র হলো জনগণের কল্যাণার্থে পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। একারণে একে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা বলা হয়।

গণতন্ত্র হলো এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে শাসনকার্যে জনগণের সকলে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সকলে মিলে সরকার গঠন করে। এটি জনগণের অংশগ্রহণে, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের কল্যাণার্থে

পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। এখানে মতপ্রকাশ ও সরকারের সমালোচনা করার সুযোগ থাকে। এ শাসনব্যবস্থায় সকলের স্বার্থরক্ষার সুযোগ থাকে এবং নাগরিকের অধিকার ও আইনের শাসনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। মূলত এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে বলা যায়, গণতন্ত্র হলো সকলের মঙ্গলের জন্য পরিচালিত সরকারব্যবস্থা।

গ ছক 'ক' তে এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।

ক্ষমতা বণ্টনের নীতির ভিত্তিতে সরকারকে এককেন্দ্রিক সরকারে ভাগ করা হয়েছে।

যে শাসনব্যবস্থায় সরকারের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং কেন্দ্র থেকে দেশের শাসন পরিচালিত হয়, তাকে এককেন্দ্রিক সরকার বলে। এতে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন করা হয় না। এ সরকারব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকারের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। রাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রদেশ বা প্রশাসনিক অঞ্চল থাকতে পারে। তবে তারা কেন্দ্রের প্রতিনিধি বা সহায়ক হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশ, জাপান, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশে এককেন্দ্রিক সরকার প্রচলিত আছে।

উদ্দীপকের ছক-'ক' এর সরকার ব্যবস্থায় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে। যেকোনো বিষয়ে সহজে সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। আয়তনে ছোট হয়। এরূপ বর্ণনায় এককেন্দ্রিক সরকারের প্রতিরূপ প্রকাশ পায়। কেননা এককেন্দ্রিক সরকারে সকল ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করে বিধায় যেকোনো সিদ্ধান্ত দ্রুত নেয়া যায়। আর ছোট রাষ্ট্রে এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থা উপযোগী।

ঘ ছক-খ এ উল্লিখিত সরকার ব্যবস্থাটি হলো যুক্তরাষ্ট্রীয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা বৃহৎ রাষ্ট্রের জন্য উপযোগী শাসন ব্যবস্থা।– মন্তব্যটি যথার্থ।

যুক্তরাষ্ট্রে পাশাপাশি অবস্থিত কতকগুলো ক্ষুদ্র অঞ্চল বা প্রদেশ একত্রিত হয়ে একটি বড় রাষ্ট্র গঠন করে বলে রাষ্ট্রটি শক্তিশালী হয়। এতে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার কিছু অংশ প্রদেশ বা আঞ্চলিক সরকারের হাতে এবং জাতীয় বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে। ফলে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় উভয় সরকারই মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং স্ব-স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থেকে দেশ পরিচালনা করে থাকে। এরূপ রাষ্ট্রব্যবস্থা বৃহদায়তন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী।

উদ্দীপকের ছক-খ এর সরকার ব্যবস্থায় সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়। অঞ্চলগুলো নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করে। এরূপ বর্ণনায় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। আর এধরনের সরকার ব্যবস্থা বৃহত্তর রাষ্ট্রের জন্যই উপযোগী। কারণ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় একই সাথে একাধিক বৃহৎ অঞ্চল বা প্রদেশ মিলে সরকার গঠন করে। একারণে বৃহৎ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একটি মাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। আবার ছোট রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রের মতো একই সাথে কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার অবস্থান করতে পারবে না। একারণে সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা থাকা সম্ভব না।

সুতরাং আলোচনা থেকে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা বৃহৎ রাষ্ট্রের জন্য উপযোগী সরকার ব্যবস্থা।

প্রশ্ন ▶ ০৫ উচ্চ শিক্ষার জন্য মিঃ 'X' পশ্চিমা একটি দেশে অবস্থান করছে। সে লক্ষ করলো দেশটিতে কোনো সংবিধান নেই। জনগণের ইচ্ছার ভিত্তিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নিয়মনীতি ও রীতি-নীতি অনুসরণ করে দেশ পরিচালিত হচ্ছে।

অপরদিকে তার বন্ধু মিঃ 'Y' এর বসবাসকৃত দেশটিতে একটি পরিষদ কর্তৃক আইন প্রণীত হয় এবং দুই তৃতীয়াংশের সম্মতিতে তা সংশোধন করা হয়।

ক. বাংলাদেশের সংবিধান কত তারিখে গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়? ১

খ. অলিখিত সংবিধান বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মিঃ 'X' এর অবস্থানরত দেশে কী প্রক্রিয়ায় সংবিধান গড়ে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মিঃ 'Y' এর বসবাসরত রাষ্ট্রের সংবিধান কি সুপরিবর্তনীয়? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সংবিধান ৪ঠা নভেম্বর ১৯৭২ সালে গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়।

খ যে সংবিধানের ধারাগুলো কোনো দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে না তাকে অলিখিত সংবিধান বলে।

অলিখিত সংবিধানের অধিকাংশ নিয়ম কোনো দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে না। তবে একথা সত্য কোনো সংবিধান পুরোপুরি লিখিত নয় আবার কোনো অলিখিত সংবিধান পুরোপুরি অলিখিত নয়। অলিখিত সংবিধান সাধারণত প্রথা ও রীতিনীতিভিত্তিক। চিরাচরিত নিয়ম ও আচার অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে এ ধরনের সংবিধান গড়ে ওঠে। এ সংবিধান সহজে পরিবর্তন করা যায়। তাই জরুরি প্রয়োজন মেটাতে এ সংবিধান অত্যন্ত কার্যকর।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. X এর অবস্থানরত দেশে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে সংবিধান গড়ে উঠেছে।

সংবিধান হলো রাষ্ট্রের পরিচালনার মৌলিক দলিল। এ সংবিধান বিভিন্নভাবে একটি দেশে গড়ে ওঠে। যেমন অনুমোদনের মাধ্যমে, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে, বিপ্লবের মাধ্যমে কিংবা ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে। এর মধ্যে অন্যতম একটি পদ্ধতি হলো ক্রমবিবর্তের মাধ্যমে সংবিধান প্রণয়ন। এরূপ সংবিধান দীর্ঘদিনে সমাজে প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতিকে ভিত্তি করে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। যেমন ব্রিটেনের সংবিধান ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে লোকাচার ও প্রথার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে সংবিধান কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণয়ন করা হয় না, ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে।

উদ্দীপকের মি. 'X' উচ্চ শিক্ষার জন্য পশ্চিমা একটি দেশে অবস্থান করছে। সে লক্ষ করল দেশটিতে কোনো সংবিধান নেই। জনগণের ইচ্ছার ভিত্তিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নিয়মনীতি ও রীতিনীতি অনুসরণ করে দেশ পরিচালিত হচ্ছে। এরূপ বর্ণনায় সংবিধান প্রণয়ণের ক্রমবিবর্তন পদ্ধতি স্পষ্ট হয়ে উঠে। কেননা এরূপ পদ্ধতিতে সংবিধান প্রণীত হয় সমাজের বা রাষ্ট্রের জনগণ কর্তৃক মেনে চলা দীর্ঘদিনের রীতিনীতি, প্রথা বা আচার-আচরণের ভিত্তিতে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. 'Y' এর বসবাসরত রাষ্ট্রের সংবিধান সুপরিবর্তনীয় নয়।

সংশোধনের ভিত্তিতে সংবিধানের দুটি রূপ পরিলক্ষিত হয়। একটি হলো সুপরিবর্তণীয় সংবিধান অন্যটি হলো দুষ্পরিবর্তণীয় সংবিধান। সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের যেকোনো ধারা সহজে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায়। এ ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধন বা পরিবর্তন করতে কোনো জটিলতার প্রয়োজন হয় না। সাধারণ সংখ্যা গরিষ্ঠতায় আইনসভা এর যেকোনো অংশ সংশোধন করতে পারে।

উদ্দীপকের মি. 'Y' এর বসবাসকৃত দেশটিতে একটি পরিষদ কর্তৃক আইন প্রণীত হয় এবং দুই তৃতীয়াংশের সম্মতিতে তা সংশোধন করা হয়। অর্থাৎ 'Y' রাষ্ট্রের সংবিধানটি সুপরিবর্তনীয় নয় বরং দুষ্পরিবর্তনীয়। কেননা, দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলতে সেই সংবিধানকে বোঝায় যা সহজে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায় না। এ ধরনের সংবিধান পরিবর্তন করতে হলে বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, সম্মেলন কিংবা ভোটাভুটির প্রয়োজন হয়। যেমন– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের অন্যতম উদাহরণ।

আলোচনা হতে তাই বলা যায়, উদ্দীপকের 'Y' রাষ্ট্রের সংবিধান সুপরিবর্তনীয় নয় বরং এটি একট দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান।

প্রশ্ন ▶ ০৬ ছক-১ :

? → প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে কার্য সম্পাদন করেন।
→ নির্বাচনে সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের নেতাকে সরকার গঠনের আহ্বান করেন।

ছক-২ :

? → সংবিধান অনুযায়ী সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।
→ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা চর্চা করেন।

ক. বাংলাদেশে মোট কতটি প্রশাসনিক উপজেলা রয়েছে? ১

খ. প্রশাসনকে রাষ্ট্রের 'হৃৎপিন্ড' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে ছক-১ এ কোন প্রতিষ্ঠানকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে তার কার্যাবলি তুলে ধরো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ছক-২ এ বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য, তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? তোমার বক্তব্য যুক্তিসহ তুলে ধরো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে মোট ৪৯২টি প্রশাসনিক উপজেলা রয়েছে।

খ প্রশাসনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল কাজ সম্পন্ন হয় বলে তাকে রাষ্ট্রের হৃৎপিন্ড বলা হয়।

রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রশাসনের। রাষ্ট্রের ভিতরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও রাষ্ট্রের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশাসনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এছাড়াও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত মাঠ প্রশাসন সারাদেশে বাস্তবায়িত করে। এ কারণে প্রশাসনকে রাষ্ট্রের হৃৎপিন্ড বলা হয়।

গ উদ্দীপকের ছক-১ রাষ্ট্রপতিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন।

রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান। সরকারের সকল শাসনসংক্রান্ত কাজ তার নামে পরিচালিত হয়। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন। অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী, রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা যেমন– মহাহিসাবরক্ষক, রাষ্ট্রদূত, তিন বাহিনীর প্রধানদের নিয়োগ করেন।

উদ্দীপকে ছক-১ সম্পর্কে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে কার্য সম্পাদন করেন, নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে সরকার গঠনের আহ্বান করেন। এরূপ বর্ণনায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির মিল পাওয়া যায়। রাষ্ট্রপতি শাসনসংক্রান্ত অনেক কাজ করে থাকেন। তিনি সংসদ কর্তৃক গৃহীত কোনো বিলে সম্মতি দান করলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া কোনো অর্থবিল সংসদে উপস্থাপন করা যায় না। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, আপিল ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ করেন তিনি। তিনি জাতীয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। বরেণ্য ব্যক্তিদের খেতাব, পদক প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী ও বিচারপতিদের শপথ বাক্য পাঠ করান তিনি। এভাবে রাষ্ট্রপতি নানাবিধ কাজ সম্পাদন করে থাকেন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ছক-২ এ বর্ণিত হয়েছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রতিচ্ছবি। তার ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য– বক্তব্যের সাথে আমি একমত পোষণ করছি।

সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রকৃত শাসক। তিনি সরকারপ্রধান। তাকে কেন্দ্র করে দেশের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্জনকারী দলের নেতাই প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

উদ্দীপকের ছক-২ এর ব্যক্তি সংবিধান অনুযায়ী সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা চর্চা করেন। এরূপ তথ্যগুলো একটি দেশের প্রধানমন্ত্রী পদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় তিনিই শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি। কারণ সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিপরিষদ প্রকৃত শাসক। প্রধানমন্ত্রী একই সাথে সংসদের নেতা, মন্ত্রিসভার নেতা এবং সরকারপ্রধান। তাকে কেন্দ্র করে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত ও এর কাজ পরিচালিত হয় বিধায় তাকে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি বলা হয়। তিনি মন্ত্রিসভার সদস্যসংখ্যা নির্ধারণ করেন ও মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর

বণ্টন করেন। তার নির্দেশনা অনুযায়ী মন্ত্রীরা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। তিনি পদত্যাগ করলে সকল মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করেই রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় বিধায় প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি বলা হয়।

আলোচনার পরিশেষে তাই এটি স্পষ্ট হয়, প্রধানমন্ত্রী হলেন সংসদীয় সরকারব্যবস্থার প্রকৃত শাসক। তাঁকে কেন্দ্র করে দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় এবং তিনি পুরো প্রশাসন যন্ত্রের নিয়ন্ত্রক। সুতরাং তার ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য।

প্রশ্ন ▶ ০৭

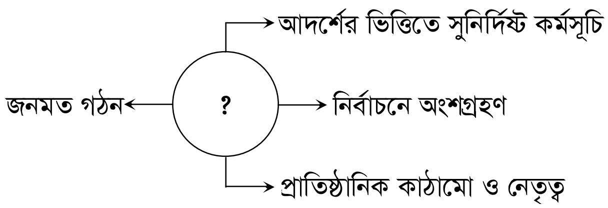

ক. বাংলাদেশে বর্তমানে কোন পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা চালু রয়েছে? ১

খ. গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত (?) প্রশ্ন চিহ্নিত স্থানে কোন প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে? তার কার্যাবলির বিবরণ দাও। ৩

ঘ. "গণতান্ত্রিক রাজনীতি বিকাশে প্রশ্ন চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম"— তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে বর্তমানে সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

খ গণতন্ত্র হলো জনগণের শাসন। আর জনগণের মুখপাত্র হলো রাজনৈতিক দল।

রাজনৈতিক দলগুলো জনসাধারণকে সুসংহত করে এবং একতাবদ্ধ করে তাদের মধ্যে ব্যাপক কর্মসূচির মাধ্যমে মিলনসূত্র রচনা করে। তাছাড়া রাজনৈতিক দলগুলো রাষ্ট্রীয় সমস্যা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে থাকে। এছাড়া দলীয় ব্যবস্থা জনসাধারণকে গণতন্ত্রের উপযোগী করে তোলে তাদের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটায়। এসব কারণে গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল অপরিহার্য।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত (?) প্রশ্ন চিহ্নিত স্থানে রাজনৈতিক দলের কথা বলা হয়েছে।

আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা মূলত রাজনৈতিক দলেরই শাসন। রাজনৈতিক দল ছাড়া গণতান্ত্রিক সরকার গঠন সম্ভব নয়। রাজনৈতিক দল নেতৃত্ব তৈরিতে গঠনমূলক ভূমিকা রাখে। রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব যেমন জাতীয় পর্যায়ে থাকে তেমনি স্থানীয় পর্যায়েও থাকে। আজকে যারা স্থানীয় পর্যায়ের নেতা আগামীতে তারা জাতীয় পর্যায়ের নেতা হওয়ার সম্ভবনা রাখে।

উদ্দীপকের (?) প্রশ্নচিহ্নিত প্রতিষ্ঠানটি জনমত গঠন, আদর্শের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি, নির্বাচনে অংশগ্রহণ, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও নেতৃত্ব ইত্যাদি কার্যাবলি সম্পাদন করে। এর মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের কাঠামো প্রকাশ পায়। কেননা, রাজনৈতিক দল তার আদর্শ এবং কর্মসূচির ভিত্তিতে বিভিন্ন সভা, মিছিল ও গণযোগাযোগের মাধ্যমে জনমত গঠন করে থাকে। জনগণকে তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতন করা, দলীয় কর্মসূচি ব্যাখ্যা করা, দলের কাজের সমালোচনা করা প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের অন্যতম কাজ। জনগণ বিভিন্ন দলের মতামত, আলোচনা-সমালোচনা ইত্যাদি থেকে রাষ্ট্র পরিচালনার অনেক বিষয় জানতে পারে এবং দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আইনসভায় বিরোধী দল হিসেবে ভূমিকা পালন করে। গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে সরকারের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া বিরোধী দলের প্রধান কাজ। এছাড়াও রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় গিয়ে তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সামাজিক ঐক্যকে দৃঢ়তা দান করে।

ঘ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক বিকাশে প্রশ্ন চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানের তথা রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অপরিসীম– মন্তব্যটি যথার্থ।

রাজনৈতিক দল নির্দিষ্ট আদর্শকে সামনে রেখে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর সংগঠন তথা রাষ্ট্রের ক্ষমতা লাভের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে থাকে। অর্থাৎ প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এরা কতকগুলো নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে সংগঠিত জনসমষ্টি যারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা লাভ করতে চায়। একইভাবে ক্ষমতা লাভের লক্ষ্যে প্রতিটি দলের পৃথক ও সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও কর্মসূচি থাকে।

উদ্দীপকে (?) চিহ্নিত স্থান দ্বারা রাজনৈতিক দলকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক বিকাশে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অত্যাধিক। কারণ, গণতন্ত্র মানেই হচ্ছে রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি। গণতন্ত্র বলতে এমন একটি সরকারব্যবস্থা বোঝায় যেখানে জনগণ তাদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে সরকার নির্বাচিত করে এবং জনগণের আস্থার উপর সরকার টিকে থাকে। তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অপরিসীম। রাজনৈতিক দলই জনগণের মতামতকে সুসংগঠিত করে এবং জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটায়। যেহেতু জনগণের আস্থার উপর সরকার টিকে থাকে তাই রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে এর প্রতিযোগিতা চলে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আদর্শের বিকাশে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অনন্য।

প্রশ্ন ▶ ০৮ **দৃশ্যকল্প-১ :** সুমন ফেব্রুয়ারির এক সকালে তার দাদার সাথে খালি পায়ে হাতে ফুল নিয়ে শহীদ মিনারে যায়। রাস্তায় শত শত মানুষের এরূপ দৃশ্য তাকে মুগ্ধ করে এবং দিনটি সম্পর্কে তাকে কৌতূহলী করে তোলে। তাই সে তার দাদার কাছে দিনটির তাৎপর্য সম্পর্কে জানতে চায়।

দৃশ্যকল্প-২ : স্বাধীনতার পূর্বে পাকিস্তানে সমমনা চারটি রাজনৈতিক দল নিয়ে একটি নির্বাচনি জোট গঠন করা হয়। এ জোটের নির্বাচনি কর্মসূচি ছিলো ২১ দফা।

ক. কীসের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিলো? ১

খ. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কেন দায়ের করা হয়েছিলো? ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ কোন আন্দোলনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর নির্বাচন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার আন্দোলনকে আরো যৌক্তিক প্রমাণ করেছিল। তুমি কি একমত? মতামত দাও। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল।

খ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাকে ঘিরে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে স্থিমিত করার জন্য আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক উপস্থাপিত ৬ দফার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি ধাচের বৈষম্যমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ভেঙে বাঙালির জাতীয়-মুক্তি বা স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য স্থির হয়। ৬ দফার সংগ্রামকে ব্যর্থ করে দেওয়ার লক্ষ্যে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে আইয়ুব সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এক নম্বর আসামী করে ৩৫ জন বাঙালি সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক একটি মামলা দায়ের করে, যা ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা নামে পরিচিত।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ ভাষা আন্দোলনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। রাষ্ট্রভাষাকে রক্ষা করতে গিয়ে ১৯৫২ সালে এদেশের অকুতোভয় ভাষা সৈনিকরা শহিদ হন। রক্ত ঝরে রাজপথে। তাদের সেই অত্মত্যাগে স্বাধীন হয় বাংলাদেশ।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ সুমন ফেব্রুয়ারির এক সকালে তার দাদার সাথে খালি পায়ে হাতে ফুল নিয়ে শহীদ মিনারে যায়। রাস্তায় শত শত মানুষের এরূপ দৃশ্য তাকে মুগ্ধ করে। এরূপ বর্ণনায় ভাষা আন্দোলনের স্বরূপ প্রকাশ পায়। আমাদের দেশে ভাষা আন্দোলনের দাবি প্রবল হয় যখন রেসকোর্স ময়দানে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর 'একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' ঘোষিত হয়। এরপর ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন আবার ঘোষণা করেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এসময় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় এবং উর্দুর বিরুদ্ধে ধর্মঘট পালিত হয়। সরকার কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারির আগের দিন ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনকে সামনে রেখে মাতৃভাষা বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও সর্বস্তরের জনগণ মিছিল বের করে এবং তাদের ওপর পুলিশ গুলি চালায়। ফলে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরও অনেকে শহিদ হন।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এর নির্বাচনটি হলো ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন। এ নির্বাচন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার আন্দোলনকে আরো যৌক্তিক প্রমাণ করেছিল।– আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করছি।

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯। ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে আওয়ামী লীগসহ সমমনা কতিপয় দল নিয়ে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে 'যুক্তফ্রন্ট' নামে একটি নির্বাচনি জোট গঠিত হয়। ভাষা আন্দোলনের পর ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় পূর্ব বাংলার নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনাকে আরো বৃদ্ধি করে।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ স্বাধীনতার পূর্বে পাকিস্তানে সমমনা চারটি রাজনৈতিক দল নিয়ে একটি রাজনৈতিক জোট গঠন করা হয়। এ জোটের নির্বাচনি কর্মসূচি ছিল ২১ দফা। এরূপ বর্ণনা স্পষ্টভাবে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এ নির্বাচন বাঙালির মাঝে স্বাধীকার চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি চরম বৈষম্যমূলক আচরণ করে। সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ চরম বৈষম্যের শিকার হয়। পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটানোর লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম ও গণতন্ত্রী দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। নির্বাচনের প্রাক্কালে যুক্তফ্রন্ট সর্বস্তরের ভোটারদের আকৃষ্ট করতে ২১ দফা বিশিষ্ট একটি কর্মসূচি গ্রহণ করে, যেখানে বাঙালি নাগরিকদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের দিকগুলো তুলে ধরা হয়। নির্বাচনে জনগণ ২১ দফাকে তাদের স্বার্থরক্ষার সনদ বলে বিবেচনা করে। ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয় লাভ করে। এই নির্বাচনে পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্তান রাষ্ট্র ক্ষমতায় পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তৃত্ব ও প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার রায় প্রদান করে।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, ১৯৫৪ সালে পাকিস্তানি মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটে এবং বাঙালির স্বাকীয়তার উন্মেষ ঘটে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের মাধ্যমে। এর মাধ্যমে বাঙালি সত্তার জাগরণ ঘটে যা তাদের স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছিল।

প্রশ্ন ▸ ০৯ গ্রামের বৃত্তশালী কৃষক রহিম মিয়া নাতি-নাতনীর মুখ দেখার আশায় তার একমাত্র পুত্র সন্তান ফারহানকে অল্প বয়সে বিয়ে দেন। বছর না ঘুরতেই তিনি দাদা হন।

অপরদিকে রিক্সা চালক করিম যাচাই-বাছাই না করেই তার নবম শ্রেণিতে পড়ুয়া মেয়েকে অবস্থাসম্পন্ন স্বচ্ছল পরিবারের পাত্রের সাথে বিয়ে দেন। পাত্র ছিল অত্যন্ত বদরাগী। দিন শেষে ঘরে ঘিরে সামান্য ভুলের কারণে বউকে বেদম প্রহার করে। ফলে তাদের সংসারে অশান্তি লেগেই থাকে।

ক. বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে কত জন লোক বাস করে? ১
খ. নিরক্ষরতা অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ কোন ধরনের সামাজিক সমস্যার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর সামাজিক সমস্যাটি মোকাবেলা করার জন্য পাঠ্যবইয়ের আলোকে তোমার মতামত তুলে ধরো। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১১০০ জন লোক বাস করে।

খ নিরক্ষরতা একটি সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বড় ধরনের বাধা। এটি শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবের প্রতীক, যা ব্যক্তির কর্মক্ষমতা ও সৃজনশীলতাকে সীমিত করে। নিরক্ষর ব্যক্তিরা প্রায়ই উচ্চমানের চাকরি পাওয়ার সুযোগ হারায়, যা তাদের আর্থিক উন্নতির পথে বাধা দেয়। এছাড়া, নিরক্ষরতা স্বাস্থ্য সচেতনতা, পারিবারিক পরিকল্পনা এবং সামাজিক অধিকার সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব সৃষ্টি করে, যা সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে বাধা দেয়। নিরক্ষর ব্যক্তিরা প্রায়ই তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞান থাকে, যা গণতন্ত্র ও নাগরিক সমাজের উন্নয়নে বাধা দেয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য, কারণ এটি ব্যক্তির কর্মক্ষমতা বাড়ায়, নতুন ধারণা ও উদ্ভাবনে সাহায্য করে, এবং একটি সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রাখে। তাই, নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিক্ষার প্রসার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

গ ঘটনা-১ এ বাংলাদেশের অন্যতম নাগরিক সমস্যা জনসংখ্যা সমস্যাকে ইঙ্গিত করে।

জনসংখ্যা সমস্যা বাংলাদেশ ও বিশ্বের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। মানুষের জন্মহার মৃত্যুহারকে ছাড়িয়ে গেলে এবং এ জন্মহার দেশের সম্পদের বৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে গেলে জনসংখ্যা একটি দেশের সমস্যায় পরিণত হয়। কারণ বাড়তি জনসংখ্যার চাহিদা দেশের সীমিত সম্পদ দিয়ে পূরণ করা সম্ভব হয় না। তাই ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে বিশ্ব জনসংখ্যার বর্তমান বৃদ্ধির হার কমানোর প্রয়োজন রয়েছে।

উদ্দীপকের কৃষক বদরউদ্দিন নাতি-নাতনির মুখ দেখার আশায় তার একমাত্র পুত্র আজিজকে অল্প বয়সে বিয়ে দেন। বছর যেতে না যেতেই তিনি দাদা হন। এরূপ বর্ণনায় জনসংখ্যা সমস্যার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কেননা বাল্য বিবাহ জনসংখ্যা বৃদ্ধির বা জনসংখ্যা সমস্যা সৃষ্টির অন্যতম একটি কারণ। কম বয়সে বিয়ে হওয়ার কারণে ছেলে মেয়ে উভয়ে অধিক সন্তান জন্ম দিয়ে থাকে। অনেক সময় ছেলেমেয়েরা একের অধিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এসব কারণেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় যা বাংলাদেশের অন্যতম সমস্যা জনসংখ্যা সমস্যাকে সৃষ্টি করে।

ঘ ঘটনা-২ এ বর্ণিত সমস্যাটি হলো নারী নির্যাতন। নারী নির্যাতন মোকাবেলায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

নারী নির্যাতন বর্তমান বাংলাদেশের একটি অন্যতম নাগরিক সমস্যা। এ সমস্যা বর্তমানে ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। পারিবারিক নির্যাতন ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ। তাই নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রয়োজন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

উদ্দীপকের ঘটনা-২ এ সালমাকে তার স্বামী সামান্য ভুল করলে বেদম প্রহার করে। এটি নারী নির্যাতনেরই প্রতিচ্ছবি। এই ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা তথা নারী নির্যাতন রোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। নারী নির্যাতনের কারণগুলো প্রতিকারের পাশাপাশি কঠোর আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা নিতে হবে। সমাজের সদস্য হিসেবে নারীকে হতে হবে সাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন, শিক্ষিত, অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিগতভাবে আত্মনির্ভরশীল। নারীর বিভিন্ন অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও নারী নির্যাতন রোধে বিদ্যমান আইনের কঠোর বাস্তবায়ন দরকার। প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন বা পুরাতন আইন সংশোধন করে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদান নারী নির্যাতন রোধে ভূমিকা রাখবে। নির্যাতিত দরিদ্র ও অসহায় নারীদের আইনি সহায়তা প্রদান করে নারী নির্যাতন রোধ করা সম্ভব। এতে নারীদের প্রতি 'অবলা' মনোভাব দূর হবে যা অপরাধীদের অপরাধ করতে ভীতি তৈরি করবে। নারী নির্যাতনের বিশেষ কারণ হলো- ধর্মীয় অনুশাসন না মানা। ইসলামের দেওয়া নারী অধিকার নারীদের দেওয়া হলে তারা কখনো নির্যাতনের শিকার হবে না। তাছাড়া পাঠ্যপুস্তকসহ বিভিন্ন মাধ্যমে সচেতনতা তৈরি করা গেলে নারীর প্রতি মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসবে যা নারী নির্যাতন রোধ করবে।

আলোচনা থেকে বলা যায়, নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আইনের প্রয়োগের পাশাপাশি নারী-পুরুষ উভয়কে সচেতন হতে হবে। কোনো নারী যেন নির্যাতনের শিকার না হয় সে জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

প্রশ্ন ▸ ১০ রাসেল চতুর্থ বর্ষের একজন শিক্ষার্থী। মুক্তিযুদ্ধের সময় তার কলেজের অনেক শিক্ষার্থী মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। তার সহপাঠীদের দেখাদেখি সেও একদিন পালিয়ে একটি বাহিনীর অধীনে প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে 'কামান্না' যুদ্ধে অংশগ্রহণকালে গুলির আঘাতে তার একটি পা হারায়। যুদ্ধ শেষে ফিরে এসে সে তার পরিবারের কাউকেও ফিরে পায়নি।

ক. লাহোর প্রস্তাব কী? ১
খ. গেরিলা যুদ্ধ কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. রাসেল মুক্তিযুদ্ধে কোন বাহিনীর সদস্য ছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রাসেল ও তার সঙ্গীরা এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান— মূল্যায়ন করো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ পাঞ্জাবের লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বার্থ-সম্বলিত একটি প্রস্তাব পেশ করেন, ঐতিহাসিক এ প্রস্তাবই হলো লাহোর প্রস্তাব।

খ গেরিলা যুদ্ধ হলো যুদ্ধের একটি বিশেষ কৌশল যার মাধ্যমে শত্রুদের উপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে তাদের ঘায়েল করা হয়।

গেরিলা যুদ্ধ এমন এক ধরনের যুদ্ধ পদ্ধতি যেখানে ভূমি এবং ভৌগোলিক সুবিধা ব্যবহার করে প্রতিপক্ষের ওপরে প্রাধান্য বিস্তার করা হয়। গেরিলাযুদ্ধ অনেক সময়েই দুর্গম বনাঞ্চল এলাকায় হয়ে থাকে। গেরিলারা যুদ্ধ করার জন্য এবং সামরিক বাহিনীকে মোকাবিলা করার জন্য অনেক রকম সামরিক কৌশল যেমন, অতর্কিত হামলা, অন্তর্ঘাত, ইট ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা এ পদ্ধতিতেই শত্রুসেনাদের ঘায়েল করে।

গ রাসেল মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিবাহিনী বা মুক্তিফৌজের সদস্য ছিল। কখনো কখনো এটা আবার গেরিলা নামেও পরিচিত ছিল।

পাকিস্তানি বাহিনী বাংলাদেশে নির্বিচারে গণহত্যা করে, নারী নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন প্রভৃতি জঘন্যতম অপরাধে লিপ্ত হয়। তাদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য লক্ষ লক্ষ নর-নারী প্রতিবেশী দেশ ভারতে আশ্রয় নেয়। বাংলার দামাল ছেলেরা এটা দেখে থেমে থাকতে পারেনি বলেই তারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, চতুর্থ বর্ষের রাসেল মুক্তিযুদ্ধের সময় তার কলেজের অনেক শিক্ষার্থীর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে দেখে অনুপ্রাণিত হয়। একদিন সেও পালিয়ে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। তার মতো এমন মুক্তিযোদ্ধারা ছিল মুক্তিফৌজের সদস্য। এভাবে অপ্রশিক্ষিত বাংলার দামাল ছেলেদের প্রথমে প্রশিক্ষণদান করা হয়। তারপর তারা দেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং তাদের গোয়েন্দা শাখা পাকিস্তানি বাহিনীর গতিবিধি ও নানা কর্মকাণ্ডের সংবাদ মুক্তিবাহিনীর কাছে সরবরাহ করত।

ঘ রাসেল ও তার সঙ্গীরা এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান– উক্তিটি যথার্থ।

১৯৪৭ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টি হলেও শুরু থেকেই শোষিত ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বারা। তাই শোষিত বাঙালির প্রথম আন্দোলন শুরু হয় ১৯৫২ সালে ভাষাকে কেন্দ্র করে। তারপর একে একে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন সংঘটিত হয়। এখানেও আমাদেরকে নানা বৈষম্যের শিকার হতে হয়। তারপর ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী নিরীহ, নিরস্ত্র, ঘুমন্ত বাঙালির ওপর আক্রমণ চালায়। এসময় তারা গণহত্যা চালায়, নারী নির্যাতন করে, লুণ্ঠন করে। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। বাংলাদেশের পক্ষে যুদ্ধ করে নিয়মিত সেনা সদস্যরা ও রাসেলের মতো সাধারণ জনতারা। উদ্দীপকের রাসেল পালিয়ে যুদ্ধে অংশ নিয়ে নিজের পা হারায়। কিন্তু ফিরে পেয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশ। তার মতো মুক্তিযোদ্ধারা নির্ভিক হয়ে বুকের রক্ত দিয়ে এদেশকে স্বাধীন করেছে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন কখনো অস্ত্র হাতে আবার কখনো গুপ্তচর হিসেবে তারা পাকিস্তানি বাহিনীদের ঘায়েল করার অভিযান পরিচালনা করে। প্রচলিত কায়দার যুদ্ধের পাশাপাশি মুক্তিবাহিনীরা গেরিলা যুদ্ধের রণকৌশল অবলম্বন করে। মুক্তিযুদ্ধ চলে দীর্ঘ ৯ মাস। এ ৯ মাসে ৩০ লক্ষ বাঙালি প্রাণ হারায়, ২ লক্ষ ৭৬ হাজার মা-বোনের সম্ভ্রমহানি ঘটে এবং গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া হয়। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল রাসেলের মতো মুক্তিযোদ্ধোরা। সুতরাং রাসেল ও তার সঙ্গীরা এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান।

প্রশ্ন ▶ ১১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের দু'দল শিক্ষার্থী দেশের বাহিরে শিক্ষা সফরে বের হন। প্রথম দলটি দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করে এবং একটি দেশের রাজধানীতে 'ক' নামক একটি আঞ্চলিক সংস্থার সচিবালয় দেখতে পান।

অপর দলটি (আটলান্টিকের পশ্চিম তীরের একটি দেশ) ভ্রমণ করতে গিয়ে 'খ' নামক অন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদর দপ্তর দেখতে পান। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি স্বাধীন দেশ এই সংস্থার সদস্য। সংস্থাটি বিশ্বে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করে।

ক. O.I.C কখন গঠিত হয়? ১

খ. অছি এলাকা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' নামক সংস্থার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন আঞ্চলিক সংস্থার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিশ্ব শান্তি রক্ষায় 'খ' নামক আন্তর্জাতিক সংস্থাটির সফলতা ব্যর্থতা যুক্তিসহ বর্ণনা করো। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক OIC ১৯৬৯ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর গঠিত হয়।

খ অন্য রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত পৃথক জাতিসত্তাবিশিষ্ট এলাকার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অছি পরিষদের।

বিশ্বের যেসব জনপদের পৃথক সত্তা আছে কিন্তু স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নেই এবং অন্য রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় তাকে অছি এলাকা বলে। এসব এলাকার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অছি পরিষদের। অছি এলাকার ওপর শাসন ক্ষমতার অধিকারী জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র, নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য ও নির্বাচিত অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে অছি পরিষদ গঠিত।

গ উদ্দীপকে 'ক' নামক সংস্থার সাথে আমার পঠিত সার্কের মিল আছে।

পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি অর্জনের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা বা সার্ক গঠিত হয়। সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ ছাড়াও রয়েছে ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, নেপাল, ভুটান ও আফগানিস্তান। ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় সার্ক সনদ স্বাক্ষরের মধ্যে সার্কের জন্ম হয়। সার্ক সচিবালয় নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে অবস্থিত।

উদ্দীপকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দলটি বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী কয়েকটি দেশ ঘুরে একটি দেশে গিয়ে 'ক' নামক একটি আঞ্চলিক সংস্থার সচিবালয় দেখতে পায়। এরূপ বর্ণনায় সার্কের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। কারণ বাংলাদেশসহ এর আশপাশের দেশ নিয়ে সার্ক গঠিত। আর সার্ক হলো দক্ষিণ এশিয়ার এ দেশগুলোর সহযোগিতায় গঠিত একটি আঞ্চলিক সংস্থা। সুতরাং 'ক' নামক সংস্থা সার্ককেই নির্দেশ করে।

ঘ 'খ' নামক আন্তর্জাতিক সংস্থাটি হলো জাতিসংঘ। বিশ্বশান্তি রক্ষায় জাতিসংঘের সফলতা ও ব্যর্থতা দুইই রয়েছে।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই জাতিসংঘের সৃষ্টি হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০ সালে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গঠিত হয় 'লীগ অব নেশনস'। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানটি সাংগঠনিক দুর্বলতা ও অন্যান্য কারণে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়। ১৯৩৯ সালে পুনরায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা পৃথিবীকে গ্রাস করে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সবচেয়ে কলঙ্কিত ও বিভীষিকাময় ছিল। তাই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘের সৃষ্টি হয়।

উদ্দীপকের 'খ' নামক আন্তর্জাতিক সংস্থার আবহে আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘের চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। জাতিসংঘ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় এক অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে, যার মূল লক্ষ্য ছিল বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করা। এর প্রতিষ্ঠার পর থেকে জাতিসংঘ বিভিন্ন সময়ে বিশ্বশান্তি স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। জাতিসংঘের সফলতার মধ্যে প্রথমত, এর উপনিবেশবাদ বিরোধী ভূমিকা অন্যতম। ষাটের দশকে এশিয়া ও আফ্রিকায় জাতীয়তাবাদের মুক্তিসংগ্রামে জাতিসংঘ সহায়তা করেছে, যা অনেক দেশকে স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করেছে। এছাড়াও, মানবাধিকারের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের ভূমিকা অপরিসীম। বিশ্বজুড়ে মানবাধিকারের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কণ্ঠ উচ্চারণে জাতিসংঘ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। শান্তিরক্ষী মিশনের মাধ্যমে জাতিসংঘ বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে শান্তি স্থাপনে সহায়তা করেছে, যা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় এক বড় অবদান রাখে। অন্যদিকে, জাতিসংঘের ব্যর্থতাও অস্বীকার করা যায় না। বিভিন্ন সংঘাতে জাতিসংঘের নিষ্ক্রিয়তা এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অবিশ্বাস একটি বড় সমস্যা। বৃহৎ শক্তিগুলোর প্রভাবের কারণে জাতিসংঘের অনেক সিদ্ধান্ত কার্যকর হয় না, যা এর অকার্যকারিতার একটি বড় কারণ। সিরিয়া, লিবিয়া, ইরাক এবং সোমালিয়ার মতো সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে জাতিসংঘের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। এছাড়াও, রোহিঙ্গা সংকটে জাতিসংঘের তৎপরতা সত্ত্বেও প্রভাবশালী দেশগুলোর কারণে প্রত্যাবাসনের কোনো অগ্রগতি হয়নি।

সব মিলিয়ে, জাতিসংঘ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় একটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান হলেও এর ব্যর্থতার পাল্লাও বেশ ভারী। তবে জাতিসংঘের অবদানে ব্যর্থতার চেয়ে সফলতার পাল্লা বেশি ভারী। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো সকল ব্যর্থতার অবসান ঘটিয়ে জাতিসংঘ একটি শান্তিময় পৃথিবী গড়ে তুলবে।

চট্টগ্রাম বোর্ড– ২০২৪

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) **বিষয় কোড : 1 4 0**

সময় : ৩০ মিনিট **[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]** পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে কী দরকার হয়?
ক খাদ্য সংরক্ষণ খ একটি সঠিক খাদ্যনীতি
গ চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য উৎপাদন ঘ সঠিক খাদ্য সরবরাহ পদ্ধতি

২. মানুষের মানবীয় গুণাবলি ও সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে কোথায়?
ক খেলার মাঠে খ শিক্ষালয়ে
গ সমাজের মধ্যে ঘ ধর্মীয় জায়গায়

৩. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয়–
i. স্বজনপ্রীতির উর্ধ্বে থেকে ii. রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থেকে
iii. পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে থেকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪. বর্তমানে ঐশী মতবাদের প্রভাব না থাকার কারণ কী?
ক আধুনিক রাষ্ট্র জনগণের অধিকারকে সম্মান করে বলে
খ আধুনিক রাষ্ট্র স্বেচ্ছাচারকে উৎসাহিত করে বলে
গ আধুনিক রাষ্ট্র মানবতার প্রাধান্য বেশি বলে
ঘ আধুনিক রাষ্ট্রে যুক্তিবিষয়ক প্রাধান্য বেশি বলে

৫. পৌর আদলতে সদস্য সংখ্যা কত?
ক দুই খ তিন গ চার ঘ পাঁচ

৬. ছয় দফা আন্দোলনের মূল দাবি কি ছিল?
ক একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন খ একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল প্রতিষ্ঠা
গ একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন ঘ একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠন

৭. সার্ক কোন ধরনের সংস্থা?
ক আঞ্চলিক উন্নয়ন সংস্থা খ আঞ্চলিক সামাজিক সংস্থা
গ আঞ্চালিক রাজনৈতিক সংস্থা ঘ আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংস্থা

৮. যে সব বিষয়ে তথ্য প্রকাশ বা প্রমাণ করা বাধ্যতামূলক নয়–
i. জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকারহানির কারণ হতে পারে এমন তথ্য।
ii. যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌক্তিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে তথ্যবহুল বস্তু।
iii. কোনো বিদেশি সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত কোনো গোপনীয় তথ্য।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯. যুব সমাজের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জড়ানোর কারণ কী?
ক পেশিশক্তি প্রদর্শন করতে খ রোমাঞ্চ লাভের জন্য
গ আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে ঘ কৌতুহল বশে

১০. লিখিত সংবিধানকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থার উপযোগী বলা হয় কেন?
ক জরুরি প্রয়োজনে সহায়ক বলে খ সহজে পরিবর্তন করা যায় বলে
গ প্রগতির সহায়ক বলে ঘ ক্ষমতা বণ্টন করে দেওয়ার জন্য

১১. মি. চন্দন একটি সরকারি চাকরি লাভ করে। তিনি কোন ধরনের অধিকার ভোগ করছেন?
ক রাজনৈতিক খ সামাজিক গ আইনগত ঘ সাংস্কৃতিক

১২. গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের পূর্বশর্ত হিসেবে নিচের কোনটি যৌক্তিক?
ক একচেটিয়া নির্বাচন খ স্বৈরতান্ত্রিক নির্বাচন
গ বহুদলীয় নির্বাচন ঘ কার্যকর নির্বাচন

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৩ ও ১৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
"T" নামক রাষ্ট্রটি উপনিবেশিক শাসনমুক্ত হওয়ার কিছুকাল পরে এক সামরিক সরকার "M" নামক একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে। উক্ত কমিশন প্রদত্ত রিপোর্টটি শিক্ষাবান্ধব না হওয়ায় ছাত্ররা তা প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনে নামে।

১৩. উক্ত শিক্ষা রিপোর্টটিতে ছিল–
i. রোমান বর্ণমালার সাহায্যে দেশের ভাষাসমূহকে লেখা
ii. ডিগ্রি কোর্সকে দুই বছর মেয়াদি করা
iii. শিক্ষা খরচ শিক্ষার্থীদের বহন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪. উক্ত আন্দোলনটি সংঘটিত হয়–
ক চল্লিশের দশকে খ পঞ্চাশের দশকে গ ষাটের দশকে ঘ সত্তরের দশকে

১৫. দেশের সবধরনের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কে?
ক উপজেলা প্রশাসন খ জেলা প্রশাসন গ বিভাগীয় প্রশাসন ঘ কেন্দ্রীয় প্রশাসন

১৬. নির্বাচন কমিশনের প্রধান কাজ কোনটি?
ক সীমানা নির্ধারণ খ ব্যয় তদারকি
গ নির্বাচন পরিচালনা ঘ পরিচয়পত্র প্রদান

১৭. বর্তমানে বাংলাদেশে জেলা পরিষদের সংখ্যা কত?
ক ১২ খ ৬১ গ ৩৩০ ঘ ৪৯২

১৮. মি. তুহিন একটি বিদেশি পদবি গ্রহণ করবেন এ জন্য কার অনুমতি লাগবে?
ক প্রধানমন্ত্রী খ স্পিকার গ প্রধান বিচারপতি ঘ রাষ্ট্রপতি

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৯ ও ২০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'X' নামক একটি রাষ্ট্র 'Y' নামক একটি আদালতের মাধ্যমে 'Z' রাষ্ট্রের সাথে সমুদ্র সংক্রান্ত সমস্যার মীমাংসা করে।

১৯. 'X' রাষ্ট্রটি কোন আইনের মাধ্যমে উক্ত সমস্যার মীমাংসা করে?
ক বেসরকারি খ সরকারি গ আন্তর্জাতিক ঘ সাংবিধানিক

২০. উক্ত আইনটি সঠিক প্রয়োগের ফলে–
ক রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক বজায় থাকে।
খ এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সাথে ভালো আচারণ করে।
গ বিভিন্ন রাষ্ট্র সঠিকভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে।
ঘ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষিত হয়।

২১. অধিকার ও কর্তব্য নিচের কোন বিষয়টি থেকে উৎপত্তি লাভ করে?
ক সমাজ বোধ খ রাষ্ট্রীয় চেতনা গ নৈতিকতা বোধ ঘ ব্যক্তিগত মূল্যবোধ

২২. বাংলাদেশের কোন এলাকার জন্য বিশেষ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা আছে?
ক গ্রাম এলাকা খ শহর এলাকা গ সীমান্ত এলাকা ঘ পার্বত্য এলাকা

২৩. বিষয়বস্তুর দৃষ্টিতে পৌরনীতিকে কয়টি অর্থে আলোচনা করা যায়?
ক দুই খ তিন গ চার ঘ পাঁচ

২৪. নাগরিক অর্থ কী?
ক ব্যক্তি মর্যাদা খ ব্যক্তির সম্মান গ ব্যক্তির পরিচয় ঘ ব্যক্তির আনুগত্য

২৫. "আইনের নিয়ন্ত্রণ আছে বিধায় স্বাধীনতা রক্ষা পায়"– উক্তিটি কার?
ক জন লক খ থমাস হবস গ অধ্যাপক হল্যান্ড ঘ উইলোবি

২৬. নির্বাচনি প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো–
i. ভোটার তালিকা প্রণয়ন ii. নির্বাচনি এলাকা নির্ধারণ iii. ভোট সংগ্রহ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

□ **নিচের চিত্রটি দেখে ২৭ ও ২৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

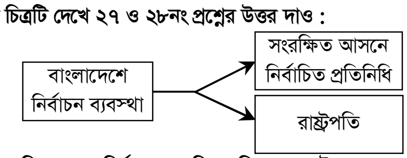

২৭. উল্লিখিত চিত্রে কোন নির্বাচন পদ্ধতির প্রতিফলন ঘটেছে?
ক গোপন খ পরোক্ষ গ প্রকাশ্য ঘ প্রত্যক্ষ

২৮. উক্ত পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন–
i. ৫০ জন মহিলা সংসদ সদস্য ii. ৩০০ জন সংসদ সদস্য iii. রাষ্ট্রপতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৯. কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সচ্ছলদের উপর উচ্চহারে কর ধার্য করা হয়?
ক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে খ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে
গ কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে ঘ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে

৩০. সংবিধানের কততম সংশোধনীর মাধ্যমে উপ-রাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্ত করা হয়?
ক দ্বাদশ খ চতুর্দশ গ পঞ্চদশ ঘ ষোড়শ

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

চট্টগ্রাম বোর্ড–২০২৪

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (সৃজনশীল)

বিষয় কোড : | 1 | 4 | 0 |

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. 'ক' ও 'খ' দেশ ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশে অবস্থিত। 'ক' রাষ্ট্র তার নিকটবর্তী দুর্বল 'গ' রাষ্ট্রকে আক্রমণ করে সহজেই রাষ্ট্রটি দখল করে নেয়। অন্যদিকে 'খ' রাষ্ট্রটি তার পার্শ্ববর্তী অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে আর্থিক সহায়তা দেয়। আর্থিক সহযোগিতা পেয়ে রাষ্ট্রগুলো একসাথে নিজেদের উন্নয়ন ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে।

ক. রাষ্ট্র কাকে বলে? ১
খ. পরিবারকে শাশ্বত বিদ্যালয় বলা হয় কেন? ২
গ. 'ক' রাষ্ট্র কর্তৃক 'গ' রাষ্ট্রকে দখল করার কৌশলটি রাষ্ট্র সৃষ্টির কোন মতবাদকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অন্যান্য দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য 'খ' রাষ্ট্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

২. প্রদত্ত ছকের আলোকে নিজের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

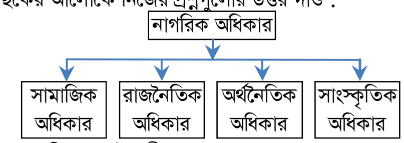

ক. তথ্য অধিকার আইন কী? ১
খ. "অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর পরিপূরক"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ছকটিতে নাগরিকের কোন ধরনের অধিকার প্রকাশ পেয়েছে? এটি নাগরিকের জন্য কতটুকু প্রয়োজনীয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ছকে উল্লিখিত বিষয়গুলো নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়– উক্তিটির সপক্ষে যুক্ত দাও। ৪

৩. জনাব ওসমান একজন বিত্তশালী কৃষক। তিনি কন্যা তামীমা এবং ছেলে জাহিদের জনক। তিনি জাহিদের পড়ার ব্যাপারে যতটা সচেতন তামীমার লেখাপড়ার ব্যাপারে ততটাই উদাসীন। তাই জাহিদকে ডাক্তার হওয়ার পরামর্শ দিলেও তামীমার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখালেন না। এতে তামীমা হতাশ হয়। জনাব ওসমান তামীমাকে সেলাইয়ের প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরামর্শ দেন।

ক. আন্তর্জাতিক আইন কী? ১
খ. "আইন স্বাধীনতাকে সম্প্রসারিত করে"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে তামীমা কোন সাম্য থেকে বঞ্চিত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব ওসমানের সিদ্ধান্তটি আমাদের সমাজ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কতটুকু যুক্তিযুক্ত? মূল্যায়ন কর। ৪

৪. 'ক' রাষ্ট্রের সরকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত নয়। সে রাষ্ট্রে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল বিদ্যমান এবং সরকার প্রধানের আদেশই আইন। অপরদিকে, 'খ' রাষ্ট্রের সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত এবং তার কাজের জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহি করে।

ক. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাকে বলে? ১
খ. গণতন্ত্র সফল করার উপায়গুলো ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'ক' রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "'খ' রাষ্ট্রে অধিক নাগরিক সুবিধা বিদ্যমান"– তুমি কি একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫. আলীনগর গ্রামের কয়েকজন যুবক 'সোনালি' নামে একটি সংস্থা গঠন করে। সংস্থাটি পরিচালনার জন্য তারা কিছু নিয়ম-নীতি লিপিবদ্ধ করে। সবাই এ নিয়ম-নীতি মেনে চলে। প্রয়োজনে তারা ও নিয়ম-নীতি পরিবর্তন করে। অপরদিকে রসুলপুর গ্রামের যুবকরা 'সেতু' নামে একটি সংস্থা গঠন করে। তারা সংগঠনটি পরিচালনার নিয়ম-নীতি মেনে চলে তবে তা কোথাও লিখিত আকারে নেই।

ক. ম্যাগনাকার্টা কী? ১
খ. "সংবিধান রাষ্ট্র পরিচালনার উৎকৃষ্ট দলিল"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে 'সেতু' নামক সংস্থার নিয়ম-নীতি কোন ধরনের সংবিধানকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সোনালী ও সেতু নামক সংস্থা দুটির সংবিধানের মধ্যে কোনটিকে তুমি উত্তম বলে মনে কর? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

৬. ছক-১
→ শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি
→ সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে নির্বাচিত
→ বয়স কমপক্ষে ৩৫ বছর

ছক-২
→ সংসদ নেতা
→ কার্যকাল ৫ বছর
→ তার সম্মতি ছাড়া কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হয় না।

ক. শাসন বিভাগ কাকে বলে? ১
খ. অভিশংসন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ছক-১ এ কাকে নির্দেশ করে? তার ক্ষমতা ও কাজ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ২নং ছকের বহুবিধ কাজের মাধ্যমেই সরকারের সফলতা বা বিফলতা নির্ভর করে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৭. মাহির স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাগরিক। উক্ত দেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। মাহির যে দেশে বাস করে সেই দেশে ছোটো বড়ো অনেকগুলো সংগঠন রয়েছে। 'ক' তার মধ্যে অন্যতম। সংগঠনটির অন্যতম কাজ হচ্ছে সৎ, যোগ্য ও দক্ষ প্রার্থী নির্বাচনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা। সংগঠনটি দেশের গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এর কর্মসূচি জনগণের স্বপ্ন পূরণে সহায়তা করে।

ক. নির্বাচন কী? ১
খ. "এক ব্যক্তি এক ভোট"– এ পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মাহিরের দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের উন্নয়নে 'ক' সংগঠনটির ভূমিকা আলোচনা কর। ৩
ঘ. উক্ত সংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচি জনগণের মনে আশার সঞ্চার করতে পারে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৮. নিচের ছকটি দেখো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

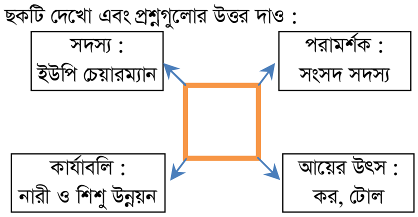

ক. একটি ইউনিয়নে কয়টি ওয়ার্ড থাকে? ১
খ. বর্তমানে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের সাথে কোন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উক্ত প্রশাসনটি হচ্ছে গ্রামীণ পর্যায়ের সর্বোচ্চ প্রশাসন"– তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

৯.

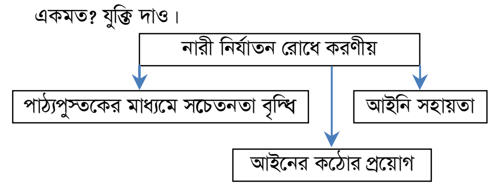

ক. VGF-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. জনসংখ্যা সমস্যা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি কীভাবে নারী নির্যাতন রোধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "আইনের কঠোর প্রয়োগ ও আইনি সহায়তা দিয়ে নারী নির্যাতন সম্পূর্ণ নির্মূল সম্ভব"– তোমার মতামত দাও। ৪

১০. বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আশরাফ নাতি আরিফ ও নাতনী আরিফাকে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনাচ্ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পূর্বের রাতের ঘটনা বলতে গিয়ে তাঁর চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে আসে। এতে আরিফ ও আরিফা বাকরুদ্ধ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর তিনি আরিফ ও আরিফাকে বললেন যে, আমরা যে ভাষায় মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলছি তারও একটি মর্মপীড়াদায়ক আন্দোলনের ইতিহাস রয়েছে। সেই আন্দোলনের সূত্র ধরেই আমরা আজ স্বাধীন জাতি।

ক. লাহোর প্রস্তাব কে উত্থাপন করেন? ১
খ. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব আশরাফ যে রাতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন সে রাতটির বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের শেষাংশে যে আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে তা বাঙালি জাতিয়তাবাদী চেতনাকে জাগ্রত করেছিল"– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১১.

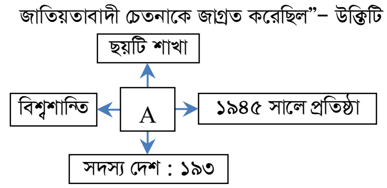

ক. বাংলাদেশ কখন কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভ করে? ১
খ. সার্কের গঠন বর্ণনা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থটির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উক্ত সংস্থার সাথে বাংলাদেশর সম্পর্কের গভীরতা মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	L	২	M	৩	N	৪	K	৫	N	৬	L	৭	K	৮	N	৯	M	১০	N	১১	M	১২	M	১৩	L	১৪	M	১৫	N
	১৬	M	১৭	L	১৮	N	১৯	M	২০	L	২১	K	২২	N	২৩	K	২৪	M	২৫	N	২৬	N	২৭	L	২৮	L	২৯	M	৩০	K

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ 'ক' ও 'খ' দেশ ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশে অবস্থিত। 'ক' রাষ্ট্র তার নিকটবর্তী দুর্বল 'গ' রাষ্ট্রকে আক্রমণ করে সহজেই রাষ্ট্রটি দখল করে নেয়। অন্যদিকে 'খ' রাষ্ট্রটি তার পার্শ্ববর্তী অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে আর্থিক সহায়তা দেয়। আর্থিক সহযোগিতা পেয়ে রাষ্ট্রগুলো একসাথে নিজেদের উন্নয়ন ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে।

ক. রাষ্ট্র কাকে বলে? ১

খ. পরিবারকে শাশ্বত বিদ্যালয় বলা হয় কেন? ২

গ. 'ক' রাষ্ট্র কর্তৃক 'গ' রাষ্ট্রকে দখল করার কৌশলটি রাষ্ট্র সৃষ্টির কোন মতবাদকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অন্যান্য দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য 'খ' রাষ্ট্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সংগঠিত সরকার, জনসমষ্টি এবং সার্বভৌম ক্ষমতা রয়েছে তাকে রাষ্ট্র বলে।

খ পরিবার তার সদস্যকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানা বিষয়ে শিক্ষা ও নির্দেশনা প্রদান করে বলে এটিকে শাশ্বত বিদ্যালয় বলা হয়।

আমাদের মধ্যে অনেকে বিদ্যালয়ে যাওয়ার পূর্বেই পরিবারের বর্ণমালার সাথে পরিচিত হই। তাছাড়া মা-বাবা, ভাই-বোন ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পারস্পরিক সহায়তায় সততা, শিষ্টাচার, উদারতা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলি শিক্ষালাভের প্রথম সুযোগ পরিবারেই সৃষ্টি হয়। এগুলো পরিবারের শিক্ষামূলক কাজ। আর পরিবারে শিশুর এসব প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় বলে পরিবারকে শাশ্বত বিদ্যালয় বা চিরন্তন বিদ্যালয় বলা হয়।

গ 'ক' রাষ্ট্র কর্তৃক 'গ' রাষ্ট্রকে দখল করার কৌশলটি রাষ্ট্র সৃষ্টির বল বা শক্তি প্রয়োগ মতবাদকে নির্দেশ করে।

বলপ্রয়োগ মতবাদের মূল বক্তব্য হলো বল বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে এবং শক্তির জোরে রাষ্ট্র টিকে আছে। এ মতবাদে বলা হয়েছে, সমাজের বলশালী ব্যক্তিরা যুদ্ধবিগ্রহ বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে দুর্বলের ওপর নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্র গঠন করে এবং শাসনকার্য পরিচালনা করে। আরও বলা হয়, সৃষ্টির শুরু থেকে আজ অবধি এভাবেই যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। ডেভিড হিউম ও জেলেনিক এ মতবাদে বিশ্বাসী। এ সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জেংকস বলেন, "ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখা যায়, আধুনিক সকল রাষ্টই সার্থক রণকৌশলের ফলশ্রুতি।"

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, 'ক' রাষ্ট্র তার পার্শ্ববর্তী দুর্বল রাষ্ট্র 'গ' কে আক্রমণ করে সহজেই দখল করে নেয়। তাই আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, 'ক' রাষ্ট্র কর্তৃক 'গ' রাষ্ট্রকে দখল করে নেওয়া রাষ্ট্র সৃষ্টির বল বা শক্তি প্রয়োগ মতবাদকে সমর্থন করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত অন্যান্য দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য 'খ' রাষ্ট্রের তথা দাতা রাষ্ট্রের বা শক্তিশালী রাষ্ট্রের ভূমিকা ব্যাপক।

বর্তমান বিশ্বে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ২০০ রাষ্ট্র রয়েছে। এসব রাষ্ট্রগুলো সর্বদা বিভিন্ন প্রতিকূলতা আর উন্নয়ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে এগিয়ে চলে। তাই একটি রাষ্ট্রকে টিকে থাকতে হলে তাকে অন্য রাষ্ট্রগুলোর সহযোগিতা নিতে হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র সঠিক ভূমিকা পালনে সমর্থ হয়। এক্ষেত্রে বিশ্বের ধনী রাষ্ট্রগুলো অগ্রণী ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকের 'খ' রাষ্ট্রটি তার পাশ্ববর্তী অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে আর্থিক সহায়তা দেয়। আর্থিক সহযোগিতা পেয়ে রাষ্ট্রগুলো একসাথে নিজেদের উন্নয়ন ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে। এরূপ বর্ণনায় প্রকাশিত অর্থনৈতিক সহযোগিতা যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তায় একান্ত আবশ্যক। এমন চিত্র পৃথিবীর সর্বত্র এখন লক্ষ্যণীয়। একটি অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল রাষ্ট্রগুলো অন্যান্য দেশের সহযোগিতা কামনা করে। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী দেশগুলো ঋণ অথবা আর্থিক সহযোগিতা দান করে। অনেক সময় শক্তিশালী ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলো মিলে কোনো সংগঠনও গড়ে তোলে নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নতির জন্য। এরূপ প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো সার্ক, আশিয়ান বা ইইউ এর মতো সংগঠনগুলো। এসব সংগঠনের পারস্পরিক সহযোগিতায় অপেক্ষাকৃত অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত হয়।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, 'খ' রাষ্ট্রের অর্থাৎ অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর সহযোগিতায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়। তাই আঞ্চলিক পারস্পারিক সহযোগিতা নিশ্চিত করে দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে উন্নত রাষ্ট্রগুলোর ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ০২ প্রদত্ত ছকের আলোকে নিজের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

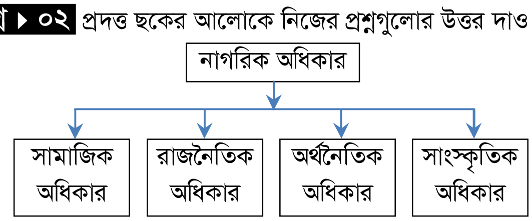

ক. তথ্য অধিকার আইন কী? ১

খ. "অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর পরিপূরক"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ছকটিতে নাগরিকের কোন ধরনের অধিকার প্রকাশ পেয়েছে? এটি নাগরিকের জন্য কতটুকু প্রয়োজনীয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ছকে উল্লিখিত বিষয়গুলো নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়– উক্তিটির সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে ২০০৯ সালে যে আইনটি প্রণয়ন করা হয় তাই তথ্য অধিকার আইন।

খ অধিকার ও কর্তব্য উভয়ের উৎপত্তি মানুষের সমাজবোধ থেকে। সমাজের বাইরে অধিকার ও কর্তব্যের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। অধিকারের সৃষ্টি হয় সামাজিক কল্যাণবোধের চেতনা থেকে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে কোনো (রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক) অধিকার ভোগ করতে গিয়ে তাকে যথাযথ কর্তব্য পালন করতে হয়। পক্ষান্তরে কর্তব্য পালন করতে গিয়ে অধিকার ফিরে আসে। সুতরাং বলা যায়, অধিকার ও কর্তব্য একে অপরের পরিপূরক।

গ ছকটিতে নাগরিকের আইনগত অধিকার প্রকাশ পেয়েছে।
যেসব অধিকার রাষ্ট্রের আইন কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত, সেইগুলোকে আইনগত অধিকার বলে। এই আইনগত অধিকারের বিভিন্ন ধরন লক্ষ করা যায়। যেমন সামাজিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার। এসব অধিকার রাষ্ট্রীয় সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত এবং এটি ভাঙ্গা হলে বিচার বিভাগ কর্তৃক তা আইনত দণ্ডনীয় বলে বিবেচিত হবে।
উদ্দীপকের ছকচিত্রে নাগরিক অধিকারের বিভিন্ন ধরন প্রকাশ পেয়েছে। সামাজিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার, সাংস্কৃতিক অধিকার প্রদর্শিত এসব নাগরিক অধিকারগুলো নাগরিকের আইনগত অধিকারকে নির্দেশ করে। এসব অধিকার একজন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে ভোগ করে যা রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা স্বীকৃত। জীবন রক্ষা, স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও মত প্রকাশ, শিক্ষা কিংবা ধর্মচর্চার অধিকার হলো সামাজিক অধিকার। আবার নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ, নির্বাচিত হওয়া বা রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ নেওয়া হলো রাজনৈতিক অধিকার। অন্যদিকে অর্থনৈতিক অধিকার হলো যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করা, ন্যায্য মুজুরী লাভের অধিকার, অবকাশ লাভের অধিকার ইত্যাদি। আর এরূপ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অধিকারগুলো হলো ব্যক্তির আইনগত অধিকার।

ঘ ছকে নির্দেশিত সব অধিকারের সমন্বয়ে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে– উক্তিটি যথার্থ।
ব্যক্তির সুষ্ঠু ব্যক্তিত্বের বিকাশে অধিকার ভোগ করা একান্ত প্রয়োজন। অধিকার ব্যতীত মানুষ তার ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করতে পারে না। রাষ্ট্রের নাগরিকের মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য অধিকার অপরিহার্য।
প্রদত্ত ছকে নাগরিকের কয়েকটি অধিকারের উল্লেখ রয়েছে। যেমন– সামাজিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার। ছকে নির্দেশিত এসব অধিকারের সমন্বয়ে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। সমাজে সুখে-শান্তিতে বসবাস করার জন্য আমরা সামাজিক অধিকার ভোগ করি। যেমন– জীবন রক্ষার, স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও মত প্রকাশের, পরিবার গঠনের, শিক্ষার, আইনের দৃষ্টিতে সমান সুযোগ লাভের, সম্পত্তি লাভ ও ধর্মচর্চার অধিকার ইত্যাদি। নির্বাচনে ভোটাধিকার, নির্বাচিত হওয়া এবং সব ধরনের অভাব-অভিযোগ আবেদনের মাধ্যমে প্রতিকার পাওয়াকে রাজনৈতিক অধিকার বলে।
অতএব এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ছকে নির্দেশিত সব অধিকারের সমন্বয়ে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে।

প্রশ্ন ▸ ০৩ জনাব ওসমান একজন বিত্তশালী কৃষক। তিনি কন্যা তামীমা এবং ছেলে জাহিদের জনক। তিনি জাহিদের পড়ার ব্যাপারে যতটা সচেতন তামীমার লেখাপড়ার ব্যাপারে ততটাই উদাসীন। তাই জাহিদকে ডাক্তার হওয়ার পরামর্শ দিলেও তামীমার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখালেন না। এতে তামীমা হতাশ হয়। জনাব ওসমান তামীমাকে সেলাইয়ের প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরামর্শ দেন।

ক. আন্তর্জাতিক আইন কী? ১
খ. "আইন স্বাধীনতাকে সম্প্রসারিত করে"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে তামীমা কোন সাম্য থেকে বঞ্চিত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব ওসমানের সিদ্ধান্তটি আমাদের সমাজ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কতটুকু যুক্তিযুক্ত? মূল্যায়ন কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক রক্ষার জন্য যে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয় তাই আন্তর্জাতিক আইন।

খ আইন স্বাধীনতার রক্ষক হিসেবে স্বাধীনতাকে সম্প্রসারিত করে।
আইন আছে বলেই স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়। সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারগুলো সংরক্ষণের ব্যাপারে শাসনতান্ত্রিক আইন রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে বলে সম্ভাব্য যে কোনো হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। ফলে সরকার বা অন্য কেউ নাগরিক স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তাছাড়া আইন আছে বলেই আমরা সকলে বাঁচার স্বাধীনতা ভোগ করছি। জন লক যথার্থই বলেছেন, "যেখানে আইন থাকে না সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না।" তাই বলা হয় আইন স্বাধীনতাকে সম্প্রসারিত করে।

গ উদ্দীপকের আলোকে তামীমা সামাজিক সাম্য থেকে বঞ্চিত।
জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, পেশা নির্বিশেষে সমাজের সকল সদস্যের সমানভাবে সামাজিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করাকে সামাজিক সাম্য বলে। এ ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণি যদি বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে তবে সাম্য প্রতিষ্ঠা হয়নি বলা হবে।
উদ্দীপকে দেখা যায় তামীমা জনাব ওসমান নামক একজন বিত্তশালী কৃষকের মেয়ে। তারা এক ভাই ও এক বোন। তামীমার বাবা তার ভাইয়ের পড়ালেখার ব্যাপারে যতটা সচেতন, তার ব্যাপারে ঠিক ততটাই উদাসীন। তার ভাইকে ডাক্তার হওয়ার ব্যাপারে তার বাবা পরামর্শ দিলেও তামীমার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখায় না। অর্থাৎ তামীমার ব্যাপারে তার বাবার উদাসীনতা দেখে আমি মনে করি পাঠ্যপুস্তক অনুযায়ী উদ্দীপকের সে সামাজিক সাম্য থেকে বঞ্চিত।

ঘ জনাব ওসমানের সিদ্ধান্তটি তথা ছেলেমেয়ের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করা আমাদের সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রে মোটেও যুক্তিযুক্ত নয় বলে আমি মনে করি।
আমাদের দেশের মোট জনশক্তির প্রায় অর্ধেক নারী। তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে পিছিয়ে আছে। এর প্রধান কারণ হলো তারা সামাজিক সাম্য থেকে বঞ্চিত। লেখাপড়ার ব্যাপারে ছেলে সন্তানেরা পরিবার থেকে যে পরিমাণ সহযোগিতা পায় মেয়েরা তা পায় না। ফলে তারা তাদের মেধা ও দক্ষতার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে না।
উদ্দীপকের জনাব ওসমান একজন বিত্তশালী কৃষক। তার দুই সন্তান। এক ছেলে এবং এক মেয়ে। তিনি তার ছেলেকে পড়ালেখা শিখিয়ে ডাক্তার বানাতে চাইলেও তিনি তার মেয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট উদাসীন। এক্ষেত্রে অসাম্য প্রতিফলিত হয়েছে। তার মতো অনেক অভিভাবক মেয়েদের লেখাপড়ার পেছনে ব্যয় করাকে অপচয় বলে মনে করেন। মেয়েদের প্রতি এ ধরনের বৈষম্যপূর্ণ আচরণ মোটেও কাম্য নয়। মেয়েরা ছেলেদের মতো সমান সুযোগ-সুবিধা পেলে নিজেদের দক্ষতার বিকাশ ঘটিয়ে পরিবার ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরও বেশি অবদান রাখতে পারবে। জনাব ওসমান তাদের মেয়ের শিক্ষার বিষয়ে যে সিদ্ধান্তটি নিয়েছেন তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। তামীমাও ভাই জাহিদের মতো উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেলে সমাজ, দেশ ও জাতির উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে। তাই তাকেও উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ প্রদান করতে হবে।
উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জনাব ওসমানের সিদ্ধান্তটি আমাদের সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রে পুরোপুরি যুক্তিহীন।

প্রশ্ন ▶ ০৪ 'ক' রাষ্ট্রের সরকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত নয়। সে রাষ্ট্রে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল বিদ্যমান এবং সরকার প্রধানের আদেশই আইন। অপরদিকে, 'খ' রাষ্ট্রের সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত এবং তার কাজের জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহি করে।

ক. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাকে বলে? ১

খ. গণতন্ত্র সফল করার উপায়গুলো ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'ক' রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "'খ' রাষ্ট্রে অধিক নাগরিক সুবিধা বিদ্যমান"– তুমি কি একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা সমাজের সকল সদস্য তথা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে, তাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে।

খ সর্বস্তরে গণতন্ত্রের সঠিক চর্চা নিশ্চিত করে গণতন্ত্রকে সফল করা যায়।

বর্তমান যুগে প্রচলিত শাসনব্যবস্থাগুলোর মধ্যে গণতন্ত্র সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও উৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা। কিন্তু, গণতন্ত্র চর্চা বা বাস্তবায়নের পথে অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে। তবে শিক্ষিত ও সচেতন জনগোষ্ঠী, অর্থনৈতিক সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা, দক্ষ প্রশাসন এবং উপযুক্ত নেতৃত্ব সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে গণতন্ত্রকে সফল করে তুলতে পারে। এছাড়াও পরমতসহিষ্ণুতা, আইনের শাসন, মুক্ত ও স্বাধীন প্রচারযন্ত্র, একাধিক রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক সহনশীলতা গণতন্ত্রকে সফল করার অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

গ উদ্দীপক অনুযায়ী 'ক' রাষ্ট্রে একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা বিদ্যমান।

একনায়কতন্ত্র এক ধরনের স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থা। এতে রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত না থেকে একজন স্বেচ্ছাচারী শাসক বা দল বা শ্রেণির হাতে ন্যস্ত থাকে। এতে নেতাই দলের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাকে বলা হয় একনায়ক বা ডিকটেটর। একনায়কতান্ত্রিক শাসককে সহায়তা করার জন্য মন্ত্রী বা উপদেষ্টা পরিষদ থাকে। কিন্তু তারা শাসকের আদেশ ও নির্দেশ মেনে চলে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, 'ক' রাষ্ট্রের সরকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত নয়। ঐ দেশে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকে এবং সরকার প্রধানের আদেশই আইন। অর্থাৎ দেশটি একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র। কেননা, সেখানে একনায়কের আদেশই আইন। এ ব্যবস্থায় শাসকের কারও কাছে জবাবদিহিতা থাকে না। এতে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকে। এই দলের নেতাই সরকারপ্রধান। তার ইচ্ছা অনুযায়ী দল পরিচালিত হয় এবং তার অন্ধ অনুসারীদের নিয়ে দল গঠিত হয়। এ সরকারব্যবস্থায় আইন ও বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। একনায়কের ইচ্ছা অনুযায়ী আইন প্রণয়ন ও বিচারকাজ সম্পন্ন করা হয়। 'এক জাতি, এক দেশ, এক নেতা' একনায়কতন্ত্রের আদর্শ। এতে মনে করা হয়, সবকিছু রাষ্ট্রের জন্য, এর বাইরে বা বিরুদ্ধে কিছু নয়।

ঘ উদ্দীপক অনুযায়ী আমি মনে করি 'খ' রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক সরকার বিদ্যমান এবং একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সর্বাধিক নাগরিক সুবিধা বিদ্যমান থাকে।

গণতন্ত্র বর্তমান যুগে প্রচলিত শাসনব্যবস্থাগুলোর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ও সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য শাসনব্যবস্থা। এটি এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে শাসনকার্যে জনগণের সকলে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সকলে মিলে সরকার গঠন করে। এটি জনগণের অংশগ্রহণে, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের কল্যাণার্থে পরিচালিত একটি শাসনব্যবস্থা।

উদ্দীপকের 'খ' রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিদ্যমান। কারণ উদ্দীপকে দেশটি সম্পর্কে বলা হয়েছে, দেশটির সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত এবং এই নির্বাচিত সরকার জনগণের কাছে তাদের কাজের জন্য জবাবদিহি করে। একারণে এরূপ রাষ্ট্র অধিক জনকল্যাণকর। এছাড়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের মতপ্রকাশ ও সরকারের সমালোচনা করার সুযোগ থাকে। এতে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় অর্থাৎ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তিত হয়। গণতন্ত্রে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে। সকলের স্বার্থরক্ষার সুযোগ থাকে এবং নাগরিকের অধিকার ও আইনের শাসনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এ শাসনব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাধীনতার বিকাশ ঘটে এবং নাগরিক অধিকার রক্ষিত হয়।

পরিশেষে আমি মনে করি, গণতন্ত্র যেহেতু জনগণের শাসন এবং শাসকগণ যেহেতু জনগণের নিকট জবাবদিহি করে তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে 'খ' রাষ্ট্রে অধিক নাগরিক সুবিধা বিদ্যমান– এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ০৫ আলীনগর গ্রামের কয়েকজন যুবক 'সোনালি' নামে একটি সংস্থা গঠন করে। সংস্থাটি পরিচালনার জন্য তারা কিছু নিয়ম-নীতি লিপিবদ্ধ করে। সবাই এ নিয়ম-নীতি মেনে চলে। প্রয়োজনে তারা ও নিয়ম-নীতি পরিবর্তন করে। অপরদিকে রসুলপুর গ্রামের যুবকরা 'সেতু' নামে একটি সংস্থা গঠন করে। তারা সংগঠনটি পরিচালনার নিয়ম-নীতি মেনে চলে তবে তা কোথাও লিখিত আকারে নেই।

ক. ম্যাগনাকার্টা কী? ১

খ. "সংবিধান রাষ্ট্র পরিচালনার উৎকৃষ্ট দলিল"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে 'সেতু' নামক সংস্থার নিয়ম-নীতি কোন ধরনের সংবিধানকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সোনালী ও সেতু নামক সংস্থা দুটির সংবিধানের মধ্যে কোনটিকে তুমি উত্তম বলে মনে কর? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক ম্যাগনাকার্ট হলো ১২১৫ সালে ইংল্যান্ডের রাজা জন কর্তৃক দানকৃত একটি অধিকার সনদ।

খ সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক দলিল।

যেসব নিয়মের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাকে সংবিধান বলে। সরকার কীভাবে নির্বাচিত হবে, আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ কীভাবে গঠিত হবে, এদের ক্ষমতা কী হবে, জনগণ ও সরকারের সম্পর্ক কেমন হবে– এসব বিষয় সংবিধানে উল্লেখ থাকে। এসব বিষয়ে সংবিধানের পরিপন্থী কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। তাই সংবিধানকে রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি বলা হয়। সুতরাং বলা যায়, "সংবিধান রাষ্ট্র পরিচালনার উৎকৃষ্ট শক্তি।"

গ উদ্দীপকে 'সেতু' নামক সংস্থার নিয়মনীতি অলিখিত সংবিধানকে নির্দেশ করে।

লেখার ভিত্তিতে সংবিধান দুই ধরনের হতে পারে যথা– লিখিত সংবিধান ও অলিখিত সংবিধান। অলিখিত সংবিধানের অধিকাংশ নিয়ম কোনো দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে না। এ ধরনের সংবিধান প্রথা ও রীতিনীতিভিত্তিক। চিরাচরিত নিয়ম ও আচার-অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে এ ধরনের সংবিধান গড়ে ওঠে। অলিখিত সংবিধান সমাজের প্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে সহজে পরিবর্তন করা যায়। তাই জরুরি প্রয়োজন মেটাতে অলিখিত সংবিধান অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এ সংবিধানে সাধারণত কোনো সমস্যার সমাধান প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে করা হয়। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী অলিখিত সংবিধান পরিবর্তন হতে পারে বিধায় বিপ্লবের সম্ভাবনা কম থাকে। তবে অলিখিত সংবিধানের অধিক পরিবর্তনশীলতা আবার অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।

উদ্দীপকে লক্ষ করলে দেখা যায়, সেতু নামক সামাজিক সংগঠনটি সামাজিক চিরাচরিত নিয়মকানুন অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং নিয়মগুলো কোথাও লিপিবদ্ধ নেই। অলিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, 'সেতু' নামক সংগঠনটি পরিচালনার নিয়মাবলি অলিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে 'সেতু' সংস্থাটি অলিখিত সংবিধানের মাধ্যমে এবং 'সোনালি' সংস্থাটি লিখিত সংবিধানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। আমি 'সোনালী' সংস্থাটি পরিচালনার নিয়মাবলি অর্থাৎ লিখিত সংবিধানকে উত্তম বলে মনে করি।

রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল হলো সংবিধান। এই সংবিধানের দুটি ধরন হলো লিখিত ও অলিখিত সংবিধান। যে সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে তাকেই লিখিত সংবিধান বলা হয়। আর লিখিত সংবিধানকে উত্তম সংবিধান বলার কারণ হলো এটি সুস্পষ্ট এবং জনকল্যাণকামী হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত 'খ' 'সোনালী' সংস্থার সংবিধানকে তথা লিখিত সংবিধানকে উত্তম মনে করার অনেক কারণ রয়েছে। অলিখিত সংবিধানের অধিকাংশ নিয়ম কোনো দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে না। এ ধরনের সংবিধান প্রথা ও রীতিনীতিভিত্তিক, চিরাচরিত নিয়ম ও আচার অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। এ ধরনের সংবিধানে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ রয়েছে। পক্ষান্তরে, লিখিত সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে। ফলে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ থাকে না। লিখিত সংবিধান সুস্পষ্ট। এ সংবিধানের অধিকাংশ ধারা লিখিত থাকে বলে এটি জনগণের নিকট সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হয়। লিখিত সংবিধান স্থিতিশীল বিধায় শাসক তার ইচ্ছামতো এটি পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে না। তাই যেকোনো পরিস্থিতিতে লিখিত সংবিধান স্থিতিশীল থাকে এবং শাসক ও জনগণ এটি মেনে চলতে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে, অলিখিত সংবিধান অস্থিতিশীল। লিখিত সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকারগুলো লিপিবদ্ধ থাকে। ফলে কেউ কারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে সাহস পায় না। পক্ষান্তরে, অলিখিত সংবিধানে এটি অনুপস্থিত। লিখিত সংবিধানে শাসকের ক্ষমতা কী হবে, জনগণ কী কী অধিকার ভোগ করবে তার উল্লেখ থাকে। এর ফলে শাসক ও জনগণ নিজেদের ক্ষমতা ও অধিকার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে। কিন্তু, অলিখিত সংবিধানে এটি অস্পষ্ট।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, 'সোনালি' সংস্থাটির পরিচালনার নিয়মাবলিই অর্থাৎ লিখিত সংবিধানই উত্তম।

প্রশ্ন ▸ ০৬

ছক-১
- → শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি
- → সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে নির্বাচিত
- → বয়স কমপক্ষে ৩৫ বছর

ছক-২
- → সংসদ নেতা
- → কার্যকাল ৫ বছর
- → তার সম্মতি ছাড়া কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হয় না।

ক. শাসন বিভাগ কাকে বলে? ১
খ. অভিশংসন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ছক-১ এ কাকে নির্দেশ করে? তার ক্ষমতা ও কাজ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ২নং ছকের বহুবিধ কাজের মাধ্যমেই সরকারের সফলতা বা বিফলতা নির্ভর করে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের যে বিভাগ রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ নিয়ে গঠিত তাকে শাসন বিভাগ বলে।

খ অভিশংসন হলো গুরুতর অপরাধে জাতীয় সংসদ কর্তৃক রাষ্ট্রপতির অপসারণ পদ্ধতি।

বাংলাদেশের শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হলেন রাষ্ট্রপতি। দায়িত্ব পালনকালে তার বিরুদ্ধে আদালতে কোনো অভিযোগ আনা যায় না। তবে সংবিধান লঙ্ঘন বা গুরুতর কোনো অভিযোগে জাতীয় সংসদ অভিশংসনের মাধ্যমে তাকে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই অপসারণ করতে পারে।

গ ছক-১ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশ করে। তিনি রাষ্ট্রের জন্য অনেক কাজ করে থাকেন।

রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান। সরকারের সকল শাসনসংক্রান্ত কাজ তার নামে পরিচালিত হয়। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন। অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী, রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা যেমন– মহাহিসাবরক্ষক, রাষ্ট্রদূত, তিন বাহিনীর প্রধানদের নিয়োগ করেন।

উদ্দীপকের ছক-১ এর তথ্যগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তিনি শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি, সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত এবং তার বয়স কমপক্ষে ৩৫ বছর হতে হয়। এসব তথ্যগুলো বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশ করে। তিনি প্রজাতন্ত্রের জন্য নানাবিধ কাজ করে থাকেন। সংসদ কর্তৃক গৃহীত কোনো বিলে তিনি সম্মতি দান করলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া কোনো অর্থবিল সংসদে উপস্থাপন করা যায় না। তিনি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, আপিল ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ করেন। তিনি জাতীয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। বরেণ্য ব্যক্তিদের খেতাব, পদক প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী ও বিচারপতিদের শপথ বাক্য পাঠ করান তিনি। এভাবে রাষ্ট্রপতি নানাবিধ কাজ সম্পাদন করে থাকেন।

ঘ ২নং ছকে প্রধানমন্ত্রীকে নির্দেশ করা হয়েছে। তাঁর বহুবিধের কাজের মাধ্যমেই সরকারের সফলতা বা বিফলতা নির্ভর করে। মন্তব্যটি যথার্থ।

স্তম্ভ মানে হলো যেটার উপর ভর করে কোনোকিছু স্থায়ী রূপ লাভ করে। আবার তার পতন ঘটলে সবকিছুই ধ্বংস হয় বা পতন ঘটে। সংসদীয় সরকারে প্রধানমন্ত্রী এরূপ স্তম্ভস্বরূপ। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। তিনিই প্রকৃত শাসক ও নীতিনির্ধারক। তার থাকা না থাকার উপর পুরো মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব নির্ভর করে বিধায় তাকে সরকারের স্তম্ভ বা মধ্যমণি বলা হয়।

উদ্দীপকের ছক-২ একজন ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, যিনি সংসদ নেতা এবং তাঁর কার্যকাল পাঁচ বছর। তাঁর সম্মতি ছাড়া কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে না। এরূপ তথ্যগুলো আমাদের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার প্রধানমন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এ ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর উপর সরকারের সফলতা বিফলতা নির্ভর করে। কেননা, প্রধানমন্ত্রী একই সাথে সংসদের নেতা, মন্ত্রিসভার নেতা এবং সরকারপ্রধান। তাকে কেন্দ্র করে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত ও এর কাজ

পরিচালিত হয় বিধায় তাকে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি বলা হয়। তিনি মন্ত্রিসভার সদস্যসংখ্যা নির্ধারণ করেন ও মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী মন্ত্রিরা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। তিনি পদত্যাগ করলে সকল মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করেই রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় বিধায় প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি বলা হয়।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যায়, প্রধানমন্ত্রী হলো সরকার ব্যবস্থার মূল স্তম্ভ। তার উপরই সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। তার নির্দেশনা মতো যেহেতু পুরো মন্ত্রীসভা পরিচালিত হয় বিধায় তার ভূমিকার উপর সরকারের সফলতা নির্ভর করে। সুতরাং বলা যায়, প্রধানমন্ত্রীর উপর সরকারের সফলতা বা বিফলতা নির্ভর করে– মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ০৭ মাহির স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাগরিক। উক্ত দেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। মাহির যে দেশে বাস করে সেই দেশে ছোটো বড়ো অনেকগুলো সংগঠন রয়েছে। 'ক' তার মধ্যে অন্যতম। সংগঠনটির অন্যতম কাজ হচ্ছে সৎ, যোগ্য ও দক্ষ প্রার্থী নির্বাচনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা। সংগঠনটি দেশের গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এর কর্মসূচি জনগণের স্বপ্ন পূরণে সহায়তা করে।

ক. নির্বাচন কী? ১
খ. "এক ব্যক্তি এক ভোট"– এ পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মাহিরের দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের উন্নয়নে 'ক' সংগঠনটির ভূমিকা আলোচনা কর। ৩
ঘ. উক্ত সংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচি জনগণের মনে আশার সঞ্চার করতে পারে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্থানীয় পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ভোটাধিকার প্রাপ্ত সকল নাগরিক ভোট দিয়ে প্রতিনিধি বাছাই করে। প্রতিনিধি বাছাইয়ের এই প্রক্রিয়াই হলো নির্বাচন।

খ নির্বাচন পদ্ধতির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হচ্ছে– 'এক ব্যক্তি, এক ভোট' পদ্ধতি।

'এক ব্যক্তি, এক ভোট' বর্তমানে সর্বত্র গৃহীত নীতি। এ পদ্ধতিতে একটি আসনের জন্য যেকোনো সংখ্যক প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। একজন ভোটার কেবল তার পছন্দের প্রার্থীকে একটি ভোট দিবেন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে, যিনি বেশি ভোট পাবেন তিনি নির্বাচিত হবেন। অর্থাৎ 'এক ব্যক্তি, এক ভোট' বলতে একজন ব্যক্তির একটিমাত্র ভোটপ্রদানকেই বোঝায়।

গ মাহিরের দেশের 'ক' সংগঠনটি রাজনৈতিক দলকে নির্দেশ করে। সংসদীয় গণতন্ত্রের উন্নয়নে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অপরিসীম।

আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা মূলত রাজনৈতিক দলেরই শাসন। রাজনৈতিক দল ছাড়া গণতান্ত্রিক সরকার গঠন সম্ভব নয়। রাজনৈতিক দল নেতৃত্ব তৈরিতে গঠনমূলক ভূমিকা রাখে। রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব যেমন জাতীয় পর্যায়ে থাকে তেমনি স্থানীয় পর্যায়েও থাকে। আজকে যারা স্থানীয় পর্যায়ের নেতা আগামীতে তারা জাতীয় পর্যায়ের নেতা হওয়ার সম্ভবনা রাখে।

উদ্দীপকের মাহিরের দেশের 'ক' সংগঠনটি হলো রাজনৈতিক দল। কারণ 'ক' সংগঠনটি সৎ, দক্ষ ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে। আর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করা রাজনৈতিক দলের অন্যতম কাজ। রাজনৈতিক দল তার আদর্শ এবং কর্মসূচির ভিত্তিতে বিভিন্ন সভা, মিছিল ও গণযোগাযোগের মাধ্যমে জনমত গঠন করে থাকে। জনগণকে তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতন করা, দলীয় কর্মসূচি ব্যাখ্যা করা, দলের কাজের সমালোচনা করা প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের অন্যতম কাজ। জনগণ বিভিন্ন দলের মতামত, আলোচনা-সমালোচনা ইত্যাদি থেকে রাষ্ট্র পরিচালনার অনেক বিষয় জানতে পারে এবং দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আইনসভায় বিরোধী দল হিসেবে ভূমিকা পালন করে। গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে সরকারের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া বিরোধী দলের প্রধান কাজ। এছাড়াও রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় গিয়ে তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সামাজিক ঐক্যকে দৃঢ়তা দান করে। এভাবেই মাহিরের দেশে 'ক' তথা রাজনৈতিক দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ঘ উক্ত সংগঠন তথা রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন কর্মসূচি জনগণের মধ্যে আশার সঞ্চার করতে পারে।– মন্তব্যটি যথার্থ।

নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা লাভের ইচ্ছা রাজনৈতিক দলের অন্যতম উদ্দেশ্য। বিপ্লব, হটকারিতা বা রক্তপাত নয় বরং জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের চেষ্টা করে যা জনগণের মনে আশার সঞ্চার করে। রাজনৈতিক দল নির্বাচনের সময়ে ইশতেহার ঘোষণা করে সেখানে দলটির আদর্শ ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি দেওয়া থাকে।

উদ্দীপকের 'ক' সংগঠনটির মতো প্রতিটি রাজনৈতিক দল যখন নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতা লাভ করার পর কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করে তখন জনগণের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়। এছাড়াও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারকে সহায়তা করা, চোরাচালানি রোধে রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধতা জনগণকে আশান্বিত করে তোলে। সংকটময় মুহূর্তে সকল দল একজোট হয়ে সংকট মোকাবিলায় কাজ করে যা জনগণের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। খাদ্যে ভেজালবিরোধী আন্দোলনে সকল দলের সম্মিলিত কর্মসূচি গ্রহণ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিরসনে সচেতনতা সৃষ্টি, সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করা এবং উন্নয়নমূলক কাজে সরকারকে সহযোগিতা করার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক দল জনগণের আস্থা অর্জন করে। এছাড়াও যানজট নিরসন ও রাস্তাঘাট সংস্কারে সরকারকে বাধ্য করে থাকে রাজনৈতিক দলসমূহ।

সর্বোপরি বলা যায়, সমাজে বসবাসরত বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণির মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণ করে সবার উন্নয়ন উপযোগী কর্মসূচি প্রণয়ন ও জনগণকে সাথে নিয়ে তা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের আস্থা ও ভালাবোসা অর্জন করে এবং জনগণের মধ্যে উন্নততর সমাজ ও রাষ্ট্র পাওয়ার আশা জাগায়। এভাবেই রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিসমূহ জনগণের মনে আশার সঞ্চার করে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ০৮ নিচের ছকটি দেখো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

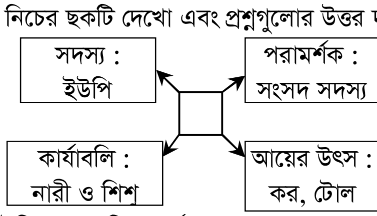

ক. একটি ইউনিয়নে কয়টি ওয়ার্ড থাকে? ১
খ. বর্তমানে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের সাথে কোন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উক্ত প্রশাসনটি হচ্ছে গ্রামীণ পর্যায়ের সর্বোচ্চ প্রশাসন"– তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি ইউনিয়নে ৯টি ওয়ার্ড থাকে।

খ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবে নারীর মর্যাদা ও অধিকার স্বীকৃত হওয়ায় নারীর ক্ষমতায়ন বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীরা আজ আরও সক্ষম এবং স্বনির্ভর। তারা এখন বিভিন্ন পেশায় নিজেদের দক্ষতা প্রদর্শন করছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। আইনি সংস্কার এবং নীতিমালা পরিবর্তনের ফলে নারীদের অধিকার এবং সুরক্ষা বেড়েছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশ তাদের জন্য তথ্য প্রাপ্তি এবং যোগাযোগের নতুন পথ খুলে দিয়েছে। নারী উদ্যোক্তাদের সাফল্য অন্যান্য নারীদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে। সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে নারীদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি তাদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থান উন্নত করেছে। মিডিয়া এবং সামাজিক মাধ্যমে নারীদের সাফল্যের গল্প প্রচার করে সমাজে নারীর ভূমিকা এবং অবদানের প্রতি সচেতনতা বাড়িয়েছে। নারী নেতৃত্বের বৃদ্ধি রাজনৈতিক এবং ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে নারীর প্রভাব বাড়িয়েছে। এই সমস্ত কারণ মিলে নারীর ক্ষমতায়নের পথে অগ্রগতি ঘটিয়েছে।

গ উদ্দীপকের সাথে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা উপজেলা পরিষদের সাদৃশ্য রয়েছে।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট হলো উপজেলা পরিষদ। আমাদের দেশের গ্রামীণ পর্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক স্তর এটি। একজন চেয়ারম্যান, দুজন ভাইস চেয়ারম্যান (এদের মধ্যে একজন হবেন মহিলা) এবং উপজেলার আওতাধীন ইউনিয়ন পরিষদসমূহের চেয়ারম্যানবৃন্দ, পৌরসভার (যদি থাকে) মেয়র এবং তিনজন মহিলা সদস্যের সমন্বয়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত হয়। ২০০৯ সালের উপজেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী সংসদ সদস্যদেরকে পরিষদের পরামর্শকের ভূমিকা প্রদান করা হয়েছে। চেয়ারম্যান উপজেলার ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও পৌরসভার (যদি থাকে) মেয়রবৃন্দ পদাধিকারবলে এর সদস্য হবেন।

উদ্দীপকের ছক চিত্রের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে। ইউপি চেয়ারম্যান এর সদস্য, সংসদ সদস্য এর পরামর্শক, নারী ও শিশু উন্নয়নে কাজ করে এবং এর আয়ের উৎস হলো কর ও টোল। এরূপ বর্ণনায় স্পষ্টভাবে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তর উপজেলা পরিষদের চিত্র প্রকাশ পায়। কেননা উপজেলার আওতাভুক্ত সকল ইউনিয়ন ও পৌরসভার চেয়ারম্যান পদাধিকারবলে উপজেলা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। আর সংসদ সদস্য পরিষদের পরামর্শকের ভূমিকা পালন করেন।

ঘ উক্ত প্রশাসনটি তথা উপজেলা প্রশাসন গ্রামীণ পর্যায়ের সর্বোচ্চ প্রশাসন। এর সাথে আমি একমত।

বাংলাদেশের স্তরভিত্তিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো উপজেলা প্রশাসন যেটি বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায়ের প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদন করে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং এলাকার উন্নয়নে উপজেলা প্রশাসন অনন্য ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোতে উপজেলা প্রশাসন একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ স্তর হিসেবে কাজ করে। এটি জেলা প্রশাসনের অধীনে অবস্থিত এবং গ্রামীণ পর্যায়ের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে পরিচিত। উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে সরকারি সেবা, উন্নয়ন প্রকল্প, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, এবং জনগণের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের কাজ সম্পাদন করা হয়। এই প্রশাসনিক স্তরটি জনগণের কাছে সরকারের উপস্থিতির সরাসরি প্রতিনিধিত্ব করে। উপজেলা প্রশাসনের প্রধান হলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (UNO), যিনি সরকারের নানান দপ্তরের কাজের সমন্বয় করেন এবং উপজেলার সার্বিক উন্নয়নের জন্য দায়িত্বশীল। তিনি সরকারের নীতি ও প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা পর্যায়ের প্রধান কর্মকর্তা। উপজেলা পরিষদ স্থানীয় উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন করে এবং সেই অনুযায়ী কাজ সম্পাদন করে।

গ্রামীণ পর্যায়ের অন্যান্য প্রশাসনিক ইউনিট হলো ইউনিয়ন পরিষদ এবং গ্রাম পরিষদ। এই দুই স্তরের প্রশাসনিক ইউনিটগুলো উপজেলা প্রশাসনের সাথে মিলে গ্রামীণ পর্যায়ের উন্নয়ন ও সেবা প্রদানের কাজ করে।

উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে সরকারি সেবা ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলো গ্রামীণ জনগণের কাছে পৌঁছানো হয়। এই প্রশাসনিক স্তরটি জনগণের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রাখে এবং তাদের প্রয়োজন ও অভিযোগগুলো শুনে তার সমাধানের চেষ্টা করে। এছাড়াও, উপজেলা প্রশাসন জনগণের সাথে সরকারের নীতি ও প্রকল্পগুলোর বিষয়ে সংলাপ স্থাপন করে এবং তাদের মতামত ও পরামর্শগুলো সরকারের কাছে পৌঁছে দেয়।

সব মিলিয়ে, উপজেলা প্রশাসন বাংলাদেশের গ্রামীণ পর্যায়ের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে কাজ করে এবং এর ভূমিকা অগ্রগণ্য।

প্রশ্ন ▶ ০৯

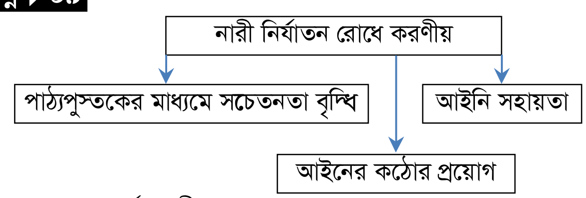

ক. VGF-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. জনসংখ্যা সমস্যা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি কীভাবে নারী নির্যাতন রোধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "আইনের কঠোর প্রয়োগ ও আইনি সহায়তা দিয়ে নারী নির্যাতন সম্পূর্ণ নির্মূল সম্ভব"– তোমার মতামত দাও। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক VGF এর পূর্ণরূপ হলো Vulnerable Group Feeding.

খ জনসংখ্যা সমস্যা বাংলাদেশের নাগরিক জীবনের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা।

জনসংখ্যা সমস্যা বলতে অধিক জনসংখ্যার প্রভাবে সৃষ্ট সমস্যাকে নির্দেশ করে। দেশের সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি হলে তা সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়। অধিক জনসংখ্যার কারণে খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বিনোদন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানা সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে।

গ নারী নির্যাতন বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা। এটি রোধে পাঠ্যপুস্তকের ভূমিকা অপরিসীম।

পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার একটি মৌলিক উপাদান যা ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান অর্জন এবং মূলবোধ গঠনে সাহায্য করে। নারী নির্যাতন একটি গুরুত্বপূর্ণ

সামাজিক সমস্যা যা বিশ্বব্যাপী নারীদের জীবনে প্রভাব ফেলে। পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে এই সমস্যার প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নির্যাতন রোধে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে উৎসাহিত করা সম্ভব। এজন্য যেসব পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে তা হলো –

১. পাঠ্যপুস্তকে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই করা ব্যক্তিদের গল্প এবং উদাহরণ অন্তর্ভুক্ত করা। এতে ছাত্রছাত্রীরা নারী নির্যাতনের প্রভাব এবং তা রোধে সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে শিখতে পারে।
২. ক্লাসরুমে নারী নির্যাতন সম্পর্কিত আলোচনা এবং সংলাপের জন্য পাঠ্যপুস্তকে অধ্যায় বা অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা। এটি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সমস্যাটির প্রতি গভীর বোঝাপড়া এবং সমাধানের উপায় সম্পর্কে চিন্তা করার উৎসাহ দেয়।
৩. নারী নির্যাতন সম্পর্কিত আইন বিধান এবং অধিকার সম্পর্কে তথ্য পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা। এতে ছাত্রছাত্রীরা আইনের প্রতি সম্মান এবং নারীর অধিকার রক্ষার গুরুত্ব বুঝতে পারে।
৪. স্কুলের পাঠ্যক্রমে সামাজিক প্রকল্প এবং কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা যা ছাত্রছাত্রীদের নারী নির্যাতন রোধে সক্রিয় ভূমিকা নিতে উৎসাহিত করে।
৫. পাঠ্যপুস্তকে সমতা এবং সম্মানের মূল্যবোধ শিক্ষা দেয় যা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে লিঙ্গ সমতা এবং নারীর প্রতি সম্মানের ভাবনা গড়ে তোলে।

এই উপায়গুলো পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নারী নির্যাতন রোধে সচেতনতা এবং সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে উৎসাহিত করা সম্ভব। এটি তাদের মধ্যে সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ এবং নারীর প্রতি সম্মানের ভাবনা গড়ে তুলবে যা ভবিষ্যতে একটি সমতামূলক সমাজ গঠনে অবদান রাখবে।

ঘ আইনের কঠোর প্রয়োগ ও আইনি সহায়তা দিয়ে নারী নির্যাতন সাময়িক প্রতিরোধ করা সম্ভব হলেও সম্পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব নয়।

আইনের কঠোর প্রয়োগ ও আইনি সহায়তা নারী নির্যাতন রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও এদের সাথে সাথে যদি নারী শিক্ষার প্রসার না হয়, নারীরা অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীল না হয় এবং সর্বোপরি নারীর ক্ষমতায়ন না হয় তাহলে নারী নির্যাতন সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে আইনের কঠোর প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন না হলে অপরাধীরা শাস্তি পায় না।

নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠিত হলে অপরাধীরা শাস্তি পাবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় নারীরা আদালতে সঠিক বিচার পায় না। বিশেষ করে দরিদ্র নারীরা অর্থের অভাবে আদালতে গিয়ে আইনি সহায়তা গ্রহণ করতে পারে না। এক্ষেত্রে নারীদের অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীল হতে হবে যাতে করে তারা অর্থের অভাবে আইনি সহায়তা থেকে বঞ্চিত না হয়। পাশাপাশি ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করে নারী নির্যাতন নির্মূল করা যাবে। কারণ এদেশের ৯০ ভাগ লোক ইসলামের অনুসারী। এদের মধ্যে নারীর ব্যাপারে ইসলামের নীতিমালা প্রতিপালনের সক্রিয় অনুভূতি ও চেতনা তৈরি করতে পারলে নারী নির্যাতন বহুলাংশেই নির্মূল করা সম্ভব হবে। নারী নির্যাতন রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, পুরুষ শাসিত সমাজব্যবস্থায় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং যৌতুক নির্ভর সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

সুতরাং, বলা যায় শুধু আইনের কঠোর প্রয়োগ ও আইনি সহায়তা দিয়ে নারী নির্যাতন সম্পূর্ণ নির্মূল সম্ভব নয় এর পাশাপাশি উপরিউক্ত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক।

প্রশ্ন ▸ ১০ বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আশরাফ নাতি আরিফ ও নাতনী আরিফাকে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনাচ্ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পূর্বের রাতের ঘটনা বলতে গিয়ে তাঁর চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে আসে। এতে আরিফ ও আরিফা বাকরুদ্ধ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর তিনি আরিফ ও আরিফাকে বললেন যে, আমরা যে ভাষায় মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলছি তারও একটি মর্মপীড়াদায়ক আন্দোলনের ইতিহাস রয়েছে। সেই আন্দোলনের সূত্র ধরেই আমরা আজ স্বাধীন জাতি।

ক. লাহোর প্রস্তাব কে উত্থাপন করেন? ১
খ. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব আশরাফ যে রাতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন সে রাতটির বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের শেষাংশে যে আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে তা বাঙালি জাতিয়তাবাদী চেতনাকে জাগ্রত করেছিল"– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন শেরে বাংলা একে ফজলুল হক।

খ ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার জন্য বাংলার দামাল ছেলেদের আত্মত্যাগের যথাযোগ্য সম্মাননা ও স্বীকৃতি হলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার দাবিতে যে রক্ত ঝরেছিল বাংলার মাটিতে তা ইতিহাসে বিরল। আর ভাষার দাবিতে এ মহৎ আত্মত্যাগ বিশ্বব্যাপী এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠায় বাংলা ছাপিয়ে বিশ্বের সব মানুষের মাতৃভাষার সম্মানে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

গ জনাব আশরাফ যে রাতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন সে রাতটি হলো ২৫ মার্চের কালরাত্রি।

পাকিস্তানি সেনারা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যে গণহত্যা চালিয়েছিল তার নাম দিয়েছিল অপারেশন সার্চলাইট। পাকিস্তানি সৈন্যরা ২৫ মার্চ রাত ১১.৩০ মিনিটে ঢাকা সেনানিবাস থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। নির্বিচারে হত্যা করে এদেশের নিরস্ত্র সাধারণ মানুষদের।

উদ্দীপকে জনাব আশরাফ তার নাতি-নাতনীকে মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব রাতের ঘটনা তথা ২৫ মার্চের গণহত্যার কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন। সেই রাতের গণহত্যার প্রথম শিকার হয় ঢাকার ফার্মগেইট এলাকায় রাস্তায় মিছিলরত মুক্তিকামী বাঙালিরা। একই সাথে আক্রমণ চালানো হয় পিলখানা ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনে। বাঙালি সৈন্যরা পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিহত করার চেষ্টা করে। কিন্তু মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যদের পরিকল্পিত আক্রমণ ঠেকানোর মতো অস্ত্র কিংবা প্রস্তুতি ছিল না বাঙালিদের। ফলে পাকিস্তানি সেনারা রাতে তাদের অনেককেই নির্মমভাবে হত্যা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে আক্রমণ পরিচালিত হয় গভীর রাতে। এ গণহত্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ জন শিক্ষকসহ ৩০০ জন কর্মচারী নিহত হন। শুধু ২৫ মার্চ রাতেই ঢাকায় ৭ থেকে ৮ হাজার লোক নিহত হয়। ঢাকার বাইরে সারা দেশে সেনাবাহিনী ইপিআর ঘাঁটিতে আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তানি সেনারা বেশকিছু বাঙালি সেনাকে হত্যা করে। এভাবেই আক্রমণের শুরুতেই পাকিস্তানি বাহিনী পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের পুলিশ ও ইপিআর ঘাঁটিগুলোর ওপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এসব এলাকায় বহু নিরীহ লোক নিহত হয়।

ঘ উদ্দীপকের শেষাংশে ভাষা আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে, যা বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে জাগ্রত করেছিল।

ভাষা আন্দোলন বাঙালি জনগণের মধ্যে ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটায় এবং বাঙালি নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। এ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙালিরা সর্বপ্রথম নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা, স্বতন্ত্র অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। ভাষা আন্দোলন পাকিস্তানি শাসকদের ক্ষমতার ভিতে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দেয় এবং তারা বাঙালিদের সমীহ করতে শেখে।

উদ্দীপকের জনাব আশরাফ বলেন, আমরা যে ভাষায় মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলছি তারও একটি মর্মপীড়াদায়ক আন্দোলনের ইতিহাস রয়েছে। সেই আন্দোলনের সূত্র ধরেই আমরা আজ স্বাধীন জাতি। অর্থাৎ এখানে তিনি ভাষা আন্দোলনকে তুলে ধরেছেন। কেননা ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙালি ঐক্যবন্ধ হয় এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শেখে। বাঙালির এ ঐক্যবন্ধ আন্দোলনই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দান করে। এ আন্দোলনেই তাদের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ ঘটে, সচেতনতা সৃষ্টি হয় এবং বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিতে নতুন প্রাণাবেগ তৈরি হয়। এর মাধ্যমেই বাঙালি জাতি স্বকীয়তা বজায় রাখা এবং নিজের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। এর অনুপ্রেরণার ভিত্তিতে পরবর্তীতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বে ৬ দফা কর্মসূচির জনপ্রিয়তা বাঙালি জাতীয়তাবাদকে আরও সুসংগঠিত করে তোলে। শুরু হয় ১৯৬৮-৬৯ এর গণআন্দোলন। ভাষা আন্দোলনের চেতনা থেকে সৃষ্ট বাঙালি জাতীয়তাবাদের চরম সাফল্যজনক বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে, অসহযোগ আন্দোলন ও সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে।

সুতরাং ভাষা আন্দোলনের চেতনা থেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে এবং জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকেই উদ্ভব হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের।

প্রশ্ন ▸ ১১

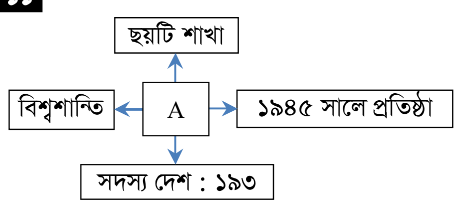

ক. বাংলাদেশ কখন কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভ করে? ১
খ. সার্কের গঠন বর্ণনা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থটির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উক্ত সংস্থার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের গভীরতা মূল্যায়ন কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভ করে।

খ ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সার্কের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে সার্কের সদস্যরাষ্ট্রের সংখ্যা ৮টি। রাষ্ট্রগুলো হলো− বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ভুটান, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান।

সার্কের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে পাঁচটি স্তর রয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে সার্কের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পাদন করা হয়ে থাকে। সার্ক সচিবালয় নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে অবস্থিত। এর প্রধানকে বলা হয় সেক্রেটারি জেনারেল।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থাটি হলো জাতিসংঘ। এটি প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

জাতিসংঘ একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যেটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার প্রেক্ষিতে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। বিশ্বের প্রতিটি স্বাধীন দেশ জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র। এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা হলো ১৯৩। জাতিসংঘ ছয়টি শাখার মাধ্যমে এর কার্যাবলি সুসম্পন্ন করে থাকে।

উদ্দীপকের ছকচিত্রের তথ্যগুলো লক্ষ করলে দেখা যায়, A সংস্থাটি ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠা পায়; সদস্য দেশ ১৯৩; বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ছয়টি শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। তথ্যগুলো জাতিসংঘকে উপস্থাপন করে। জাতিসংঘের উদ্দেশ্যগুলো হলো− শান্তির প্রতি হুমকি ও আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ প্রতিরোধ করে বিশ্বের শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। সব মানুষের সমান অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মধ্যে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা; অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবসেবামূলক সমস্যার সমাধানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলা; জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান এবং শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা এবং আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা করা।

ঘ উদ্দীপকের উল্লিখিত সংস্থাটি হলো জাতিসংঘ। আর জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের নীতি ও আদর্শের প্রতি আস্থাশীল রয়েছে। বাংলাদেশ বিভিন্ন সময়ে নানা সমস্যা মোকাবিলায় জাতিসংঘের সহযোগিতা পেয়েছে। কার্যত আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের গভীর হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে জাতিসংঘ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি মানবিক সাহায্য দিয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দিয়েছিল। স্বাধীনতা -পরবর্তী সময়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনেও জাতিসংঘ সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল। জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের পর জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। বাংলাদেশ এ পর্যন্ত দুবার নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে যা দেশের জন্য এক বিরল সম্মান। তাছাড়া এ সংস্থা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি, যোগাযোগ, শিশু মৃত্যু হ্রাস, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন, বিজ্ঞান, কৃষি ও সংস্কৃতির উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে অগ্রগতি অর্জনে যথেষ্ট সাহায্য করছে। জাতিসংঘ আমাদের ভাষা ও শহিদ দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দিয়ে বাংলা ভাষাকে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। ১৯৯১ সালে মিয়ানমার হতে লাখ লাখ রোহিঙ্গা প্রবেশ করলে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ ও তার বিভিন্ন সংস্থা বাংলাদেশকে বিপুলভাবে সাহায্য করায় বাংলাদেশ বিভিন্ন সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। ২০১২ সালে আন্তর্জাতিক আদালতের এক রায়ে মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নিয়ে এক বিরোধ নিষ্পত্তি হয় এবং এক বিশাল সমুদ্রসীমার উপর বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া জাতিসংঘের সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘ সেনাবাহিনীতে সেনাসদস্য পাঠিয়ে বিশ্বশান্তি রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

সুতরাং সার্বিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

বরিশাল বোর্ড-২০২৪

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড | 1 | 4 | 0 |

সময় : ৩০ মিনিট

পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. **সন্তানদেরকে বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযমের শিক্ষা দেয়া পরিবারের কোন ধরনের কাজ?**
K রাজনৈতিক L মনস্তাত্ত্বিক M শিক্ষামূলক N বিনোদনমূলক

২. **পৃথিবীতে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় কতটি রাষ্ট্র আছে?**
K ১৯৮ L ২০০ M ২০২ N ২০৪

৩. **অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব হচ্ছে–**
i. দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ii. ব্যক্তি ও সংস্থার উপর কর্তৃত্ব করে
iii. বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে দেশকে মুক্ত রাখে
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

৪. **নিলয় বাংলাদেশি ডাক্তার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি হাসপাতালে দীর্ঘদিন চাকরির সুবাদে সেখানকার নাগরিকতা লাভ করেন। নিলয় কোন পদ্ধতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করেন?**
K জন্মনীতি L জন্মস্থান নীতি M জন্মসূত্র N অনুমোদন সূত্র

৫. **কর প্রদান করা নাগরিকের কোন ধরনের কর্তব্য?**
K নৈতিক কর্তব্য L আইনগত কর্তব্য
M সামাজিক কর্তব্য N রাজনৈতিক কর্তব্য

৬. **অধ্যাপক হল্যান্ড আইনকে কয়ভাগে ভাগ করেছেন?**
K দুই L তিন M চার N পাঁচ

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৭ ও ৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মিসেস জেবা শ্রেণিকক্ষে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। যা মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৭. **মিসেস জেবা কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন?**
K সাম্য L আইন M স্বাধীনতা N সার্বভৌমত্ব

৮. **উদ্দীপকের বিষয়টির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–**
i. পরিবর্তনশীল ii. রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত iii. সর্বজনীন
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

৯. **নিচের কোন রাষ্ট্রটি এককেন্দ্রিক–**
K বাংলাদেশ L ভারত M যুক্তরাষ্ট্র N কানাডা

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১০ ও ১১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব ইলিয়াছ একটি বই নিয়ে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করেন, যাতে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত বইয়ে নাগরিকের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে।

১০. **জনাব ইলিয়াছের উল্লিখিত বইয়ের সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন বিষয়ের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে?**
K সমাজবিজ্ঞান L সংবিধান M অর্থ বিজ্ঞান N মনোবিজ্ঞান

১১. **উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ের বৈশিষ্ট্য হলো–**
i. লিখিত ii. মুক্ত বুদ্ধির চর্চা বিরোধী iii. দুষ্পরিবর্তনীয়
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

১২. **কোন সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম করা হয়?**
K চতুর্থ L ষষ্ঠ M অষ্টম N দ্বাদশ

১৩. **সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে–**
i. উৎপাদন ব্যবস্থা ii. বণ্টন ব্যবস্থা iii. জনমত
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

১৪. **কোন পদ থেকে অভিশংসনের মাধ্যমে অপসারণ করা হয়?**
K সংসদ সদস্য L মন্ত্রী M স্পিকার N রাষ্ট্রপতি

১৫. **বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–**
i. সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রবর্তন ii. উপরাষ্ট্রপতির পদ রদ করা হয়
iii. রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

১৬. **মন্ত্রিপরিষদের প্রধান কে?**
K রাষ্ট্রপতি L প্রধানমন্ত্রী M স্পিকার N মন্ত্রী

১৭. **রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–**
i. ভোটার তালিকা তৈরি ii. জনগণকে সংগঠিত করা
iii. নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতায় আরোহণ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii
K প্রত্যক্ষ ভোটে L পরোক্ষ ভোটে M গণভোটে N প্রকাশ্যে ভোটদান

১৮. **বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কোন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়?**
K প্রত্যক্ষ ভোট L পরোক্ষ ভোট M গণভোট N প্রকাশ্যে ভোট

১৯. **নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করেন কে?**
K নির্বাচন কমিশন L রাজনৈতিক দল
M ভূমি মন্ত্রণালয় N আইন মন্ত্রণালয়

২০. **ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ সদস্য সংখ্যা কত?**
K ৯ জন L ১০ জন M ১১ জন N ১২ জন

২১. **সিটি কর্পোরেশনের কাজ হচ্ছে–**
i. রাস্তাঘাট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ii. কৃষির উন্নয়ন
iii. জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

২২. **পৌরসভার মেয়াদ কত বছর?**
K তিন L চার M পাঁচ N ছয়

২৩. **বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে–**
i. সচেতনতার অভাবে ii. অপরিকল্পিত নগরায়ন
iii. সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

২৪. **একটি দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য মোট আয়তনের কতভাগ জন্মভূমি থাকা প্রয়োজন?**
K ২৯ L ২৭ M ২৫ N ১৭

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২৫ ও ২৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
'ক' অঞ্চলের জনগণের নেতা নিজেদের সংলগ্ন এলাকাগুলো নিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। যাতে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হয়।

২৫. **উদ্দীপকে বর্ণিত প্রস্তাবটির নাম কী?**
K ১১ দফা কর্মসূচী L ৬ দফা কর্মসূচী M লাহোর প্রস্তাব N দ্বিজাতি তত্ত্ব

২৬. **উদ্দীপকে বর্ণিত প্রস্তাবের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–**
i. সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়ের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ
ii. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি iii. আধাসামরিক বাহিনী গড়ে তোলা
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

২৭. **নিচের কোনটিকে বাঙালী জাতির মুক্তির সনদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়?**
K ভাষা আন্দোলন L ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন
M ৬ দফা আন্দোলন N ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান

২৮. **পারভেজ সাহেব বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন গর্বিত সদস্য। তিনি শৃঙ্খলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কঙ্গোতে গমন করেন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার তত্ত্বাবধানে। জনাব পারভেজ জাতিসংঘের কোন পরিষদ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত?**
K সাধারণ পরিষদ L অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ
M নিরাপত্তা পরিষদ N অছি পরিষদ

২৯. **OIC এর পূর্ণরূপ কী?**
K Organization of Islamic Cooperation
L Organization of Islamic Conference
M Organization of Islamic Community
N Organization of Islamic Country

চিত্রটি দেখে ৩০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

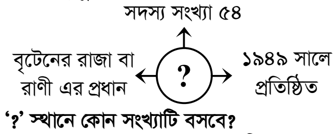

৩০. **প্রশ্ন চিহ্নিত '?' স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?**
K ওআইসি L কমনওয়েলথ M জাতিসংঘ N সার্ক

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

বরিশাল বোর্ড–২০২৪

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (সৃজনশীল)

বিষয় কোড : ১ ৪ ০

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে-কোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. দৃশ্যকল্প-১ : কদম আলি অভাবের তাড়নায় সপরিবারে ঢাকায় চলে আসেন। তিনি রিকশা চালিয়ে দৈনিক ৩০০-৪০০ টাকা আয় করেন। তার এক ছেলে চা বিক্রি করে এবং স্ত্রী গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন।

দৃশ্যকল্প-২ : মোঙ্গল জাতির নেতা চেঙ্গিস খান প্রথমে আশেপাশের গোত্রগুলোকে পরাজিত করেন। পরবর্তীতে তিনি যুদ্ধের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্য দখল করে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

ক. সমাজ কাকে বলে? ১
খ. সরকার ছাড়া কেন রাষ্ট্র চলতে পারেনা? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ পরিবারের কোন ধরনের কাজের নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "দৃশ্যকল্প-২ রাষ্ট্র সৃষ্টির যে মতবাদকে ইঙ্গিত করে, তা সমর্থনযোগ্য নয়"— তুমি কি একমত? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২. উদ্দীপক-১ : ভারতের নাগরিক সুমন কানাডায় ব্যবসা করেন। তার স্ত্রী কানাডার হাসপাতালে তাদের কন্যাসন্তান ঐশির জন্ম দেন।

উদ্দীপক-২ : কবির সাহেব তার জমির খাজনা দিতে গেলে স্থানীয় ভূমি অফিস অতিরিক্ত টাকা দাবি করে। তিনি ২০০৯ সালে প্রণীত আইন অনুযায়ী উপজেলায় কর্মরত একজন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে তার প্রকৃত খাজনার পরিমাণ জেনে নেন এবং ভূমি অফিসের দায়িত্বরত অতিরিক্ত টাকা দাবিকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেন।

ক. নাগরিক কাকে বলে? ১
খ. সুনাগরিক রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ঐশির ক্ষেত্রে নাগরিকতা অর্জনের কোন পদ্ধতি প্রযোজ্য হবে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপক-২ এ উল্লিখিত আইনটি নাগরিক অধিকারের রক্ষাকবচ"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৩. দৃশ্যকল্প-১ : 'ক' রাষ্ট্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকল নাগরিক তাদের যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। কারও প্রতি কোনোরূপ বৈষম্য দেখানো হয় না।

দৃশ্যকল্প-২ : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অধিকতর সংশোধনের উদ্দেশ্যে ২০২০ সালে নারী ও শিশু ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করা হয়।

ক. আন্তর্জাতিক আইন কাকে বলে? ১
খ. আইনের শাসন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. 'ক' রাষ্ট্রে কোন ধরনের সাম্যের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "বর্তমান বিশ্বে দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটিই হচ্ছে আইনের প্রধান উৎস"।— তুমি কি একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪. দৃশ্যপট-১ : মি. 'P' এমন একটি রাষ্ট্রের নাগরিক, যেখানে উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এখানে ব্যক্তির ইচ্ছা বা অধিকারকে স্বীকৃত দেওয়া হয়না।

দৃশ্যপট-২ : মি. 'Q' যে রাষ্ট্রের নাগরিক, সেখানে জনগণের ইচ্ছাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়। জনগণের ভোটে সরকার নির্বাচিত হয়। নির্দিষ্ট সময়ান্তর শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়।

ক. কল্যাণমূলক রাষ্ট্র কাকে বলে? ১
খ. সংসদীয় সরকারে আইনসভা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মি. 'P' অর্থনীতির ভিত্তিতে কোন ধরনের রাষ্ট্রের নাগরিক? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "মি. 'Q' যে রাষ্ট্রের নাগরিক, বর্তমান বিশ্বে এই রাষ্ট্রই আদর্শমানের রাষ্ট্র"– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৫. দৃশ্যপট-১ : 'ক' রাষ্ট্রটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হয়। স্বাধীনতা লাভের পর একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি নানান দিক পর্যালোচনার পর সে দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে।

দৃশ্যপট-২ : 'খ' দেশের সংবিধান লিখিত ও স্পষ্ট। এখানে নাগরিক অধিকার স্বীকৃত। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কতগুলো নীতিমালা রয়েছে এবং সংশোধনী পদ্ধতি নমনীয়।

ক. সংবিধান সংক্রান্ত এরিস্টটলের মন্তব্যটি লেখ। ১
খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধানটি প্রণয়নে কোন পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত 'খ' রাষ্ট্রের সংবিধান বাংলাদেশের সংবিধানের অনুরূপ"– উক্তিটির যৌক্তিকতা নিরূপন কর। ৪

৬. উদ্দীপক-১ : জনাব 'A' সরকারের একটি বিভাগের প্রধান। তার বর্তমান বয়স ৬৫ বছর। তিনি দুই বছর পর অবসরে যাবেন।

উদ্দীপক-২ : জনাব 'B' আইনসভার প্রধান। তিনি নির্বাহী প্রধান হিসেবে মন্ত্রিসভার সকল সদস্যদের নেতার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কোনো কারণে অনাস্থা ভোটে অপসারিত হলে সমস্ত মন্ত্রিসভার বিলুপ্ত ঘটে।

ক. অভিশংসন কী? ১
খ. সচিবালয়কে প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব 'A' এর বিভাগটি বাংলাদেশ সরকারের কোন বিভাগের নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "জনাব 'B' রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি"– বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৭.

প্রতিষ্ঠান	কাজ
M	• নির্বাচনি এলাকা নির্ধারণ। • ভোটার তালিকা হালনাগাদকরণ। • সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোটদান নিশ্চিতকরণ।
N	• রাজনৈতিক নীতি ও আদর্শ প্রচার। • নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ। • ক্ষমতায় এসে নীতি ও আদর্শ বাস্তবায়ন।

ক. পরোক্ষ নির্বাচন কাকে বলে? ১
খ. এক ব্যক্তি, এক ভোট নীতি কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'M' দ্বারা কোন প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "'N' হলো আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণ"– বক্তব্যটির সাথে তুমি কি একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮.

স্থানীয় সরকার	সদস্য	কাজ
ক	১৩	• গ্রামীণ জনপদের উন্নয়ন • জন্ম, মৃত্যু ও বিয়ের নিবন্ধন • স্থানীয় বিরোধ মিমাংসা
খ	অনির্ধারিত	• দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি • মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন
গ	অনির্ধারিত	• শিক্ষা, স্বাস্থ্য উন্নয়ন • নগর উন্নয়ন ও সৌন্দর্য্যবর্ধন

ক. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার কাকে বলে? ১
খ. নারীর ক্ষমতায়ন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. 'খ' দ্বারা কোন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'ক' ও 'গ' এর কাজের পরিধি ও স্থানের মধ্যে কী পার্থক্য রয়েছে? তোমার উত্তরের সপক্ষে মতামত দাও। ৪

৯. দৃশ্যপট-১ : আলেক মিয়ার পরিবারের সদস্য সংখ্যা সাত জন। তিনি একজন সাধারণ কৃষক। টাকার অভাবে ছেলে-মেয়েদের মৌলিক চাহিদা ভালোভাবে মেটাতে পারেন না। তার পরিবার নানান অভাব অনটনে ভোগে।

দৃশ্যপট-২ : নওপাড়া গ্রামটি একসময় সবুজ বনানী ঘেরা ছিল। ছিল দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের মাঠ। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলা নদীর পানি নানা কাজে ব্যবহৃত হত। এখন গ্রামে গাছপালা নেই বললেই চলে। ইটেরভাটা তৈরি করে ফসলের মাঠ নষ্ট করা হয়েছে। নদী ভরাট করে নদীর দুই পাড়ে বিভিন্ন স্থাপনা তৈরি করা হয়েছে।

ক. খাদ্য নিরাপত্তা কাকে বলে? ১
খ. কর্মমুখী শিক্ষার প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ দ্বারা বাংলাদেশের কোন নাগরিক সমস্যাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত সমস্যা আমাদের জীবনকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে"– বিশ্লেষণ কর। ৪

১০. উদ্দীপক-১ :

ফাগুন দিনে পলাশবনে
রক্ত ঝরে ঐ।
মাগো আমার ছালাম বরকত
ভাইয়েরা সব কই।

উদ্দীপক-২ : জনাব আরাফাত টক শো'র আলোচনায় বলেন পাকিস্তানী শাসকচক্রের শাসন ও অর্থনৈতিক শোষণ হতে বাঙালিদের মুক্তির লক্ষ্যে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বেশ কিছু দাবি-দাওয়া পেশ করেন যা পরবর্তীতে বাঙালি জাতির প্রাণের দাবিতে পরিণত হয়।

ক. অসহযোগ আন্দোলনের গণবিদারী শ্লোগানটি লেখ। ১
খ. মৌলিক গণতন্ত্র কেন প্রবর্তন করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপক-১ আমাদের জাতীয় জীবনের কোন ঘটনাকে মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপক-২ এ উল্লিখিত বিষয়টি আমাদের জাতীয় মুক্তির এক প্রামাণ্য দলিল"– বিশ্লেষণ কর। ৪

১১.

সংস্থা	দপ্তর	কাজ
P	জেদ্দা	• ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা • আলোচনা, আপোস রফার মাধ্যমে সংঘর্ষ নিরসন
Q	নিউইয়র্ক	• বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ • আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত ও সমৃদ্ধ বিশ্ব গড়ে তোলা

ক. সার্কের প্রথম উদ্দেশ্যটি লেখ। ১
খ. নিরাপত্তা পরিষদকে জাতিসংঘের শাসন বিভাগ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ছকে উল্লিখিত 'P' দ্বারা কোন আন্তর্জাতিক সংগঠনকে বুঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "ছকে উল্লিখিত 'Q' সংস্থটির সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর"– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	K	২	L	৩	K	৪	N	৫	L	৬	K	৭	L	৮	N	৯	K	১০	L	১১	L	১২	M	১৩	K	১৪	N	১৫	K
	১৬	L	১৭	M	১৮	L	১৯	K	২০	K	২১	L	২২	M	২৩	L	২৪	M	২৫	M	২৬	K	২৭	M	২৮	M	২৯	K	৩০	L

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ দৃশ্যকল্প-১ : কদম আলি অভাবের তাড়নায় সপরিবারে ঢাকায় চলে আসেন। তিনি রিকশা চালিয়ে দৈনিক ৩০০-৪০০ টাকা আয় করেন। তার এক ছেলে চা বিক্রি করে এবং স্ত্রী গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন।

দৃশ্যকল্প-২ : মোঙ্গাল জাতির নেতা চেঙ্গিস খান প্রথমে আশেপাশের গোত্রগুলোকে পরাজিত করেন। পরবর্তীতে তিনি যুদ্ধের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্য দখল করে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

ক. সমাজ কাকে বলে? ১

খ. সরকার ছাড়া কেন রাষ্ট্র চলতে পারেনা? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ পরিবারের কোন ধরনের কাজের নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "দৃশ্যকল্প-২ রাষ্ট্র সৃষ্টির যে মতবাদকে ইঙ্গিত করে, তা সমর্থনযোগ্য নয়"— তুমি কি একমত? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একদল জনগোষ্ঠী যখন সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে তখন তাকে সমাজ বলে।

খ সরকারের দ্বারা রাষ্ট্রের সবকিছু পরিচালিত হয় বলে সরকারকে রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি বলা হয়।

সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার বাস্তবায়নকারী উপাদান; কারণ সরকার ছাড়া রাষ্ট্র গঠিত হয় না। সরকার হলো সেই সংস্থা যারা শাসনতন্ত্র থেকে শুরু করে সেই রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন ও বিচার প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত। সরকার হলো একটি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ, জননীতি পরিচালনা ও তার প্রজাদের শাসন পরিচালনার ক্ষমতাসম্পন্ন। তাই সরকারকেই রাষ্ট্র পরিচালনার বাস্তবায়নকারী উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়।

গ দৃশ্যকল্প-১ পরিবারের অর্থনৈতিক কাজকে নির্দেশ করে।

পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণ অর্থাৎ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি চাহিদা পূরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্নভাবে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে এসব চাহিদা পূরণ করে থাকে। পরিবারকে কেন্দ্র করে কুটির শিল্প, মৎস্য চাষ, কৃষিকাজ, পশুপালন ইত্যাদি অর্থনৈতিক কাজ সম্পাদিত হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে নতুন নতুন কাজের সৃষ্টি হয়েছে। আর এভাবেই বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে পরিবারের সকল অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ হয়ে থাকে। অর্থাৎ যেসব কাজের মাধ্যমে পরিবারের মানুষের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ হয় তার সমষ্টি হলো পরিবারের অর্থনৈতিক কাজ।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এর কদম আলি অভাবের তাড়নায় সপরিবারে ঢাকায় চলে আসেন। তিনি রিকশা চালিয়ে দৈনিক ৩০০-৪০০ টাকা আয় করেন। তার এক ছেলে চা বিক্রি করে এবং স্ত্রী গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন। এরূপ বর্ণনার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে পরিবারের অর্থনৈতিক কার্যাবলি প্রকাশ পায়। কেননা কদম আলী, তার ছেলে এবং স্ত্রীর আয়ের মাধ্যমে তার সংসারের চাহিদা পূরণ হয়। সুতরাং এ থেকে স্পষ্ট হয় তাদের কাজের পরিধি পরিবারের অর্থনৈতিক কাজ।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ রাষ্ট্র সৃষ্টির বল বা শক্তি প্রয়োগ মতবাদকে ইঙ্গিত করে যা সমর্থনযোগ্য নয়।

বলপ্রয়োগ মতবাদের মূল বক্তব্য হলো, বল বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে এবং শক্তির জোরে রাষ্ট্র টিকে আছে। এ মতবাদে বলা হয়েছে, সমাজের বলশালী ব্যক্তিরা যুদ্ধবিগ্রহ বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে দুর্বলের ওপর নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্র গঠন করে এবং শাসনকার্য পরিচালনা করে। আরও বলা হয়, সৃষ্টির শুরু থেকে আজ অবধি এভাবেই যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। ডেভিড হিউম ও জেলেনিক এ মতবাদে বিশ্বাসী। এ সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জেংকস বলেন, "ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখা যায়, আধুনিক সকল রাষ্ট্রই সার্থক রণকৌশলের ফলশ্রুতি।"

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এ বলা হয়েছে, মোঙ্গাল জাতির নেতা চেঙ্গিস খান প্রথমে আশেপাশের গোত্রগুলোকে পরাজিত করেন। পরবর্তীতে তিনি যুদ্ধের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্য দখল করে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এরূপ আবহে রাষ্ট্রসৃষ্টির বল বা শক্তি প্রয়োগ মতবাদ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। এ মতবাদ নানাভাবে সমালোচিত। এ মতবাদ মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এই বলপ্রয়োগ মতবাদকে কিছু সমালোচক একটি ভ্রান্ত, অযৌক্তিক ও মারাত্মক মতবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের অভিমত হলো, বল বা শক্তি প্রয়োগেই যদি রাষ্ট্র সৃষ্টি হতো তাহলে প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত বৃহৎ শক্তির পাশাপাশি সামরিক শক্তিতে দুর্বল রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারতো না।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, রাষ্ট্র সৃষ্টির বল বা শক্তি প্রয়োগ মতবাদ একটি ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। তাই এটি গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্ন ▸ ০২ উদ্দীপক-১ : ভারতের নাগরিক সুমন কানাডায় ব্যবসা করেন। তার স্ত্রী কানাডার হাসপাতালে তাদের কন্যাসন্তান ঐশির জন্ম দেন।

উদ্দীপক-২ : কবির সাহেব তার জমির খাজনা দিতে গেলে স্থানীয় ভূমি অফিস অতিরিক্ত টাকা দাবি করে। তিনি ২০০৯ সালে প্রণীত আইন অনুযায়ী উপজেলায় কর্মরত একজন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে তার প্রকৃত খাজনার পরিমাণ জেনে নেন এবং ভূমি অফিসের দায়িত্বরত অতিরিক্ত টাকা দাবিকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেন।

ক. নাগরিক কাকে বলে? ১

খ. সুনাগরিক রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ঐশির ক্ষেত্রে নাগরিকতা অর্জনের কোন পদ্ধতি প্রযোজ্য হবে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপক-২ এ উল্লিখিত আইনটি নাগরিক অধিকারের রক্ষাকবচ"– বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যক্তি কোনো রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে, রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগ করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করে তাকে নাগরিক বলে।

খ সুনাগরিক রাষ্ট্রের জন্য সর্বদা কল্যাণ চিন্তা ও কাজ করে বিধায় সুনাগরিক রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

রাষ্ট্রের সব নাগরিক সুনাগরিক নয়। আমাদের মধ্যে যে বুদ্ধিমান, যেসব সমস্যা অতি সহজে সমাধান করে, যার বিবেক আছে, যে ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ বুঝতে পারে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকে, আর যে আত্মসংযমী এবং বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করতে পারে সেসব গুণসম্পন্ন নাগরিকদের বলা হয় সুনাগরিক। সুনাগরিকের প্রধানত ৩টি গুণ রয়েছে। যথা– বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযম। এসব গুণসম্পন্ন নাগরিক রাষ্ট্রের জন্য সর্বদা কল্যাণ চিন্তা করে। তাদের মাঝে দেশপ্রেমের চেতনা প্রবল। তাদের কাছে নিজ স্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থ অগ্রাধিকার পায়। একারণে সুনাগরিক রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

গ ঐশির ক্ষেত্রে নাগরিকতা অর্জনের জন্মস্থান পদ্ধতি প্রযোজ্য হবে।

জন্মস্থান নীতি অনুযায়ী পিতামাতা যে দেশেরই নাগরিক হোক না কেন, সন্তান যে রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করবে সে ঐ রাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করবে। যেমন– বাংলাদেশি পিতামাতার সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করলে সে সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করবে। এক্ষেত্রে নাগরিকতা নির্ধারণে রাষ্ট্রকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এ নীতি অনুযায়ী কোনো মা-বাবার সন্তান অন্য দেশের জাহাজ বা দূতাবাসে জন্মগ্রহণ করলেও জাহাজ বা দূতাবাস যে দেশের সে ঐ দেশের নাগরিক হবে।

উদ্দীপকের ভারতের নাগরিক সুমন কানাডায় ব্যবসা করেন। তার স্ত্রী কানাডার হাসপাতালে তাদের কন্যা সন্তান ঐশির জন্ম দেন। এক্ষেত্রে জন্মস্থান নীতি অনুযায়ী ঐশি কানাডার নাগরিক হবে। কারণ কানাডা নাগরিকতা নির্ধারণে জন্মস্থান নীতি অনুসরণ করে থাকে। সে হিসেবে ঐশির নাগরিকতা অর্জনে জন্মস্থান নীতি প্রযোজ্য হবে।

ঘ উদ্দীপকে-২ এ উল্লিখিত আইনটি হলো তথ্য অধিকার আইন। এ আইনটি নাগরিক অধিকারের রক্ষাকবচ।– মন্তব্যটি যথার্থ।

আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকারসংক্রান্ত আইনকে তথ্য অধিকার আইন বলে। জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য ২০০৯ সালের ৫ এপ্রিল রাষ্ট্রপতির সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক তথ্য অধিকার বিষয়ক আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়। এ আইনটি চালু হওয়ার পূর্বে যেসব তথ্য গোপন ছিল, এখন জনগণ তা জেনে নিজেদের অধিকার ভোগ করতে পারছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কবির সাহেব তার জমির খাজনা দিতে গেলে স্থানীয় ভূমি অফিস অতিরিক্ত টাকা দাবি করে। তিনি ২০০৯ সালে প্রণীত আইন অনুযায়ী উপজেলায় কর্মরত একজন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে তার প্রকৃত খাজনার পরিমাণ জেনে নেন এবং ভূমি অফিসের দায়িত্বরত অতিরিক্ত টাকা দাবিকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেন। এরূপ বর্ণনায় তথ্য অধিকার আইনের স্বরূপ প্রকাশ পায় যা নাগরিকের অধিকারের রক্ষাকবচ স্বরূপ। কেননা, 'তথ্য অধিকার' অর্থ কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার। আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকবে এবং কোনো নাগরিকের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে। তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ যাবতীয় তথ্যের তালিকা এবং সূচি প্রস্তুত করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে রাখবে।

সুতরাং আলোচনা থেকে বোঝা যায়, তথ্য প্রাপ্তি জনগণের অধিকার। আর এ তথ্য প্রাপ্তি যাতে নির্বিঘ্নে ঘটে সেজন্য প্রণীত হয়েছে তথ্য অধিকার আইন। সুতরাং এ আইনটি নাগরিক অধিকারের রক্ষাকবচ।

প্রশ্ন ▶ ০৩ দৃশ্যকল্প-১ : 'ক' রাষ্ট্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকল নাগরিক তাদের যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। কারও প্রতি কোনোরূপ বৈষম্য দেখানো হয় না।

দৃশ্যকল্প-২ : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অধিকতর সংশোধনের উদ্দেশ্যে ২০২০ সালে নারী ও শিশু ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করা হয়।

ক. আন্তর্জাতিক আইন কাকে বলে? ১

খ. আইনের শাসন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. 'ক' রাষ্ট্রে কোন ধরনের সাম্যের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "বর্তমান বিশ্বে দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটিই হচ্ছে আইনের প্রধান উৎস"।– তুমি কি একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক রক্ষার জন্য যে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয় তাকে আন্তর্জাতিক আইন বলে।

খ আইনের শাসনের অর্থ হচ্ছে– কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়, সবাই আইনের অধীন। অন্যকথায় আইনের চোখে সবাই সমান। আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমান অধিকার প্রাপ্তির সুযোগকে আইনের শাসন বলে।

আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান– এর অর্থ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ-পেশা নির্বিশেষে আইনের সমান আশ্রয় লাভ করা। এর ফলে ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল সকলে সমান অধিকার লাভ করে। আইনের শাসনের প্রাধান্য থাকলে সরকার ক্ষমতার অপব্যবহার থাকে বিরত থাকবে এবং জনগণ আইনের বিধান মেনে চলবে।

গ 'ক' রাষ্ট্রে সামাজিক সাম্যের প্রতিফলন ঘটেছে।

সাম্যের অর্থ সমান। অতএব শব্দগত অর্থে সাম্য বলতে সমাজে সবার সমান মর্যাদাকে বোঝায়। কিন্তু সমাজে সবাই সমান নয় এবং সবাই সমান যোগ্যতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। প্রকৃত অর্থে সাম্য বলতে এমন এক সামাজিক পরিবেশকে বোঝায়, যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ ইত্যাদি নির্বিশেষে যোগ্যতা অনুযায়ী সবাই সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করে, যেখানে কারো জন্য কোনো বিশেষ সুযোগ সুবিধা নাই এবং সে সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে সকলে নিজ নিজ দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে পারে। এ সাম্যের বিভিন্ন রূপ প্রতিফলিত হয় যার মধ্যে অন্যতম একটি রূপ হলো সামাজিক সাম্য।

উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকল নাগরিক তাদের যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। কারও প্রতি কোনোরূপ বৈষম্য দেখানো হয় না। এরূপ বর্ণনায় সামাজিক সাম্য প্রকাশ পায়। কারণ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ-পেশা নির্বিশেষে সমাজের সকল সদস্যের সমানভাবে সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করাকে সামাজিক সাম্য বলে। এ ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণিকে কোনো বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যাবে না।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ বর্ণিত আইনের উৎসটি হলো আইনসভা। বর্তমান বিশ্বে আইনসভা হলো আইনের প্রধান উৎস। মন্তব্যটির সাথে আমি একমত।

আধুনিককালে আইনের প্রধান উৎস হচ্ছে আইনসভা। জনমতের সাথে সংগতি রেখে বিভিন্ন দেশের আইনসভা নতুন আইন প্রণয়ন করে। তাছাড়া আইনসভা পুরাতন আইনকেও সংশোধন করে যুগোপযোগী করে তোলে। অতএব, আইনের উৎস হিসেবে আইনসভার গুরুত্ব অপরিসীম।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ বলা হয়েছে, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের সংশোধনের উদ্দেশ্যে ২০২০ সালে নারী ও শিশু ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করা হয়। এখানে স্পষ্টভাবে আইনের উৎস হিসেবে আইনসভাকে নির্দেশ করা হয়েছে। আর বর্তমান সময়ে আইনসভা আইনের প্রধানতম এবং একমাত্র উৎস হিসেবে বিবেচিত। একটি দেশে আইনসভা হলো জনপ্রতিনিধিদের সভাস্থল। এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সম্মতিক্রমে যেকোনো নতুন আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইনের পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে। আইনসভা সর্বদা জনমতের সাথে সম্মতি রেখে এসব কাজ পরিচালনা করে বিধায় এটি বর্তমান সময়ে আইনের প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচিত।

পরিশেষে বলা যায়, আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে আইনসভা হলো জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান। আর তাই আইনের উৎস হিসেবে এর গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত।

প্রশ্ন ▸ ০৪ **দৃশ্যপট-১ :** মি. 'P' এমন একটি রাষ্ট্রের নাগরিক, যেখানে উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এখানে ব্যক্তির ইচ্ছা বা অধিকারকে স্বীকৃত দেওয়া হয়না।

দৃশ্যপট-২ : মি. 'Q' যে রাষ্ট্রের নাগরিক, সেখানে জনগণের ইচ্ছাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়। জনগণের ভোটে সরকার নির্বাচিত হয়। নির্দিষ্ট সময়ান্তর শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়।

ক. কল্যাণমূলক রাষ্ট্র কাকে বলে? ১

খ. সংসদীয় সরকারে আইনসভা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মি. 'P' অর্থনীতির ভিত্তিতে কোন ধরনের রাষ্ট্রের নাগরিক? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "মি. 'Q' যে রাষ্ট্রের নাগরিক, বর্তমান বিশ্বে এই রাষ্ট্রই আদর্শমানের রাষ্ট্র"– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে রাষ্ট্র জনগণের দৈনন্দিন ন্যূনতম চাহিদা পূরণসহ সর্বোচ্চ ও সার্বিক কল্যাণের প্রচেষ্টা চালায় তাকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলে।

খ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় আইনসভা প্রভূত ক্ষমতা ভোগ করে বিধায় এ বিভাগটি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

সংসদীয় সরকারে আইনসভা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভা তাদের কাজের জন্য আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকে। আইনসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। এছাড়া মন্ত্রিসভার কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে সংসদ অনাস্থা আনলে তাকে পদত্যাগ করতে হয়। এ ব্যবস্থায় সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মন্ত্রী নিযুক্ত করায় এক ব্যক্তির হাতে আইন ও শাসন ক্ষমতা থাকে।

গ মি. P অর্থনীতির ভিত্তিতে গঠিত একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে সেই ধরনের রাষ্ট্রকে বোঝায়, যেখানে ব্যক্তিমালিকানা স্বীকার করা হয় না। একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে উৎপাদনের উপকরণগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করা হয় না। এ ধরনের রাষ্ট্রে একটিমাত্র দল থাকে। গণমাধ্যম রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং এ ব্যবস্থায় বিরোধী মত প্রচারের সুযোগ থাকে না।

উদ্দীপকের মি. P এমন একটি রাষ্ট্রের নাগরিক যেখানে উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এখানে ব্যক্তির ইচ্ছা বা অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। এরূপ বর্ণনায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। কেননা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের সমস্ত উৎপাদন কার্যক্রম রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

ঘ মি. Q একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক। বর্তমান বিশ্বে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই আদর্শমানের রাষ্ট।– উক্তিটি যথার্থ।

গণতন্ত্র হলো বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত সবচেয়ে জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য শাসনব্যবস্থা। বর্তমান ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের যুগে ব্যক্তি বা নাগরিক সর্বত্র নিজের মতামত প্রকাশ ও স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। আর গণতন্ত্র নাগরিকের শাসনব্যবস্থা হিসেবে নাগরিকের সকল ক্ষমতার স্বীকৃতি দেয়। এজন্য গণতন্ত্রকে বলা হয় জনগণের শাসন ব্যবস্থা। জনগণের মতামতের প্রাধান্য পায় বলে বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্র একটি আদর্শ শাসন ব্যবস্থা হিসেবে স্থান করে নিয়েছে।

উদ্দীপকের মি. Q যে রাষ্ট্রের নাগরিক সেখানে জনগণের ইচ্ছাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়। জনগণের ভোটে সরকার নির্বাচিত হয়। নির্দিষ্ট সময়ান্তর শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। এরূপ বর্ণনায় গণতান্ত্রিক সরকারের স্বরূপ প্রকাশ পায়। কেননা, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে। গণতন্ত্র জনগণের অংশগ্রহণে, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের কল্যাণার্থে পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। এতে জনগণের মত প্রকাশের ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের স্বীকৃতি রয়েছে। এ ব্যবস্থায় সরকারের সমালোচনার সুযোগ রয়েছে। গণতন্ত্রে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় অর্থাৎ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তিত হয় বলে বিপ্লব ও বিদ্রোহের সম্ভাবনা খুবই কম। একাধিক রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের সহিষ্ণুতা, জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে জনমত গঠনের প্রতিযোগিতা, রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা ও রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করে। ফলে জনগণ রাজনীতিতে সম্পৃক্ততা ও রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করে। ফলে জনগণ রাজনীতির মূলধারায় সম্পৃক্ত হয় এবং জনগণই হয়ে ওঠে প্রকৃত সরকার। গণতন্ত্রে সকলের স্বার্থরক্ষার সুযোগ থাকে এবং নাগরিকের অধিকার ও আইনের শাসনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। গণতন্ত্রের জবাবদিহিতা থাকে বিধায় সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা রোধ হয় এবং দায়িত্বশীল ও দক্ষ সরকার গড়ে ওঠে।

সর্বোপরি, গণতন্ত্র যুক্তি, সাম্য ও সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা অন্যান্য সরকারব্যবস্থার চেয়ে একে এক অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত করে। আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, জনগণের প্রাধান্য স্বীকৃত থাকায় গণতন্ত্র বর্তমান বিশ্বের জনপ্রিয় শাসন ব্যবস্থা।

প্রশ্ন ▸ ০৫ **দৃশ্যপট-১ :** 'ক' রাষ্ট্রটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হয়। স্বাধীনতা লাভের পর একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি নানান দিক পর্যালোচনার পর সে দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে।

দৃশ্যপট-২ : 'খ' দেশের সংবিধান লিখিত ও স্পষ্ট। এখানে নাগরিক অধিকার স্বীকৃত। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কতগুলো নীতিমালা রয়েছে এবং সংশোধনী পদ্ধতি নমনীয়।

ক. সংবিধান সংক্রান্ত এরিস্টটলের মন্তব্যটি লেখ। ১

খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধানটি প্রণয়নে কোন পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত 'খ' রাষ্ট্রের সংবিধান বাংলাদেশের সংবিধানের অনুরূপ"– উক্তিটির যৌক্তিকতা নিরূপন কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংবিধান সংক্রান্ত এরিস্টটলের মন্তব্য হলো– "সংবিধান হলো এমন এক জীবন পদ্ধতি যা রাষ্ট্র স্বয়ং বেছে নিয়েছে।"

খ সরকারের আইন ও শাসন বিভাগের সরাসরি হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থেকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করার যে স্বাধীনতা বিচার বিভাগ ভোগ করে তাই বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে নির্দেশ করে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে এমন এক অবস্থা বা পরিবেশকে বোঝায় যেখানে, বিচারকগণ আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের

হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত হয়ে কারও কাছে নতি স্বীকার না করে বা কোনো কিছু দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে কেবল আইন ও বিবেক অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারেন। বিচার বিভাগ যদি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ না হয় তাহলে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচারের একটি মানদণ্ড।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত 'ক' রাষ্ট্রের সংবিধানটি প্রণয়নে আলাপ-আলোচনা পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে।

সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক দলিল। যেসব নিয়মের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাকে সংবিধান বলে। তবে এই সংবিধান একা একা সৃষ্টি হয় না বা গড়ে ওঠে না। অর্থাৎ একটি দেশের সংবিধান গড়ে ওঠে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে। সংবিধান প্রণয়নে তাই বিভিন্ন পদ্ধতিও আলোচিত হয়। তন্মধ্যে একটি পদ্ধতি হলো আলোপ-আলোচনার মাধ্যমে সৃষ্ট সংবিধান পদ্ধতি।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত 'ক' রাষ্ট্রটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হয়। স্বাধীনতা লাভের পর একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি নানাদিক পর্যালোচনা করে সে দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে। এরূপ বর্ণনায় বোঝা যায় 'ক' রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়েছে সংবিধান প্রণয়নের আলাপ-আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করে। কেননা এভাবে একটি দেশের সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি বা গণপরিষদের সদস্যদের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংবিধান রচিত হতে পারে। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশের সংবিধান এভাবেই প্রণীত হয়েছে।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত 'খ' রাষ্ট্রের সংবিধান বাংলাদেশের সংবিধানের অনুরূপ- মন্তব্যটি যথার্থ।

সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক শাসনতন্ত্র যাকে ধারণ করে পৃথিবীর প্রত্যেকটি রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে অত্যন্ত দক্ষতা ও দ্রুততার সাথে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয়। বাংলাদেশের সংবিধান নানা রকম বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গঠিত যা একে একটি উত্তম সংবিধানের মর্যাদা দান করেছে।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এর 'খ' দেশের সংবিধান লিখিত ও স্পষ্ট। এখানে নাগরিক অধিকার স্বীকৃত। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কতগুলো নীতিমালা রয়েছে এবং সংশোধন পদ্ধতি নমনীয়। এরূপ বর্ণনায় বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। কেননা, বাংলাদেশের সংবিধান একটি লিখিত দলিল। ফলে তা সুস্পষ্ট এবং সহজেই বোধগম্য। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে সংবিধানে গ্রহণ করা হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এসব মূলনীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমরা যেসব মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারব তা সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে। এরূপ বিভিন্ন আকর্ষণীয় ও অনন্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান রচিত হয়েছে।

তবে উদ্দীপকের দেশটির সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি নমনীয় হলেও বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি দুষ্পরিবর্তনীয়। এই বিষয়টি ছাড়া উক্ত সংবিধানটি বাংলাদেশ সংবিদানের অনুরূপ।

প্রশ্ন ▶ ০৬ **উদ্দীপক-১ :** জনাব 'A' সরকারের একটি বিভাগের প্রধান। তার বর্তমান বয়স ৬৫ বছর। তিনি দুই বছর পর অবসরে যাবেন।

উদ্দীপক-২ : জনাব 'B' আইনসভার প্রধান। তিনি নির্বাহী প্রধান হিসেবে মন্ত্রিসভার সকল সদস্যদের নেতার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কোনো কারণে অনাস্থা ভোটে অপসারিত হলে সমস্ত মন্ত্রিসভার বিলুপ্ত ঘটে।

ক. অভিশংসন কী? ১

খ. সচিবালয়কে প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব 'A' এর বিভাগটি বাংলাদেশ সরকারের কোন বিভাগের নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "জনাব 'B' রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি"– বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংবিধান লঙ্ঘন বা কোনো গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত করে দায়িত্ব থেকে অপসারণের প্রক্রিয়া হলো অভিসংশন।

খ বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোতে সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে কেন্দ্রীয় প্রশাসন তথা সচিবালয়।

দেশের সকল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত সচিবালয়েই গৃহীত হয়। এসব গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাঠ প্রশাসন কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করে। যেহেতু সচিবালয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে থেকে সকল প্রশাসনিক কাজ নিয়ন্ত্রণ ও তদারক করে, তাই একে প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু বলা হয়।

গ জনাব 'A' এর বিভাগটি বাংলাদেশ সরকারের বিচার বিভাগকে নির্দেশ করে।

বাংলাদেশ সরকারের তিনটি বিভাগ রয়েছে। আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ। এর মধ্যে আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত বিধান দ্বারা বিচার কাজ করে থাকে বিচার বিভাগ। আইনসভা কর্তৃক বিধানকৃত নীতিসমূহ বাস্তবায়নের দ্বারা আইনের অনুশাসন ও দেশের সংবিধানকে অক্ষুণ্ণ রাখা বিচার বিভাগের কাজ। বিচারবিভাগের সর্বোচ্চ আদালতের নাম হলো সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের বিচারকগণ ৬৭ বছর পর্যন্ত স্বীয় পদে কর্মরত থাকতে পারেন।

উদ্দীপকের জনাব 'A' সরকারের একটি বিভাগের প্রধান। তার বর্তমান বয়স ৬৫ বছর। দুই বছর পরে তিনি অবসরে যাবেন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতিকে নির্দেশ করা হয়েছে যিনি বিচার বিভাগের একজন বিচারপতি। কেননা সুপ্রিম কোর্টের তথা বিচার বিভাগের একজন বিচারক ৬৭ বছর পর্যন্ত তার স্বীয় পদে কর্মরত থাকতে পারেন। সুতরাং জনাব 'A' এর বিভাগটি বাংলাদেশ সরকারের বিচার বিভাগকে নির্দেশ করছে।

ঘ জনাব 'B' দ্বারা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে নির্দেশ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার মধ্যমনি।– বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে উক্তিটি যথার্থ।

বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। আর বাংলাদেশ সরকারের তিনটি বিভাগ রয়েছে। আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ। এর মধ্যে আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত বিধান দ্বারা বিচার কাজ করে থাকে বিচার বিভাগ। আইনসভা কর্তৃক বিধানকৃত নীতিসমূহ বাস্তবায়নের দ্বারা আইনের অনুশাসন ও দেশের সংবিধানকে অক্ষুণ্ণ রাখা বিচার বিভাগের কাজ।

উদ্দীপকের জনাব 'B' আইনসভার প্রধান। তিনি নির্বাহী প্রধান হিসেবে মন্ত্রিসভার সকল সদস্যদের নেতার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কোনো কারণে অনাস্থা ভোটে অপসারিত হলে সমস্ত মন্ত্রিসভার বিলুপ্তি ঘটে। এরূপ বর্ণনায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরূপ প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর কাজের পরিধি ব্যাপক। কারণ সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিপরিষদ প্রকৃত শাসক। প্রধানমন্ত্রী একই সাথে সংসদের নেতা, মন্ত্রিসভার নেতা এবং সরকারপ্রধান। তাঁকে কেন্দ্র করে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত ও এর কাজ পরিচালিত হয় বিধায় তাকে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি বলা হয়।

তিনি মন্ত্রিসভার সদস্যসংখ্যা নির্ধারণ করেন ও মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী মন্ত্রীরা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। তিনি পদত্যাগ করলে সকল মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করেই রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় বিধায় প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি বলা হয়।

আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, উদ্দীপকের জনাব 'B' তথা প্রধানমন্ত্রী হলেন সংসদীয় সরকারব্যবস্থার প্রকৃত শাসক। তাঁকে কেন্দ্র করে দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় বলে তাকে শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি বলাই যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ০৭

প্রতিষ্ঠান	কাজ
M	• নির্বাচনি এলাকা নির্ধারণ। • ভোটার তালিকা হালনাগাদকরণ। • সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোটদান নিশ্চিতকরণ।
N	• রাজনৈতিক নীতি ও আদর্শ প্রচার। • নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ। • ক্ষমতায় এসে নীতি ও আদর্শ বাস্তবায়ন।

ক. পরোক্ষ নির্বাচন কাকে বলে? ১

খ. এক ব্যক্তি, এক ভোট নীতি কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'M' দ্বারা কোন প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "'N' হলো আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণ"– বক্তব্যটির সাথে তুমি কি একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনগণ ভোটের মাধ্যমে একটি মধ্যবর্তী সরকার নির্বাচিত করেন। এ জনপ্রতিনিধিগণ ভোট দিয়ে যখন রাষ্ট্রপতি বা সংসদের সংরক্ষিত আসনের সদস্য নির্বাচন করেন, তখন তাকে বলা হয় পরোক্ষ নির্বাচন।

খ নির্বাচন পদ্ধতির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হচ্ছে– 'এক ব্যক্তি, এক ভোট' পদ্ধতি।

'এক ব্যক্তি, এক ভোট' বর্তমানে সর্বত্র গৃহীত নীতি। এ পদ্ধতিতে একটি আসনের জন্য যেকোনো সংখ্যক প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। একজন ভোটার কেবল তার পছন্দের প্রার্থীকে একটি ভোট দিবেন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে, যিনি বেশি ভোট পাবেন তিনি নির্বাচিত হবেন। অর্থাৎ 'এক ব্যক্তি, এক ভোট' বলতে একজন ব্যক্তির একটিমাত্র ভোটপ্রদানকেই বোঝায়।

গ 'M' দ্বারা বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ করা হয়েছে।

সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা হলো গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ। আর এই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় নির্বাচন কমিশন গঠিত। এটি একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান।

উদ্দীপকের 'M' প্রতিষ্ঠানটির কাজ হলো- নির্বাচনি এলাকা নির্ধারণ, ভোটার তালিকা হালনাগাদকরণ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোটদান নিশ্চিতকরণ। এরূপ কাজের মাধ্যমে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের মিল পাওয়া যায়। কারণ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ মোট ৫ জন সদস্য নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। নির্বাচন কমিশন সংবিধানের আইনের দ্বারা বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পন্ন করে থাকে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৯-এ নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনার পাশাপাশি নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাছাইকরণ, দল সম্পর্কিত নীতিমালা ও নির্বাচন পরিচালনাসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করাও নির্বাচন কমিশনের কাজ। এছাড়া নির্বাচন কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ করা ও নির্বাচনি আচরণবিধি নিয়ন্ত্রণ করা।

ঘ 'N' দ্বারা রাজনৈতিক দলকে নির্দেশ করা হয়েছে। রাজনৈতিক দল আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণ।– বক্তব্যের সাথে আমি একমত পোষণ করছি।

রাজনৈতিক দল নির্দিষ্ট আদর্শকে সামনে রেখে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর সংগঠন তথা রাষ্ট্রের ক্ষমতা লাভের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে থাকে। অর্থাৎ প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এরা কতকগুলো নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে সংগঠিত জনসমষ্টি যারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা লাভ করতে চায়। একইভাবে ক্ষমতা লাভের লক্ষ্যে প্রতিটি দলের পৃথক ও সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও কর্মসূচি থাকে।

উদ্দীপকের 'N' প্রতিষ্ঠানটির কাজ হলো রাজনৈতিক নীতি ও আদর্শ প্রচার, নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, ক্ষমতায় এসে নীতি ও আদর্শ বাস্তবায়ন। এরূপ বর্ণনা রাজনৈতিক দলকে উপস্থাপন করে যাকে বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণ বলা হয়। কেননা, গণতন্ত্র মানেই হচ্ছে রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি। গণতন্ত্র বলতে এমন একটি সরকারব্যবস্থা বোঝায় যেখানে জনগণ তাদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে সরকার নির্বাচিত করে এবং জনগণের আস্থার উপর সরকার টিকে থাকে। তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অপরিসীম। রাজনৈতিক দলই জনগণের মতামতকে সুসংগঠিত করে এবং জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটায়। যেহেতু জনগণের আস্থার উপর সরকার টিকে থাকে তাই রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে এর প্রতিযোগিতা চলে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে জনমতের সফল বাস্তবায়ন ঘটে যা গণতন্ত্রকে আরও সুদৃঢ় করে। একারণে আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল একটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত।

প্রশ্ন ▶ ০৮

স্থানীয় সরকার	সদস্য	কাজ
ক	১৩	• গ্রামীণ জনপদের উন্নয়ন • জন্ম, মৃত্যু ও বিয়ের নিবন্ধন • স্থানীয় বিরোধ মিমাংসা
খ	অনির্ধারিত	• দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি • মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন
গ	অনির্ধারিত	• শিক্ষা, স্বাস্থ্য উন্নয়ন • নগর উন্নয়ন ও সৌন্দর্য্যবর্ধন

ক. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার কাকে বলে? ১

খ. নারীর ক্ষমতায়ন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. 'খ' দ্বারা কোন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'ক' ও 'গ' এর কাজের পরিধি ও স্থানের মধ্যে কী পার্থক্য রয়েছে? তোমার উত্তরের সপক্ষে মতামত দাও। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার হলো এমন এক ধরনের সরকার ব্যবস্থা, যা স্থানীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত ও আইনের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

খ পরিবার, সমাজ ও জাতীয় ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, মতামত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাই হলো নারীর ক্ষমতায়ন।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক হলো নারী। আর সমাজের অর্ধেক অংশকে অধিকারবঞ্চিত রেখে কোনো সমাজ ও রাষ্ট্র উন্নতি লাভ করতে পারে না। এজন্য সারা বিশ্বে বর্তমানে নারীর ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। যার প্রেক্ষিতে ১৯৫২ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা নারীর রাজনৈতিক অধিকারের কথা ঘোষণা করে। তাই আমরা বলতে পারি, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অধিকারের সমতা, অংশগ্রহণ, মতামত প্রকাশ ও মূল্যায়নকেই নারীর ক্ষমতায়ন বলে।

গ 'খ' দ্বারা উপজেলা পরিষদকে নির্দেশ করা হয়েছে।

উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট হিসেবে এলাকার উন্নয়নে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। এসব কার্যক্রম এলাকার পরিবেশ সুন্দর করার পাশাপাশি জনগণের জীবন মান উন্নয়নেও ভূমিকা পালন করে থাকে।

উদ্দীপকের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা 'খ' এর সদস্য সংখ্যা অনির্ধারিত। এর কাজ হলো দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি এবং মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন। এরূপ বর্ণনার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট উপজেলা পরিষদকে নির্দেশ করা হয়েছে। কেননা উপজেলা পরিষদ গঠিত হয় একজন চেয়ারম্যান, দুইজন ভাইস চেয়ারম্যান (এদের মধ্যে একজন হবে মহিলা) এবং উপজেলার আওতাধীন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ, পৌরসভার (যদি থাকে) মেয়র এবং তিনজন মহিলা সদস্যের সমন্বয়ে। এ কারণে উপজেলা পরিষদের সদস্য সংখ্যা অনির্ধারিত। অন্যদিকে উপজেলা পরিষদের অন্যতম কাজ হলো দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা তৈরি করা, ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প স্থাপন ও বিকাশের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা। এছাড়া শিক্ষাবিস্তারে মাধ্যমিক শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষাক্রমের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম তদারকি ও তাদেরকে সহায়তা প্রদান উপজেলা পরিষদের অন্যতম কাজ। সুতরাং বলা যায়, 'খ' দ্বারা উপজেলা পরিষদকে নির্দেশ করা হয়েছে।

ঘ 'ক' দ্বারা ইউনিয়ন পরিষদ এবং 'গ' দ্বারা পৌরসভাকে নির্দেশ করা হয়েছে। এই দুই প্রতিষ্ঠানের কাজের পরিধি ও স্থানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

বাংলাদেশের মাঠ প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ দুটি ইউনিট হলো ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা। ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় প্রশাসনের সর্বনিম্ন প্রশাসন ব্যবস্থা। এটি গ্রাম পর্যায়ের তৃণমূল জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে থাকে। অন্যদিকে পৌরসভা শহর এলাকায় গড়ে ওঠা প্রশাসন ব্যবস্থা, যা শহরের জনগণের বহুবিধ সমস্যার সমাধান ও উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব পালন করে।

উদ্দীপকের স্থানীয় সরকার 'ক' এর সদস্য সংখ্যা ১৩। এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদকে সহজেই নির্দেশ করা যায়। অন্যদিকে 'গ' এর কাজ হলো শিক্ষা, স্বাস্থ্য উন্নয়ন, নগর উন্নয়ন ও সৌন্দর্যবর্ধন। এরূপ কাজগুলো পৌরসভা করে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা যথাক্রমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী ও শহুরে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে গ্রাম ও শহর এলাকায় দুটি স্থানীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা। অর্থাৎ গ্রামে যেমন ইউনিয়ন পরিষদ তেমনি শহরে রয়েছে পৌরসভা। তাই এদের কাজের পরিধি ভিন্ন। যেমন ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় পর্যায়ে বিবিধ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। কারণ একটি স্থানীয় গ্রাম পর্যায়ের মানুষের আশা ভরসার প্রতীক। এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমেই একদিকে যেমন গ্রামীণ জীবনের সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করা হয়, অন্যদিকে তা মানুষের জীবনমান উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে, পৌরসভা শহরের জনগণের স্থানীয় সমস্যার সমাধান এবং উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব পালন করে। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পৌরসভাকে বেশকিছু কাজ করতে হয়। সারা বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ৩৩০টি শহর এলাকায় পৌরসভা গড়ে উঠেছে। স্থানীয় জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি শহরের মানুষের জীবন মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ সব কাজ করে থাকে।

আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার কাজের পরিধি ও স্থানের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে।

প্রশ্ন ▸ ০৯ **দৃশ্যপট-১ :** আলেক মিয়ার পরিবারের সদস্য সংখ্যা সাত জন। তিনি একজন সাধারণ কৃষক। টাকার অভাবে ছেলে-মেয়েদের মৌলিক চাহিদা ভালোভাবে মেটাতে পারেন না। তার পরিবার নানান অভাব অনটনে ভোগে।

দৃশ্যপট-২ : নওপাড়া গ্রামটি একসময় সবুজ বনানী ঘেরা ছিল। ছিল দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের মাঠ। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলা নদীর পানি নানা কাজে ব্যবহৃত হত। এখন গ্রামে গাছপালা নেই বললেই চলে। ইটেরভাটা তৈরি করে ফসলের মাঠ নষ্ট করা হয়েছে। নদী ভরাট করে নদীর দুই পাড়ে বিভিন্ন স্থাপনা তৈরি করা হয়েছে।

ক. খাদ্য নিরাপত্তা কাকে বলে? ১

খ. কর্মমুখী শিক্ষার প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ দ্বারা বাংলাদেশের কোন নাগরিক সমস্যাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত সমস্যা আমাদের জীবনকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক খাদ্যের প্রাপ্যতা, ক্রয় করার ক্ষমতা এবং খাদ্যের পুষ্টি নিশ্চিত করাই হলো খাদ্য নিরাপত্তা।

খ কর্মমুখী শিক্ষা এমন একটি শিক্ষার পদ্ধতি যা ছাত্রদের বাস্তব জীবনের কাজে লাগানোর জন্য প্রস্তুত করে। এ ধরনের শিক্ষা তাদের কর্মজীবনে সফল হতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে।

বর্তমান বিশ্বে, চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতা খুবই তীব্র। এ পরিস্থিতিতে, কর্মমুখী শিক্ষা ছাত্রদের জন্য একটি সুবিধা হিসেবে কাজ করে। কর্মমুখী শিক্ষা ছাত্রদের বাস্তব জীবনের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত করে এবং তাদের সমস্যা সমাধানের দক্ষতা উন্নত করে। এছাড়াও, কর্মমুখী শিক্ষা ছাত্রদের সামাজিক দক্ষতা ও দলগত কাজের ক্ষমতা উন্নত করে। এটি তাদের কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা ও যোগাযোগের গুরুত্ব বুঝতে শেখায়। কর্মমুখী শিক্ষা ছাত্রদের নিজেদের ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী ও স্বাধীন হতে উৎসাহিত করে, যা তাদের কর্মজীবনে সফল হতে সাহায্য করে।

গ দৃশ্যকল্প-১ দ্বারা বাংলাদেশের অন্যতম নাগরিক সমস্যা জনসংখ্যা সমস্যাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

জনসংখ্যা সমস্যা বাংলাদেশের নাগরিক জীবনের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। জনসংখ্যা সমস্যা বলতে অধিক জনসংখ্যার প্রভাবে সৃষ্ট সমস্যাকে নির্দেশ করে। দেশের সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি হলে তা সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়। অধিক জনসংখ্যার কারণে খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানা সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ আলেক মিয়ার পরিবারের সদস্য সংখ্যা সাত জন। তিনি একজন সাধারণ কৃষক। টাকার অভাবে ছেলেমেয়েদের মৌলিক চাহিদা ভালোভাবে মেটাতে পারেন না। তার পরিবার নানা অভাবঅনাটনে ভোগে। এরূপ বর্ণনায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যাকে নির্দেশ করা হয়েছে। কেননা আলেক মিয়ার পরিবারের অধিক জনসংখ্যার কারণে তার পরিবারের চাহিদা ঠিকমতো পূরণ করতে পারে না। আর জসংখ্যার চাপে এরূপ সমস্যা সৃষ্টি হলে অর্থাৎ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হলে তা জনসংখ্যা সমস্যাকেই নির্দেশ করে।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত সমস্যাটি হলো পরিবেশগত দুর্যোগ। পরিবেশগত দুর্যোগ আমাদের জীবনকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। মন্তব্যটি যথার্থ।

আমাদের চারপাশের নদ-নদী, খাল-বিল, পাহাড়-পর্বত, গাছপালা, মাটি ও সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। সুস্থ প্রাকৃতিক পরিবেশ অব্যাহত রাখা আমাদের স্থিতিশীল উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের প্রধান ভিত্তি। মানুষের কর্মকাণ্ড যখন পরিবেশের এ স্বাভাবিক অবস্থাকে বিনষ্ট করে, তখনই পরিবেশের দুর্যোগ সৃষ্টি হয়। তাই পরিবেশগত দুর্যোগ বলতে পরিবেশের অস্বাভাবিক অবস্থাকে বোঝায়।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এর নওপাড়া গ্রামটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। কিন্তু এখন গ্রামে গাছপালা নেই বললেই চলে। ইটের ভাটা তৈরি করে ফসলের মাঠ নষ্ট করা হয়েছে। নদী ভরাট করে নদীর দুই পাড়ে বিভিন্ন স্থাপনা তৈরি করা হয়েছে। এরূপ চিত্র প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে তুলে ধরে যা আমাদের জীবনকে নানাভাবে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে। এভাবে বনের সংকোচন, জলাধারাগুলোর অধিগ্রহণ ও দূষণের ফলে দেশের জীববৈচিত্র্যে মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। দেশীয় প্রজাতির শস্য, মাছ, গাছ, উদ্ভিদ প্রভৃতি আজ সর্বাত্মক হুমকির সম্মুখীন। পরিবেশ আন্দোলনের চাপে সরকার পলিথিন ব্যাগ ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেও তা প্রায়ই মানা হচ্ছে না। তদুপরি বিভিন্ন পণ্যের মোড়ক হিসেবে প্লাস্টিকের ব্যবহার ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৃথক ও সুষ্ঠু অপসারণ ব্যবস্থা না থাকার ফলে এসব বর্জ্য সাধারণ বর্জ্যের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে এবং পরিবেশকে বিষাক্ত করছে। এদিকে জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের অস্তিত্বের জন্য এক বড় হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বিভিন্নভাবে জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশকে আক্রান্ত করছে এবং করবে। তার মধ্যে অন্যতম হলো, সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা বাড়ার কারণে লবণাক্ততার প্রসার, নদীপ্রবাহের চরমভাবাপন্নতা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি ও রোগ মহামারীর প্রসার। ঘনবসতির কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের এসব প্রভাবের ফলে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের বাস্তুহারা ও জীবিকাহারা হওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের পরিবেশগত বিপর্যয় সৃষ্ঠি করতে পারে।

সুতরাং আলোচনা থেকে বলা যায়, পরিবেশগত বিপর্যয় সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশের জনজীবনে নানা রকম নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ফলে তা ক্রমে আমাদের জীবনকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ১০ **উদ্দীপক-১ :**

ফাগুন দিনে পলাশবনে
রক্ত ঝরে ঐ।
মাগো আমার ছালাম বরকত
ভাইয়েরা সব কই।

উদ্দীপক-২ : জনাব আরাফাত টক শো'র আলোচনায় বলেন পাকিস্তানী শাসকচক্রের শাসন ও অর্থনৈতিক শোষণ হতে বাঙালিদের মুক্তির লক্ষ্যে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বেশ কিছু দাবি-দাওয়া পেশ করেন যা পরবর্তীতে বাঙালি জাতির প্রাণের দাবিতে পরিণত হয়।

ক. অসহযোগ আন্দোলনের গগণবিদারী শ্লোগানটি লেখ। ১
খ. মৌলিক গণতন্ত্র কেন প্রবর্তন করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপক-১ আমাদের জাতীয় জীবনের কোন ঘটনাকে মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপক-২ এ উল্লিখিত বিষয়টি আমাদের জাতীয় মুক্তির এক প্রামাণ্য দলিল"– বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক অসহযোগ আন্দোলনের গগণবিদারী স্লোগানটি হলো 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর।'

খ জেনারেল আইয়ুব খানের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করে স্বৈরাচারী শাসন দীর্ঘায়িত করার জন্য মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন করা হয়।

মৌলিক গণতন্ত্র হলো জেনারেল আইয়ুব খান কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি উদ্ভট গণতান্ত্রিক ধারণা। ১৯৫৯ সালের ২৬ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান তার 'মৌলিক গণতন্ত্র' আদেশ ঘোষণা করেন। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থাধীনে পাকিস্তানের উভয় অংশ থেকে ৪০,০০০ করে মোট ৮০,০০০ ইউনিয়ন কাউন্সিলর সদস্য নিয়ে দেশের নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয়। এদের দ্বারা রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দের নির্বাচনের বিধান করা হয়। এ পদ্ধতিতে পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি সৃষ্টি করে নাগরিকদেরকে প্রত্যক্ষ ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।

গ উদ্দীপক-১ আমাদের জাতীয় জীবনের যে ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয় সেটি হলো ভাষা আন্দোলন।

ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অবিস্বরণীয় অধ্যায়। রাষ্ট্রভাষাকে রক্ষা করতে গিয়ে ১৯৫২ সালে এদেশের অকুতোভয় মানুষগুলো শহিদ হন। রক্ত ঝরে রাজপথে। তাদের সেই অত্মত্যাগে স্বাধীন হয় বাংলাদেশ।

উদ্দীপকের কবিতাংশটি হলো, ফাগুন দিনে পলাশ বনে/রক্ত ঝরে ঐ; মাগো আমার ছালাম বরকত/ভাইয়েরা সব কই।– এরূপ কবিতার মাধ্যমে আমাদের জাতীয় জীবনের ঐতিহাসিক ঘটনা ভাষা আন্দোলনের আবহ প্রকাশ পায়। আমাদের দেশে ভাষা আন্দোলনের দাবি প্রবল হয় যখন রেসকোর্স ময়দানে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর 'একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' ঘোষিত হয়। এরপর ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন আবার ঘোষণা করেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এসময় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় এবং উর্দুর বিরুদ্ধে ধর্মঘট পালিত হয়। সরকার কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারির আগের দিন ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনকে সামনে রেখে মাতৃভাষা বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও সর্বস্তরের জনগণ মিছিল বের করে এবং তাদের ওপর পুলিশ গুলি চালায়। ফলে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরও অনেকে শহিদ হন।

ঘ উদ্দীপক-২ এ উল্লিখিত বিষয়টি হলো ছয় দফা দাবি। ছয় দফা দাবি আমাদের জাতীয় মুক্তির এক প্রামাণ্য দলিল– মন্তব্যটি যথার্থ।

পাকিস্তান স্বাধীন হলে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সাথে বিমাতাসুলভ আচরণ শুরু করে। শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার, শোষণ ও বঞ্চনায় অতিষ্ঠ হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এদেশের জনগণ ঐক্যবন্ধ হতে থাকে এবং ১৯৬৬ সালে ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলের এক কনভেনশনে তিনি ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন।

উদ্দীপক-২ এ জনাব আরাফাত টক শো'র আলোচনায় বলেন, পাকিস্তানি শাসকচক্রের শাসন ও অর্থনৈতিক শোষণ হতে বাঙালিদের মুক্তির লক্ষ্যে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বেশ কিছু দাবি-দাওয়া পেশ করেন যা পরবর্তীতে বাঙালি জাতির প্রাণের দাবিতে পরিণত হয়। এরূপ বর্ণনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক উত্থাপিত ১৯৬৬ সালের ছয় দফা দাবির সাদৃশ্য পাওয়া যায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এ দাবিকে বাঙালির 'মুক্তির সনদ' বা 'ম্যাগনাকার্টা' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। কারণ এ কর্মসূচিই ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের চাবিকাঠি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এ কর্মসূচি পূর্ব পাকিস্তানের শোষিত ও নির্যাতিত জনগণের মনে ব্যাপক আশার সঞ্চার করে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ কর্মসূচির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানায় এবং ক্রমশ পূর্ব পাকিস্তানে এ কর্মসূচির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলশ্রুতিতে এ কর্মসূচির ওপর ভিত্তি করেই পূর্ব পাকিস্তানি জনগণ স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং পরবর্তীতে স্বাধীনতা লাভ করে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে সাদৃশ্যপূর্ণ দাবি ছয় দফা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ।

প্রশ্ন ▸ ১১

সংস্থা	দপ্তর	কাজ
P	জেদ্দা	• ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা • আলোচনা, আপোস রফার মাধ্যমে সংঘর্ষ নিরসন
Q	নিউইয়র্ক	• বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ • আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত ও সমৃদ্ধ বিশ্ব গড়ে তোলা

ক. সার্কের প্রথম উদ্দেশ্যটি লেখ। ১

খ. নিরাপত্তা পরিষদকে জাতিসংঘের শাসন বিভাগ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ছকে উল্লিখিত 'P' দ্বারা কোন আন্তর্জাতিক সংগঠনকে বুঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "ছকে উল্লিখিত 'Q' সংস্থটির সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর"– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সার্কের প্রথম উদ্দেশ্যটি হলো সার্কভুক্ত দেশগুলোর জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা।

খ আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষায় সমস্ত কাজ নিরাপত্তা পরিষদ সম্পাদন করে বলে একে জাতিসংঘের শাসন বিভাগ বলা হয়। জাতিসংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী শাখা হচ্ছে নিরাপত্তা পরিষদ। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার মূল দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের। এ পরিষদ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করে। আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক অবরোধ আরোপ করে। এ চেষ্টা ব্যর্থ হলে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে। তাছাড়া নিরাপত্তা পরিষদ শান্তি প্রতিষ্ঠা ও যুদ্ধ বন্ধের জন্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী মোতায়েন করতে পারে। মোটকথা, আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল কাজ এ সংস্থাটি করে বলে নিরাপত্তা পরিষদকে জাতিসংঘের শাসন বিভাগ বলা হয়।

গ ছকে উল্লিখিত 'P' দ্বারা ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) কে বোঝানো হয়েছে।

বিশ্বের সব মুসলমান রাষ্ট্র যে সংস্থার সদস্য তা হলো ওআইসি অর্থাৎ 'ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা।' এটি ইসলামি স্থানগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও বহিঃশত্রুর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সম্মিলিত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও বহিঃশত্রুর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এটি মুসলমানদের মর্যাদা রক্ষা এবং মুসলিম জাতির সংগ্রামকে জোরদার করার জন্য সাহায্য করে। এছাড়া কোনো সংঘর্ষ দেখা দিলে আলাপ-আলোচনা, মধ্যস্থতা, আপোস প্রভৃতির মাধ্যমে এর শান্তিপূর্ণ সমাধানে এ সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকের 'P' সংস্থার সদর দপ্তর জেদ্দায় অবস্থিত। ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পারিক সাহায্য সহযোগিতা করা ও আলোচনা, আপোস রক্ষার মাধ্যমে সংঘর্ষ নিরসন কাজগুলো সংস্থাটির মূল কাজ। এরূপ বর্ণনায় ওআইসির স্বরূপ প্রকাশ পায়। কেননা ওআইসির রাজধানী সৌদি আরবের জেদ্দায় অবস্থিত। ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব রক্ষা করা ও পারস্পরিক সহযোগিতা করা এর প্রধান কাজ।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থাটি অর্থাৎ জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। এরপর থেকেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের নীতি ও আদর্শের প্রতি আস্থাশীল রয়েছে। বাংলাদেশ বিভিন্ন সময়ে নানা সমস্যা মোকাবিলায় জাতিসংঘের সহযোগিতা পেয়েছে। কার্যত আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশে গভীর হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। যেমন- ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে জাতিসংঘ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি মানবিক সাহায্য দিয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দিয়েছিল। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনেও জাতিসংঘ সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল। জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের পর জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মকান্ডে বাংলাদেশের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। বাংলাদেশ এ পর্যন্ত দুবার নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে যা দেশের জন্য এক বিরল সম্মান। তাছাড়া এ সংস্থা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি, যোগাযোগ, শিশু মৃত্যু হ্রাস, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন, বিজ্ঞান, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে অগ্রগতি অর্জনে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। জাতিসংঘ 'ভাষা ও শহিদ' দিবস ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা দিয়ে বাংলা ভাষাকে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে উন্নীত করেছে। ১৯৯১ সালে মিয়ানমার হতে লাখ লাখ রোহিঙ্গা প্রবেশ করলে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ ও তার বিভিন্ন সংস্থা বাংলাদেশকে বিপুলভাবে সাহায্য করায় বাংলাদেশ বিভিন্ন সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। তাছাড়া ২০১২ সালে আন্তর্জাতিক আদালতের এক রায়ে মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নিয়ে এক বিরোধ নিষ্পত্তি হয়। তাছাড়া জাতিসংঘের সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘ সেনাবাহিনীতে সেনাসদস্য পাঠিয়ে বিশ্বশান্তি রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর ও হৃদ্যতাপূর্ণ।

সিলেট বোর্ড– ২০২৪

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : | 1 | 4 | 0 |

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. **নারীর ক্ষমতায়ন কেন দরকার?**
ক) দুর্বল নারীদের সবল করার জন্য
খ) সমতাভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য
গ) নারীর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য
ঘ) নারীর প্রতি বৈষম্য কমানোর জন্য

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২ ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সুমি তার দাদার সাথে বিকেলে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে বেড়াতে গেল। সেখানকার চারপাশের ময়লা আবর্জনা ও কলকারখানার নোংরা পানি সে নদীতে দেখতে পায়।

২. **উদ্দীপক কোন সামাজিক সমস্যাকে ইঙ্গিত করে?**
ক) জনসংখ্যা সমস্যা খ) পরিবেশগত দুর্যোগ
গ) খাদ্য নিরাপত্তা ঘ) সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড

৩. **উক্ত সমস্যা মোকাবেলায় করণীয় হলো–**
i. আশেপাশের খালি জায়গায় শস্য চাষ করা ii. নর্দমাগুলোতে ময়লা ফেলে রাখা
iii. বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪. **জাতিসংঘের কোন পরিষদটি অনুন্নত অঞ্চলের তত্ত্বাবধান করেন?**
ক) সাধারণ খ) নিরাপত্তা
গ) অছি ঘ) অর্থনৈতিক ও সামাজিক

৫. **আমরা কেন সামাজিক অধিকার ভোগ করি?**
ক) মানসিক বিকাশের জন্য খ) রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণের জন্য
গ) সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য ঘ) সুন্দর ও সুসভ্য জীবন যাপনের জন্য

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সাইফুল ও সাদিয়া একটি গার্মেন্টস কারখানায় চাকরি করে। দুজন সমান কাজ করলেও মাস শেষে সাইফুলের থেকে সাদিয়াকে দুই হাজার টাকা কম বেতন প্রদান করা হয়।

৬. **উদ্দীপকের সাদিয়া কোন ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত?**
ক) নৈতিক খ) রাজনৈতিক গ) সামাজিক ঘ) অর্থনৈতিক

৭. **রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় উপাদান কোনটি?**
ক) সার্বভৌমত খ) সরকার গ) নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড ঘ) জনসমষ্টি

৮. **জাতিসংঘের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?**
ক) নিউইয়র্কে খ) জেদ্দায় গ) কাঠমুণ্ডুতে ঘ) লন্ডনে

৯. **'সিভিস' শব্দের অর্থ কী?**
ক) নাগরিক খ) নগর রাষ্ট্র গ) নাগরিকতা ঘ) জাতিরাষ্ট্র

১০. **নিচের কোনটি নাগরিকের আইনগত কর্তব্য?**
ক) নিজে শিক্ষিত হওয়া খ) সন্তানদের শিক্ষিত করা
গ) রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য করা ঘ) সততার সাথে ভোট দান করা

১১. **গণতন্ত্রে ঘনঘন নীতির পরিবর্তন হয় কেন?**
ক) সরকারের দুর্বলতার কারণে খ) আমলাদের বিরোধীতার কারণে
গ) সরকারের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে
ঘ) নির্ধারিত মেয়াদের পূর্বে সরকারের পরিবর্তনের কারণে

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১২ ও ১৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
ভারতের আসাম রাজ্যের শিলচরে ১৯৬১ সালের ১৯শে মে মায়ের ভাষার দাবিতে শহীদ হয়েছিলেন ১১ জন। তাদের সবারই বয়স ছিল ২৫ বছরের নিচে।

১২. **উদ্দীপকে বর্ণিত আন্দোলনটি ইতিহাসের কোন ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত?**
ক) অসহযোগ আন্দোলন খ) স্বাধিকার আন্দোলন
গ) ভাষা আন্দোলন ঘ) গণআন্দোলন

১৩. **উক্ত আন্দোলনের ফলে–**
i. বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে ii. অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ ঘটে
iii. রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৪. **"ল অব দ্যা কনস্টিটিউশন" গ্রন্থের রচয়িতা কে?**
ক) ব্লাকস্টোন খ) হল্যান্ড গ) গার্নার ঘ) এ. ভি. ডাইসি

১৫. **ও. আই. সি কেন গঠন করা হয়?**
ক) শ্রেণিবৈষম্য বিলোপের জন্য খ) ইসলামিক বন্ধন ও সংহতি রক্ষার জন্য
গ) দ্যারিদ্র্য নিরসনের জন্য ঘ) যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য

১৬. **সংবিধান প্রণয়ন করা হয়—**
i. জনগণের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে ii. শাসক নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে
iii. জনগণের মতামত নিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সীমার বাবা রাতে খাবার সময়ে টেবিলে বসে সন্তানদের সাথে সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

১৭. **সীমার বাবার কাজটি পরিবারের কোন কাজকে ইঙ্গিত করে?**
ক) রাজনৈতিক খ) সামাজিক গ) অর্থনৈতিক ঘ) মনস্তাত্ত্বিক

১৮. **রাশিয়ার সংবিধান কোন পদ্ধতিতে প্রণয়ন করা হয়েছে?**
ক) অনুমোদন খ) আলাপ-আলোচনা গ) বিপ্লব ঘ) ক্রমবিবর্তন

১৯. **জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন কে?**
ক) প্রধানমন্ত্রী খ) রাষ্ট্রপতি গ) প্রধান বিচারপতি ঘ) স্পিকার

২০. **কেন্দ্রীয় প্রশাসনের প্রথম স্তর কোনটি?**
ক) মন্ত্রণালয় খ) সচিবালয় গ) জাতীয় সংসদ ঘ) সুপ্রিম কোর্ট

২১. **অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের শর্ত হলো–**
i. সৎ হওয়া
ii. বসবাসকারী রাষ্ট্রের নাগরিককে জীবনসঙ্গী নির্বাচন করা
iii. শিক্ষিত হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২২ ও ২৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

ক
→ জনগণের অত্যাবশ্যকীয় অধিকার সংরক্ষণ করে।
→ সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে।
→ নিরাপরাধীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

২২. **ছকে 'ক' চিহ্নিত স্থানে সরকারের কোন বিভাগকে নির্দেশ করে?**
ক) আইন খ) শাসন গ) বিচার ঘ) সচিবালয়

২৩. **উক্ত বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ–**
i. সংসদ সদস্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে
ii. দুর্বলদেরকে শক্তিশালীদের প্রভাব থেকে রক্ষা করে
iii. আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৪. **মৌলিক গণতন্ত্রের ধারণা প্রবর্তন করেন কে?**
ক) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ খ) ইস্কান্দার মির্জা
গ) আইয়ুব খান ঘ) ইয়াহিয়া খান

২৫. **কোনটি গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির অন্যতম শর্ত?**
ক) যোগ্য প্রার্থী বাছাই খ) ভোটার উপস্থিতি নিশ্চিত
গ) সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা ঘ) সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থা

২৬. **নারী নির্যাতনের কারণ হলো–**
i. নারীদের সবল অবস্থানকে মেনে না নেওয়া
ii. নারীরা নিজস্ব বিষয়ে সচেতন থাকায়
iii. নারীর অর্থনৈতিক নিশ্চয়তার অভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
বাংলাদেশি মেয়ে তানিশা স্বামী ও ছেলেসহ কানাডায় উচ্চশিক্ষার জন্য গমন করে। কানাডাতে অবস্থানকালে তার একটি মেয়ে হয়।

২৭. **তানিশার মেয়ে কোন নীতিতে কানাডার নাগরিকত্ব লাভ করবে?**
ক) জন্মস্থাননীতি খ) জন্মনীতি
গ) অনুমোদন নীতি ঘ) জন্মনীতি ও জন্মস্থাননীতি উভয়ই

২৮. **নিচের কোন রাষ্ট্রে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র বিদ্যমান?**
ক) কিউবা খ) সৌদি আরব গ) গ্রেট ব্রিটেন ঘ) যুক্তরাষ্ট্র

২৯. **১৯৭২ সালের কত তারিখে সংবিধান কার্যকর করা হয়?**
ক) ১৭ই এপ্রিল খ) ১৯শে অক্টোবর গ) ৪ঠা নভেম্বর ঘ) ১৬ই ডিসেম্বর

৩০. **প্রধান শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা স্থানীয় সরকার কোনটি?**
ক) সিটি কর্পোরেশন খ) পৌরসভা গ) উপজেলা পরিষদ ঘ) জেলা পরিষদ

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

সিলেট বোর্ড–২০২৪

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (সৃজনশীল)

বিষয় কোড : | 1 | 4 | 0 |

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. পরেশ ও সুরেশ দুই ভাই। পরেশ মেধাবী হওয়ায় ভালো চাকরি পায়। তার ইচ্ছা সন্তানদের তার মতো করে গড়ে তোলা। তাই অবসর সময়ে বিদ্যালয় থেকে শিক্ষকদের দেওয়া বাড়ির কাজে সন্তানদের সহযোগিতা করে। অন্যদিকে সুরেশ অল্প মেধাবী হওয়ায় "যুব উন্নয়ন" সংস্থা থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ছোট আকারের একটি গরুর খামার তৈরি করে। এখন সেটি বৃদ্ধি পায় এবং অনেক লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়।

ক. সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূলকথা কী? ১

খ. রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কোনটি? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরেশের কাজ পরিবারের কোন কার্যাবলির সাথে সম্পৃক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সুরেশের কর্মকাণ্ড পরিবারে যে ধরনের ভূমিকা রাখে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

২. দৃশ্যকল্প-১ : 'স্বনির্ভর' একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সকল সদস্যের মতামত, অংশগ্রহণ ও মঙ্গালের জন্য এটি পরিচালিত হয়। সকল ক্ষমতা অর্পিত থাকে সদস্যদের হাতে। তাদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে পরিবর্তন হয় পূর্বের পরিচালিত কমিটির।

দৃশ্যকল্প-২ : 'চাঁদের হাট' একটি বড় প্রকল্প। পরিচালনার সুবিধার জন্য কিছু কিছু কাজ শাখা প্রকল্পের কাছে ন্যস্ত করা হয়। তবে বিশেষ বিশেষ কাজগুলো বৃহত্তর প্রকল্পের হাতে থাকে।

ক. পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কাকে বলে? ১

খ. গণতন্ত্রকে কীভাবে সফল করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ 'স্বনির্ভর' প্রতিষ্ঠানটি কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর দৃশ্যকল্প-২ এ দ্বৈত সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান? সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩.

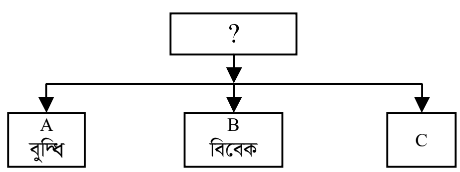

ক. অধিকার কাকে বলে? ১

খ. দ্বৈত নাগরিকতা কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ছকে '?' চিহ্নিতস্থানে কোনটি নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ছকের 'C' চিহ্নিত বিষয়টির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয়।– বিশ্লেষণ করো। ৪

৪. ঘটনা-১ : জনাব কবির সাহেব একজন পরোপকারী সামাজিক লোক। সমাজে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে তিনি কাউকে ছোট-বড় দেখেন না। সকল মানুষকে সমান ভাবেন এবং সুবিচার নিশ্চিত করেন।

ঘটনা-২ : জনাব রফিক সাহেব একজন বড় ব্যবসায়ী। তিনি তার প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদানের সময় দক্ষতা অনুযায়ী কম-বেশি করে মজুরি প্রদান করেন।

ক. আইন কাকে বলে? ১

খ. আইনকে স্বাধীনতার রক্ষক বলা হয় কেন? ২

গ. কবির সাহেবের কর্মকাণ্ড পাঠ্যবইয়ের কোনটিকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রফিক সাহেবের কাজ কোন স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত? বিশ্লেষণ কর। ৪

৫.

সাল	নির্বাচন	ফলাফল
১৯৫৪	'ক'	মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয়
১৯৭০	'খ'	আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ

ক. মুজিবনগর সরকার কী? ১

খ. লাহোর প্রস্তাবকে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' বলা হয় কেন? ২

গ. 'ক' দ্বারা কোন নির্বাচনকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'খ' নির্বাচনটি স্বাধীনতা সংগ্রামে কতটুকু ভূমিকা রাখে তা মূল্যায়ন কর। ৪

৬. রহিমা ও নাছিমা দুই বান্ধবী। রহিমার নবম শ্রেণিতে পড়াকালীন অবস্থায় বিয়ে হয় এবং অল্পবয়সে অধিক সন্তান-সন্ততির জননী হন। অপরদিকে নাছিমা লেখা-পড়া শেষে চাকরি না পাওয়ায় 'মহিলা সংস্থা' থেকে ১৫,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে ফুলের বাগান করেন। ফুল বিক্রয় করে লাভবান হন এবং অনেক লোকের জীবিকা নির্বাহ হয়।

ক. VGD-এর পূর্ণরূপ লেখ। ১

খ. খাদ্য নিরাপত্তা কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রহিমার অপ্রাপ্ত বয়সে বিবাহ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোন কারণকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. নাছিমার পদক্ষেপ জনসংখ্যা সমাধানের যে উপায়কে ইঙ্গিত করে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৭. 'খ' ও 'গ' দুইটি সহযোগী সংস্থা। 'খ' সংস্থাটি ছোট হওয়ায় এর সদস্য সংখ্যা কম। ১৯৮৫ সালে একটি যাত্রা শুরু করে। অপরপক্ষে, 'গ' সংস্থাটি বড় হওয়ায় এর সদস্য সংখ্যা অনেক বেশি। ১৯৪৫ সালে সংস্থাটি গঠিত হয়।

ক. OIC-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. কমনওয়েলথ কোন উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়েছিল? ২

গ. 'খ' সংস্থাটি কোন ধরনের সংস্থা? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'গ' সংস্থাটির সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

৮. 'X' একটি বড় সংগঠন। এটি সাংবিধানিকভাবে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। একজন প্রধান ও চারজন সহকারী সদস্য দ্বারা কমিশনটি গঠিত হয়। প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাছাই করা এই কমিশনের একটি কাজ।

ক. পরোক্ষ নির্বাচন কাকে বলে? ১

খ. 'এক ব্যক্তি, এক ভোট' পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'X' সংগঠনটি কোন কমিশনের অন্তর্গত? ব্যাখা কর। ৩

ঘ. উক্ত কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলি বিশ্লেষণ কর। ৪

৯.

তথ্য-১	তথ্য-২
মোট সংখ্যা ৪৫৫৪	মোট সংখ্যা ৩৩০
এর প্রধান হলো চেয়ারম্যান	এর প্রধানকে বলা হয় মেয়র
গ্রামে অবস্থিত	শহরে অবস্থিত

ক. স্থানীয় সরকার কাকে বলে? ১

খ. গ্রাম আদালত কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. তথ্য-১ এ উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ কোনটিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শহরের জনগণের সমস্যার সমাধান ও উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব পালন করা তথ্য-২ এর কাজ– বিশ্লেষণ কর। ৪

১০. উদ্দীপক 'C' : রসুলপুর গ্রামের যুবকদের নিয়ে গঠিত হয় 'তরুণ সংঘ'। উক্ত সংঘের নিয়ম-কানুন, আদর্শ ও রীতি-নীতি অধিকাংশ একটি বই আকারে লিপিবন্ধ করা হয়।

উদ্দীপক 'D' : রহমতপুর গ্রামের বয়স্ক লোকদের দ্বারা গঠিত হয় 'অক্ষরদান' প্রকল্প। এটি পরিচালিত হয় চিরাচরিত নিয়ম ও আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

ক. ম্যাগনাকার্টা কী? ১

খ. রাষ্ট্রের জন্য সংবিধান প্রয়োজন কেন? ২

গ. উদ্দীপক 'C' এ তরুণ সংঘ কোন সংবিধানের অনুরূপ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক 'D' এ 'অক্ষরদান প্রকল্প' যে সংবিধানের সাথে সাদৃশ্য তা বিশ্লেষণ কর। ৪

১১. মিতুর দাদা রহমত আলী এবং বাবা কেরামত আলী। পরিবারের সকলে তার দাদাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন। কিন্তু তার বাবার আদেশে বাড়ির সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সর্বময় কর্তা হিসাবে সমস্ত দায়িত্ব পালন করেন কেরামত আলী। তবে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তার বাবা রহমত আলীর পরামর্শ গ্রহণ করেন।

ক. অধস্তন আদালত কাকে বলে? ১

খ. সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে অন্যতম কোনটি? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মিতুর দাদা রহমত আলী দ্বারা শাসন বিভাগের কোন ব্যক্তিকে বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মিতুর বাবার ক্ষেত্রে শাসন বিভাগের অপর কোন ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করে? তাঁর ক্ষমতা ও কাজের পরিধি বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	N	২	L	৩	M	৪	M	৫	N	৬	N	৭	K	৮	K	৯	K	১০	N	১১	N	১২	M	১৩	N	১৪	N	১৫	L
	১৬	L	১৭	K	১৮	M	১৯	L	২০	L	২১	K	২২	M	২৩	L	২৪	M	২৫	N	২৬	M	২৭	K	২৮	L	২৯	N	৩০	K

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ পরেশ ও সুরেশ দুই ভাই। পরেশ মেধাবী হওয়ায় ভালো চাকরি পায়। তার ইচ্ছা সন্তানদের তার মতো করে গড়ে তোলা। তাই অবসর সময়ে বিদ্যালয় থেকে শিক্ষকদের দেওয়া বাড়ির কাজে সন্তানদের সহযোগিতা করে। অন্যদিকে সুরেশ অল্প মেধাবী হওয়ায় "যুব উন্নয়ন" সংস্থা থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ছোট আকারের একটি গরুর খামার তৈরি করে। এখন সেটি বৃদ্ধি পায় এবং অনেক লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়।

ক. সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূলকথা কী? ১

খ. রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কোনটি? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরেশের কাজ পরিবারের কোন কার্যাবলির সাথে সম্পৃক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সুরেশের কর্মকাণ্ড পরিবারে যে ধরনের ভূমিকা রাখে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূলকথা হলো সমাজে বসবাসকারী জনগণের পারস্পরিক চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে।

খ রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সরকার।

রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সরকার। সরকার ছাড়া রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যাবলি সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সরকার গঠিত হয় তিনটি বিভাগ নিয়ে। যথা- আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। সকল রাষ্ট্রের সরকারের গঠন একই রকম হলেও রাষ্ট্রভেদে সরকারের রূপ ভিন্ন ভিন্ন। যেমন- বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার, আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার। রাষ্ট্রের যাবতীয় শাসনকাজ সরকারই পরিচালনা করে থাকে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত পরেশের কাজ পরিবারের শিক্ষামূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত।

পরিবার হলো শিশুর আদি ও আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্র। একটি শিশু বিদ্যালয়ে যাওয়ার পূর্বেই পরিবারে বর্ণমালার সাথে পরিচিত হয়। তাছাড়া মা-বাবা ও ভাই-বোনদের পারস্পরিক সহায়তায় সততা, শিষ্টাচার, উদারতা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলির শিক্ষালাভের প্রথম সুযোগ পরিবারেই সৃষ্টি হয়। পরিবার থেকেই আমরা প্রথম সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য, সহনশীলতা ও আত্মসংযমের শিক্ষা পাই, যা আমাদের সুনাগরিক হতে সাহায্য করে।

উদ্দীপকের পরেশ নিজের সন্তানদের নিজের মতো মেধাবী করে গড়ে তোলার জন্য অবসর সময়ে সন্তানদের বিদ্যালয় প্রদত্ত বাড়ির কাজে সহযোগিতা করেন। আর এরূপ কাজ পরিবারের শিক্ষামূলক কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা এর মাধ্যমে তার সন্তানদের মেধার বিকাশ ঘটবে। সেই সাথে তারা বাবার সহযোগিতায় লেখাপড়ায় আরো উৎসাহী হবে।

ঘ উদ্দীপকে সুরেশের কর্মকাণ্ডে পরিবারের অর্থনৈতিক কার্যাবলি প্রকাশ পেয়েছে, পরিবারে যে কাজের গুরুত্ব ব্যাপক।

পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণ অর্থাৎ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি চাহিদা পূরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্নভাবে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে এসব চাহিদা পূরণ করে থাকে। পরিবারকে কেন্দ্র করে কুটির শিল্প, মৎস্য চাষ, কৃষিকাজ, পশুপালন ইত্যাদি অর্থনৈতিক কাজ সম্পাদিত হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে নতুন নতুন কাজের সৃষ্টি হয়েছে। আর এভাবেই বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে পরিবারের সকল অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ হয়ে থাকে।

উদ্দীপকের সুরেশ অল্প মেধাবী হওয়ায় যুব উন্নয়ন সংস্থা থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ছোট আকারের একটি গরুর খামার তৈরি করে। এখন সেটি বৃদ্ধি পেয়ে অনেক লোকের কর্মসংস্থান করেছে। সুরেশের এমন কর্মকাণ্ডে পরিবারের অর্থনৈতিক কাজ প্রকাশ পেয়েছে, পরিবারে যে কাজের ভূমিকা অত্যধিক। পরিবারের অর্থনৈতিক কাজের মাধ্যমে অন্যান্য কার্যাবলি অর্থবহ হয়ে ওঠে। বিনোদন, শিক্ষা, মানসিক বিকাশে সহযোগিতা প্রভৃতি কাজ পরিবারের অর্থনৈতিক কাজের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করে। পরিবার অর্থনৈতিক কাজের মাধ্যমে এর সদস্যদের সকল ধরনের চাহিদা পূরণ করে। এর ফলশ্রুতিতে প্রতিটি সদস্য যথাযথভাবে তাদের সামাজিক ভূমিকা পালনে অবদান রাখতে পারে। আর্থিক স্বচ্ছলতা ছাড়া কারো পক্ষেই স্বাভাবিকভাবে সমাজে জীবনযাপন করা সম্ভব হয় না। এজন্য পরিবারের অর্থনৈতিক কার্যাবলি একটি পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বলা যায়, এর মাধ্যমে পরিবার সমাজে ঠিকে থাকার যোগ্যতা অর্জন করে।

প্রশ্ন ▶ ০২ দৃশ্যকল্প-১ : 'স্বনির্ভর' একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সকল সদস্যের মতামত, অংশগ্রহণ ও মঙ্গালের জন্য এটি পরিচালিত হয়। সকল ক্ষমতা অর্পিত থাকে সদস্যদের হাতে। তাদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে পরিবর্তন হয় পূর্বের পরিচালিত কমিটির।

দৃশ্যকল্প-২ : 'চাঁদের হাট' একটি বড় প্রকল্প। পরিচালনার সুবিধার জন্য কিছু কিছু কাজ শাখা প্রকল্পের কাছে ন্যস্ত করা হয়। তবে বিশেষ বিশেষ কাজগুলো বৃহত্তর প্রকল্পের হাতে থাকে।

ক. পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কাকে বলে? ১

খ. গণতন্ত্রকে কীভাবে সফল করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ 'স্বনির্ভর' প্রতিষ্ঠানটি কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর দৃশ্যকল্প-২ এ দ্বৈত সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান? সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে রাষ্ট্রে সম্পত্তির উপর নাগরিকের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করা হয়, তাকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বলে।

খ সর্বস্তরে গণতন্ত্রের সঠিক চর্চা নিশ্চিত করে গণতন্ত্রকে সফল করা যায়।

বর্তমান যুগে প্রচলিত শাসনব্যবস্থাগুলোর মধ্যে গণতন্ত্র সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও উৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা। কিন্তু, গণতন্ত্র চর্চা বা বাস্তবায়নের পথে অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে। তবে শিক্ষিত ও সচেতন জনগোষ্ঠী, অর্থনৈতিক সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা, দক্ষ প্রশাসন এবং উপযুক্ত নেতৃত্ব সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে গণতন্ত্রকে সফল করে তুলতে পারে। এছাড়াও পরমতসহিষ্ণুতা, আইনের শাসন, মুক্ত ও স্বাধীন প্রচারযন্ত্র, একাধিক রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক সহনশীলতা গণতন্ত্রকে সফল করার অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ 'স্বনির্ভর, প্রতিষ্ঠানটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি।

যে শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা রাষ্ট্রের সকল সদস্য তথা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে, তাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে। এটি এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে শাসনকার্যে জনগণের সকলে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সকলে মিলে সরকার গঠন করে। এছাড়াও নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় অর্থাৎ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তিত হয়। গণতন্ত্রে জনগণের আস্থার ওপর সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। ফলে জনগণের আস্থা লাভের জন্য সরকার সততার সাথে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে। এর ফলে সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এর 'স্বনির্ভর' একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সকল সদস্যের মতামত, অংশগ্রহণ ও মঙ্গলের জন্য এটি পরিচালিত হয়। সকল ক্ষমতা অর্পিত থাকে সদস্যদের হাতে। তাদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে পরিবর্তন হয় পূর্বের পরিচালিত কমিটির। এরূপ বর্ণনায় স্পষ্টভাবে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পেয়েছে। কেননা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সকলের অংশগ্রহণ ও মতামতের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এরূপ শাসন ব্যবস্থায় জনগণ সকল ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক। সুতরাং বলা যায়, দৃশ্যকল্প-১ এর 'স্বনির্ভর' প্রতিষ্ঠানটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি দৃশ্যকল্প-২ এ দ্বৈত সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। কেননা সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলতে সেই ধরনের সরকারকে বোঝায়, যেখানে একাধিক অঞ্চল বা প্রদেশ মিলে একটি সরকার গঠন করে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ক্ষমতা গঠনের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এতে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার কিছু অংশ প্রদেশ বা আঞ্চলিক সরকারের এবং জাতীয় বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে। অর্থাৎ এতে দ্বৈত সরকারব্যবস্থা থাকে।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এ 'চাঁদের হাট' একটি বড় প্রকল্প। পরিচালনার সুবিধার জন্য কিছু কিছু কাজ শাখা প্রকল্পের কাছে ন্যস্ত করা হয়। তবে বিশেষ বিশেষ কাজগুলো বৃহত্তর প্রকল্পের হাতে থাকে। এরূপ বর্ণনায় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের চিত্র ফুটে উঠে। আর যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় দ্বৈত সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। কেননা, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা হলো এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে একাধিক প্রদেশ ক্ষমতা বণ্টন নীতির ভিত্তিতে একত্রিত হয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে। এখানে একটি কেন্দ্রীয় সরকার থাকে পাশাপাশি থাকে আঞ্চলিক সরকার, যারা মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী। এক্ষেত্রে একটি দেশে দুই ধরনের শাসন পরিলক্ষিত হয়– কেন্দ্রীয় শাসন ও প্রাদেশিক শাসন। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে।

প্রশ্ন ▶ ০৩

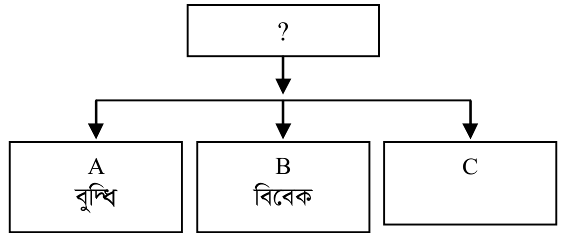

ক. অধিকার কাকে বলে? ১

খ. দ্বৈত নাগরিকতা কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ছকে '?' চিহ্নিতস্থানে কোনটি নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ছকের 'C' চিহ্নিত বিষয়টির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয়।– বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত কতকগুলো সুযোগ-সুবিধা যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধিত হয়।

খ একজন ব্যক্তির একই সঙ্গে দুটি দেশের নাগরিকতা অর্জনকে দ্বৈত নাগরিকতা বলে।

সাধারণত একজন ব্যক্তি একটি রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জনের সুযোগ পায়। তবে জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের দুটি নীতি থাকায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকতা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন, বাংলাদেশের নাগরিকতা নির্ধারণে জন্মনীতি অনুসরণ করে, অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জন্মনীতি ও জন্মস্থান উভয় নীতি অনুসরণ করে। এক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকতা সৃষ্টি হবে।

গ ছকে '?' চিহ্নিত স্থানে সুনাগরিক নির্দেশ করে।

রাষ্ট্রের সব নাগরিক সুনাগরিক নয়। আমাদের মধ্যে যে বুদ্ধিমান, সে সকল সমস্যা অতি সহজে সমাধান করে। যার বিবেক আছে, সে ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ বুঝতে পারে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকে। আর যে আত্মসংযমী, সে বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করতে পারে। এসব গুণসম্পন্ন নাগরিকদের সুনাগরিক বলা হয়। সুনাগরিকের প্রধান ৩টি গুণ থাকে। যথা– বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযম।

উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানের দুটি উপাদান হলো বুদ্ধি, বিবেক এবং 'C' চিহ্নিত স্থানে হবে আত্মসংযম। এই তিনটি গুণাবলি একজন নাগরিকের মধ্যে উপস্থিত থাকলে তিনি একজন সুনাগরিক হিসেবে বিবেচিত হবেন। অর্থাৎ '?' চিহ্নিত স্থানে সুনাগরিককে নির্দেশ করা হয়েছে। কেননা যার মধ্যে বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযম– এই তিনটি গুণ বিদ্যমান থাকে তিনি সুনাগরিক হিসেবে বিবেচিত হন।

ঘ ছকের চিহ্নিত বিষয়টি হলো আত্মসংযম। আত্মসংযমের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক মূলবোধ জাগ্রত হয়– মন্তব্যটি যথার্থ।

রাষ্ট্রের সব নাগরিক সুনাগরিক নয়। সুনাগরিকের প্রধানত তিনটি গুণ রয়েছে– যথা বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযম। এর মধ্যে অন্যতম একটি গুণ হলো আত্মসংযম, যার মাধ্যমে নাগরিকের মাঝে গণতান্ত্রিক মূলবোধ জাগ্রত হয়।

উদ্দীপকে সুনাগরিকের তিনটি গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে। সেই হিসেবে 'C' চিহ্নিত স্থানে বসবে আত্মসংযম গুণটি। এটি সুনাগরিকের অন্যতম একটি গুণ। এর অর্থ নিজেকে সকল প্রকার লোভ-লালসার

উর্ধ্বে রেখে সততা ও নিষ্ঠার সাথে নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করা। অর্থাৎ সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করার নাম আত্মসংযম। আমাদের মধ্যে যিনি এ গুণের অধিকারী তিনি যেমন স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারেন, তেমনি অন্যের মতামত প্রকাশেও নিজেকে সংযত রাখেন। এ ছাড়া, প্রত্যেক নাগরিককে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে থাকতে হবে। এর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয়।

সুতরাং আলোচনা শেষে বলা যায়, আত্মসংযম গুণটি নাগরিকের মাঝে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে। মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ০৪ ঘটনা-১ : জনাব কবির সাহেব একজন পরোপকারী সামাজিক লোক। সমাজে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে তিনি কাউকে ছোট-বড় দেখেন না। সকল মানুষকে সমান ভাবেন এবং সুবিচার নিশ্চিত করেন।

ঘটনা-২ : জনাব রফিক সাহেব একজন বড় ব্যবসায়ী। তিনি তার প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদানের সময় দক্ষতা অনুযায়ী কম-বেশি করে মজুরি প্রদান করেন।

ক. আইন কাকে বলে? ১

খ. আইনকে স্বাধীনতার রক্ষক বলা হয় কেন? ২

গ. কবির সাহেবের কর্মকাণ্ড পাঠ্যবইয়ের কোনটিকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রফিক সাহেবের কাজ কোন স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজ স্বীকৃত ও রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত নিয়মকানুন, যা মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে তাকে আইন বলে।

খ আইন স্বাধীনতার রক্ষক হিসেবে কাজ করে।

আইন আছে বলেই স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়। সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারগুলো সংরক্ষণের ব্যাপারে শাসনতান্ত্রিক আইন রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে বলে সম্ভাব্য যে কোনো হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। ফলে সরকার বা অন্য কেউ নাগরিক স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তাছাড়া আইন আছে বলেই আমরা সকলে বাঁচার স্বাধীনতা ভোগ করছি। জন লক যথার্থই বলেছেন, "যেখানে আইন থাকে না সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না।" তাই বলা হয় আইন স্বাধীনতার রক্ষাকবচ।

গ কবির সাহেবের কর্মকাণ্ড পাঠ্যবইয়ের সাম্যকে ইঙ্গিত করে।

সাম্য বলতে প্রকৃত অর্থে এমন এক সামাজিক পরিবেশকে বোঝায় যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, পেশা ইত্যাদি নির্বিশেষে যোগ্যতা অনুযায়ী সবাই সমান সুযোগ সুবিধা লাভ করে এবং যেখানে কোনো বিশেষ সুযোগ সুবিধা অনুপস্থিত। সাম্যের মাধ্যমে সভ্য সমাজ গড়ে তোলা যায়। শ্রেণিবিভেদহীন গণতান্ত্রিক সমাজ সাম্যের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্য ব্যক্তিস্বাধীনতার পূর্বশর্ত। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে আর সাম্যের উদ্দেশ্য হলো এই ভেদাভেদ দূর করা।

উদ্দীপকের ঘটনা-১ এর জনাব কবির সাহেব একজন পরোপকারী সামাজিক লোক। সমাজে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে তিনি কাউকে ছোট-বড় দেখেন না। সকল মানুষকে সমান ভাবেন এবং সুবিচার নিশ্চিত করেন। এরূপ বর্ণনায় আমার পাঠ্যবইয়ে আলোচিত সাম্যকে উপস্থাপন করে। কেননা সাম্য হলো সমাজের সকল মানুষকে সমান ভেবে তাদের সমান অধিকার নিশ্চিত করা যেমনটি উদ্দীপকের কবির সাহেব করেন।

ঘ রফিক সাহেবের কাজ অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত।

অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ বা বাধা সৃষ্টি না করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করাই হলো স্বাধীনতা। অর্থাৎ স্বাধীনতা হলো এমন সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশ, যেখানে কেউ কারও ক্ষতি না করে সকলেই নিজের অধিকার ভোগ করে। স্বাধীনতা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে এবং অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে বাধা অপসারণ করে। এই স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত হয়। এর মধ্যে একটি হলো অর্থনৈতিক স্বাধীনতা।

উদ্দীপকের জনাব রফিক সাহেব একজন বড় ব্যবসায়ী। তিনি তার প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদানের সময় দক্ষতা অনুযায়ী কম-বেশি করে মজুরী প্রদান করেন। রফিক সাহেবের এরূপ কাজে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রকাশ পেয়েছে। কেননা, যোগ্যতা অনুযায়ী পেশা গ্রহণ এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভ করাকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলা হয়। মূলত আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির জন্য নাগরিকরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করে। এই স্বাধীনতা না থাকলে অন্যান্য স্বাধীনতা ভোগ করা যায় না। সমাজের অন্য শ্রেণির শোষণ থেকে মুক্ত থাকার জন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রয়োজন।

সুতরাং আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, জনাব রফিক সাহেবের কাজে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রকাশ পেয়েছে যা মানুষকে শোষণ থেকে মুক্তি দিয়ে সমতার সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ০৫

সাল	নির্বাচন	ফলাফল
১৯৫৪	'ক'	মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয়
১৯৭০	'খ'	আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ

ক. মুজিবনগর সরকার কী? ১

খ. লাহোর প্রস্তাবকে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' বলা হয় কেন? ২

গ. 'ক' দ্বারা কোন নির্বাচনকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'খ' নির্বাচনটি স্বাধীনতা সংগ্রামে কতটুকু ভূমিকা রাখে তা মূল্যায়ন কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজিবনগর সরকার হলো ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল গঠিত বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার।

খ লাহোর প্রস্তাব পাকিস্তান সৃষ্টির মূলভিত্তি ছিল, তাই লাহোর প্রস্তাবকে পাকিস্তান প্রস্তাব বলা হয়।

মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ভারতের মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে উল্লেখ করেন। এ চিন্তাধারার আলোকেই ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ পাঞ্জাবের লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বার্থসংবলিত একটি প্রস্তাব পেশ করেন। এ প্রস্তাবই ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব বা পাকিস্তান প্রস্তাব নামে পরিচিত। তবে লাহোর প্রস্তাবের কোথাও পাকিস্তান কথাটির উল্লেখ ছিল না।

গ 'ক' দ্বারা ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনকে ইঙ্গিত করে।

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯। ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে আওয়ামী লীগসহ সমমনা কতিপয় দল নিয়ে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে 'যুক্তফ্রন্ট' নামে একটি নির্বাচনি জোট গঠিত হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় পূর্ব বাংলার নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনাকে আরও বৃদ্ধি করে।

উদ্দীপকের 'ক' দ্বারা ১৯৫৪ সালের একটি নির্বাচনকে ইঙ্গিত করে যার ফলাফল ছিল মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয়। এরূপ বর্ণনায় ১৯৫৪ সালের পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক নির্বাচনের চিত্র পাওয়া যায়, যা ঐতিহাসিক যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন নামে পরিচিত। এই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২২৩টি আসনে জয়লাভ করে। অন্যদিকে, পাকিস্তান আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী দল মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসন পায়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জয় লাভের পর শেরেবাংলা একে ফজলুল হককে মুখ্যমন্ত্রী করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যুক্তফ্রন্টের হাতে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় মেনে নিতে পারেনি। যার ফলে মাত্র ৫৬ দিনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন জারি করা হয়।

ঘ 'খ' নির্বাচনটি ১৯৭০ সালের পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সাধারণ নির্বাচনকে তুলে ধরে যা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর সর্বপ্রথম এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইস্যু ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ৬ দফা। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

উদ্দীপকের 'খ' নির্বাচনটি ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত হয় এবং এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এরূপ বর্ণনায় ১৯৭০ সালের পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের চিত্র প্রকাশ পায়। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির শুরু থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার ওপর বৈষম্যমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। এ বৈষম্য শুরু হয়েছিল প্রথমত ভাষার দিক থেকে। পরবর্তীতে অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক সকল ক্ষেত্রে ছড়িয়ে গিয়েছিল। এ কারণে ৫২-এর ভাষা আন্দোলন, পরবর্তীতে ৬৬ এর ছয় দফা এবং এ অবস্থার নিস্তার না হলে ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল। ফলে ভীত পশ্চিম পাকিস্তানি সরকার উপায়ন্তর না দেখে ১৯৭০ সালে নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা করতে থাকে এবং নির্বাচনের রায় বানচাল করার ষড়যন্ত্র করে। অন্যদিকে, পাকিস্তানের সরকার ও স্বার্থান্বেষী মহলের জন্য এটি ছিল বিরাট পরাজয়। তারা বাঙালির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্র করতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে তাদের আন্দোলন ব্যক্ত করে। এ নির্বাচন বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক অগ্রযাত্রাকে মুক্তিযুদ্ধের চরিত্রদানে বিশাল ভূমিকা রাখে। এভাবেই ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পিছনে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের অপরিসীম গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরিণতিতে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

আলোচনার পরিশেষে তাই বলা যায়, এভাবেই বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করতে ১৯৭০ সালের নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

প্রশ্ন ▸ ০৬ রহিমা ও নাছিমা দুই বান্ধবী। রহিমার নবম শ্রেণিতে পড়াকালীন অবস্থায় বিয়ে হয় এবং অল্পবয়সে অধিক সন্তান-সন্ততির জননী হন। অপরদিকে নাছিমা লেখা-পড়া শেষে চাকরি না পাওয়ায় 'মহিলা সংস্থা' থেকে ১৫,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে ফুলের বাগান করেন। ফুল বিক্রয় করে লাভবান হন এবং অনেক লোকের জীবিকা নির্বাহ হয়।

ক. VGD-এর পূর্ণরূপ লেখ। ১
খ. খাদ্য নিরাপত্তা কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রহিমার অপ্রাপ্ত বয়সে বিবাহ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোন কারণকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নাছিমার পদক্ষেপ জনসংখ্যা সমাধানের যে উপায়কে ইঙ্গিত করে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক VGD এর পূর্ণরূপ হলো Vulnerable Group Development.

খ খাদ্যনিরাপত্তা বলতে খাদ্যের সহজলভ্যতা, খাদ্য ক্রয় করার ক্ষমতা এবং খাদ্যের পুষ্টি এই তিনটি বিষয়কে বোঝানো হয়।

যখন কোনো রাষ্ট্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য মজুদ থাকে এবং জনগণের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা হয় তখন সেই রাষ্ট্রে খাদ্যনিরাপত্তা আছে বলে মনে করা হয়। খাদ্যনিরাপত্তার ফলে নাগরিকদের মধ্যে খাদ্য সংকটের আশঙ্কা থাকে না। খাদ্য সংকট মোকাবিলার জন্য সঠিক খাদ্যনীতি বা খাদ্যনিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজন।

গ রহিমার অপ্রাপ্ত বয়সে বিবাহ জনসংখ্যা বৃদ্ধির বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ কারণকে নির্দেশ করে।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বহুবিধ কারণ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম একটি কারণ হলো বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ। বাল্যবিবাহ বলতে বোঝায় অল্প বয়সে বা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্বেই ছেলে ও মেয়েকে বিয়ে দেওয়া। আর অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়ার কারণে অনেক ছেলে বা মেয়ে সময়ের সাথে একাধিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় নানা কারণে ও অবস্থার প্রেক্ষিতে। একারণে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে সর্বদা বিবেচিত হয়।

উদ্দীপকের রহিমার নবম শ্রেণিতে পড়াকালীন অবস্থায় বিয়ে হয় এবং অল্প বয়সে অধিক সন্তান সন্তুতির জননী হন। এরূপ বর্ণনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির বাল্য ও বহুবিবাহ কারণকে নির্দেশ করে। বিবাহ আমাদের দেশে একটি ধর্মীয় ও সামাজিক কর্তব্য বলে মনে করা হয়। এ কর্তব্যবোধ ছাড়াও অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে দেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত। কম বয়সে বিয়ে হওয়ার কারণে তাদের সন্তান-সন্তুতির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, একজন পুরুষ একাধিক বিয়ে করে। বিশেষ করে অল্প আয়ের পরিবারগুলোতে এ প্রবণতা বেশি থাকে। এভাবে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের ফলে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ঘ নাছিমার পদক্ষেপ জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পদক্ষেপগুলোকে ইঙ্গিত করে।

অতিরিক্ত জনসংখ্যা সর্বদা সমস্যার সৃষ্টি করে। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশেও বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপক জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে না পারলে দেশে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। এ কারণে জনসংখ্যা সমাধানে সমন্বিত পদক্ষেপ প্রয়োজন।

উদ্দীপকের নাছিমা লেখাপড়া শেষে চাকরি না পাওয়ায় 'মহিলা সংস্থা থেকে ১৫,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে ফুলের বাগান করেন। ফুল বিক্রয় করে লাভবান হন এবং অনেক লোকের জীবিকা নির্বাহ হয়। এরূপ কর্মকান্ড জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয় দুটিকে তুলে ধরে। জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেলে জনগণের আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া মানুষকে কাজ দিতে পারলে এবং অভাব থেকে মুক্ত করতে পারলে তারা নিজেরা আত্মসচেতন হবে এবং দায়দায়িত্ব বুঝতে পারবে। কৃষির উন্নয়ন, শিল্পের উন্নয়ন, উন্নত বাজার সৃষ্টি এবং উন্নত যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করতে হবে। উচ্চ ফলনশীল ফসল আবাদ, একই জমিতে একাধিক ফসল চাষাবাদ করতে হবে। কাঁচামাল তৈরি করে শিল্প গড়ে তুলতে হবে। কুটির শিল্পের তৈরি মালামাল দিয়ে বৃহৎ শিল্প গড়ে তুলতে হবে। কৃষিজাত দ্রব্য ও শিল্পজাত দ্রব্য যাতে নায্যমূল্যে ও সহজে বিক্রি করা যায় তার জন্য বাজার এবং যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে। এসব করতে সক্ষম হলে জনসংখ্যা সমস্যা না হয়ে জনসম্পদে পরিণত হবে।

প্রশ্ন ▶ ০৭ 'খ' ও 'গ' দুইটি সহযোগী সংস্থা। 'খ' সংস্থাটি ছোট হওয়ায় এর সদস্য সংখ্যা কম। ১৯৮৫ সালে একটি যাত্রা শুরু করে। অপরপক্ষে, 'গ' সংস্থাটি বড় হওয়ায় এর সদস্য সংখ্যা অনেক বেশি। ১৯৪৫ সালে সংস্থাটি গঠিত হয়।

ক. OIC-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. কমনওয়েলথ কোন উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়েছিল? ২
গ. 'খ' সংস্থাটি কোন ধরনের সংস্থা? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'গ' সংস্থাটির সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক OIC এর পূর্ণরূপ হলো Organization of Islamic Cooperation.

খ ব্রিটিশ শাসনমুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার এবং পারস্পরিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে কমনওয়েলথ গঠিত হয়।

একসময় প্রায় সারাবিশ্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশও সে সময় ব্রিটিশ শাসনের অধীন ছিল। ব্রিটিশরা সে সময় দোর্দাণ্ড প্রতাপে প্রায় সমগ্র পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে। কিন্তু পরবর্তীতে শাসিত অঞ্চলগুলোতে জাতীয়তাবাদী চেতনার সৃষ্টি হয় এবং সেসব অঞ্চল বা দেশ একের পর এক স্বাধীন হতে থাকে। তখন ব্রিটেন ও এর শাসন থেকে মুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন ধরে রাখার উদ্দেশ্যে কমনওয়েলথ গঠিত হয়।

গ 'খ' সংস্থাটি হলো দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা বা সার্ক।

পারস্পরিক সহযোগিতার বিত্তিতে দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি অর্জনের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা বা সার্ক গঠিত হয়। সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ ছাড়াও রয়েছে ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, নেপাল, ভুটান ও আফগানিস্তান। ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় সার্ক সনদ স্বাক্ষরের মাধ্যমে সার্কের জন্ম হয়। সার্কের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে পাঁচটি স্তর আছে। সার্ক সচিবালয় নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে অবস্থিত। এর প্রধানকে বলা হয় সেক্রেটারি জেনারেল।

উদ্দীপকের 'খ' সংস্থাটি ছোট এবং এর সদস্য সংখ্যা কম। এটি যাত্রা শুরু করে ১৯৮৫ সালে। এ থেকে বোঝা যায়, 'খ' সংস্থাটি হলো সার্ক। সার্ক হলো একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। দক্ষিণ এশিয়ার ৮টি দেশের পারস্পরিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে সার্ক ১৯৮৫ সালে আত্মপ্রকাশ করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থাটি অর্থাৎ জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। এরপর থেকেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের নীতি ও আদর্শের প্রতি আস্থাশীল রয়েছে। বাংলাদেশ বিভিন্ন সময়ে নানা সমস্যা মোকাবিলায় জাতিসংঘের সহযোগিতা পেয়েছে। কার্যত আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশে গভীর হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। যেমন- ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে জাতিসংঘ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি মানবিক সাহায্য দিয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দিয়েছিল। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনেও জাতিসংঘ সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল। জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের পর জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। বাংলাদেশ এ পর্যন্ত দুবার নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে যা দেশের জন্য এক বিরল সম্মান। তাছাড়া এ সংস্থা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি, যোগাযোগ, শিশু মৃত্যু হ্রাস, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন, বিজ্ঞান, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে অগ্রগতি অর্জনে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। জাতিসংঘ 'ভাষা ও শহিদ' দিবস ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা দিয়ে বাংলা ভাষাকে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে উন্নীত করেছে। ১৯৯১ সালে মিয়ানমার হতে লাখ লাখ রোহিঙ্গা প্রবেশ করলে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ ও তার বিভিন্ন সংস্থা বাংলাদেশকে বিপুলভাবে সাহায্য করায় বাংলাদেশ বিভিন্ন সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। তাছাড়া ২০১২ সালে আন্তর্জাতিক আদালতের এক রায়ে মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নিয়ে এক বিরোধ নিষ্পত্তি হয়। তাছাড়া জাতিসংঘের সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘ সেনাবাহিনীতে সেনাসদস্য পাঠিয়ে বিশ্বশান্তি রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর ও হৃদ্যতাপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ০৮ 'X' একটি বড় সংগঠন। এটি সাংবিধানিকভাবে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। একজন প্রধান ও চারজন সহকারী সদস্য দ্বারা কমিশনটি গঠিত হয়। প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাছাই করা এই কমিশনের একটি কাজ।

ক. পরোক্ষ নির্বাচন কাকে বলে? ১

খ. 'এক ব্যক্তি, এক ভোট' পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'X' সংগঠনটি কোন কমিশনের অন্তর্গত? ব্যাখা কর। ৩

ঘ. উক্ত কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলি বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনগণ ভোটের মাধ্যমে একটি মধ্যবর্তী সরকার নির্বাচিত করেন। এ জনপ্রতিনিধিগণ ভোট দিয়ে যখন রাষ্ট্রপতি বা সংসদের সংরক্ষিত আসনের সদস্য নির্বাচন করেন, তখন তাকে বলা হয় পরোক্ষ নির্বাচন।

খ নির্বাচন পদ্ধতির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হচ্ছে– 'এক ব্যক্তি, এক ভোট' পদ্ধতি।

'এক ব্যক্তি, এক ভোট' বর্তমানে সর্বত্র গৃহীত নীতি। এ পদ্ধতিতে একটি আসনের জন্য যেকোনো সংখ্যক প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। একজন ভোটার কেবল তার পছন্দের প্রার্থীকে একটি ভোট দিবেন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে, যিনি বেশি ভোট পাবেন তিনি নির্বাচিত হবেন। অর্থাৎ 'এক ব্যক্তি, এক ভোট' বলতে একজন ব্যক্তির একটিমাত্র ভোটপ্রদানকেই বোঝায়।

গ 'X' কমিশনটি বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের অন্তর্গত।

বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের আওতায় নির্বাচন কমিশন গঠিত। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও চার জন কমিশনারসহ মোট পাঁচ জনকে নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত। আর এ কমিশনের মেয়াদ পাঁচ বছর। কমিশনারবৃন্দ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন। নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান।

উদ্দীপকের 'X' একটি বড় সংগঠন। এটি সাংবিধানিকভাবে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। একজন প্রধান ও চারজন সহকারী সদস্য দ্বারা কমিশনটি গঠিত হয়। প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাছাই করা এই কমিশনের একটি কাজ। এরূপ বর্ণনা নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ করে। কেননা নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। মোট ৫ জন নির্বাচন কমিশনার নিয়ে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন গঠিত। প্রার্থী মনোনয়নসহ একটি নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশন অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে।

ঘ উক্ত কমিশনের তথা নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলি ব্যাপক ও বিস্তৃত।

সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনব্যবস্থা গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ। আর এ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব থাকে নির্বাচন কমিশনের ওপর। নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে কমিশন নানা রকম কর্মসূচি প্রণয়ন করে থাকে। এর মাধ্যমে মূলত তারা গণতন্ত্রকে সুসংহত করার পথ তৈরি করে দেয়।

উদ্দীপকের বর্ণিত কমিশনটি তথা নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নানামুখী কাজ করে থাকে। কারণ, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের পূর্বশর্ত হচ্ছে কার্যকর নির্বাচনব্যবস্থা। এ কমিশনের দায়িত্ব হলো নির্বাচনের উপর জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য নির্বাচন পরিচালনা, ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ, ভোটারদের পরিচয়পত্র প্রদান, আইনকর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য সকল নির্বাচন পরিচালনা ও আনুষঙ্গিক কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা। নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাছাইকরণ, দল সম্পর্কিত নীতিমালা ও নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজও নির্বাচন কমিশন করে থাকে। নির্বাচন কমিশনের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ করা। এছাড়াও নির্বাচনি আইন তৈরি করে নির্বাচন কমিশন প্রার্থীদের দুর্নীতির পথকে বন্ধ করে দেয়। এ কারণে নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়ে থাকে।

উক্ত আলোচনার পর এ কথা বলা যায়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনের কোনো বিকল্প নেই।

প্রশ্ন ▶ ০৯

তথ্য-১	তথ্য-২
মোট সংখ্যা ৪৫৫৪	মোট সংখ্যা ৩৩০
এর প্রধান হলো চেয়ারম্যান	এর প্রধানকে বলা হয় মেয়র
গ্রামে অবস্থিত	শহরে অবস্থিত

ক. স্থানীয় সরকার কাকে বলে? ১

খ. গ্রাম আদালত কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. তথ্য-১ এ উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ কোনটিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শহরের জনগণের সমস্যার সমাধান ও উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব পালন করা তথ্য-২ এর কাজ– বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমগ্র রাষ্ট্রকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করে ক্ষুদ্রতর পরিসরে প্রতিষ্ঠিত সরকার ব্যবস্থাকে স্থানীয় সরকার বলে।

খ বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার সর্বনিম্ন আদালত হলো গ্রাম আদালত।

গ্রাম আদালত ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও বিবাদমান দুই গ্রুপের দুইজন করে মোট পাঁচজন সদস্য নিয়ে গ্রাম আদালত গঠিত হয়। যেসব মামলা স্থানীয় পর্যায়ে বিচার করা সম্ভব, মূলত সেগুলোর বিচার এখানে করা হয়। ছোটখাটো ফৌজদারি মামলার বিচারও এ আদালতে করা হয়ে থাকে।

গ তথ্য-১ এ উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ ইউনিয়ন পরিষদকে নির্দেশ করে।

স্থানীয় সরকারের অনুরূপ তা হলো ইউনিয়ন পরিষদ। ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বনিম্ন পর্যায় অর্থাৎ, তৃণমূলে অবস্থিত। গড়ে ১০-১৫টি গ্রাম নিয়ে ৯টি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ৯টি ওয়ার্ডে ৯ জন নির্বাচিত সদস্য ও প্রতি ৩ আসনের বিপরীতে ১ জন করে মোট ৩ জন সংরক্ষিত নারী সদস্য নিয়ে এ পরিষদ গঠিত হয়ে থাকে।

উদ্দীপকের তথ্য-১ এ বলা হয়েছে, মোট সংখ্যা ৪৫৫৪, এর প্রধান হলেন চেয়ারম্যান, গ্রামে অবস্থিত। এরূপ তথ্যগুলো ইউনিয়ন পরিষদকে উপস্থাপন করে। কেননা ইউনিয়ন পরিষদ গ্রাম পর্যায়ে অবস্থিত স্থানীয় প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট। এর প্রধানকে বলা হয় চেয়ারম্যান। সারা বাংলাদেশে মোট ৪৫৫৪টি ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে। সুতরাং তথ্য-১ এর উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ ইউনিয়ন পরিষদকে নির্দেশ করে।

ঘ তথ্য-২ এর স্থানীয় প্রশাসনটি হলো পৌরসভা। শহরের জনগণের সমস্যার সমাধান ও উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব পালন করা পৌরসভার কাজ। মন্তব্যটি যথার্থ।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের গুরুত্বপূর্ণ একটি ইউনিট হলো পৌরসভা। পৌরসভা শহরের জনগণের স্থানীয় সমস্যার সমাধান এবং উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব পালন করে। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পৌরসভাকে বেশকিছু কাজ করতে হয়। সারা বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ৩৩০টি শহর এলাকায় পৌরসভা গড়ে উঠেছে। স্থানীয় জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি শহরের মানুষের জীবন মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ সব কাজ করে থাকে।

উদ্দীপকের তথ্য-২ এর বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটির মোট সংখ্যা ৩৩০, এর প্রধানকে বলা হয় মেয়র এবং এটি শহরে অবস্থিত। এরূপ বর্ণনায় পৌরসভার চিত্র ফুটে ওঠে। পৌরসভা এলাকার উন্নয়নে নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন− পৌর এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য অনুদান প্রদান, হোস্টেল নির্মাণ, মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ও নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, পাঠাগার স্থাপন করা ইত্যাদি কাজ করে। পৌরসভা শহরের জনস্বাস্থ্য রক্ষামূলক কার্যাদি সম্পন্ন করে; অনাথ ও দুঃস্থদের জন্য এতিমখানা ও আশ্রম নির্মাণ করে; জনগণের জন্য নিরাপদ পানির ব্যবস্থা এবং আবদ্ধ পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে; অপরাধমূলক ও বিপজ্জনক খেলা ও পেশা নিয়ন্ত্রণ করে ইত্যাদি।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, শহর এলাকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পৌরসভা এলাকার পরিবেশ ও জনগণের জীবনমান উন্নতি কল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▸ ১০ উদ্দীপক 'C' : রসুলপুর গ্রামের যুবকদের নিয়ে গঠিত হয় 'তরুণ সংঘ'। উক্ত সংঘের নিয়ম-কানুন, আদর্শ ও রীতি-নীতি অধিকাংশ একটি বই আকারে লিপিবন্ধ করা হয়।

উদ্দীপক 'D' : রহমতপুর গ্রামের বয়স্ক লোকদের দ্বারা গঠিত হয় 'অক্ষরদান' প্রকল্প। এটি পরিচালিত হয় চিরাচরিত নিয়ম ও আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

ক. ম্যাগনাকার্টা কী? ১

খ. রাষ্ট্রের জন্য সংবিধান প্রয়োজন কেন? ২

গ. উদ্দীপক 'C' এ তরুণ সংঘ কোন সংবিধানের অনুরূপ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক 'D' এ 'অক্ষরদান প্রকল্প' যে সংবিধানের সাথে সাদৃশ্য তা বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক ম্যাগনাকার্টা হলো ১২১৫ সালে ইংল্যান্ডের রাজা জন কর্তৃক প্রদত্ত একটি অধিকার সনদ।

খ সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক দলিল। এজন্য একটি রাষ্ট্রে সংবিধান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

সংবিধানই একটি রাষ্ট্রের আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করে এবং নাগরিকদের সকল অধিকার সংরক্ষণ করে। সংবিধানবিহীন রাষ্ট্র কল্পনাতীত। সংবিধান রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের আদেশ জারি করে থাকে। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কী সম্পর্ক বিদ্যমান তা নির্দিষ্ট করে সংবিধান। সংবিধান সরকারের সংগঠন নির্ধারণ করে এবং নাগরিকদের রাজনৈতিক জীবনের দিকনির্দেশনা প্রদান করে। এসব কারণেই প্রতিটি রাষ্ট্রে সংবিধান প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে 'C' এ 'তরুণ সংঘ' লিখিত সংবিধানের অনুরূপ।

যেসব নিয়মের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাকে সংবিধান বলে। লেখার ভিত্তিতে সংবিধান দুই ধরনের। তন্মধ্যে লিখিত সংবিধান একটি। লিখিত সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় দলিলে লিপিবন্ধ থাকে। অর্থাৎ যে সংবিধানের অধিকাংশ নিয়মনীতি দলিলে লিপিবন্ধ করা থাকে তাকে লিখিত সংবিধান বলে। লিখিত সংবিধান বেশিরভাগ সময় দুষ্পরিবর্তনীয় প্রকৃতির হয়ে থাকে।

উদ্দীপকের 'C' এর রসুলপুর গ্রামের যুবকদের নিয়ে গঠিত হয় 'তরুণ সংঘ'। উক্ত সংগের নিয়ম-কানুন, আদর্শ ও রীতিনীতি অধিকাংশ একটি বই আকারে লিপিবন্ধ করা হয়। এরূপ বর্ণনায় লিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। কেননা একটি লিখিত সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় বই আকারে লিপিবন্ধ থাকে যার উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

ঘ উদ্দীপকে 'D' এ 'অক্ষরদান প্রকল্প' অলিখিত সংবিধানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সংবিধান হলো রাষ্ট্রের মুখপাত্র যার উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার এই সংবিধান গড়ে ওঠে দেশে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার উপর ভিত্তি করে। তাই দেশভেদে সংবিধানে নানা ধরণ লক্ষ করা যায়। যেমন লেখার ভিত্তিতে সংবিধানের দুটি রূপ দেখা যায়। একটি হলো লিখিত সংবিধান এবং অন্যটি হলো অলিখিত সংবিধান। লিখিত সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় লিখিত থাকলেও অলিখিত সংবিধান রচিত হয় চিরাচরিত নিয়ম ও আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবং বেশিরভাগ সময় এর কোনো লিখিত রূপ থাকে না।

উদ্দীপকের 'D' এর রহমতপুর গ্রামের বয়স্ক লোকদের দ্বারা গঠিত হয় 'অক্ষরদান' প্রকল্প। এটি পরিচালিত হয় চিরাচরিত নিয়ম ও আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। অক্ষরদান প্রকল্পের এরূপ নিয়মকানুন অলিখিত সংবিধানকে উপস্থাপন করে। যে সংবিধানের অধিকাংশ নিয়ম কোনো দলিলে লিপিবন্ধ থাকে না তাকে অলিখিত সংবিধান বলে। অলিখিত সংবিধান প্রথা ও রীতিনীতিভিত্তিক। চিরাচরিত নিয়ম ও আচার অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে এ সংবিধান গড়ে ওঠে। যেমন− ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত। অলিখিত সংবিধান সহজে পরিবর্তন করা যায়। তবে কোনো সংবিধানই পুরোপুরি লিখিত বা অলিখিত নয়। কোনোটি বেশি লিখিত আবার কোনোটি কম লিখিত। অর্থাৎ, যে সংবিধানের অধিকাংশ বিষয় অলিখিত থাকে তাকে অলিখিত সংবিধান বলে। অলিখিত সংবিধানের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন- অলিখিত সংবিধান হতে হবে প্রগতির সহায়ক। প্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে যেন এটি সহজে পরিবর্তন করা যায়। এ সংবিধান যেহেতু সহজে পরিবর্তনীয় তাই জরুরি প্রয়োজন মেটাতে অলিখিত সংবিধান অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। এ সংবিধান জনগণের-আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সহজে পরিবর্তন করা যায় বলে বিপ্লবের সম্ভাবনা কম থাকে।

প্রশ্ন ▸ ১১ মিতুর দাদা রহমত আলী এবং বাবা কেরামত আলী। পরিবারের সকলে তার দাদাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন। কিন্তু তার বাবার আদেশে বাড়ির সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সর্বময় কর্তা হিসাবে সমস্ত দায়িত্ব পালন করেন কেরামত আলী। তবে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তার বাবা রহমত আলীর পরামর্শ গ্রহণ করেন।

ক. অধস্তন আদালত কাকে বলে? ১

খ. সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে অন্যতম কোনটি? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মিতুর দাদা রহমত আলী দ্বারা শাসন বিভাগের কোন ব্যক্তিকে বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মিতুর বাবার ক্ষেত্রে শাসন বিভাগের অপর কোন ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করে? তাঁর ক্ষমতা ও কাজের পরিধি বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুপ্রিম কোর্টের অধীনে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় যে আদালতগুলো ফৌজদারী ও দেওয়ানি মামলা পরিচালনা করে থাকে তাকে অধস্তন আদালত বলে।

খ সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে অন্যতম বিভাগ হলো আইন বিভাগ।

বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ। এ জাতীয় সংসদ এককক্ষবিশিষ্ট।

জাতীয় সংসদের সদস্যসংখ্যা ৩৫০ জন। ৩৫০ জন সদস্যের মধ্যে ৩০০ জন সদস্য জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন এবং বাকি ৫০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যগণ ৩০০টি আসনের নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন। এভাবেই বাংলাদেশের আইনসভা গঠিত হয়।

গ মিতুর দাদা রহমত আলী দ্বারা শাসন বিভাগের রাষ্ট্রপতিকে বোঝায়।

রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি ও রাষ্ট্রপ্রধান। তবে রাষ্ট্রপ্রধান হলেও তিনি নামমাত্র বা আলংকারিক অর্থেই প্রধান। কেননা, দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতীত তিনি রাষ্ট্রের কোনো কাজ এককভাবে পরিচালনা করেন না।

উদ্দীপকের মিতুর দাদা রহমত আলী এবং বাবা কেরামত আলী। পরিবারের সকলে তার দাদাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন। কিন্তু তার বাবার আদেশে বাড়ির সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সর্বময় কর্তা হিসাবে সমস্ত দায়িত্ব পালন করেন কেরামত আলী। তবে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তার বাবা রহমত আলীর পরামর্শ গ্রহন করেন। এরূপ বর্ণনায় খুব সহজেই বোঝা যায়, মিতুর দাদা বাংলাদেমের রাষ্ট্রপতির প্রতিচ্ছবি। রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদসের ভোটে নির্বাচিত হন। তাঁর কার্যকাল পাঁচ বছর। তিনি পুনর্নির্বাচিত হতে পারেন, কিন্তু কোনো ব্যক্তি পর পর ২ মেয়াদের বেশি অর্থাৎ ১০ বছরের বেশি রাষ্ট্রপতি পদে থাকতে পারেন না। রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় তার বিরুদ্ধে আদালতে কোনো অভিযোগ আনা যায় না। তবে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে অভিশংসন করা যায়। রাষ্ট্রপতি হতে হলে তাকে অবশ্যই ৩৫ বছর বয়স্ক, বাংলাদেশি নাগরিক ও সংসদ সদস্য হওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে।

ঘ মিতুর বাবা শাসন বিভাগের প্রধানমন্ত্রীকে ইঙ্গিত করে। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কাজের পরিধি ব্যাপক।

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রকৃত ক্ষমতাধর। তিনি একই সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা ও মন্ত্রীসভার হৃৎপিন্ড। তাঁর আদেশ মতোই পুরো প্রশাসন পরিচালিত হয়। তিনি মন্ত্রীপরিষদের সংখ্যা নির্ধারণ, দায়িত্ববণ্টন ও তাদের কাজের তদারকি করেন।

উদ্দীপকের বিষয়বস্তু অধ্যয়ন করে বোঝা যায় মিতুর বাবা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে ইঙ্গিত করে। তিনি বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি। কেননা, বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির নামে দেশের শাসন পরিচালিত হলেও আসলে প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভা দেশের প্রকৃত শাসনক্ষমতার অধিকারী। মন্ত্রিপরিষদের সহযোগিতায় তিনি শাসনসংক্রান্ত সকল দায়িত্ব পালন করেন। তার পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী, রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বিদেশে রাষ্ট্রদূত ইত্যাদি নিয়োগ দেন। তাকে কেন্দ্র করে মন্ত্রিসভা গঠিত, পরিচালিত ও বিলুপ্ত হয়। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদের একজন সদস্য ও সংসদ নেতা। তিনি সংসদে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তার নেতৃত্বে সংসদে আইন প্রণয়ন করা হয়। তিনি জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত বা ভেঙে দিতে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেন। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় স্বার্থের রক্ষক। জাতীয় স্বার্থে তিনি বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা ও বিবৃতির মাধ্যমে জনগণকে রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত করেন ও জনগণের মধ্যে সংহতি রক্ষায় কাজ করেন।

আলোচনার পরিশেষে তাই এটি স্পষ্ট হয়, প্রধানমন্ত্রী হলেন সংসদীয় সরকারব্যবস্থার প্রকৃত শাসক। তাঁকে কেন্দ্র করে দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় বলে তাকে শাসনব্যবস্থার মধ্যমণি বলাই যুক্তিযুক্ত।

দিনাজপুর বোর্ড– ২০২৪

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : | 1 | 4 | 0 |

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. **বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বনিম্নস্তর কোনটি?**
ⓚ ইউনিয়ন ⓦ জেলা ⓖ উপজেলা ⓖ বিভাগ

২. **নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের জন্য গ্রহণযোগ্য হচ্ছে–**
i. রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ii. সংসদীয় পদ্ধতিতে সরকার
iii. এককেন্দ্রীক সরকার
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓦ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৩. **সংসদে সর্বাধিক কতজন সদস্য অনুপস্থিত থাকলেও অধিবেশন চলতে পারে?**
ⓚ ২৯০ ⓦ ২৫০ ⓖ ২৩৩ ⓖ ১৭৬

৪. **কোনটি প্রত্যক্ষ নির্বাচন?**
ⓚ রাষ্ট্রপতি ⓦ জেলা পরিষদ
ⓖ সংসদের সাধারণ সদস্য ⓖ সংসদের সংরক্ষিত সদস্য

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব নাছির একটি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রধান। এখানে তিনিসহ মোট তিনজন প্রত্যক্ষভোটে নির্বাচিত হন। বাকি অধিকাংশ সদস্যই পদাধিকারবলে এখানকার সদস্য। অন্যদিকে জনাব আয়েশা বেগম ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি বিশেষ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার একজন সম্মানিত সদস্য।

৫. **জনাব নাছির কোন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রধান?**
ⓚ ইউনিয়ন পরিষদ ⓦ উপজেলা পরিষদ
ⓖ জেলা পরিশোধ ⓖ সিটি কর্পোরেশন

৬. **জনাব আয়েশা বেগমের সংস্থাটি–**
i. একটি আঞ্চলিক পরিষদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে
ii. ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজ করে
iii. বিভিন্ন উৎস থেকে আয় করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓦ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৭. **ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি ভোটের ব্যবস্থা করা হয় কত সাল থেকে?**
ⓚ ১৯৮৩ ⓦ ১৯৯৩ ⓖ ১৯৯৭ ⓖ ২০০৪

৮. **জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ এশিয়ার কততম দেশ?**
ⓚ ৩য় ⓦ ৫ম ⓖ ৮ম ⓖ ৯ম

৯. **সরকারের VGD কর্মসূচি কোন নাগরিক সমস্যা নিরসনের কাজ করছে?**
ⓚ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ⓦ নিরক্ষরতা
ⓖ পরিবেশগত দুর্যোগ ⓖ নারী নির্যাতন

১০. **রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর মিয়ানমার সামরিক বাহিনীর অত্যাচার ও নিপীড়ন কোন ধরনের সন্ত্রাসের উদাহরণ?**
ⓚ রাষ্ট্রীয় ⓦ আদর্শভিত্তিক ⓖ রাজনৈতিক ⓖ গোষ্ঠীগত

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় ১১ ও ১২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

ছক-১: প্রাদেশিক নির্বাচন	
'ক'	২২৩
মুসলীম লীগ	০৯
অন্যান্য	০৫

ছক-২: জাতীয় পরিষদ নির্বাচন	
আওয়ামী লীগ	১৬৭
পিপলস পার্টি	৮৮
অন্যান্য	৫৮

১১. **ছক-১ এর 'ক' চিহ্নিত দল কোনটি?**
ⓚ আওয়ামী লীগ ⓦ নেজামে ইসলাম ⓖ পি.ডি.পি ⓖ যুক্তফ্রন্ট

১২. **ছক-২ এ উল্লিখিত নির্বাচনের মাধ্যমে–**
i. ৬ দফার প্রতি বাঙালির অকুণ্ঠ সমর্থন প্রকাশ পায়
ii. বাঙালির রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জনের বিষয়টি নিশ্চিত হয়
iii. বাঙালির পূর্ব পাকিস্তানে কর্তৃত্ব অর্জনের বিষয়টি সুনিশ্চিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓦ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৩. **চূড়ান্ত বিজয়ের কত সময়ের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ভারতীয় সৈন্যদের দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করেন?**
ⓚ ৩ বছর ⓦ ১ বছর ⓖ ১০ সাস ⓖ ৩ মাস

১৪. **কোন শহরে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠালাভ করে?**
ⓚ নিউইয়র্ক ⓦ লন্ডন ⓖ মস্কো ⓖ সানফ্রান্সিসকো

১৫. **ওআইসি'র সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলাফল হচ্ছে–**
i. আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ii. জনশক্তি রপ্তানির হার বৃদ্ধি
iii. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓦ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৬. **রাজনৈতিক দলের কাজ কোনটি?**
ⓚ মন্ত্রিসভা গঠন করা ⓦ দলের সম্পদ বৃদ্ধি করা
ⓖ চাঁদা আদায় করা ⓖ সদস্যদের স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করা

১৭. **সার্কের সর্বশেষ সদস্য রাষ্ট্র কোনটি?**
ⓚ মালদ্বীপ ⓦ শ্রীলঙ্কা ⓖ নেপাল ⓖ আফগানিস্তান

১৮. **Civitas শব্দের অর্থ কী?**
ⓚ নাগরিকতা ⓦ নাগরিক ⓖ নগর ⓖ নগর রাষ্ট্র

১৯. **কোন পরিবারটি বাংলাদেশে দেখা যায় না?**
ⓚ মাতৃতান্ত্রিক ⓦ যৌথ ⓖ বহুপতি ⓖ বহুপত্নীক

২০. **রাষ্ট্রভেদেও মিল থাকে কোন ক্ষেত্রে?**
ⓚ সরকারের গঠনে ⓦ সরকারের রূপে
ⓖ আইনসভার গঠনে ⓖ শাসন বিভাগের গঠনে

☐ **নিচের উদ্দিপকটি পড় এবং ২১ ও ২২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
বাংলাদেশি সাদাব এবং তার স্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছে। এক ছুটিতে তারা কানাডিয়ান জাহাজে করে অন্যদেশে বেড়াতে যাচ্ছিল। জাহাজেই তাদের সন্তান লাবিবের জন্ম হয়। ঐদিনই সাদাব এক টিভি সংবাদ থেকে জানতে পারে, তার ইঞ্জিনিয়ার বাবা সরকারের বিপুল অর্থ উদ্ধার করেন। যা তিনি চাইলেই আত্মসাৎ করতে পারতেন।

২১. **উদ্দীপককে সাদাবের বাবার ক্ষেত্রে সুনাগরিকের কোন গুণটি ফুটে উঠেছে?**
ⓚ আত্মসংযম ⓦ বিবেক ⓖ সততা ⓖ বুদ্ধি

২২. **লাবিব পূর্ণবয়স্ক হলে কোন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব রাখতে পারবে?**
ⓚ বাংলাদেশ কিংবা যুক্তরাষ্ট্র ⓦ বাংলাদেশ কিংবা কানাডার
ⓖ কানাডা কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের ⓖ বাংলাদেশ এবং কানাডার

২৩. **যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায়–**
i. স্থানীয় সমস্যা দ্রুত সমাধান করা সম্ভব ii. অলিখিত সংবিধানই উপযোগী
iii. দ্বৈত সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓦ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৪. **ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক রক্ষার জন্য কোন আইন প্রণয়ন করা হয়?**
ⓚ ফৌজদারি ⓦ সাংবিধানিক ⓖ প্রশাসনিক ⓖ বেসরকারি
সঠিক উত্তর: ব্যক্তিগত আইন

২৫. **ফারহান শহরে এক খন্ড জমি ক্রয় করে। সেখানে একটি বিল্ডিং নির্মাণ করে পরিবার নিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করছে। সে কোন ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করছে?**
ⓚ রাজনৈতিক ⓦ সামাজিক ⓖ ব্যক্তি ⓖ অর্থনৈতিক

২৬. **সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য কোনটি?**
ⓚ ভূমির যৌথ মালিকানা ⓦ ভোক্তার ভোগের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা
ⓖ উৎপাদন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ⓖ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা

২৭. **বাংলাদেশের সংবিধান কোন পদ্ধতিতে প্রণয়ন করা হয়?**
ⓚ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ⓦ বিপ্লবের মাধ্যমে
ⓖ অনুমোদনের দ্বারা ⓖ ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে

২৮. **সুষম প্রকৃতির সংবিধান কেমন হয়?**
ⓚ সংক্ষিপ্ত ⓦ লিখিত ⓖ অধিকার সম্বলিত ⓖ সময়োপযোগী

২৯. **বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন হয় কোন সংশোধনীর মাধ্যমে?**
ⓚ চতুর্থ ⓦ অষ্টম ⓖ দ্বাদশ ⓖ পঞ্চদশ

৩০. **বাংলাদেশের এক মন্ত্রিসভায় মোট সদস্য ছিল ৪০ জন। এক্ষেত্রে সংসদ সদস্য নন এমন কতজনকে মন্ত্রী নিযুক্ত করা যেত?**
ⓚ ২ ⓦ ৪ ⓖ ১০ ⓖ ২০

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

দিনাজপুর বোর্ড–২০২৪

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (সৃজনশীল) **বিষয় কোড : 1 4 0**

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]** **পূর্ণমান : ৭০**

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। স্ত্রী, এক ছেলে ও মেয়ে নিয়ে মামুন সাহেবের পরিবার। তিনি ছেলেমেয়েকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য অপ্রাণ চেষ্টা করেন। সে জন্য তিনি ছেলেমেয়েকে ভালো স্কুলে ভর্তি করেন এবং বাসায় ঠিকমতো পড়াশুনার তদারকি করেন। তার স্ত্রী ছেলেমেয়েকে প্রতিদিন যথাসময়ে স্কুলে পৌঁছে দেন এবং ছুটির শেষে সাথে করে বাসায় নিয়ে আসেন। মামুন সাহেব ছুটির দিন পরিবার পরিজন নিয়ে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে বেড়াতে যান।

ক. সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূল কথা কী? ১
খ. সরকারকে কেন রাষ্ট্রের চালিকা শক্তি বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মামুন সাহেবের স্ত্রী পরিবারের কোন কাজটি সম্পন্ন করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মামুন সাহেবের ছুটির দিন পরিবার পরিজন নিয়ে বেড়ানোর যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

২। মি. সাফিন দুই বছর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যায়। সে ঐ দেশের সরকারের কাছে তার নাগরিকতার জন্য আবেদন করে এবং কিছু শর্ত সাপেক্ষে সে নাগরিকতা পেয়ে যায়। এর কিছুদিন পর সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিয়ে করে এবং সেখানে তাদের একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। তার সন্তানটিও ঐ দেশের নাগরিকতা পায়।

ক. আইনগত কর্তব্য কী? ১
খ. "সকল সুনাগরিকই নাগরিক কিন্তু সকল নাগরিকই সু-নাগরিক নয়।"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মি. সাফিন ও তার সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভের মধ্যে পার্থক্য কী? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মি. সাফিনের সন্তান কোন সূত্রে বাংলাদেশের নাগরিকতা পাবে? মতামত দাও। ৪

৩। সীমা একজন শিক্ষিত নারী। তিনি চাকরি করতে চাইলে তার স্বামী এতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি নির্বাচনেও তিনি তার পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারেন না। বরং তার স্বামীর পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে বাধ্য হন। এভাবেই স্বাধীন দেশে বসবাস করেও সীমাকে পরাধীন হয়ে থাকতে হয়।

ক. অধিকার কাকে বলে? ১
খ. "ধর্মীয় অনুশাসন ও ধর্মগ্রন্থ আইনের অন্যতম উৎস" ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আলোচ্য উদ্দীপকে সীমার স্বাধীনতার যে সকল দিক খর্ব হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত উদ্দীপকের আলোকে স্বাধীন দেশের একজন নাগরিকের স্বাধীনতা রক্ষায় তোমার সুপারিশ তুলে ধর। ৪

৪। অশোক ও আতিক ভিন্ন ভিন্ন দেশে বসবাসকরী ফেসবুক বন্ধু। ফেসবুকে তারা তাদের দেশের সরকার ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অশোক বললো, আমাদের দেশের সরকার প্রধান তার কাজের জন্য কারো নিকট দায়ী থাকে না এবং জরুরি সময়ে আইন বিভাগের সাথে পরামর্শ ছাড়া নিজেই দ্রুত সিদ্ধান্ত নেন। অন্যদিকে আতিক বললো, আমাদের দেশের সরকার প্রধান জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে জনগণের নিকট দায়ী থাকে এবং জনগণ স্বাধীনভাবে তাদের মত প্রকাশ করতে পারে।

ক. যুক্তরাষ্ট্র কাকে বলে? ১
খ. আইনের শাসনকে গণতন্ত্রের প্রাণ বলা হয় কেন? ২
গ. অশোক যে দেশে বসবাস করে সে দেশে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. অশোক ও আতিকের দেশের সরকার ব্যবস্থার পার্থক্য নিরূপণ কর। ৪

৫। ফাহিম, হাছানকে বললো, "বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের নীতিমালা থাকে, যার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।" হাছান বললো, "এর মাধ্যমে একটি দেশ কেমন তা জানা যায় এবং জনগণের স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষিত হয়।" তাই এটাকে উত্তমরূপে প্রণয়ন করা উচিত।

ক. ম্যাগনাকার্টা কী? ১
খ. বাংলাদেশকে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে যে বিষয়টি ইঙ্গিত করা হয়েছে তা উত্তম হিসেবে পরিগণিত হওয়ার উপায় বর্ণনা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, বাংলাদেশের উক্ত বিষয়ের নীতিমালাগুলো উত্তম? উত্তরের পক্ষে তোমার যুক্তি দেখাও। ৪

৬। জনাব 'X' একজন প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে খুলনা বিভাগের একটি জেলায় খেলার মাঠ ও শিল্পকলা একাডেমির দুটি নতুন ভবন নির্মাণে সরকারি সহায়তা প্রদান করেন। অন্যদিকে জনাব 'Y' স্থানীয় উপজেলা প্রশাসনের প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে ঐ উপজেলার আদর্শ কৃষকদের মাঝে বীজ, সার, কীটনাশক, ঔষধ বিতরণের ব্যবস্থা করেন এবং জমির রাজস্ব সঠিকভাবে আদায় করেন। জনাব 'Y' তার সকল কাজের জন্য জনাব 'X' এর নিকট জবাবদিহি করেন।

ক. স্থানীয় সরকার কাকে বলে? ১
খ. সচিবালয়কে প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব 'X' কোন প্রশাসনের প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "জনাব 'Y' সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা হিসেবে উদ্দীপকে বর্ণিত কাজগুলো ছাড়া আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকেন।"– তোমার মতামত দাও। ৪

৭। মি. সিফাত সাংবিধানিকভাবে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। তিনি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত। তিনি গণতন্ত্র রক্ষায় কাজ করেন। অপরদিকে একতা সংঘ ও জনতা সংঘ নামের দুই সমিতি তাদের সভাপতি নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিল। একতা সংঘ তাদের পছন্দের ব্যক্তিকে সভাপতি নির্বাচন করল। অন্যদিকে জনতা সংঘ গোপন ভোটের মাধ্যমে সভাপতি নির্বাচন করল।

ক. সরকার কাকে বলে? ১
খ. রাজনৈতিক দল কীভাবে সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে? ২
গ. মি. সিফাত যে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি তার কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. একতা সংঘ ও জনতা সংঘের নির্বাচন পদ্ধতির মধ্যে কোনটি তোমার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়? বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। সাবিনা বেগম গৌরিপুর ইউনিয়নের কাদিরাবাদ গ্রামের বাসিন্দা। তিনি গৌরিপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হন। ভোটের আগে তিনি তার মহল্লায় বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনি দোয়া ও ভোট চান। অবশেষে সাবিনা বেগম বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন।

ক. নারীর ক্ষমতায়ন কী? ১
খ. "স্থানীয় সরকার নাগরিক সেবার প্রাণকেন্দ্র"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে কীভাবে নারীর ক্ষমতায়নের দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সমাজের উন্নয়নে সাবিনা বেগমের মতো প্রত্যেক নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। গিয়াস মিয়া লতার নদীর পাশে ৬০ বিঘা জমি ক্রয় করে ৩০ বিঘা জমিতে ইটের ভাটা করেন। বাকি ৩০ বিঘা জমিতে ধান চাষ করেন। অধিক ফলনের আশায় তিনি জমিতে প্রচুর পরিমাণে ইউরিয়া সার ও কীটনাশক ব্যবহার করেন। ইটের ভাটার বর্জ্য পদার্থ, সার ও কীটনাশক বৃষ্টির পানির সাথে ধুয়ে লতার নদীতে মিশছে।

ক. VGF-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিবার পরিকল্পনা কীভাবে সহায়ক? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে যে বিষয়ের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে সেটির কারণগুলো আলোচনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত বিষয় মোকাবিলায় কী ধরনের সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। শামিম রিকশায় চড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে দেখল মানুষ দলে দলে শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। একজন লোক মাইকে ঘোষণা দিচ্ছেন। তিনি বলছেন, "এ আন্দোলন ছিলো বাংলার পরবর্তী আন্দোলনগুলোর পথ প্রদর্শক।"

ক. মুজিবনগর সরকার কী? ১
খ. দ্বিজাতি তত্ত্ব কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শামিমের দেখা ঘটনাটি বাংলার কোন আন্দোলনকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মাইকে উক্ত ব্যক্তির ঘোষণার যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল কলঙ্কিত ও বিভীষিকাময়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতায় শিহরিত বিশ্বনেতৃবৃন্দ এমন একটি সংগঠন সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করেন যেন ভবিষ্যতে এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই উক্ত সংগঠনটি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিশ্বকে রক্ষা করতে পারে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই বিশ্ব মানবতার কল্যাণের লক্ষ্যে কয়েকটি শাখা নিয়ে সৃষ্টি হয় বিশ্বের সবচেয়ে বড় একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন।

ক. OIC-এর পূর্ণরূপ লিখ। ১
খ. নিরাপত্তা পরিষদকে জাতিসংঘের সবচেয়ে শক্তিশালী শাখা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে কোন সংগঠন সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে? উহার গঠন বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উক্ত সংগঠনটির সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ও হৃদ্যতাপূর্ণ।– উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	K	২	M	৩	K	৪	M	৫	L	৬	N	৭	M	৮	L	৯	K	১০	K	১১	N	১২	N	১৩	N	১৪	N	১৫	M
	১৬	K	১৭	N	১৮	N	১৯	M	২০	K	২১	K	২২	L	২৩	L	২৪		২৫	L	২৬	M	২৭	Z	২৮	N	২৯	M	৩০	L

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ স্ত্রী, এক ছেলে ও মেয়ে নিয়ে মামুন সাহেবের পরিবার। তিনি ছেলেমেয়েকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। সে জন্য তিনি ছেলেমেয়েকে ভালো স্কুলে ভর্তি করেন এবং বাসায় ঠিকমতো পড়াশুনার তদারকি করেন। তার স্ত্রী ছেলেমেয়েকে প্রতিদিন যথাসময়ে স্কুলে পৌঁছে দেন এবং ছুটির শেষে সাথে করে বাসায় নিয়ে আসেন। মামুন সাহেব ছুটির দিন পরিবার পরিজন নিয়ে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে বেড়াতে যান।

ক. সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূল কথা কী? ১

খ. সরকারকে কেন রাষ্ট্রের চালিকা শক্তি বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মামুন সাহেবের স্ত্রী পরিবারের কোন কাজটি সম্পন্ন করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মামুন সাহেবের ছুটির দিন পরিবার পরিজন নিয়ে বেড়ানোর যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূল কথা হলো সমাজে বসবাসকারী জনগণের পারস্পারিক চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে।

খ সরকারের দ্বারা রাষ্ট্রের সবকিছু পরিচালিত হয় বলে সরকারকে রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি বলা হয়।

সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার বাস্তবায়নকারী উপাদান; কারণ সরকার ছাড়া রাষ্ট্র গঠিত হয় না। সরকার হলো সেই সংস্থা যারা শাসনতন্ত্র থেকে শুরু করে সেই রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন ও বিচার প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত। সরকার হলো একটি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ, জননীতি পরিচালনা ও তার প্রজাদের শাসন পরিচালনার ক্ষমতাসম্পন্ন। তাই সরকারকেই রাষ্ট্র পরিচালনার বাস্তবায়নকারী উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়।

গ মামুন সাহেবের স্ত্রী পরিবারের শিক্ষামূলক কাজটি সম্পন্ন করেছেন।

আমাদের মধ্যে অনেকে বিদ্যালয়ে যাওয়ার পূর্বেই পরিবারে বর্ণমালার সাথে পরিচিত হই। তাছাড়া মা-বাবা, ভাই-বোন ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পারস্পরিক সহায়তায় সততা, শিষ্টাচার, উদারতা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলি শিক্ষা লাভের প্রথম সুযোগ পরিবারেই সৃষ্টি হয়। এগুলো পরিবারের শিক্ষামূলক কাজ।

উদ্দীপকের মামুন সাহেবের স্ত্রী ছেলেমেয়েকে প্রতিদিন যথাসময়ে স্কুলে পৌঁছে দেন এবং ছুটির শেষে সাথে করে বাসায় নিয়ে আসেন। এরূপ বর্ণনায় পরিবারের শিক্ষামূলক কাজ ফুটে ওঠে। কেননা তিনি তার সন্তানদের শিক্ষিত করার জন্য তাদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে আনা-নেওয়া করেন যা পরিবারের শিক্ষামূলক কাজেরই অংশ।

ঘ মামুন সাহেবের ছুটির দিন বেড়াতে যাওয়া পরিবারের বিনোদমূলক কাজকে উপস্থাপন করে যা পরিবারের সদস্যদের মানসিক বিকাশে সহায়ক।

পরিবার তার সদস্যদের ভালো রাখার জন্য নানা রকম কাজ করে থাকে। এসব কাজের মধ্যে পরিবারের ভরণপোষণ যেমন জড়িত থাকে তেমনি মানসিকভাবে ভালো রাখার জন্য পরিবার তার সদস্যদের স্নেহ, ভালোবাসা, মায়া-মমতা দিয়ে সহায়তা করে। এছাড়া নানা রকম উপায়ে পরিবারের সদস্যদের বিনোদনেরও ব্যবস্থা করে পরিবার।

উদ্দীপকের মামুন সাহেব ছুটির দিনে পরিবার পরিজন নিয়ে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে বেড়াতে যান। তার এরূপ বেড়াতে যাওয়ার গুরুত্ব ব্যাপক। এটি পরিবারের বিনোদনমূলক কাজেরই অংশ। পরিবারের সদস্যদের সাথে গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টা, গান-বাজনা, টিভি দেখা, বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যাওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা বিনোদন লাভ করি। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে পরিবারের উল্লেখিত কাজগুলো কিছুটা হ্রাস পেলেও সদস্যদের সর্বাধিক কল্যাণ সাধনে পরিবারের এসব কাজের গুরুত্ব অপরিসীম। এরূপ কাজের মাধ্যমে পরিবারে সদস্যদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়। ফলে একটি শক্ত পারিবারিক বন্ধনের সূচনা হয়।

প্রশ্ন ▶ ০২ মি. সাফিন দুই বছর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যায়। সে ঐ দেশের সরকারের কাছে তার নাগরিকতার জন্য আবেদন করে এবং কিছু শর্ত সাপেক্ষে সে নাগরিকতা পেয়ে যায়। এর কিছুদিন পর সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিয়ে করে এবং সেখানে তাদের একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। তার সন্তানটিও ঐ দেশের নাগরিকতা পায়।

ক. আইনগত কর্তব্য কী? ১

খ. "সকল সুনাগরিকই নাগরিক কিন্তু সকল নাগরিকই সু-নাগরিক নয়।"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মি. সাফিন ও তার সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভের মধ্যে পার্থক্য কী? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. সাফিনের সন্তান কোন সূত্রে বাংলাদেশের নাগরিকতা পাবে? মতামত দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রের আইন দ্বারা আরোপিত কর্তব্য হলো আইনগত কর্তব্য।

খ নাগরিকের ভিতর সুনাগরিকের গুণাবলির সমন্বয় ঘটলে তাকে সুনাগরিক বলে।

সাধারণত যে ব্যক্তি একটি রাষ্ট্রের বসবাস করে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, দায়িত্ব পালন করে এবং রাষ্ট্রে প্রদত্ত অধিকার ভোগ করে তাদের নাগরিক বলে। অন্যদিকে সুনাগরিক হলো সেইসব নাগরিক যারা বুদ্ধিমান, যারা বিবেকবান এবং যারা আত্মসংযমী। এসব গুণাবলি একজন সাধারণ নাগরিকের মধ্যে থাকলে তাকে রাষ্ট্র সুনাগরিক হিসেবে বিবেচনা করে। অর্থাৎ প্রতিটি সুনাগরিক রাষ্ট্রের নাগরিক। কিন্তু প্রত্যেক নাগরিক সুনাগরিক নয়।

গ মি. সাফিন অনুমোদন সূত্রে এবং তার সন্তান জন্মসূত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করেছে। নাগরিকতা লাভের এই দুই পদ্ধতির মাঝে পার্থক্য রয়েছে।

নাগরিকতা অর্জনের দুটি পদ্ধতি রয়েছে– জন্মসূত্রে এবং অনুমোদন সূত্রে। জন্মগ্রহণই যখন নাগরিকতা অর্জনের ভিত্তি হিসেবে ধরা হয় তখন তাকে জন্মসূত্রে নাগরিক বলা হয়। জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে দুটি নীতি অনুসরণ করা হয়। যথা- (১) জন্মনীতি ও (২) জন্মস্থান নীতি। কতগুরো শর্ত পালনের মাধ্যমে এক রাষ্ট্রের নাগরিক অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করলে তাকে অনুমোদন সূত্রে নাগরিক বলা হয়। সাধারণত কোনো ব্যক্তি যদি এসব শর্তের এক বা একাধিক শর্ত পূরণ করে, তবে তাকে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে হয়। আবেদন ঐ রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক গৃহীত হলে সে অনুমোদন সূত্রে নাগরিকে পরিণত হয়। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রের নাগরিকরা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে অনুমোদন সূত্রে নাগরিকত্ব লাভের মাধ্যমে বসবাস করছে।

উদ্দীপকের মি. সাফিন দুই বছর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যায়। সে ঐ দেশের সরকারের কাছে তার নাগরিকতার জন্য আবেদন করে এবং কিছু শর্ত সাপেক্ষে সে নাগরিকতা পেয়ে যায়। এর কিছুদিন পর সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিয়ে করে এবং সেখানে তাদের একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। তার সন্তানটিও ঐ দেশের নাগরিকতা পায়। এখানে নাগরিকতা নির্ধারণে সাফিন অনুমোদন সূত্রে এবং তার সন্তান জন্মসূত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করবে। এ উভয় পদ্ধতির মাধ্যমে পার্থক্য হলো জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জন করতে হলে জন্মগ্রহণ করাটা মূল বিষয়। এক্ষেত্রে দুটি নীতি অনুসরণ করা হয়। অন্যদিকে অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা অর্জন করতে হলে অনুমোদনের শর্তগুলোর এক বা একাধিক শর্ত পূরণ করে এক দেশের নাগরিক অন্যদেশের নাগরিকতা লাভ করে।

ঘ মি. সাফিনের সন্তান জন্মসূত্রে বাংলাদেশে নাগরিকতা লাভ করবে।

নাগরিকতা হলো ব্যক্তির রাষ্ট্র প্রদত্ত সম্মান ও মর্যাদা। এ নাগরিকতা প্রতিটি নাগরিক তার রাষ্ট্রে জন্ম সূত্রে পেয়ে থাকে। অর্থাৎ কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তার পিতামাতা যে দেশের নাগরিক শিশুটিও সে দেশের নাগরিকতা লাভ করবে। এভাবে নাগরিকতা নির্ধারিত হয় জন্মসূত্রের জন্মনীতি অনুসরণ করে।

উদ্দীপকের মি. সাফিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতার সাথে সাথে সে বাংলাদেশের নাগরিক। এ হিসেবে তার সন্তান বাংলাদেশের নাগরিকতা লাভ করবে। এটি জন্ম সূত্রের জন্মনীতি পদ্ধতি নাগরিকতা নির্ধারণ করবে। কেননা, এ নীতি অনুযায়ী পিতা-মাতার নাগরিকতা দ্বারা সন্তানের নাগরিকতা নির্ধারিত হয়। এ ক্ষেত্রে শিশু যে দেশে বা যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, পিতা-মাতার নাগরিকতা দ্বারা সন্তানের নাগরিকতা নির্ধারিত হয়। যেমন- বাংলাদেশের কোনো এক দম্পতি যুক্তরাজ্যে গিয়ে একটি সন্তান জন্ম দান করলেন। এ নীতি অনুসারে ঐ সন্তান বাংলাদেশের নাগরিকতা লাভ করবে। কারণ তার পিতা-মাতা বাংলাদেশের নাগরিক।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, মি. সাফিনের সন্তান জন্মসূত্রের জন্মনীতি অনুসারে বাংলাদেশের নাগরিকতা পাবে।

প্রশ্ন ▶ ০৩ সীমা একজন শিক্ষিত নারী। তিনি চাকরি করতে চাইলে তার স্বামী এতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি নির্বাচনেও তিনি তার পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারেন না। বরং তার স্বামীর পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে বাধ্য হন। এভাবেই স্বাধীন দেশে বসবাস করেও সীমাকে পরাধীন হয়ে থাকতে হয়।

ক. অধিকার কাকে বলে? ১

খ. "ধর্মীয় অনুশাসন ও ধর্মগ্রন্থ আইনের অন্যতম উৎস" ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আলোচ্য উদ্দীপকে সীমার স্বাধীনতার যে সকল দিক খর্ব হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত উদ্দীপকের আলোকে স্বাধীন দেশের একজন নাগরিকের স্বাধীনতা রক্ষায় তোমার সুপারিশ তুলে ধর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত কতকগুলো সুযোগ-সুবিধা, যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে তাকে অধিকার বলে।

খ ধর্মীয় অনুশাসন ও ধর্মগ্রন্থ আইনের অন্যতম উৎস হিসেবে স্বীকৃত।

সকল ধর্মের কিছু অনুশাসন রয়েছে, যা ওই ধর্মের অনুসারীরা মেনে চলে। এসব অনুশাসন সমাজ জীবনকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করতে সহায়তা করে। ফলে এসব ধর্মীয় অনুশাসনের অনেক কিছুই পরবর্তীতে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভের মাধ্যমে আইনে পরিণত হয়। যেমন– মুসলিম আইন, হিন্দু আইন প্রভৃতি।

গ উদ্দীপকে সীমার স্বাধীনতার অনেক দিক খর্ব করা হয়েছে।

স্বাধীনতা হলো এমন সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশ, যেখানে কেউ কারও ক্ষতি না করে সকলেই নিজের অধিকার ভোগ করে। স্বাধীনতা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে এবং অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে বাধা অপসারণ করে।

আলোচ্য উদ্দীপকে সীমার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতায় আঘাত হানা হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় হলো ব্যক্তি স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা ভোগের দ্বারা অন্যের ক্ষতি হয় না। উদ্দীপকে শিক্ষিত সীমা চাকরি করতে চাইলে তার স্বামী এতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এতে তার অর্থনৈতিক অধিকার হরণ করার দৃষ্টান্তই পাওয়া যায়। অন্যদিকে ভোটাধিকার প্রয়োগ, নির্বাচিত হওয়া, প্রবাসে জীবনযাপন করলে নিরাপত্তা লাভসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যক্তির সম্পৃক্ততাকেই রাজনৈতিক স্বাধীনতার অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু সীমা তার স্বামীর পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে বাধ্য হন। অর্থাৎ এতে তার ভোট প্রয়োগের স্বাধীনতা তথা রাজনৈতিক স্বাধীনতা খর্ব করা হয়।

ঘ উদ্দীপকের সীমার স্বাধীনতা রক্ষায় আমার সুপারিশ হলো আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা।

স্বাধীনতা বলতে বোঝায় অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ বা বাধা সৃষ্টি না করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করা। স্বাধীনতা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে এবং অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে বাধা অপসারণ করে। এই স্বাধীনতা ভোগের ক্ষেত্রে সমাজে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হতে হয়। যার ফলে অনেকেই তাদের প্রাপ্ত স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না।

উদ্দীপকের সীমা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত। তার এই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আইনের অনুশাসন ও প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। আইন লঙ্ঘন করে কেউ পার পাবে না; এমন কি সরকারও যদি তা লঙ্ঘন করে তাহলেও আইনের যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থা ও আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। কারণ রাষ্ট্রে যদি বিচার ও আইন দুর্বল হয়ে যায় তাহলে রাষ্ট্রের স্বাধীনতাও হুমকির মুখে পড়ে। স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ ও বিচারপতিদের সর্বঊর্ধ্বে রাখতে হবে। রাষ্ট্রে যদি বিচার বিভাগ শাসন বিভাগের উপর নির্ভরশীল থাকে তাহলে সেখান থেকে মানুষ নিরপেক্ষ ও সুবিচার আশা করতে পারে না।

সুতরাং উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, সীমার মতো প্রত্যেকের স্বাধীনতা রক্ষায় সর্বস্তরে আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হবে। এর পাশাপাশি জনগণের সার্বিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে গণতন্ত্রকে সুসংহত করে তুলতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ০৪ অশোক ও আতিক ভিন্ন ভিন্ন দেশে বসবাসকরী ফেসবুক বন্ধু। ফেসবুকে তারা তাদের দেশের সরকার ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অশোক বললো, আমাদের দেশের সরকার প্রধান তার কাজের জন্য কারো নিকট দায়ী থাকে না এবং জরুরি সময়ে আইন বিভাগের সাথে পরামর্শ ছাড়া নিজেই দ্রুত সিদ্ধান্ত নেন। অন্যদিকে আতিক বললো, আমাদের দেশের সরকার প্রধান জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে জনগণের নিকট দায়ী থাকে এবং জনগণ স্বাধীনভাবে তাদের মত প্রকাশ করতে পারে।

ক. যুক্তরাষ্ট্র কাকে বলে? ১

খ. আইনের শাসনকে গণতন্ত্রের প্রাণ বলা হয় কেন? ২

গ. অশোক যে দেশে বসবাস করে সে দেশে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. অশোক ও আতিকের দেশের সরকার ব্যবস্থার পার্থক্য নিরূপণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একাধিক রাষ্ট্র ও প্রদেশ মিলিত হয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন করে তাকে যুক্তরাষ্ট্র বলে।

খ আইনের শাসনের মাধ্যমে জনগণের অধিকার স্বীকৃতি পায় বলে গণতন্ত্রে আইনের শাসন অতি প্রয়োজনীয়।

আইনের শাসন বলতে বোঝায়, আইনের চোখে সকলে সমান, কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে একটি রাষ্ট্রে সকল জনগণের অধিকার সুরক্ষিত হয়। তাই বলা হয়, আইনের শাসন গণতন্ত্রের প্রাণ, এজন্য গণতন্ত্রে সকলকে আইন মানতে হয়। কারণ আইনের চোখে সবাই সমান। সকলের সমান অধিকার ও সুযোগ সুবিধা প্রতিষ্ঠা হলে গণতন্ত্র সফলতা লাভ করে।

গ অশোক যে দেশে বসবাস করে সে দেশে একনায়কতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

একনায়কতন্ত্র এক ধরনের স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থা। এতে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত না থেকে একজন স্বেচ্ছাচারী শাসক বা দল বা শ্রেণির হাতে ন্যস্ত থাকে। এতে নেতাই দলের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। একনায়কতান্ত্রিক শাসককে সহায়তা করার জন্য মন্ত্রী বা উপদেষ্টা পরিষদ থাকে। কিন্তু তারা শাসকের আদেশ ও নির্দেশ মেনে চলে। শাসকের আদেশই আইন। এ ব্যবস্থায় শাসকের কারও কাছে জবাবদিহি থাকে না। এখানে নাগরিকের মৌলিক অধিকার খর্ব হয়। এখানে ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার সুযোগ নেই। এসব বিষয় থেকে স্পষ্ট হয় যে, একনায়কতন্ত্রে জনগণের সাথে সরকারের তেমন কোনো সম্পর্ক থাকে না।

উদ্দীপকের আশোকের দেশের সরকার প্রধান তার কাজের জন্য কারো নিকট দায়ী থাকে না এবং জরুরী সময়ে আইন বিভাগের সাথে পরামর্শ ছাড়া নিজেই দ্রুত সিদ্ধান্ত নেন। এরূপ বর্ণনায় সহজেই অনুমান করা যায় অশোকের দেশের একনায়কতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। কারণ একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার প্রধান হল স্বেচ্ছাচারী। রাষ্ট্রের সকল সিদ্ধান্ত তিনি একার ইচ্ছামতো গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে তিনি কারও পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন অথবা নাও পারেন। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তিনি সর্বেসর্বা।

ঘ অশোকের রাষ্ট্রে একনায়কতান্ত্রিক ও আতিকের দেশে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। এই দুই সরকার ব্যবস্থার মধ্যে সুস্পষ্ট্য পার্থক্য রয়েছে।

রাষ্ট্র একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। সারা বিশ্বে এ রাষ্ট্রের বিভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত হয়। ক্ষমতার উৎসের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের দুটি রূপ দেখা যায়। একটি একনায়কতান্ত্রিক ও অন্যটি গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা। যে সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্র প্রধান সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তাকে একনয়কতান্ত্রিক সরকার বলে। আর যে শাসন ব্যবস্থায় জনগণ সরকারের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে গণতান্ত্রিক সরকার বলে। স্বাভাবিকভাবেই তাই সরকার ব্যবস্থার এ দুটি রূপের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।

উদ্দীপকে লক্ষ করলে দেখা যায়, আতিকের দেশের সরকার ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক এবং অশোকের দেশের সরকার ব্যবস্থা একনায়কতান্ত্রিক। এ দুই সরকারের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। একনায়কতান্ত্রিক সরকার হলো এমন এক শাসন পদ্ধতি যেখানে সমস্ত ক্ষমতা একজন ব্যক্তি বা একটি ছোট গোষ্ঠীর হাতে থাকে। এই ধরনের সরকারে, জনগণের মতামত বা অধিকার প্রায়ই উপেক্ষিত হয় এবং সরকারি নীতি নির্ধারণে তাদের কোনো ভূমিকা থাকে না। মিডিয়া ও তথ্য প্রচারের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং সাধারণত বিরোধী দলের অস্তিত্ব থাকে না অথবা তারা খুবই দুর্বল থাকে। এই ধরনের সরকারের অধীনে জনগণের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা প্রায়ই সীমিত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, গণতান্ত্রিক সরকার হলো এমন এক শাসন পদ্ধতি যেখানে ক্ষমতা জনগণের মাঝে বিভক্ত হয় এবং জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করে। এই ধরনের সরকারে, জনগণের মতামত ও অধিকার সম্মানিত হয় এবং সরকারি নীতি নির্ধারণে তাদের অংশগ্রহণ থাকে। মিডিয়া স্বাধীন থাকে এবং তথ্য প্রচারে বাধা থাকে না। বহুদলীয় প্রতিনিধিত্ব এবং মুক্ত নির্বাচন গণতান্ত্রিক সরকারের মূল বৈশিষ্ট্য। এই ধরনের সরকারের অধীনে জনগণের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকে।

একনায়কতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক সরকারের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে গেলে ক্ষমতার বণ্টন, জনগণের অধিকার এবং সরকারের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা বিষয়গুলো বিবেচনা করা জরুরি। গণতান্ত্রিক সরকারে জনগণের অধিকার ও ক্ষমতার বণ্টন সুনিশ্চিত করা হয়, যা একনায়কতান্ত্রিক সরকারে অনুপস্থিত। এই পার্থক্যগুলো সরকারের ধরন এবং জনগণের জীবনের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। একনায়তান্ত্রিক সরকারে জনগণের স্বাধীনতা ও অধিকার সীমিত হওয়ার ফলে অনেক সময় অসন্তোষ ও অস্থিরতা দেখা দেয়, যা গণতান্ত্রিক সরকারে অনেক কম হয়। গণতান্ত্রিক সরকারে জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকায় সামাজিক স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের সম্ভাবনা বেশি থাকে। এই পার্থক্যগুলো বিবেচনা করে জনগণ তাদের সরকারের ধরন নির্বাচন করে থাকেন।

সুতরাং আলোচনা থেকে বোঝা যায়, একনায়কতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দুটি শাসনব্যবস্থা। তাই স্বাভাবিকভাবেই এ শাসনব্যবস্থার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৫ ফাহিম, হাছানকে বললো, "বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের নীতিমালা থাকে, যার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।" হাছান বললো, "এর মাধ্যমে একটি দেশ কেমন তা জানা যায় এবং জনগণের স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষিত হয়।" তাই এটাকে উত্তমরূপে প্রণয়ন করা উচিত।

ক. ম্যাগনাকার্টা কী? ১

খ. বাংলাদেশকে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে যে বিষয়টি ইঙ্গিত করা হয়েছে তা উত্তম হিসেবে পরিগণিত হওয়ার উপায় বর্ণনা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, বাংলাদেশের উক্ত বিষয়ের নীতিমালাগুলো উত্তম? উত্তরের পক্ষে তোমার যুক্তি দেখাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক ম্যাগনাকার্টা হলো ১২১৫ সালে ইংল্যান্ডের রাজা জন কর্তৃক প্রদত্ত একটি অধিকার সনদ।

খ বাংলাদেশকে প্রজাতান্তিক রাষ্ট্র বলা হয় কারণ এর সংবিধানে প্রজাতন্ত্রের মৌলিক নীতি অন্তর্ভুক্ত আছে।

এই দেশের সংবিধান জনগণের ক্ষমতার উৎস হিসেবে জনগণকে স্বীকার করে, যা প্রজাতন্ত্রের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের সংবিধানে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই মূলনীতিগুলো একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণ করে এবং বাংলাদেশকে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি দেয়। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী, সংসদীয় তথা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান, যেখানে মন্ত্রিপরিষদ রাষ্ট্রের যেকোনো নির্বাহী কার্য সম্পাদনের জন্য আইনসভার কাছে দায়বন্ধ। এছাড়াও, বাংলাদেশে সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রদান করা হয়েছে, যা প্রজাতন্ত্রের আরেকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। এই সব বৈশিষ্ট্য মিলে বাংলাদেশকে একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলেছে, যেখানে জনগণের ইচ্ছা ও অধিকার সর্বোচ্চ মর্যাদা পায়।

গ উদ্দীপকে যে বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তা হলো সংবিধান। সংবিধান উত্তম হতে হলে তাকে কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে হয়।

সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল। সংবিধানের মাঝেই রাষ্ট্রের যাবতীয় মৌলিক বিধানাবলি ও রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়মগুলো লিপিবন্ধ থাকে। সরকার পদ্ধতি, নির্বাচন পদ্ধতি, আইন-বিচার-শাসন বিভাগ প্রভৃতির গঠন, কার্যাবলি ও ক্ষমতার বণ্টন ইত্যাদির বর্ণনা সংবিধানে উল্লেখ করা থাকে এবং এসব বিষয়ে সংবিধান পরিপন্থি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের যাবতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন বা প্রতিবিম্ব হলো তার সংবিধান। আর তাই সংবিধান রাষ্ট্রের দর্পণস্বরূপ।

উদ্দীপকের ফাহিম হাসানকে বললো, বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের নীতিমালা থাকে,, যার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। হাসান বললো, এর মাধ্যমে একটি দেশ কেমন তা জানা যায় এবং জনগণের স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষিত হয়। হাসান ও ফাহিমের এরূপ আলোচনার বিষয়টি হলো সংবিধান, একটি সংবিধান সর্বদা উত্তম সংবিধান হয় না। একটি সংবিধানকে উত্তম সংবিধান হতে হলে তাকে কিছু বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে হয়। উত্তম সংবিধান এমন একটি সংবিধান, যেখানে রাষ্ট্রের সকল রীতিনীতি সুস্পষ্ট এবং নাগরিকের চাহিদার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে। এ ধরনের সংবিধান লিখিত হওয়ায় সেখানে শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন ধারা ও নীতিমালা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। জনগণের কাছে তা সুস্পষ্ট ও সহজেই বোধগম্য হয়। এ ধরনের সংবিধান সাধারণ সংক্ষিপ্ত আকারের হয়। উত্তম সংবিধানে নাগরিকের মৌলিক অধিকারেরও উল্লেখ থাকে। এর ফলে জনগণ তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। এছাড়া উত্তম সংবিধানের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো সেখানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি উল্লেখ করা থাকে। যেমন– বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতাকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি বাংলাদেশের উক্ত বিষয় তথা সংবিধানের নীতিমালাগুলো উত্তম।

বাংলাদেশের সংবিধান একটি লিখিত দলিল। লিখিত সংবিধান হওয়ায় এর অধিকাংশ ধারা লিখিত থাকে বলে এটি জনগণের নিকট সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হয়। বাংলাদেমের সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। কারণ বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে দেশের প্রচলিত কোনো আইনের সংঘাত সৃষ্টি হলে সেক্ষেত্রে সংবিধান প্রাধান্য পাবে। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমরা কী কী অধিকার ভোগ করব তা সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মীনরপেক্ষতাকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সংবিধানে জনগণের চাহিদা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করতে গেলে জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন হয়। আর কোনো সংবিধানকে উত্তম প্রকৃতির সংবিধান হতে হলে, সেটাকে লিখিত, সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত হতে হয়, নাগরিকের মৌলিক অধিকার উল্লেখ থাকতে হয়, জনমতের প্রতিফলন ঘটাতে হয়, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি উল্লেখ থাকতে হয়, সংশোধন পদ্ধতির উল্লেখ থাকতে হয় এবং জনকল্যাণকামী হতে হয়।

আলোচনা শেষে বলা যায়, একটি উত্তম সংবিধানের যেসব বৈশিষ্ট্যগুলো একটি সংবিধানে স্পষ্ট হলে তাকে উত্তম সংবিধান বলা যায়, তার সবগুলো বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের সংবিধান ধারণ করে। এদিক বিবেচনায় তাই বলা যায় বাংলাদেশের নীতিমালাগুলো তথা সংবিধান উত্তম প্রকৃতির।

প্রশ্ন ▸ ০৬ জনাব 'X' একজন প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে খুলনা বিভাগের একটি জেলায় খেলার মাঠ ও শিল্পকলা একাডেমির দুটি নতুন ভবন নির্মাণে সরকারি সহায়তা প্রদান করেন। অন্যদিকে জনাব 'Y' স্থানীয় উপজেলা প্রশাসনের প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে ঐ উপজেলার আদর্শ কৃষকদের মাঝে বীজ, সার, কীটনাশক, ঔষধ বিতরণের ব্যবস্থা করেন এবং জমির রাজস্ব সঠিকভাবে আদায় করেন। জনাব 'Y' তার সকল কাজের জন্য জনাব 'X' এর নিকট জবাবদিহি করেন।

ক. স্থানীয় সরকার কাকে বলে? ১

খ. সচিবালয়কে প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব 'X' কোন প্রশাসনের প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "জনাব 'Y' সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা হিসেবে উদ্দীপকে বর্ণিত কাজগুলো ছাড়া আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকেন।"– তোমার মতামত দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমগ্র রাষ্ট্রকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করে ক্ষুদ্রতর পরিসরে প্রতিষ্ঠিত সরকার ব্যবস্থাকেই স্থানীয় সরকার বলে।

খ বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোতে সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে কেন্দ্রীয় প্রশাসন তথা সচিবালয়।

দেশের সকল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত সচিবালয়েই গৃহীত হয়। এসব গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাঠ প্রশাসন কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করে। যেহেতু সচিবালয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে থেকে সকল প্রশাসনিক কাজ নিয়ন্ত্রণ ও তদারক করে, তাই একে প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু বলা হয়।

গ উদ্দীপকে 'X' জেলা প্রশাসনের প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

জেলা প্রশাসনব্যবস্থা মাঠ বা স্থানীয় প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হলেন জেলা প্রশাসক। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন অভিজ্ঞ সদস্য। তাকে কেন্দ্র করে জেলার সকল সরকারি কাজ পরিচালিত হয়।

উদ্দীপকের জনাব 'X' একজন প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে জেলায় একটি খেলার মাঠ এবং শিল্পকলা একাডেমির দুটি নতুন ভবন নির্মাণে সরকারি সহায়তা প্রদান করেন। এ কাজগুলো জেলা প্রশাসকের উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে পড়ে। এছাড়াও তিনি প্রশাসনিক, শাসনসংক্রান্ত ও আর্থিক কাজ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাসংক্রান্ত এবং স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করেন।

ঘ উদ্দীপকে জনাব 'Y' উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে আদর্শ কৃষকদের মাঝে বীজ, সার ও কীটনাশক ওষুধ বিতরণের ব্যবস্থা করেন এবং জমির রাজস্ব সঠিকভাবে আদায় করেন। এছাড়াও জনাব 'Y' উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে আরও অনেক কাজ করে থাকেন।

বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থার একটি অন্যতম স্তর হলো উপজেলা প্রশাসন। বাংলাদেশে এর সংখ্যা ৪৯২। এর প্রধানকে বলা হয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। তিনি উপজেলার সার্বিক কাজের তত্ত্বাবধায়ক।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে জনাব 'Y' আদর্শ কৃষকদের মাঝে কৃষি উপকরণ বিতরণ করেন এবং তিনি তার কাজের জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট জবাবদিহি করেন। অর্থাৎ জনাব 'Y' হলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার উপজেলার প্রশাসনিক কাজ তদারক করা হলো অন্যতম। এছাড়া তিনি উপজেলার সকল উন্নয়নমূলক কাজ তদারক করেন ও সরকারি অর্থের ব্যয় তত্ত্বাবধান করেন। তিনি উপজেলা উন্নয়ন কমিটির প্রধান। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। দুর্যোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপজেলা কোষাগারের রক্ষক। বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্বও তিনি সম্পাদন করেন। আলোচনার শেষে বলা যায়, উপজেলার সকল উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কাজ তদারক করা তাঁর দায়িত্ব।

প্রশ্ন ▶ ০৭ মি. সিফাত সাংবিধানিকভাবে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। তিনি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত। তিনি গণতন্ত্র রক্ষায় কাজ করেন। অপরদিকে একতা সংঘ ও জনতা সংঘ নামের দুই সমিতি তাদের সভাপতি নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিল। একতা সংঘ তাদের পছন্দের ব্যক্তিকে সভাপতি নির্বাচন করল। অন্যদিকে জনতা সংঘ গোপন ভোটের মাধ্যমে সভাপতি নির্বাচন করল।

ক. সরকার কাকে বলে? ১

খ. রাজনৈতিক দল কীভাবে সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে? ২

গ. মি. সিফাত যে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি তার কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. একতা সংঘ ও জনতা সংঘের নির্বাচন পদ্ধতির মধ্যে কোনটি তোমার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়? বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকার বলতে সেই জনগোষ্ঠীকে বোঝায়, যারা রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন, শাসন পরিচালনা ও বিচার প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত।

খ সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক দল সমাজের সকল মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণ করে।

একটি সমাজে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণির মানুষ থাকে। তাদের স্বার্থ পরস্পর আলাদা। পরস্পর আলাদা এসব স্বার্থ একত্রিত করে তা একটি কর্মসূচিতে পরিণত করা রাজনৈতিক দলের অন্যতম কাজ। রাজনৈতিক দল নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য জনগণের সমর্থন চায়। যেকোনো দল ক্ষমতায় গিয়ে তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নীতি প্রণয়ন করে। এ নীতি বাস্তবায়নের ওপর সামাজিক ঐক্য নির্ভর করে।

গ মি. সিফাত নির্বাচন কমিশনের সভাপতি। নির্বাচন কমিশন নানাবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা হলো গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ। আর এই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে আওতায় নির্বাচন কমিশন গঠিত। এটি একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান।

উদ্দীপকের মি. সিফাত সাংবিধানিক ভাবে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। তিনি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত। তিনি গণতন্ত্র রক্ষার কাজ করেন। এরূপ বর্ণনা নির্বাচন কমিশনের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কারণ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ মোট ৫ জন সদস্য নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। নির্বাচন কমিশন সংবিধানের আইনের দ্বারা বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পন্ন করে থাকে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৯-এ নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনার পাশাপাশি নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাছাইকরণ, দল সম্পর্কিত নীতিমালা ও নির্বাচন পরিচালনাসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করাও নির্বাচন কমিশনের কাজ। এছাড়া নির্বাচন কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ করা ও নির্বাচনি আচরণবিধি নিয়ন্ত্রণ করা।

ঘ একতা সংঘ ও জনতা সংঘের নির্বাচন পদ্ধতি যথাক্রমে প্রকাশ্য নির্বাচন ও গোপন ভোটদান পদ্ধতির নির্বাচন। এই দুটি পদ্ধতির মাধ্যমে আমার কাছে গোপন ভোটদান পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য।

নির্বাচনের পদ্ধতি বলতে বোঝায় কীভাবে ভোটপ্রদান করে প্রার্থী বাছাই করা হয়। বর্তমানে ভোটপ্রদানের দুটি পদ্ধতি রয়েছে। এদের একটি হলো প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতি। এরূপ ভোটদান পদ্ধতিতে ভোটারগণ নিজ নিজ পছন্দের ব্যক্তিকে সকলের সামনে প্রকাশ্যে ভোট দেয়। এতে ভোটাররা প্রকাশ্যে 'হ্যাঁ' ধ্বনি বা 'হাত তুলে' সমর্থন দান করে।

উদ্দীপকের একতা সংঘ তাদের পছন্দের ব্যক্তিকে সভাপতি নির্বাচন করল। অন্যদিকে জনতা সংঘ গোপন ভোটের মাধ্যমে সভাপতি নির্বাচন করল। এখানে একতা সংগের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন প্রকাশ্যে যা প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতিতে এবং জনতা সংঘের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন গোপন ভোটদান পদ্ধতিতে। প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতির চেয়ে গোপন ভোটদান পদ্ধতি অধিক গ্রহণযোগ্য। কারণ, প্রকাশ্য পদ্ধতি বর্তমানে কোনো ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এর মাধ্যমে প্রার্থী দেখতে পায় কে তাকে সমর্থন দিচ্ছে আর কে দিচ্ছে না। ফলে পরবর্তীতে এই নিয়ে প্রার্থী ও জনগণের মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। এছাড়া প্রকাশ্যে ভোট দিতে হয় বলে এভাবে ভোটদান করলে জনমতের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেনা। অন্যদিকে গোপনে ভোটদানের মাধ্যমে ভোটারের গোপনীয়তা রক্ষা পায়। ফলে জনমতের পূর্ণ প্রতিফলন দেখা যায়।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, প্রকাশ্য ও গোপন ভোটদানের মধ্যে। গোপন ভোটদান অধিক জনপ্রিয় ও কার্যকর। কারণ গোপন ভোটদানের মাধ্যমে জনগণ নিজের পছন্দমতো প্রার্থীকে নির্দ্বিধায় বেছে নিতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ০৮ সাবিনা বেগম গৌরিপুর ইউনিয়নের কাদিরাবাদ গ্রামের বাসিন্দা। তিনি গৌরিপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হন। ভোটের আগে তিনি তার মহল্লায় বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনি দোয়া ও ভোট চান। অবশেষে সাবিনা বেগম বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন।

ক. নারীর ক্ষমতায়ন কী? ১

খ. "স্থানীয় সরকার নাগরিক সেবার প্রাণকেন্দ্র"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে কীভাবে নারীর ক্ষমতায়নের দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সমাজের উন্নয়নে সাবিনা বেগমের মতো প্রত্যেক নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক নারীর ক্ষমতায়ণ হলো পরিবার, সমাজ ও জাতীয় ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, মতামত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা।

খ স্থানীয় সরকার নাগরিক সেবার প্রাণকেন্দ্র। কেননা সকল শ্রেণির মানুষ তাদের নানা প্রয়োজনে স্থানীয় সরকার দপ্তরে যোগাযোগ করে।

শিক্ষার্থীদের পিতার আয়ের সনদপত্র সত্যায়িতকরণে এবং জন্মনিবন্ধনের সার্টিফিকেট তোলার প্রয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে আসতে হয়। ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা নাগরিকদেরকে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রদান নিশ্চিত করার বিবরণ প্রকাশ করে, যা 'নাগরিক সনদ' নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে রাজনৈতিক অধিকারের ভিত্তিতে নারীর ক্ষমতায়নের দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার আইন প্রণয়ন করেন। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– ১৯৯৭ সালে প্রণীত আইন। এ আইন অনুযায়ী বাংলাদেশে ৪৪৯৮টি ইউনিয়ন পরিষদে ১৩,৪৫২টি নারী সদস্য পদ সৃষ্টি করে। এই আইনের মাধ্যমে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে ৩টি করে সংরক্ষিত নারী আসনের ব্যবস্থা রাখা হয়, যারা সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়। স্থানীয় সরকারের অন্যান্য স্তরেও নারীর অংশগ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে। এর ফলে নারীর ক্ষমতায়নের পথ সুগম হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, উক্ত আইন প্রণীত হওয়ার ফলে সাবিনা বেগম গৌরিপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রার্থী হন। ভোট শেষে দেখা যায় সাবিনা বেগম বিপুল ভোটে বিজয়ী হন। এর মাধ্যমে সাবিনা বেগমকে রাজনৈতিক অধিকারের ভিত্তিতে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সাবিনা বেগমকে বিজয়ী করে রাজনৈতিক অধিকারের ভিত্তিতে ক্ষমতায়ন করা হয়েছে।

ঘ সমাজের উন্নয়নে সাবিনা বেগমের মতো নারীদের ক্ষমতায়নের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।

পরিবার, সমাজ ও জাতীয় ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, মতামত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে নারীর ক্ষমতায়ন বলে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক হলো নারী। সমাজের এ অর্ধেক অংশকে অধিকার বঞ্চিত রেখে কোনো সমাজ উন্নতি লাভ করতে পারে না। তাই সমাজ উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে পারিবারিকভাবে নারীকে মূল্যায়ন করতে হবে, সমাজে ও জাতীয় ক্ষেত্রে তাদের কাজ করার সুযোগ দিতে হবে।

উদ্দীপকে সাবিনা বেগম গৌরিপুর ইউনিয়নের নির্বাচনে নারীসদস্য পদে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছেন। এখানে সাবিনা বেগমকে রাজনৈতিক অধিকারের ভিত্তিতে ক্ষমতায়ন করা হয়েছে। এমনিভাবে বর্তমানে নারীরা উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ ও সংসদেও প্রতিনিধিত্ব করছে। ফলে নারী সমাজ তাদের মতামত তুলে ধরার সুযোগ পেয়ে সমাজ উন্নয়নে তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখছে। আমাদের দেশে চাকরির ক্ষেত্রে নারীর জন্য ৩০% কোটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। ফলে তারা রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে দায়িত্ব পালন করছে। যদি এসব কিছু করা না হতো তাহলে আমাদের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অবশ্যই মন্থর হতো, যা আমাদের কাম্য সময়ে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন অর্জন করা সম্ভব হতো না।

আলোচনা শেষে বলা যায়, নারী ও পুরুষের সমাজে নারীকে পেছনে রেখে প্রত্যাশিত উন্নয়ন কখনো সম্ভব নয়। সেজন্য সমাজ উন্নয়নে নারী সমাজের ক্ষমতায়ন অত্যন্ত জরুরি। এদেরকে যতবেশি ক্ষমতা প্রদান করা হবে সমাজ উন্নয়নের গতির ধারা ততটাই দুর্বার গতিতে অগ্রসর হবে।

প্রশ্ন ▶ ০৯ গিয়াস মিয়া লতার নদীর পাশে ৬০ বিঘা জমি ক্রয় করে ৩০ বিঘা জমিতে ইটের ভাটা করেন। বাকি ৩০ বিঘা জমিতে ধান চাষ করেন। অধিক ফলনের আশায় তিনি জমিতে প্রচুর পরিমাণে ইউরিয়া সার ও কীটনাশক ব্যবহার করেন। ইটের ভাটার বর্জ্য পদার্থ, সার ও কীটনাশক বৃষ্টির পানির সাথে ধুয়ে লতার নদীতে মিশছে।

ক. VGF-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিবার পরিকল্পনা কীভাবে সহায়ক? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে যে বিষয়ের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে সেটির কারণগুলো আলোচনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত বিষয় মোকাবিলায় কী ধরনের সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক VGF এর পূর্ণরূপ হলো Vulnerable Group Feeding.

খ স্বামী-স্ত্রী মিলে আলোচনা করে পরিকল্পিতভাবে পরিবার গঠনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই পরিবার পরিকল্পনা। পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি দম্পতি মোট কয়টি সন্তান নেবেন, কত দিনের বিরতি নেবেন ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। পরিবার পরিকল্পনার ফলে স্বামী ও স্ত্রীর শারিরীক, মানসিক ও আর্থিক চাপ কমে যায় এবং সংসারে সুখ-শান্তি বজায় থাকে। পরিবার পরিকল্পনার এ উপযোগিতা জন্মনিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকে পরিবেশগত দুযোর্গের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে।

আমাদের চারপাশের নদ-নদী, খাল-বিল, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, মাটি এ সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। সুস্থ প্রাকৃতিক পরিবেশ অব্যাহত রাখা আমাদের স্থিতিশীল উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের প্রধান ভিত্তি। মানুষের কর্মকাণ্ড যখন পরিবেশের এই স্বাভাবিক অবস্থাকে বিনষ্ট করে, তখনই পরিবেশের দুর্যোগ সৃষ্টি হয়।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, গিয়াস মিয়া লতার নদীর পাশের ৬০ বিঘা জমি ক্রয় করে ৩০ বিঘা জমিতে ইটের ভাটা করেন। বাকি জমিতে ধান চাষ করে সেখানে অধিক ফলনের আশায় প্রচুর ইউরিয়া সার ও কীটনাশক ব্যবহার করেন। ইটের বাটার বর্জ্য পদার্থ, সার ও কীটনাশক বৃষ্টির পানির সাথে ধুয়ে লতার নদীতে মিশেছে। এরূপ বর্ণনার মাধ্যমে পরিবেশগত দুর্যোগের চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। পরিবেশকে ঘিরেই মানুষ

বেড়ে উঠেছে। আবার মানুষের কারণে কোনো না কোনোভাবে প্রতিনিয়তই পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। শিল্প উন্নয়নে, গাছপালা কেটে, বন উজাড় করে মানুষ শিল্প-কলকারখানা গড়ে তুলেছে। এর ফলে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান যেমন- মাটি, বায়ু, পানি দূষিত হচ্ছে। শিল্প-কলকারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য নর্দমার পানিতে ফেলায় তা নদীতে মিশে পানি দূষিত করছে। এছাড়া জমিতে সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলেও পানি দূষিত হচ্ছে। পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য আরেক দৃষ্টান্ত হলো বনাঞ্চল হ্রাস ও এর অবক্ষয়। যেমন– ইটের ভাটার জ্বালানি হিসেবে, বাসাবাড়ির রন্ধন কাজে জ্বালানি হিসেবে এবং আসবাবপত্র তৈরি ইত্যাদি কাজে ব্যাপকহারে কাঠের ব্যবহার হচ্ছে। এছাড়া পাহাড়ি বনাঞ্চল ধ্বংস করে জুম চাষের মাধ্যমেও প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষিত হচ্ছে।

ঘ আমি মনে করি সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ উক্ত সমস্যা সমাধানে সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

তথা পরিবেশগত দুর্যোগ সমস্যা বাংলাদেশের উন্নয়নে পরিবেশ সংরক্ষণ একান্ত জরুরি। বেশি জনসংখ্যার কারণে পরিবেশ দূষণ দ্বারা আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বল্প আয়তন ও জনসংখ্যার উচ্চ ঘনত্বের কারণে বাংলাদেশের জন্য এসব সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। এসব ভয়াবহ সমস্যা থেকে পরিত্রাণের জন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

উদ্দীপকে বর্ণিত পরিবেশগত সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যেতে পারে -

১. অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা কলকারখানা বন্ধ ঘোষণা করা।
২. মানুষের বসতি রয়েছে এমন এলাকায় শিল্প-কারখানা স্থাপনের অনুমতি না দেওয়া।
৩. যে শিল্পগুলো পরিবেশ দূষণের জন্য সর্বাধিক দায়ী, সেগুলো চিহ্নিত করে এর মধ্যে পরিবেশ দূষণের জন্য সর্বাধিক ক্ষতিকারক শিল্পগুলো বন্ধ ঘোষণা করা।
৪. ইটের ভাটার জ্বালানি কাঠ পোড়ানো বন্ধ করতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া।
৫. অধিকমাত্রায় সার ও কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করে জৈবসার ব্যবহারে উৎসাহিত করা।
৬. যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা না ফেলা।
৭. পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনে জনগণকে উৎসাহিত ও সচেতন করা।

সর্বোপরি, সরকার পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন এবং আইন ভঙ্গকারীকে কঠিন শাস্তির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে একথাও সত্য, নাগরিক হিসেবে আমরা সচেতন না হলে পরিবেশ সংরক্ষণ সম্ভব নয়। তাই আমাদের উচিত এ ব্যাপারে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি নাগরিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা।

প্রশ্ন ▶ ১০ শামিম রিকশায় চড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে দেখল মানুষ দলে দলে শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। একজন লোক মাইকে ঘোষণা দিচ্ছেন। তিনি বলছেন, "এ আন্দোলন ছিলো বাংলার পরবর্তী আন্দোলনগুলোর পথ প্রদর্শক।"

ক. মুজিবনগর সরকার কী? ১
খ. দ্বিজাতি তত্ত্ব কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শামিমের দেখা ঘটনাটি বাংলার কোন আন্দোলনকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মাইকে উক্ত ব্যক্তির ঘোষণার যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজিবনগর সরকার হলো ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার।

খ দ্বিজাতি তত্ত্বকে আমরা দুটি জাতি সৃষ্টির প্রক্রিয়া বলে উল্লেখ করতে পারি।

ব্রিটিশ শাসন আমলেই অবিভক্ত ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বশাসনের চেতনা জাগ্রত হয়। আর এক্ষেত্রে মুসলিম স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কথিত একটি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতের মুসলমানদেরকে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে ঘোষণা করেন। তার এ তত্ত্বের নাম হচ্ছে "দ্বিজাতি তত্ত্ব"।

গ শামিমের দেখা ঘটনাটি বাংলার ভাষা আন্দোলনকে নির্দেশ করে।

ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। রাষ্ট্রভাষাকে রক্ষা করতে গিয়ে ১৯৫২ সালে এদেশের অকুতোভয় ভাষা সৈনিকরা শহিদ হন। রক্ত ঝরে রাজপথে। তাদের সেই আত্মত্যাগে স্বাধীন হয় বাংলাদেশ।

উদ্দীপকের শামিম রিকশায় চড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে দেখল মানুষ দলে দলে শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। এরূপ ঘটনা ভাষা আন্দোলনকে নির্দেশ করে। আমাদের দেশে ভাষা আন্দোলনের দাবি প্রবল হয় যখন রেসকোর্স ময়দানে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর 'একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' ঘোষিত হয়। এরপর ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন আবার ঘোষণা করেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এসময় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় এবং উর্দুর বিরুদ্ধে ধর্মঘট পালিত হয়। সরকার কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারির আগের দিন ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনকে সামনে রেখে মাতৃভাষা বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও সর্বস্তরের জনগণ মিছিল বের করে এবং তাদের ওপর পুলিশ গুলি চালায়। ফলে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরও অনেকে শহিদ হন। পরবর্তীতে এ ভাষা শহিদদের স্মরণে নির্মিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের শহীদ মিনার যেখানে প্রতিবছর মানুষ ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

ঘ ভাষা আন্দোলন ছিল বাংলার পরবর্তী আন্দোলনগুলোর পথ প্রদর্শক। মাইকে উক্ত ব্যক্তির এ ঘোষণা যথার্থ।

ভাষা আন্দোলন বাঙালি জনগণের মধ্যে ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটায় এবং বাঙালি নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। এ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙালিরা সর্বপ্রথম নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা, স্বতন্ত্র অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। ভাষা আন্দোলন পাকিস্তানি শাসকদের ক্ষমতার ভিতে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দেয় এবং তারা বাঙালিদের সমীহ করতে শেখে। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয় এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শেখে।

উদ্দীপকে মহান ভাষা আন্দোলনের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে যা ছিল বাঙালির ভাষা আন্দোলন পরবর্তী সকল আন্দোলনের প্রেরণা। ১৯৫২ সালে উদ্দীপকের ছাত্র শিক্ষকদের র‍্যালিতে খালি পায়ে অংশগ্রহণ এবং ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা ভাষা আন্দোলনরই প্রতিচ্ছবি। ১৯৫২ সালে বাঙালির এ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দান করে। এ আন্দোলনেই তাদের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ ঘটে, সচেতনতা সৃষ্টি হয় এবং বাংলা ভাষা ও

সংস্কৃতিতে নতুন প্রাণাবেগ তৈরি হয়। এর মাধ্যমেই বাঙালি জাতি স্বকীয়তা বজায় রাখা এবং নিজের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। এর অনুপ্রেরণার ভিত্তিতে পরবর্তীতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বে ৬ দফা কর্মসূচির জনপ্রিয়তা বাঙালি জাতীয়তাবাদকে আরও সুসংগঠিত করে তোলে। শুরু হয় ১৯৬৮-৬৯ এর গণআন্দোলন। ভাষা আন্দোলনের চেতনা থেকে সৃষ্ট বাঙালি জাতীয়তাবাদের চরম সাফল্যজনক বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৭০ সালের নির্বাচন, অসহযোগ আন্দোলন ও সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে।

পরিশেষে বলা যায়, ভাষা আন্দোলনের চেতনা থেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে, এ আন্দোলনই ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূলভিত্তি।

প্রশ্ন ▸ ১১ মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল কলঙ্কিত ও বিভীষিকাময়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতায় শিহরিত বিশ্বনেতৃবৃন্দ এমন একটি সংগঠন সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করেন যেন ভবিষ্যতে এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই উক্ত সংগঠনটি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিশ্বকে রক্ষা করতে পারে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই বিশ্ব মানবতার কল্যাণের লক্ষ্যে কয়েকটি শাখা নিয়ে সৃষ্টি হয় বিশ্বের সবচেয়ে বড় একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন।

ক. OIC-এর পূর্ণরূপ লিখ। ১

খ. নিরাপত্তা পরিষদকে জাতিসংঘের সবচেয়ে শক্তিশালী শাখা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে কোন সংগঠন সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে? উহার গঠন বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উক্ত সংগঠনটির সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ও হৃদ্যতাপূর্ণ।– উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক OIC এর পূর্ণরূপ হলো Organization of Islamic Cooperation.

খ জাতিসংঘের অতীব প্রয়োজনীয় ও ক্ষমতাশালী শাখা হলো নিরাপত্তা পরিষদ।

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করার মূল দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের ওপর অর্পিত। তাই এর গুরুত্ব সর্বাধিক। আবার আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক অবরোধ আরোপ করা সহ প্রয়োজনে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতাও রয়েছে নিরাপত্তা পরিষদের, যা জাতিসংঘের অন্য কোনো শাখার এখতিয়ারে নেই। তাছাড়া এই পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যের ভেটো ক্ষমতা রয়েছে। তাই, এটি জাতিসংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী শাখা হিসেবে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে জাতিসংঘ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে।

বিশ্বের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার মহান ব্রত নিয়ে ১৯৪৫ সালের আত্মপ্রকাশ করে জাতিসংঘ। জাতিসংঘ তার ছয়টি শাখা দ্বারা তার কার্যাবলি পরিচালনা করে ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করে। বিশ্বের ১৯৩টি স্বাধীন রাষ্ট্র এ সংস্থার সদস্য। বাংলাদেশ ও এসংস্থার সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭৪ সালে।

উদ্দীপকের বর্ণিত সংস্থাটি বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ভয়াবহতা থেকে বিশ্বকে রক্ষার মহান ব্রত নিয়ে ভবিষ্যতে যেন এরূপ পরিস্তিতি আর সৃষ্টি না হয় সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সৃষ্টি হয়। বিশ্ব মানবতার কল্যাণে লক্ষ্যে কয়েকটি শাখার সমন্বয়ে গঠিত বিশ্বের সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক সংগঠন। এরূপ বর্ণনায় জাতিসংঘেরই প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। কারণ, লীগ অব নেশন্স-এর ব্যর্থতা এবং ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার পর বিশ্বকে যুদ্ধ থেকে বাঁচানোর জন্য বিশ্বনেতৃবৃন্দ একত্রিত হয়ে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতায় মহান পাঁচটি উদ্দেশ্য নিয়ে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘের ছয়টি শাকা এর কার্যক্রম পরিচালনা করে। নিরাপত্তা পরিষদ সবচেয়ে শক্তিশালী বিভাগ। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ হচ্ছে আইনসভাস্বরূপ। সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য রয়েছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ। অছি পরিষদ কোনো অঞ্চলের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে বিচারের জন্য রয়েছে আন্তর্জাতিক আদালত এবং জাতিসংঘের প্রশাসনিক কাজকর্ম দেখাশুনার জন্য রয়েছে জাতিসংঘ সচিবালয়। শুরুতে জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা ছিল ৫১। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৯৩। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে এর সদর দপ্তর অবস্থিত। বর্তমান মহাসচিবের নাম আন্তনিও গুতেরেস।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থাটি অর্থাৎ জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। এরপর থেকেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের নীতি ও আদর্শের প্রতি আস্থাশীল রয়েছে। বাংলাদেশ বিভিন্ন সময়ে নানা সমস্যা মোকাবিলায় জাতিসংঘের সহযোগিতা পেয়েছে। কার্যত আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশে গভীর হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। যেমন- ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে জাতিসংঘ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি মানবিক সাহায্য দিয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দিয়েছিল। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনেও জাতিসংঘ সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল। জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের পর জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। বাংলাদেশ এ পর্যন্ত দুবার নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে যা দেশের জন্য এক বিরল সম্মান। তাছাড়া এ সংস্থা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি, যোগাযোগ, শিশু মৃত্যু হ্রাস, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন, বিজ্ঞান, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে অগ্রগতি অর্জনে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। জাতিসংঘ 'ভাষা ও শহিদ' দিবস ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'' হিসেবে ঘোষণা দিয়ে বাংলা ভাষাকে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে উন্নীত করেছে। ১৯৯১ সালে মিয়ানমার হতে লাখ লাখ রোহিঙ্গা প্রবেশ করলে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ ও তার বিভিন্ন সংস্থা বাংলাদেশকে বিপুলভাবে সাহায্য করায় বাংলাদেশ বিভিন্ন সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। তাছাড়া ২০১২ সালে আন্তর্জাতিক আদালতের এক রায়ে মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নিয়ে এক বিরোধ নিষ্পত্তি হয়। তাছাড়া জাতিসংঘের সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘ সেনাবাহিনীতে সেনাসদস্য পাঠিয়ে বিশ্বশান্তি রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। অতএব সার্বিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, জাতিসংঘের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর ও হৃদ্যতাপূর্ণ।

ময়মনসিংহ বোর্ড– ২০২৪

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : | 1 | 4 | 0 |

সময় : ৩০ মিনিট [২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় উপাদান কোনটি?
ক জনসমষ্টি খ সরকার গ সার্বভৌমত্ব ঘ নির্দিষ্ট ভূখণ্ড

২. অন্যের ক্ষতি না করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করাকে কী বলে?
ক স্বাধীনতা খ সাম্য গ আইন ঘ ন্যায়বোধ

৩. মিনু সেলাইয়ের কাজের মাধ্যমে পরিবারের ভরণ-পোষণ করে। মিনুর কাজটি পরিবারের কোন ধরনের কাজ?
ক জৈবিক খ অর্থনৈতিক গ রাজনৈতিক ঘ মনস্তাত্ত্বিক

৪. রাষ্ট্র থেকে প্রাপ্ত ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদাকে কী বলে?
ক নাগরিকতা খ নাগরিক গ অধিকার ঘ কর্তব্য

৫. সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শক্তি ও উপাদান ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয় কোন মতবাদ অনুসারে?
ক বল প্রয়োগ মতবাদ খ সামাজিক চুক্তি মতবাদ
গ ঐশী মতবাদ ঘ বিবর্তনমূলক মতবাদ

৬. কমনওয়েলথ এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
ক নিউইয়র্ক খ প্যারিস গ লন্ডন ঘ রোম

৭. নিচের কোন দেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে?
ক ওমান খ বাংলাদেশে গ সৌদি আরব ঘ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

৮. কোন আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালির মাঝে জাতীয়তাবাদের চেতনা সৃষ্টি হয়?
ক ভাষা আন্দোলন খ উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান
গ অসহযোগ আন্দোলন ঘ ১৯৬২ সালে শিক্ষা আন্দোলন

৯. বাংলাদেশের সংবিধানে কতটি অনুচ্ছেদ রয়েছে?
ক ১৫১ খ ১৫২ গ ১৫৩ ঘ ১৫৪

১০. বাংলাদেশে কতজন মানুষের নিরাপত্তার জন্য ১ জন পুলিশ সদস্য রয়েছে?
ক ৫০০ খ ৬০০ গ ৭০০ ঘ ৮০০

১১. সরকারের স্তম্ভ বলা হয় কাকে?
ক প্রধানমন্ত্রী খ রাষ্ট্রপতি
গ স্পিকার ঘ মন্ত্রী

১২. বর্তমানে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর মতামত ও অংশগ্রহণ প্রাধান্য দেয়াকে কী বলা হয়?
ক নাগরিক অধিকার খ নারী নেতৃত্বের বিকাশ
গ নারীর প্রতি সহিংসতা ঘ নারীর ক্ষমতায়ন

১৩. যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ ও ন্যায্য মজুরি পাওয়ার সুযোগকে কোন ধরনের সাম্য বলে?
ক রাজনৈতিক খ আইনগত গ অর্থনৈতিক ঘ সামাজিক

১৪. জাতিসংঘের কোন সংস্থাটি বিভিন্ন দেশের বিরোধ নিষ্পত্তি করে?
ক নিরাপত্তা পরিষদ খ আন্তর্জাতিক আদালত
গ অছি পরিষদ ঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ

১৫. যারা ভোট দেয় তাদেরকে কী বলা হয়?
ক সদস্য খ নাগরিক গ প্রতিনিধি ঘ নির্বাচক

১৬. বাংলাদেশের কয়টি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে?
ক ১০ খ ১১ গ ১২ ঘ ১৩

১৭. সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকার হচ্ছে–
i. মত প্রকাশের স্বাধীনতা ii. কোনো সংগঠন বা সংঘে যুক্ত হওয়া
iii. ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮. মন্ত্রিপরিষদের কাজ হচ্ছে–
ক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন খ জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান
গ প্রধান বিচারপতি নিয়োগদান ঘ দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাজা মওকুফ

১৯. ঐতিহাসিক ছয়-দফা কর্মসূচি উত্থাপন কে করেন?
ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খ এ.কে ফজলুল হক
গ মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ঘ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

২০. Civitas শব্দের অর্থ কী?
ক নাগরিক খ নগর রাষ্ট্র গ রাষ্ট্র ঘ নাগরিকতা

২১. জেলা প্রশাসনের কাজ কোনটি?
ক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা খ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন
গ বৈদেশিক সম্পর্ক রক্ষা ঘ নীতি নির্ধারণ

২২. কীসের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কার্যক্রম সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়?
ক নগর রাষ্ট্র খ অধিকার গ স্বাধীনতা ঘ সংবিধান

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৩ ও ২৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব করিম একজন ব্যবসায়ী। তিনি সুলভ মূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয় করেন। তিনি ক্রেতাদের অভিযোগ সানন্দে গ্রহণ করেন।

২৩. উদ্দীপকে জনাব করিমের মধ্যে সুনাগরিকের কোন গুণটি লক্ষ করা যায়?
ক বুদ্ধি খ বিবেক গ আত্মসংযম ঘ ন্যায়বোধ

২৪. জনাব করিমের কাজ যে ধরনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সহায়ক–
ক একনায়কতান্ত্রিক খ সমাজতান্ত্রিক গ গণতান্ত্রিক ঘ রাজতান্ত্রিক

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব হোসেন একজন নির্মাণ শ্রমিক। অল্প বয়সে তার বাবার মৃত্যুর কারণে স্কুলে ভর্তি হতে পারেননি। তিনি অধিক শ্রম দেয়া সত্ত্বেও ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত।

২৫. উদ্দীপকে কোন নাগরিক সমস্যার দিকে আলোকপাত করা হয়েছে?
ক নিরক্ষরতা খ কর্মসংস্থান
গ পরিবেশ দূষণ ঘ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৬ ও ২৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব 'ক' এর ইটের ভাটায় জ্বালানি হিসাবে কাঠ ব্যবহার করা হয়। উক্ত ইটের ভাটা থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া স্থানীয় মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে ব্যাহত করছে।

২৬. উদ্দীপকে কোন নাগরিক সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করছে?
ক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা খ জনসংখ্যা সমস্যা
গ পরিবেশগত দুর্যোগ ঘ সামাজিক ভারসাম্যহীনতা

২৭. উক্ত সমস্যা সমাধানে নাগরিকের করণীয়–
i. সচেতনতা বৃদ্ধি ii. বৃক্ষ রোপণ করা iii. খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব বশির তার এলাকা ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি এলাকা নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। তারা সবাই মিলে নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং তাদের সমস্যাগুলো সমঝোতার মাধ্যমে মীমাংসা করে।

২৮. উদ্দীপকে কোন সংস্থার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে?
ক সার্ক খ জাতিসংঘ গ কমনওয়েলথ ঘ ও.আই.সি

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৯ ও ৩০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনির রাষ্ট্রে শাসকের আদেশই আইন। শাসক কারও কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। অপরদিকে, আশিকের রাষ্ট্রে জনগণ তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে ও সকলের স্বার্থকেই প্রাধান্য দেয়া হয়।

২৯. উদ্দীপকের জনির রাষ্ট্রের সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থার মিল আছে?
ক গণতান্ত্রিক খ একনায়কতান্ত্রিক
গ পুঁজিবাদী ঘ এককেন্দ্রিক

৩০. আশিকের রাষ্ট্র ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–
i. যুক্তি ও সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত ii. বিশ্বশান্তির বিরোধী
iii. দায়িত্বশীল শাসন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ময়মনসিংহ বোর্ড– ২০২৪

পৌরনীতি ও নাগরিকতা (সৃজনশীল) **বিষয় কোড : ১ ৪ ০**

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]** **পূর্ণমান : ৭০**

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে-কোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. মারজান তার মা-বাবা, দাদা-দাদি, চাচা-চাচি, ফুফুর সাথে গ্রামে বসবাস করে। বিদ্যালয় থেকে ফিরে এসে দেখে তার মা সবাইকে সমানভাবে খাবার বিতরণ করছে। তার মন আনন্দে ভরে যায়। সকলের আদর-সোহাগে সে বড়ো হতে থাকে। তার খালাত ভাই মাহিন লন্ডনে তার মা-বাবাকে নিয়ে থাকে। বাবা-মা অফিসে গেলে ড্রাইভার তাকে বিদ্যালয়ে দিয়ে আসে। একদিন তার বাবার বন্ধু বাসায় এলে বাবা তাকে চা-এনে দিতে বললে সে অস্বীকৃতি জানায়।

ক. পরিবার কাকে বলে? ১
খ. "সরকার রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মাহিন এর পরিবারের প্রকৃতি কোন ধরনের তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত দুইটি পরিবারের মধ্যে তুমি কোন পরিবারকে উত্তম বলে মনে কর? মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

২. ঘটনা-১ : রাসেল ১০ম শ্রেণির ছাত্র। সে নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায় এবং মনোযোগ দিয়ে শিক্ষকদের কথা শুনে। সে একজন ডাক্তার হতে চায়।
ঘটনা-২ : রেজাউল রাসেলের বন্ধু। সে মনের কথা খোলাখুলিভাবে বন্ধুদের কাছে প্রকাশ করে এবং অন্যের বক্তব্যকে সম্মান করে। ফলে শ্রেণির সকলে রেজাউলকে ভালবাসে।

ক. অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা অর্জন কাকে বলে? ১
খ. দ্বৈত নাগরিকতা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রাসেল সুনাগরিকের কোন গুণটি অর্জন করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রেজাউলের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ গঠনে সুনাগরিকের যে গুণটি প্রভাবিত করছে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩. রমিজ তার ছোটো ভাই মিঠুকে বাবার সম্পত্তির অংশ সঠিকভাবে দিতে রাজি না হলে মিঠু গ্রাম্য আদালতের মাতব্বর করিম সাহেবের কাছে বিচার দেন। করিম সাহেব সব কথা মনোযোগ সহকারে শোনেন। সঠিক ফয়সালা করার জন্য রমিজকে সংবাদ দেন। রমিজ অস্বীকৃতি জানালে মাতব্বর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

ক. এরিস্টটলের মতে আইন কী? ১
খ. ব্যক্তি স্বাধীনতা কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মিঠুর দাবি কি যুক্তিযুক্ত? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রমিজ এর বিরুদ্ধে মাতব্বর কীসের সহায়তা নিতে পারে বলে তোমার ধারণা? মতামত দাও। ৪

৪. নবিন ও নিলয় দুই বন্ধু মিলে একটি গরুর খামার করে লভ্যাংশ আনুপাতিক হারে ভাগ করে নেয়ার চুক্তি করে। সততার সাথে ব্যবসায় তারা যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে। রবিন একই এলাকার ছেলে। সে অসৎ প্রকৃতির। এমতাবস্থায় রবিন, নবিন ও নিলয়ের সাথে ব্যবসা করার প্রস্তাব দিলে তারা অস্বীকৃতি জানায়। রবিন ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের প্রাণনাশের হুমকি দেয়।

ক. আইনগত সাম্য কী? ১
খ. সামাজিক সাম্য বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা দাও। ২
গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের সামাজিক সমস্যা প্রকাশ পায় তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সমস্যাটি থেকে পরিত্রাণের উপায় কী? তোমার মতামত দাও। ৪

৫. 'A' রাষ্ট্রের নাগরিক শাজাহান একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে তিনি বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদন করেন। কারখানার লাভের টাকা দিয়ে তিনি আরোও একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। কারখানার সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ তিনি নিজে পরিচালনা করে থাকেন। 'B' রাষ্ট্রের নাগরিক তানসেন গাড়ি উৎপাদন কারখানায় কাজ করেন। কারখানাটির সকল উন্নয়ন কার্য রাষ্ট্রপক্ষ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

ক. যুক্তরাষ্ট্র কাকে বলে? ১
খ. কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়? ২
গ. অর্থনীতির ভিত্তিতে শাজাহানের রাষ্ট্রটি কোন ধরনের রাষ্ট্র? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শাজাহান ও তানসেনের রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে কোনটি তোমার পছন্দ তা অর্থনীতির ভিত্তিতে বিশ্লেষণ কর। ৪

৬. পল্লী উন্নয়ন সোসাইটি পরিচালনায় ক্ষেত্রে কতগুলো বিধি-বিধান মেনে চলতে হয়। যার জন্যে সদস্যবৃন্দ অনেকগুলো বিধি-বিধান লিপিবদ্ধ করে রাখেন। যে-কোনো সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হলে সংগঠনের সদস্যদের বৃহত্তর অংশের মতামতের প্রয়োজন হয়। পক্ষান্তরে সুফলা উন্নয়ন সোসাইটি পরিচালনার ক্ষেত্রে এর ভিন্নতা রয়েছে। কোনো সমস্যার সমাধান তারা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে করে থাকেন। যার ফলে তাদেরকে অনেক সমস্যার সমাধানে বেগ পেতে হয়।

ক. সু-পরিবর্তনীয় সংবিধান কাকে বলে? ১
খ. রাষ্ট্রের দর্পণ বা আয়না কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সুফলা উন্নয়ন সোসাইটি কোন ধরনের সংবিধানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. পল্লী উন্নয়ন সোসাইটি পরিচালনার ক্ষেত্রে পাঠ্যবইয়ের কোন সংবিধানের সাথে মিল রয়েছে বলে তুমি মনে কর? উদ্দীপকের আলোকে মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

৭. আবির লোহালিয়া গ্রামের একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। তিনি যে এলাকায় নির্বাচিত হয়েছেন সেখানকার জনপ্রতিনিধিদের সংখ্যা ১৩ জন। জাবেদ আবিরের এলাকার একজন মৎস্যচাষী। জাবেদ আবিরের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার অফিস থেকে খামার উন্নয়নের সাহায্য পান।

ক. স্থানীয় সরকার কাকে বলে? ১
খ. বৃক্ষরোপণ পৌরসভার কোন ধরনের কাজ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আবির কোন ধরনের স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি? তার গঠন-কাঠামো ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে যে প্রতিষ্ঠান ইঙ্গিত করে তার কার্যাবলি বিশ্লেষণ কর। ৪

৮.
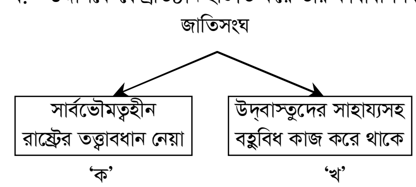

ক. OIC-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. কমনওয়েলথ কেন গড়ে উঠে? ২
গ. 'ক' ছক জাতিসংঘের যে অঙ্গের নির্দেশ করে তার কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রের মানুষের জীবন মানোন্নয়নে 'খ' ছকের অঙ্গ সংস্থাটির ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

৯. রমিজ, রমেশ ও রাফসান যথাক্রমে 'ক', 'খ' ও 'গ' অঞ্চলে বাস করত। তাদের শাসন করত বিদেশী শক্তি। রমিজ ও রাফসান একটি সূত্রের মাধ্যমে তারা একই ভাবধারার বিধায় স্বতন্ত্র জাতির কথা প্রচার করে। এ সূত্রের ভিত্তিতে পরবর্তীতে দুটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

ক. মৌলিক গণতন্ত্র কে প্রবর্তন করেন? ১
খ. গেরিলা যুদ্ধ কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রমিজ ও রাফসানের সূত্রটি কোন প্রস্তাবকে নির্দেশ করে? তার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে করো রমিজ ও রাফসানের সূত্রটি যে প্রস্তাবকে নির্দেশ করে তা দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে? বিশ্লেষণ কর। ৪

১০. নজরুল মিয়া কন্সট্রাকশন ফার্মের মালিক। স্থানীয় এক কুখ্যাত ব্যক্তি তার কাছে পাঁচ লক্ষ টাকা দাবি করে। টাকা না দিলে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। নজরুল মিয়া প্রশাসনকে তার ঘটনা জানায়। কিন্তু প্রশাসন কোনো ভূমিকা নেয়নি।

ক. খাদ্য নিরাপত্তা কী? ১
খ. কর্মমুখী শিক্ষা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. নজরুল মিয়া কোন ধরনের সামাজিক সমস্যার শিকার? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নজরুল মিয়ার সমস্যা সমাধানের উপায় বিশ্লেষণ কর। ৪

১১.
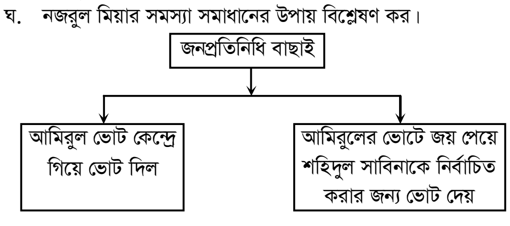

ক. রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা দাও। ১
খ. কীভাবে সাধারণ জনগণ রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠে? ২
গ. আমিরুল কোন প্রকার নির্বাচনের মাধ্যমে ভোট দিল ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শহিদুলের ভূমিকা কেন গুরুত্বপূর্ণ তা মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	M	২	K	৩	L	৪	K	৫	N	৬	M	৭	L	৮	K	৯	M	১০	N	১১	K	১২	N	১৩	M	১৪	K	১৫	N
	১৬	M	১৭	K	১৮	K	১৯	K	২০	L	২১	K	২২	N	২৩	M	২৪	M	২৫	K	২৬	M	২৭	K	২৮	K	২৯	L	৩০	L

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ মারজান তার মা-বাবা, দাদা-দাদি, চাচা-চাচি, ফুফুর সাথে গ্রামে বসবাস করে। বিদ্যালয় থেকে ফিরে এসে দেখে তার মা সবাইকে সমানভাবে খাবার বিতরণ করছে। তার মন আনন্দে ভরে যায়। সকলের আদর-সোহাগে সে বড়ো হতে থাকে। তার খালাত ভাই মাহিন লন্ডনে তার মা-বাবাকে নিয়ে থাকে। বাবা-মা অফিসে গেলে ড্রাইভার তাকে বিদ্যালয়ে দিয়ে আসে। একদিন তার বাবার বন্ধু বাসায় এলে বাবা তাকে চা-এনে দিতে বললে সে অস্বীকৃতি জানায়।

ক. পরিবার কাকে বলে? ১

খ. "সরকার রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মাহিন এর পরিবারের প্রকৃতি কোন ধরনের তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত দুইটি পরিবারের মধ্যে তুমি কোন পরিবারকে উত্তম বলে মনে কর? মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে এক বা একাধিক পুরুষ ও মহিলা, তাদের সন্তানাদি, পিতামাতা এবং অন্যান্য পরিজন নিয়ে যে সংগঠন গড়ে ওঠে তাকে পরিবার বলে।

খ সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় বিধায় রাষ্ট্র গঠনের জন্য সরকার গুরুত্বপূর্ণ।

সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার বাস্তবায়নকারী উপাদান। কারণ সরকার ছাড়া রাষ্ট্র গঠিত হয় না। সরকার হলো সেই সংস্থা যারা শাসনতন্ত্র থেকে শুরু করে সেই রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন ও বিচার প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত। সরকার হলো একটি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ, জননীতি পরিচালনা ও তার প্রজাদের শাসন পরিচালনার ক্ষমতাসম্পন্ন। তাই সরকারকেই রাষ্ট্র পরিচালনার বাস্তবায়নকারী উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়।

গ মাহিন এর পরিবারের ধরণটি হলো একক পরিবার।

বিভিন্ন মাপকাঠির ভিত্তিতে পরিবারকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে একক পরিবার অন্যতম একটি প্রকরণ। যে পরিবার কেবল বিবাহিত দম্পতি ও তাদের অবিবাহিত সন্তানাদি নিয়ে গঠিত হয় তাকে একক পরিবার বলা হয়। অর্থাৎ একক পরিবার মা-বাবা ও ভাইবোন নিয়ে গঠিত হয়। একক পরিবারে দম্পতি তাদের অবিবাহিত সন্তানসহ বা সন্তান ছাড়া থাকতে পারে। তাই এ ধরনের পরিবারে লোকসংখ্যা খুবই সীমিত থাকে।

উদ্দীপকের মাহিন লন্ডনে তার মা-বাবাকে নিয়ে থাকে। বাবা-মা অফিসে গেলে ড্রাইভার তাকে বিদ্যালয়ে দিয়ে আসে। এরূপ বর্ণনায় সহজেই অনুমেয় মাহিনের পরিবারটি একটি একক পরিবার। কেননা মাহিনের সাথে তার মা-বাবা ছাড়া আর কোনো রক্ত সম্পর্কীয় কেউ থাকে না। সুতরাং তাদের পরিবারটি একক পরিবার।

ঘ উদ্দীপকে মারজানের পরিবারটি যৌথ পরিবার এবং মাহিনের পরিবারটি একক পরিবার। এ দুটি পরিবারের মধ্যে আমি যৌথ পরিবারকে উত্তম বলে মনে করি।

পারিবারিক গঠন ও কাঠামোর ভিত্তিতে পরিবারকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা- একক ও যৌথ পরিবার। একক পরিবার মা-বাবা ও ভাই-বোন নিয়ে গঠিত হয়। এ ধরনের পরিবার ছোট হয়ে থাকে। যৌথ পরিবারে মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি, চাচা-চাচি ও অন্যান্য পরিজন একত্রে বাস করে। যৌথ পরিবার বড় পরিবার। বাংলাদেশে উভয় ধরনের পরিবার রয়েছে। তবে বর্তমানে একক পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে। মূলত যৌথ পরিবার কয়েকটি একক পরিবারের সমষ্টি।

উদ্দীপকে মারজান তার মা-বাবা, দাদা-দাদি, চাচা-চাচি, ফুফুর সাথে গ্রামে বসবাস করে। বিদ্যালয় থেকে ফিরে এসে দেখে তার মা সবাইকে সমানভাবে খাবার বিতরণ করছে। তার মন আনন্দে ভরে যায়। সকলের আদর-সোহাগে সে বড়ো হতে থাকে। তার খালাত ভাই মাহিন লন্ডনে তার মা-বাবাকে নিয়ে থাকে। বাবা-মা অফিসে গেলে ড্রাইভার তাকে বিদ্যালয়ে দিয়ে আসে। একদিন তার বাবার বন্ধু বাসায় এলে বাবা তাকে চা-এনে দিতে বললে সে অস্বীকৃতি জানায়। এরূপ বর্ণনায় সহজেই অনুনেয় যে, মারজানের পরিবারটি যৌথ পরিবার এবং মাহিনের পরিবারটি একক পরিবারের প্রতিচ্ছবি। এ দুটি পরিবারের মধ্যে আমি যৌথ পরিবারকে উত্তম বলে মনে করি। কারণ পরিবার হলো তার সদস্যদের জন্য প্রশান্তির জায়গা। পরিবারের সদস্যদের সুন্দর ও নিরাপদ জীবন গড়ে তোলার জন্য পরিবার তাই বহুবিধ কাজ করে। বর্তমান সময়ে পরিবারের বিকল্প বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও পরিবারই তার সদস্যদের জন্য আদর্শ প্রতিষ্ঠান। এখানে অবস্থানের মাধ্যমে একজন সদস্য তার জীবনের আসল উদ্দেশ্য খুঁজে পায়। কিন্তু উদ্দীপকে মাহিন তার পরিবারকে কাছে পায় না। একারণে একক পরিবারে স্বচ্ছ থাকলেও তা শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য একেবারেই অনুপোযোগী। অন্যদিকে মারজানের পরিবারে তার বাবা-মা, দাদা-দাদি, চাচা-চাচি সহ একসাথে বসবাস করে। এরূপ পরিবারে সকলে আদর সোহাগে বড় হয় সে। বড়দের সান্নিধ্যে থেকে সামাজিক মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে সে। প্রতিটি সন্তান বা ব্যক্তির পরিপূর্ণ মানসিক বিকাশ নিশ্চিত হয় এরূপ একটি যৌথ পরিবারে। এসব কারণে আমি যৌথ পরিবারকে উত্তম বলে মনে করি।

প্রশ্ন ▸ ০২ ঘটনা-১ : রাসেল ১০ম শ্রেণির ছাত্র। সে নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায় এবং মনোযোগ দিয়ে শিক্ষকদের কথা শুনে। সে একজন ডাক্তার হতে চায়।

ঘটনা-২ : রেজাউল রাসেলের বন্ধু। সে মনের কথা খোলাখুলিভাবে বন্ধুদের কাছে প্রকাশ করে এবং অন্যের বক্তব্যকে সম্মান করে। ফলে শ্রেণির সকলে রেজাউলকে ভালবাসে।

ক. অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা অর্জন কাকে বলে? ১
খ. দ্বৈত নাগরিকতা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রাসেল সুনাগরিকের কোন গুণটি অর্জন করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রেজাউলের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ গঠনে সুনাগরিকের যে গুণটি প্রভাবিত করছে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক কতকগুলো শর্ত পালনের মাধ্যমে এক রাষ্ট্রের নাগরিক অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করলে তাকে অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা বলা হয়।

খ একজন ব্যক্তির একই সাথে দুটি রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জনকে দ্বৈত নাগরিকতা বলে।

জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের দুটি নীতি থাকায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকতা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন : বাংলাদেশে নাগরিকতা নির্ধারণে জন্মনীতি অনুসরণ করে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জন্মনীতি ও জন্মস্থান উভয় নীতি অনুসরণ করে। কাজেই বাংলাদেশের বাবা-মায়ের সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করলে সেই সন্তান জন্মস্থান নীতি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করবে। আবার জন্মনীতি অনুযায়ী সে বাংলাদেশের নাগরিকতা অর্জন করবে। এক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকতা সৃষ্টি হবে।

গ রাসেল সুনাগরিকের বুদ্ধি গুণটি অর্জন করেছে।

রাষ্ট্রে বসবাসকারী ব্যক্তি মাত্রই নাগরিক যারা রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকার ভোগ করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করে। অর্থাৎ, নাগরিক হিসেবে আমরা প্রত্যেকে কিছু অধিকার ভোগ এবং কর্তব্য পালন করি। আবার কতকগুলো গুণের অধিকারী হয়ে আমরা সুনাগরিকে পরিণত হতে পারি। সুনাগরিক রাষ্ট্রের সম্পদ।

উদ্দীপকের রাসেল ১০ম শ্রেণির ছাত্র। সে, নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায় এবং মনোযোগ দিয়ে শিক্ষকদের কথা শোনে। সে একজন ডাক্তার হতে চায়। এরূপ বর্ণনায়, রাসেলের মাঝে সুনাগরিকের 'বুদ্ধি' গুণটি প্রকাশিত হয়েছে। কারণ সে এই গুণের কারণে পড়ালেখা শেষ করার পূর্বেই সে তার জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে ফেলেছে। তার লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য পড়াশোনা যে জরুরী সেটি সে অনুধাবন করেছে বিধায় সে নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায় এবং শিক্ষকদের কথা মন দিয়ে শোনে। একজন বুদ্ধিমান নাগরিক এরূপ সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যেমনটি রাসেল করেছে। সুতরাং বলা যায়, তার মাঝে সুনাগরিকের বুদ্ধি গুণটির প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ রেজাউলের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ গঠনে সুনাগরিকের যে গুণটি প্রভাবিত করেছে তা হলো আত্মসংযম।

সুনাগরিকের আত্মসংযম থাকা উচিত। এর অর্থ নিজেকে সকল প্রকার লোভ-লালসার উর্ধ্বে রেখে সততা ও নিষ্ঠার সাথে নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করা। অর্থাৎ সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করার নাম আত্মসংযম। আমাদের মধ্যে যিনি এ গুণের অধিকারী তিনি যেমন স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারেন, তেমনি অন্যের মতামত প্রকাশেও নিজেকে সংযত রাখেন। এ ছাড়া, প্রত্যেক নাগরিককে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে থাকতে হবে। এর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয়।

উদ্দীপকের রেজাউল মনের কথা খোলাখুলি ভাবে বন্ধুদের কাছে প্রকাশ করে এবং অন্যের বক্তব্যকে সম্মান করে। ফলে শ্রেণির সকলে রেজাউলকে ভালোবাসে। রেজাউলের মাঝে এরূপ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণে সুনাগরিকের আত্মসংযম গুণটি ভূমিকা রেখেছে। কেননা আত্মসংযম সুনাগরিকের এমন একটি গুণ যার মাধ্যমে নাগরিক নিজের মতামত প্রকাশের পাশাপাশি অন্যের মতামতকেও সম্মান করে। অন্যের মতামতকে গুরুত্ব সহকারে শ্রবণ করে ও যৌক্তিক মতামত আমলে নেয়। এরূপ গুণের কাণে সুনাগরিক পক্ষপাতমূলক আচরণ থেকে নিজেকে সংযত রেখে খোলামনের অধিকারী হয়, যেমনটি উদ্দীপকের রেজাউলের মাঝে স্পষ্ট।

সুতরাং আলোচনা থেকে বলা যায়, সুনাগরিকে আত্মসংযম গুণের কারণে রেজাউলের মাঝে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৩ রমিজ তার ছোটো ভাই মিঠুকে বাবার সম্পত্তির অংশ সঠিকভাবে দিতে রাজি না হলে মিঠু গ্রাম্য আদালতের মাতব্বর করিম সাহেবের কাছে বিচার দেন। করিম সাহেব সব কথা মনোযোগ সহকারে শোনেন। সঠিক ফয়সালা করার জন্য রমিজকে সংবাদ দেন। রমিজ অস্বীকৃতি জানালে মাতব্বর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

ক. এরিস্টটলের মতে আইন কী? ১
খ. ব্যক্তি স্বাধীনতা কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মিঠুর দাবি কি যুক্তিযুক্ত? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রমিজ এর বিরুদ্ধে মাতব্বর কীসের সহায়তা নিতে পারে বলে তোমার ধারণা? মতামত দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক এরিস্টটলের মতে, সমাজের যুক্তিসিদ্ধ ইচ্ছার অভিব্যক্তিই আইন।

খ ব্যক্তি স্বাধীনতা হলো স্বাধীনতার একটি রূপ।

ব্যক্তিস্বাধীনতা বলতে এমন স্বাধীনতাকে বোঝায় যে স্বাধীনতা ভোগ করলে অন্যের কোনো ক্ষতি হয় না। যেমন– ধর্মচর্চা করা, পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষা করা ইত্যাদি। এ ধরনের স্বাধীনতা, ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব বিষয়।

গ মিঠুর দাবি যুক্তিযুক্ত। কারণ তাকে সামাজিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

সামাজিক স্বাধীনতা হলো ব্যক্তির সেই স্বাধীনতা, যা ব্যক্তি সমাজে বাস করতে গিয়ে লাভ করে। সামাজিক স্বাধীনতা হলো এমন এক স্বাধীনতা, যেখানে ব্যক্তি একটি সুসভ্য জীবন যাপন করতে সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। জীবন রক্ষা, সম্পত্তি ভোগ ইত্যাদি সামাজিক স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের স্বাধীনতা ভোগের মাধ্যমে নাগরিক জীবন বিকশিত হয়। সমাজে বসবাসকারী মানুষের অধিকার রক্ষার জন্যই সামাজিক স্বাধীনতা প্রয়োজন।

উদ্দীপকের রমিজ তার ছোট ভাই মিঠুকে বাবার সম্পত্তির অংশ সঠিকভাবে দিতে রাজি না হলে মিঠু গ্রাম্য আদালতের দ্বারস্থ হন। মিঠুর এরূপ পদক্ষেপ যুক্তিযুক্ত। কেননা তার ভাই তার সামাজিক স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করে তাকে সম্পত্তির ভোগের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। আরও কারও স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হলে যেকেউ বিচারকের বা আইনের দ্বারস্থ হতে পারে। এক্ষেত্রে তাই বলা যায়, যেহেতু মিঠুর সামাজিক স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হয়েছে সুতরাং এর প্রেক্ষিতে তার পদক্ষেপটি ছিল যুক্তিযুক্ত।

ঘ রমিজের বিরুদ্ধে মতাব্বর আইনের সহায়তা নিতে পারে বলে আমার ধারণা।

আইন মূলত মানুষের মঙ্গালের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। ব্যক্তি স্বাধীনতাও মঙ্গালের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের যেমন সমাজে বাঁচার স্বাধীনতা রয়েছে ঠিক তেমনি আমরা আইনের মাধ্যমেই এ স্বাধীনতা ভোগ করছি। এক্ষেত্রে জন লক যথার্থই বলেছেন– "Where is no law there is no independence," অর্থাৎ, যেখানে আইন নেই সেখানে স্বাধীনতা নেই।

উদ্দীপকের রমিজ মিঠুর সামাজিক স্বাধীনতা তথা সম্পত্তি ভোগের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেছে। এমতাবস্থায় সঠিক ফয়সালা করার জন্য রমিজকে গ্রাম্য মাতব্বর ডাকলে রমিজ উপস্থিত হতে অস্বীকৃতি জানায়। এমতাবস্থায় মাতব্বর আইনের সহায়তা নিতে পারেন। কেননা, মূলত আইন দ্বারাই স্বাধীনতার সৃষ্টি। আর আইনের উদ্দেশ্য ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করা নয়; বরং ব্যক্তিকে নিয়মের মধ্যে রেখে সু-নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। আইন ছাড়া রাষ্ট্রের কাঠামোও টিকে থাকতে পারে না। আইনের অবর্তমানে সমাজে নানারকম অপরাধের জন্ম হয় এবং সমাজ নানাপ্রকার অপরাধে নিমজ্জিত হয়ে যায়। আর তাই স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে আইনের প্রয়োজনীতা অপরিহার্য। অর্থাৎ আইনই হলো স্বাধীনতার ভিত্তিমূল। স্বাধীনতা আছে বলেই মানুষ আইনকে শ্রদ্ধা করে। যেহেতু রমিজ কর্তৃক মিঠু সামাজিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত। তাই তার এরূপ স্বাধীনতা রক্ষায় মাতব্বর যদি আইনের দ্বারস্ত হয় তাহলে তিনি সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে আমার ধারণা।

সুতরাং বলা যায়, আইন যেহেতু স্বাধীনতার রক্ষক। সেহেতু আমার ধারণা, উদ্দীপকের মাতব্বর মিঠুর স্বাধীনতা রক্ষায় রমিজের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করবেন।

প্রশ্ন ▸ ০৪ নবিন ও নিলয় দুই বন্ধু মিলে একটি গরুর খামার করে লভ্যাংশ আনুপাতিক হারে ভাগ করে নেয়ার চুক্তি করে। সততার সাথে ব্যবসায় তারা যথেষ্ঠ সুনাম অর্জন করে। রবিন একই এলাকার ছেলে। সে অসৎ প্রকৃতির। এমতাবস্থায় রবিন, নবিন ও নিলয়ের সাথে ব্যবসা করার প্রস্তাব দিলে তারা অস্বীকৃতি জানায়। রবিন ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের প্রাণনাশের হুমকি দেয়।

ক. আইনগত সাম্য কী? ১
খ. সামাজিক সাম্য বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা দাও। ২
গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের সামাজিক সমস্যা প্রকাশ পায় তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সমস্যাটি থেকে পরিত্রাণের উপায় কী? তোমার মতামত দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে আইনের দৃষ্টিতে সমান মনে করা এবং বিনা অপরাধে গ্রেফতার ও বিনা বিচারে আটক না করার ব্যবস্থা হলো আইনগত সাম্য।

খ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গা-পেশা নির্বিশেষে সমাজের সকল সদস্যের সমানভাবে সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করাকে সামাজিক সাম্য বলে।

সমাজে বসবাসরত বিভিন্ন জাতি-বর্ণ-ধর্ম-লিঙ্গা-পেশা নির্বিশেষে সকল সদস্যদের সমানভাবে সামাজিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণিকে কোনো বিশেষ সুযোগ বা সুবিধা প্রদান না করে সকলের সমান সামাজিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের অন্যতম একটি সামাজিক সমস্যা সন্ত্রাস প্রকাশ পেয়েছে।

সন্ত্রাসের মূল কথা হলো বল প্রয়োগের মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন করে কোনো উদ্দেশ্যসাধন বা কার্যোদ্বারের চেষ্টা করা। এটা যেমন দুষ্কৃতিকারীরা বা সমাজবিরোধীরা করতে পারে তেমনি সমগ্র রাষ্ট্রে তথা সমগ্র বিশ্বের পটভূমিতেও এমন চেষ্টা হতে পারে। সন্ত্রাস সমাজে যুগ যুগ ধরে চলছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো কার্যোদ্ধারের জন্য যেকোনো পনথা অবলম্বন করে স্বার্থ হাসিল করা।

উদ্দীপকের নবিন ও নিলয় দুই বন্ধু মিলে একটি গরুর খামার করে লভ্যাংশ আনুপাতিক হারে ভাগ করে নেয়ার চুক্তি করে। সততার সাথে ব্যবসায় তারা যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে। রবিন একই এলাকার ছেলে। সে অসৎ প্রকৃতির। এমতাবস্থায় রবিন, নবিন ও নিলয়ের সাথে ব্যবসা করার প্রস্তাব দিলে তারা অস্বীকৃতি জানায়। রবিন ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের প্রাণ নাশের হুমকি দেয়। এরূপ বর্ণনায় স্পষ্টভাবে সন্ত্রাসের রূপ প্রকাশ পেয়েছে। কারণ রবিনের যে আচরণ তা সন্ত্রাসী কর্মকান্ডেরই বহিঃপ্রকাশ।

ঘ উদ্দীপকের সমস্যাটি তথা সন্ত্রাস থেকে পরিত্রাণের বিভিন্ন উপায় রয়েছে।

সন্ত্রাস একটি সামাজিক ব্যাধি। একে যেমন প্রতিরোধ করা যায়, তেমনি নিরাময়ও করা যেতে পারে। সন্ত্রাস যাতে জন্ম নিতে না পারে এবং সন্ত্রাসীরা যাতে নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে না পারে সে জন্য নানা রকম পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক।

উদ্দীপকে সন্ত্রাসের রূপ প্রকাশ পেয়েছে যা বাংলাদেশে দিন দিন প্রকট হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ থেকে পরিত্রাণের জন্য যেসব পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে তা হলো–

১. সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক।
২. সন্ত্রাস প্রতিরোধের জন্য পুলিশ বাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রে ও যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত করতে হবে ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
৩. দেশে কুটির শিল্প, বৃহদায়তন শিল্প ও কলকারখানা স্থাপন, সকল ক্ষেত্রে শূন্যপদ পূরণ ও নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি করে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা হিসেবে বেকারভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
৪. সবার জন্য শিক্ষার সুযোগের মাধ্যমে নাগরিকদের মধ্যে সামাজিক ও নৈতিকতাবোধ জাগৃত করতে হবে। এতে সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্ভব হবে।
৫. রাজনৈতিক দলে কোনো সন্ত্রাসীকে আশ্রয় দেওয়া যাবে না। কোনো দল সন্ত্রাসীদের মদদ দিলে বা আশ্রয় দিলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৬. সন্ত্রাস প্রতিরোধের জন্য ঘুষ ও দুর্নীতি বন্ধ, স্বজনপ্রীতি রোধ এবং কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

জনগণ সচেতনভাবে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও সংঘবন্ধ হলে সন্ত্রাস বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

প্রশ্ন ▶ ০৫ 'A' রাষ্ট্রের নাগরিক শাজাহান একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে তিনি বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদন করেন। কারখানার লাভের টাকা দিয়ে তিনি আরোও একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। কারখানার সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ তিনি নিজে পরিচালনা করে থাকেন। 'B' রাষ্ট্রের নাগরিক তানসেন গাড়ি উৎপাদন কারখানায় কাজ করেন। কারখানাটির সকল উন্নয়ন কার্য রাষ্ট্রপক্ষ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

ক. যুক্তরাষ্ট্র কাকে বলে? ১
খ. কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়? ২
গ. অর্থনীতির ভিত্তিতে শাজাহানের রাষ্ট্রটি কোন ধরনের রাষ্ট্র? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শাজাহান ও তানসেনের রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে কোনটি তোমার পছন্দ তা অর্থনীতির ভিত্তিতে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একাধিক রাষ্ট্র ও প্রদেশ মিলিত হয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন করে তাকে যুক্তরাষ্ট্র বলে।

খ যে রাষ্ট্র জনগণের দৈনন্দিন ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্য কল্যাণমূলক কাজ করে তাকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলে।

কল্যাণমূলক রাষ্ট্র জনকল্যাণের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেগুলো হলো– নাগরিকের পাঁচটি মৌলিক চাহিদা (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা) পূরণের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, বেকারভাতা প্রদান, বিনা খরচে শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। এছাড়াও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র জনকল্যাণের জন্য নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে।

গ অর্থনীতির ভিত্তিতে শাজাহানের রাষ্ট্রটি একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র।
পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বলতে সেই রাষ্ট্রকে বোঝায়, যেখানে সম্পত্তির ওপর নাগরিকদের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করা হয়। এ সরকারব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানসমূহ (ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা) ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকে। এর ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এ ধরনের রাষ্ট্রে নাগরিকগণ সম্পদের মালিকানা ও ভোগের ক্ষেত্রে স্বাধীন। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রই পুঁজিবাদী।
উদ্দীপকের 'A' রাষ্ট্রের নাগরিক শাজাহান একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে তিনি বিভিন্ন ধরণের পণ্য উৎপাদন করেন। কারখানার লাভের টাকা দিয়ে তিনি আরোও একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। কারখানার সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ তিনি নিজে পরিচালনা করেন। এরূপ বর্ণনায় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। কেননা একমাত্র পুঁজিবাদী রাষ্ট্র সম্পত্তির উপার নাগরিকদের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করা হয়। ফলে উদ্দীপকের শাজাহানের মতো যেকোনো নাগরিক ব্যক্তিগত সম্পদের মালিক হতে পারে। সুতরাং বলা যায় শাজাহানের রাষ্ট্রটি একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র।

ঘ শাজাহান ও তানসেনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা যথাক্রমে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধারণ করে। এর মধ্যে আমার পছন্দের রাষ্ট্রব্যবস্থা হলো পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা।
সম্পত্তি বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ থাকা বা না থাকার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের দুটি ধরণ রয়েছে। একটি হলো পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং অন্যটি হলো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এ দুটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা সারা বিশ্বে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। পুঁজিবাদী সরকারব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানসমূহ ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা ব্যক্তিগত মালিকানার থাকে। এর উপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। আবার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এ ধরনের রাষ্ট্রে নাগরিকগণ সম্পদের মালিকানা ও ভোগের ক্ষেত্রে স্বাধীন। পূর্বে এ ব্যবস্থায় শ্রমিকরা নির্যাতিত হলেও বর্তমানে সাংবিধানিক রক্ষাকবচের মাধ্যমে সকল নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে। শ্রমিকদের অবস্থারও উন্নতি হয়েছে। আর এসব কারণে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিবর্তে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকে সকল সম্পদ। আমি ব্যক্তিগতভাবে এ ধরনের রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সমর্থন করি না। কারণ, সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রকে স্বীকার করা হয় না। ব্যক্তিগত উদ্যোগের অনুপস্থিতি, প্রতিযোগিতার নির্বাচন এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার জন্য উৎপাদন হ্রাস পায়। ফলে জনগণের মাঝে দেখা দেয় ব্যাপক দরিদ্রতা। অন্যদিকে, নাগরিকদের অধিকার হরণও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি বড় ত্রুটি। এখানে অর্থনৈতিক সাম্যের নেশায় মেধা বিকাশের সকল পথকে রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। এসব কারণে পৃথিবীর অনেক দেশ এ ব্যবস্থাকে পরিহার করে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।
আলোচনা শেষে বলা যায়, পুঁজিবাদী সরকার ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার স্বীকৃতি থাকায় এটি বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়। ঠিক এর উল্টো চিত্র লক্ষ্য করা যায় সমাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায়। একারণে আমি ব্যক্তিগতভাবে পুঁজিবাদী সরকার ব্যবস্থাকে পছন্দ করি।

প্রশ্ন ▶ ০৬ পল্লী উন্নয়ন সোসাইটি পরিচালনায় ক্ষেত্রে কতগুলো বিধি-বিধান মেনে চলতে হয়। যার জন্যে সদস্যবৃন্দ অনেকগুলো বিধি-বিধান লিপিবদ্ধ করে রাখেন। যে-কোনো সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হলে সংগঠনের সদস্যদের বৃহত্তর অংশের মতামতের প্রয়োজন হয়। পক্ষান্তরে সুফলা উন্নয়ন সোসাইটি পরিচালনার ক্ষেত্রে এর ভিন্নতা রয়েছে। কোনো সমস্যার সমাধান তারা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে করে থাকেন। যার ফলে তাদেরকে অনেক সমস্যার সমাধানে বেগ পেতে হয়।

ক. সু-পরিবর্তনীয় সংবিধান কাকে বলে? ১
খ. রাষ্ট্রের দর্পণ বা আয়না কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সুফলা উন্নয়ন সোসাইটি কোন ধরনের সংবিধানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. পল্লী উন্নয়ন সোসাইটি পরিচালনার ক্ষেত্রে পাঠ্যবইয়ের কোন সংবিধানের সাথে মিল রয়েছে বলে তুমি মনে কর? উদ্দীপকের আলোকে মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সংবিধানের কোনো ধারা পরিবর্তন বা সংশোধনের জন্য কোনো বিশেষ ভোটাভুটির প্রয়োজন হয় না তাকে সুপরিবর্তনীয় সংবিধান বলে।

খ রাষ্ট্রের দর্পণ বা আয়না হলো সংবিধান।
সংবিধান হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল। সংবিধানের মাঝেই রাষ্ট্রের যাবতীয় মৌলিক বিধানাবলি ও রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়মগুলো লিপিবদ্ধ থাকে। সরকার পদ্ধতি, নির্বাচন পদ্ধতি, আইন-বিচার-শাসন বিভাগ প্রভৃতির গঠন, কার্যাবলি ও ক্ষমতার বণ্টন ইত্যাদির বর্ণনা সংবিধানে উল্লেখ করা থাকে এবং এসব বিষয়ে সংবিধান পরিপন্থি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের যাবতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন বা প্রতিবিম্ব হলো তার সংবিধান। আর তাই সংবিধান রাষ্ট্রের দর্পণস্বরূপ।

গ সুফলা উন্নয়ন সোসাইটি পরিচালনার নীতিমালার সাথে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের সাদৃশ্য রয়েছে।

রাষ্ট্র পরিচালনার অপরিহার্য মৌলিক শাসনতান্ত্রিক বিষয় হলো সংবিধান। সব রাষ্ট্রের কোনোনাকোনো সংবিধান রয়েছে। তবে দেশ ও রাষ্ট্রভেদে সংবিধানের প্রকৃতিগত ও বৈশিষ্ট্যগত ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। যেমন সংশোধনের উপর ভিত্তি করে সংবিধানের দুটি রূপ পরিলক্ষিত হয়। একটি হলো সুপরিবর্তনীয় সংবিধান এবং অপরটি হলো দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান।

উদ্দীপকের সুফলা উন্নয়ন সোসাইটি পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যার সমাধান তারা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে করে থাকেন। যার ফলে তাদেরকে অনেক সমস্যার সমাধানে বেগ পেতে হয়। এরূপ বর্ণনায় দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানে প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। কেননা দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলতে সেই সংবিধানকে বোঝায় যে সংবিধানের ধারা সহজে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায় না। দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান পরিবর্তন করতে হলে জটিল পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। প্রয়োজন হয় বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, সম্মেলন কিংবা ভোটাভুটির। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের অন্যতম উদাহরণ।

ঘ পল্লী উন্নয়ন সোসাইটি পরিচালনার ক্ষেত্রে পাঠ্যবইয়ে লিখিত সংবিধানের সাথে মিল রয়েছে বলে আমি মনে করি।

যেসব নিয়মকানুনের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাকে সংবিধান বলে। সরকার কীভাবে নির্বাচিত হবে, আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ কিভাবে গঠিত হবে, এদের ক্ষমতা কী হবে, কিংবা জনগন ও সরকারের সম্পর্ক কেমন হবে তার সবই সংবিধানে উল্লেখ থাকে। এই সংবিধানের আবার ভিন্ন রূপ লক্ষ করা যায়। যেমন লিখিত আকারে লিখিত সংবিধান এবং নিয়মনীতি ভিত্তিক অলিখিত সংবিধান। যে সংবিধানের অধিকাংশ ধারা কোনো দলিলে লিখিত আকারে সংরক্ষিত থাকে তাকে লিখিত সংবিধান বলা হয়।

উদ্দীপকের পল্লী উন্নয়ন সোসাইটি পরিচালনার ক্ষেত্রে কতকগুলো বিধি বিধান মেনে চলে যার অধিকাংশ লিপিবদ্ধ। যে কোনো সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হলে সংগঠনের সদস্যদের বৃহত্তর অংশের মতামত প্রয়োজন হয়। এরূপ বর্ণনায় লিখিত সংবিধানে প্রতিরূপ প্রকাশ পায়। কেননা লিখিত সংবিধানের অধিকাংশ ধারা লিখিত থাকে বলে এটি জনগণের নিকট সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হয়। এ সংবিধানে সবকিছু লিখিত থাকে বিধায় শাসক তার ইচ্ছামতো এটি পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে না। কিন্তু সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা, সম্মেলন ও ভোটাভুটির। তাই লিখিত সংবিধান যেকোনো পরিস্থিতিতে স্থিতিশীল থাকতে পারে। লিখিত সংবিধানের সকল ধারা জনগণ ও শাসক মেনে চলতে বাধ্য হয়। এ সংবিধানের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে দেওয়া হয়। লিখিত সংবিধানে শাসকের ক্ষমতা কী হবে, জনগণ কী কী অধিকার ভোগ করবে তার উল্লেখ থাকে। ফলে শাসক ও জনগণ নিজেদের ক্ষমতা ও অধিকার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, পল্লী উন্নয়ন সোসাইটির সংবিধান লিখিত। যে কারণে তা সংশোধনে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়।

প্রশ্ন ▸ ০৭ আবির লোহালিয়া গ্রামের একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। তিনি যে এলাকায় নির্বাচিত হয়েছেন সেখানকার জনপ্রতিনিধিদের সংখ্যা ১৩ জন। জাবেদ আবিরের এলাকার একজন মৎস্যচাষী। জাবেদ আবিরের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার অফিস থেকে খামার উন্নয়নের সাহায্য পান।

ক. স্থানীয় সরকার কাকে বলে? ১
খ. বৃক্ষরোপণ পৌরসভার কোন ধরনের কাজ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আবির কোন ধরনের স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি? তার গঠন-কাঠামো ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে যে প্রতিষ্ঠান ইঙ্গিত করে তার কার্যাবলি বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমগ্র রাষ্ট্রকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করে ক্ষুদ্রতর পরিসরে প্রতিষ্ঠিত সরকারকে স্থানীয় সরকার বলে।

খ বৃক্ষরোপন পৌরসভার পরিবেশ উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বর্ধনমূলক কাজ।

পৌরসভা শহরাঞ্চলের জনগণের স্থানীয় বহুবিধ সমস্যার সমাধান ও উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব পালন করে। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পৌরসভাকে বহুবিধ কাজ করতে হয়। এর মধ্যে অন্যতম একটি কাজ হলো বৃক্ষরোপণ করা। পৌরসভা এলাকার পরিবেশ উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণ ও বন সংরক্ষণ করে। এটি পৌরসভায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ।

গ আবির ইউনিয়ন পরিষদের একজন প্রতিনিধি।

বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট হলো ইউনিয়ন পরিষদ। গ্রামীণ মানুষের জীবন মান উন্নয়ন এবং এলাকার উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সবচেয়ে কার্যকরী একটি প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে পরিচিত।

উদ্দীপকের আবির লোহালিয়া গ্রামের একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। তিনি যে এলাকায় নির্বাচিত হয়েছেন সেখানকার জনপ্রতিনিধিদের সংখ্যা ১৩ জন। এরূপ বর্ণনায় স্পষ্টভাবে ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। কেননা, ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বনিম্ন পর্যায় অর্থাৎ, তৃণমূলে অবস্থিত। গড়ে ১০-১৫টি গ্রাম নিয়ে ৯টি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ৯টি ওয়ার্ডে ৯ জন নির্বাচিত সদস্য ও প্রতি ৩ আসনের বিপরীতে ১ জন করে মোট ৩ জন সংরক্ষিত নারী সদস্য নিয়ে এ পরিষদ গঠিত হয়ে থাকে।

ঘ উদ্দীপকে ইউনিয়ন পরিষদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ এলাকার উন্নয়নে নানামুখী কাজ সম্পাদন করে থাকে।

ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় পর্যায়ে বিবিধ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। কারণ এটি স্থানীয় গ্রাম পর্যায়ের মানুষের আশা ভরসার প্রতীক। এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমেই একদিকে যেমন গ্রামীণ জীবনের সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করা হয়, অন্যদিকে তা মানুষের জীবনমান উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকের জাবেদ ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার অফিস থেকে এলাকার উন্নয়নে সহায়তা পান। এরূপ অনেক কাজ ইউনিয়ন পরিষদ সম্পাদন করে। কারণ, স্থানীয় গ্রামীণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা সুদূরপ্রসারী। ইউনিয়ন পরিষদ আইনে ইউনিয়ন পরিষদকে ৩৯টি কাজের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। গ্রামীণ সমস্যা দূরীকরণ, গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও দায়িত্বশীল নেতৃত্ব তৈরি করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইউনিয়ন পরিষদ পাঁচশালা ও বিভিন্ন মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করে; পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে; শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কিত কার্যক্রম গ্রহণ করে। ইউনিয়ন পরিষদ স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং মহামারী নিয়ন্ত্রণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয়

কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া এলাকার কৃষি, মৎস ও পশুসম্পদ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে। ইউনিয়ন পরিষদ পারিবারিক বিরোধ নিরসন, নারী ও শিশুকল্যাণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদন করে। এছাড়াও পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণ এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারের অর্জিত দায়িত্ব পান ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে।

প্রশ্ন ▸ ০৮

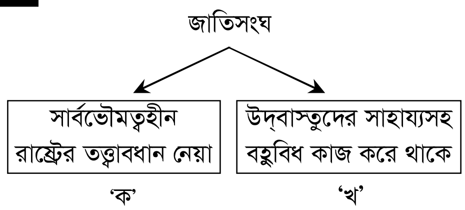

ক. OIC-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. কমনওয়েলথ কেন গড়ে উঠে? ২
গ. ‘ক’ ছক জাতিসংঘের যে অঙ্গের নির্দেশ করে তার কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রের মানুষের জীবন মানোন্নয়নে ‘খ’ ছকের অঙ্গ সংস্থাটির ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক OIC এর পূর্ণরূপ হলো- Organization of Islamic co-operation.

খ ব্রিটিশ শাসনমুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার এবং পারস্পরিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে কমনওয়েলথ গঠিত হয়।

একসময় প্রায় সারাবিশ্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশও সে সময় ব্রিটিশ শাসনের অধীন ছিল। ব্রিটিশরা সে সময় দোর্দন্ড প্রতাপে প্রায় সমগ্র পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে। কিন্তু পরবর্তীতে শাসিত অঞ্চলগুলোতে জাতীয়তাবাদী চেতনার সৃষ্টি হয় এবং সেসব অঞ্চল বা দেশ একের পর এক স্বাধীন হতে থাকে। তখন ব্রিটেন ও এর শাসন থেকে মুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন ধরে রাখার উদ্দেশ্যে কমনওয়েলথ গঠিত হয়।

গ ‘ক’ ছক জাতিসংঘের অছি পরিষদকে নির্দেশ করে।

জাতিসংঘ তার ছয়টি শাখার মাধ্যমে বিশ্বশান্তি রক্ষার ভূমিকা পালন করে। এর মধ্যে একটি শাখা হলো অছি পরিষদ। বিশ্বের যেসব জনপদের পৃথক সত্তা আছে কিন্তু স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব নেই এবং অন্য রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় তাকে অছি এলাকা বলে। এসব এলাকার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব জাতিসংঘের অছি পরিষদের। অছি এলাকার উপর শাসন ক্ষমতার অধিকারী জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র, নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য ও নির্বাচিত অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে অছি পরিষদ গঠিত। এর কোনো সুনির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। অছি এলাকার সংখ্যার উপর ভিত্তি করে এর সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়।

উদ্দীপকের ছক ‘ক’ সার্বভৌমত্বহীন রাষ্ট্রের তত্ত্বধান নেয়া জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থা। এরূপ বর্ণনা জাতিসংঘের অছি পরিষদকে নির্দেশ করে। এই অছি পরিষদের মাধ্যমে জাতিসংঘ বিশ্বের অনুন্নত অঞ্চলের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নেয়। অছিভুক্ত অঞ্চলের উন্নতি এবং এলাকার অধিবাসীদের শিক্ষা প্রদান ও সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলাই হচ্ছে অছি পরিষদের দায়িত্ব। এছাড়া অছি এলাকায় শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অছি এলাকার জনগণের আবেদন ও অভিযোগ পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া এবং অছি এলাকা পরিদর্শনের মাধ্যমে বাস্তব অবস্থা দেখা ও প্রতিবেদন পেশ করা অছি পরিষদের কাজ।

ঘ ‘খ’ ছকটি হলো জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রের মানুষের জীবন মানোন্নয়নে এ সংস্থাটির ভূমিকা অপরিসীম।

বিশ্বকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এ পরিষদ গঠিত হয়েছে। বিশ্বের উন্নয়নে এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এ পরিষদ রাষ্ট্রগুলোর মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, বেকার সমস্যার সমাধান, খাদ্য, কৃষি ও শিক্ষার প্রসার, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন, মৌলিক মানবাধিকার কার্যকর করা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কল্যাণমূলক কাজ করে। এছাড়া বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক বিষয়ে সাধারণ পরিষদে সুপারিশ প্রেরণ করা এ পরিষদের অন্যতম দায়িত্ব।

উদ্দীপকে বর্ণিত জাতিসংঘ ‘খ’ সংস্থাটি উদ্বাস্তুদের সাহায্যসহ বহুবিধ কাজ করে। এরূপ বর্ণনা জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে নির্দেশ করে। এটি সদস্য রাষ্ট্রের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে অনন্য ভূমিকা পালন করে। জাতিসংঘের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষদ বিশ্বব্যাপী সামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রগতি, এবং মানবাধিকার প্রচারে একটি মৌলিক ভূমিকা পালন করে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষদ জাতিসংঘের ছয়টি প্রধান অঙ্গাসংস্থার একটি, যা ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের দরিদ্র, নিপীড়িত ও পশ্চাৎপদ জাতিসমূহের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকার আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং তা বাস্তাবয়নের জন্য কাজ করা। এই পরিষদের কাজের মধ্যে রয়েছে দারিদ্র্য দূরীকরণ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা, এবং সদস্য রাষ্ট্রদের এবং জাতিসংঘ ব্যবস্থায় নীতি সুপারিশ প্রণয়ন। এছাড়াও, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষদ বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের মূল কমিটির সাথে অর্থমন্ত্রীদের বৈঠক আয়োজন করে থাকে, যা আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য এবং সদস্য রাষ্ট্রদের এবং জাতিসংঘ ব্যবস্থায় নীতি সুপারিশ প্রণয়নের জন্য কেন্দ্রীয় আলোচনামণ্ডল হিসেবে কাজ করে। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো অর্জনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষদ-এর ভূমিকা অপরিসীম। এই লক্ষ্যগুলির মধ্যে রয়েছে দারিদ্র্য মোচন, ক্ষুধা নিরসন, সুস্থ জীবন এবং সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষদ এই লক্ষ্যগুলির প্রতি সদস্য রাষ্ট্রের অগ্রগতি মনিটরিং করে এবং নীতি নির্ধারণে সহায়তা করে। সদস্য রাষ্ট্রের মানুষের জীবন মানোন্নয়নে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষদ-এর ভূমিকা বিবেচনা করলে, আমরা দেখতে পাই যে এই পরিষদ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকার আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। এই কর্মসূচিগুলির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ, স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন, শিক্ষার মান বৃদ্ধি, এবং মানবাধিকার প্রচারে অবদান রাখে।

আলোচনা শেষে বলা যায়, জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রের মানুষদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ভূমিকা অনন্য।

প্রশ্ন ▸ ০৯ রমিজ, রমেশ ও রাফসান যথাক্রমে ‘ক’, ‘খ’ ও ‘গ’ অঞ্চলে বাস করত। তাদের শাসন করত বিদেশী শক্তি। রমিজ ও রাফসান একটি সূত্রের মাধ্যমে তারা একই ভাবধারার বিধায় স্বতন্ত্র জাতির কথা প্রচার করে। এ সূত্রের ভিত্তিতে পরবর্তীতে দুটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

ক. মৌলিক গণতন্ত্র কে প্রবর্তন করেন? ১
খ. গেরিলা যুদ্ধ কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রমিজ ও রাফসানের সূত্রটি কোন প্রস্তাবকে নির্দেশ করে? তার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে করো রমিজ ও রাফসানের সূত্রটি যে প্রস্তাবকে নির্দেশ করে তা দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন করেন জেনারেল আইয়ুব খান।

খ গেরিলা যুদ্ধ হলো যুদ্ধের একটি বিশেষ কৌশল, যার মাধ্যমে শত্রুদের অপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে তাদের ঘায়েল করা হয়।

গেরিলা যুদ্ধ এমন এক ধরনের যুদ্ধ পদ্ধতি যেখানে ভূমি এবং ভৌগোলিক সুবিধা ব্যবহার করে প্রতিপক্ষের ওপরে প্রাধান্য বিস্তার করা হয়। গেরিলাযুদ্ধ অনেক সময়েই দুর্গম বনাঞ্চল এলাকায় হয়ে থাকে। গেরিলারা যুদ্ধ করার জন্য এবং সামরিক বাহিনীকে মোকাবিলা করার জন্য অনেক রকম সামরিক কৌশল যেমন, অতর্কিত হামলা, অন্তর্ঘাত, ইট ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা এ পদ্ধতিতেই শত্রুসেনাদের ঘায়েল করে।

গ রমিজ ও রাফসানের সূত্রটি লাহোর প্রস্তাবকে নির্দেশ করে।

১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ পাঞ্জাবের লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বার্থ-সম্বলিত একটি প্রস্তাব পেশ করেন। জিন্নাহর সভাপতিত্বে সভায় প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবই ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' বা 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পরিচিত।

উদ্দীপকের রমিজ, রমেশ ও রাফসান যথাক্রমে ক, খ ও গ অঞ্চলে বাস করতো। তাদের শাসন করতো বিদেশি শক্তি। রমিজ ও রাফসান একটি সূত্রের মাধ্যমে তারা একই ভাবধারার বিধায় স্বতন্ত্র জাতির কথা প্রচার করে। এ সূত্রের ভিত্তিতে পরবর্তীতে দুটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এরূপ বর্ণনা স্পষ্টভাবে লাহোর প্রস্তাবকে উপস্থাপন করে। লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য বা বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপ-

১. ভৌগোলিক দিক থেকে সংলগ্ন এলাকাগুলোকে পৃথক অঞ্চল বলে গণ্য করতে হবে।
২. এসব অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানা প্রয়োজনমত পরিবর্তন করে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের যে সকল স্থানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
৩. এ সমস্ত স্বাধীন রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হবে সার্বভৌম ও স্বায়ত্তশাসিত।
৪. ভারতের ও নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক, শাসনতান্ত্রিক ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা করা হবে।
৫. দেশের যেকোনো ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনায় উক্ত বিষয়গুলোকে মৌলিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি রমিজ ও রাফসানের সূত্রটি যে প্রস্তাবকে নির্দেশ করে অর্থাৎ লাহোর প্রস্তাব দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ব্রিটিশ শাসন আমলে অবিভক্ত ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যেও স্বশাসনের চেতনা জাগ্রত হয়। আর এক্ষেত্রে মুসলিম স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতের মুসলমানদেরকে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে ঘোষণা করেন। যার ফলে পরবর্তীকালে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে আলাদা-আবাসভূমির চিন্তা জাগ্রত হয়। এ চিন্তাধারার আলোকেই ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক কর্তৃক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। মূলত লাহোর প্রস্তাবে ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দুটি অঞ্চলে দুটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের চিন্তা করা হয়।
লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্যগুলো ছিল– ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সংলগ্ন স্থানসমূহকে পৃথক অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। এসব অঞ্চল এমনভাবে গঠন করতে হবে যাতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের জন্য 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' গঠন করা যায়। এসব স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের ইউনিট বা অঙ্গরাজ্যগুলো হবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম। অর্থাৎ আঞ্চলিক স্বাধিকার, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সার্বভৌমত্ব অর্জনই ছিল লাহোর প্রস্তাবের মূলনীতি। লাহোর প্রস্তাবের কোথাও 'পাকিস্তান' কথাটি ছিল না, যদিও এ প্রস্তাব 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পরিচিতি লাভ করে। লাহোর প্রস্তাবে কার্যত ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দুটি অঞ্চলে দুটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের চিন্তা করা হয়। ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায়ও তাই হওয়ার কথা। ১৯৪৬ সালে জিন্নাহর নেতৃত্বে 'দিল্লি মুসলিম লেজিসলেটরস কনভেনশন'-এ মুসলমানদের একাধিক রাষ্ট্র-পরিকল্পনাকে বাদ দিয়ে এক পাকিস্তান পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সে অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট ভারত বিভক্ত হয়ে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়। ভারত উপমহাদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল নিয়ে সৃষ্টি হয় পাকিস্তান ও বাকি অংশ নিয়ে ভারত ইউনিয়ন।

আলোচনার পরিশেষে তাই বলা যায়– প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি সঠিক।

প্রশ্ন ▶ ১০ নজরুল মিয়া কন্সট্রাকশন ফার্মের মালিক। স্থানীয় এক কুখ্যাত ব্যক্তি তার কাছে পাঁচ লক্ষ টাকা দাবি করে। টাকা না দিলে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। নজরুল মিয়া প্রশাসনকে তার ঘটনা জানায়। কিন্তু প্রশাসন কোনো ভূমিকা নেয়নি।

ক. খাদ্য নিরাপত্তা কী? ১
খ. কর্মমুখী শিক্ষা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. নজরুল মিয়া কোন ধরনের সামাজিক সমস্যার শিকার? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নজরুল মিয়ার সমস্যা সমাধানের উপায় বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক খাদ্যের প্রাপ্যতা, খাদ্য ক্রয় করার ক্ষমতা এবং খাদ্যের পুষ্টি নিশ্চিত করাই হলো খাদ্য নিরাপত্তা।

খ কর্মমুখী শিক্ষা হচ্ছে একজন ব্যক্তিকে তার আত্মপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করার লক্ষ্যে বিশেষ পেশা কর্মে প্রশিক্ষিত করে তোলা। অর্থাৎ যে শিক্ষা ব্যবস্থায় মানুষ কোনো একটি বিষয়ে হাতে কলমে শিক্ষা লাভ করে এবং শিক্ষা শেষে জীবিকার্জনের যোগ্যতা অর্জন করে, তাকেই কর্মমুখী শিক্ষা বলে। কর্মমুখী শিক্ষাকে কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষাও বলা হয়ে থাকে। কর্মমুখী শিক্ষা আত্মসংস্থানের নানা সুযোগ সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের অন্যতম একটি সামাজিক সমস্যা সন্ত্রাস প্রকাশ পেয়েছে।
সন্ত্রাসের মূল কথা হলো বল প্রয়োগের মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন করে কোনো উদ্দেশ্যসাধন বা কার্যোদ্ধারের চেষ্টা করা। এটা যেমন দুষ্কৃতিকারীরা বা সমাজবিরোধীরা করতে পারে তেমনি সমগ্র রাষ্ট্রে তথা সমগ্র বিশ্বের পটভূমিতেও এমন চেষ্টা হতে পারে। সন্ত্রাস

সমাজে যুগ যুগ ধরে চলছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো কার্যোদ্ধারের জন্য যেকোনো পন্থা অবলম্বন করে স্বার্থ হাসিল করা।

উদ্দীপকের নবিন ও নিলয় দুই বন্ধু মিলে একটি গরুর খামার করে লভ্যাংশ আনুপাতিক হারে ভাগ করে নেয়ার চুক্তি করে। সততার সাথে ব্যবসায় তারা যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে। রবিন একই এলাকার ছেলে। সে অসৎ প্রকৃতির। এমতাবস্থায় রবিন, নবিন ও নিলয়ের সাথে ব্যবসা করার প্রস্তাব দিলে তারা অস্বীকৃতি জানায়। রবিন ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের প্রাণ নাশের হুমকি দেয়। এরূপ বর্ণনায় স্পষ্টভাবে সন্ত্রাসের রূপ প্রকাশ পেয়েছে। কারণ রবিনের যে আচরণ তা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডেরই বহিঃপ্রকাশ।

ঘ উদ্দীপকের সমস্যাটি তথা সন্ত্রাস থেকে পরিত্রাণের বিভিন্ন উপায় রয়েছে। সন্ত্রাস একটি সামাজিক ব্যাধি। একে যেমন প্রতিরোধ করা যায়, তেমনি নিরাময়ও করা যেতে পারে। সন্ত্রাস যাতে জন্ম নিতে না পারে এবং সন্ত্রাসীরা যাতে নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে না পারে সে জন্য নানা রকম পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক।

উদ্দীপকে সন্ত্রাসের রূপ প্রকাশ পেয়েছে যা বাংলাদেশে দিন দিন প্রকট হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ থেকে পরিত্রাণের জন্য যেসব পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে তা হলো−

১. সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক।
২. সন্ত্রাস প্রতিরোধের জন্য পুলিশ বাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রে ও যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত করতে হবে ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
৩. দেশে কুটির শিল্প, বৃহদায়তন শিল্প ও কলকারখানা স্থাপন, সকল ক্ষেত্রে শূন্যপদ পূরণ ও নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি করে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা হিসেবে বেকারভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
৪. সবার জন্য শিক্ষার সুযোগের মাধ্যমে নাগরিকদের মধ্যে সামাজিক ও নৈতিকতাবোধ জাগৃত করতে হবে। এতে সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্ভব হবে।
৫. রাজনৈতিক দলে কোনো সন্ত্রাসীকে আশ্রয় দেওয়া যাবে না। কোনো দল সন্ত্রাসীদের মদদ দিলে বা আশ্রয় দিলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৬. সন্ত্রাস প্রতিরোধের জন্য ঘুষ ও দুর্নীতি বন্ধ, স্বজনপ্রীতি রোধ এবং কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

জনগণ সচেতনভাবে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও সংঘবদ্ধ হলে সন্ত্রাস বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

প্রশ্ন ▸ ১১

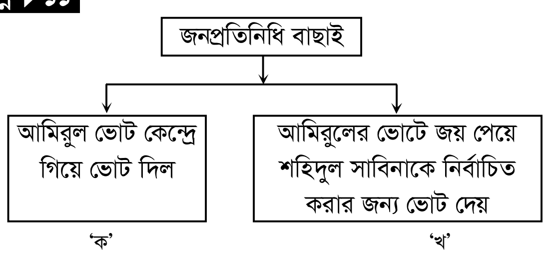

ক. রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা দাও। ১
খ. কীভাবে সাধারণ জনগণ রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠে? ২
গ. আমিরুল কোন প্রকার নির্বাচনের মাধ্যমে ভোট দিল ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শহিদুলের ভূমিকা কেন গুরুত্বপূর্ণ তা মূল্যায়ন কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশের জনগোষ্ঠীর যে অংশ বা যারা একটি আদর্শ বা কিছু নীতি বা কর্মসূচির ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় সমস্যা সমাধানে সংগঠিত হয়, তাদেরকে রাজনৈতিক দল বলে।

খ নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলগুলো তাদের দলীয় কর্মসূচি ব্যাখ্যা করে এবং অন্যান্য দলের কাজের সমালোচনা করে। জনগণ বিভিন্ন দলের মতামত, আলোচনা-সমালোচনা ইত্যাদি থেকে রাষ্ট্র পরিচালনার অনেক বিষয় জানতে পারে। আর এভাবে তারা রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠে।

গ আমিরুল প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ভোট দিল।

প্রতিনিধি বাছাইয়ের প্রক্রিয়া হলো নির্বাচন। নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণ যোগ্য প্রার্থীকে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করেন। নির্বাচন হলো প্রতিনিধি বাছাইয়ের সার্বজনীন প্রক্রিয়া। এ নির্বাচন প্রক্রিয়ার দুটি প্রকল্প হলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচন।

উদ্দীপকের আমিরুল প্রতিনিধি বাছাইয়ের জন্য ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেয়। অর্থাৎ এখানে আমিরুল সরাসরি প্রতিনিধি বাছাইয়ে অংশগ্রহণ করেছে বিধায় সে প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে ভোট দিয়েছে। কেননা, যে নির্বাচনে জনগণ সরাসরি ভোট দিয়ে প্রতিনিধি বাছাই করে তাকে প্রত্যক্ষ নির্বাচন বলা হয়। যেমন বাংলাদেশের সংসদ সদস্যগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন।

ঘ উদ্দীপকের শহিদুল সংসদ সদস্য কিংবা মন্ত্রিপরিষদের প্রতিনিধিত্ব করছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ হলো সারাদেশ থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একটি অংশ। সারাদেশে জনগণ প্রত্যক্ষ ভোট দিয়ে সংসদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করেন যারা সাংসদ হিসেবে পরিচিত। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী এদের মধ্য থেকে যোগ্য ব্যক্তিদের মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগদান করেন।

উদ্দীপকের শহিদুল নির্বাচিত হয়ে সাবিনাকে নির্বাচিত করার জন্য ভোট প্রদান করেন। এ থেকে বোঝা যায় তিনি একজন সংসদ সদস্য অথবা মন্ত্রি যিনি সংরক্ষিত মহিলা আসনের প্রার্থী নির্বাচনে ভোট দেন। তাঁর মতো, মন্ত্রী ও সাংসদরা দেশ ও জনগণের উন্নয়নে নানারকম ভূমিকা পালন করে থাকে। সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ সারাদেশ থেকে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে। পরবর্তীতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে যে দল সর্বোচ্চ আসন লাভ করে সেই দল সরকার গঠন করে। এ সকল স্থানীয় প্রতিনিধিরা মূলত জনপ্রতিনিধি। জনগণ কখনও সরাসরি তাদের ইচ্ছার বা চাহিদার কথা সরকারকে জানাতে পারে না। যে কারণে তারা ভোট দিয়ে যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচন করে। যার কারণে প্রতিনিধিরা সংসদে গিয়ে তার এলাকার জনগণের চাহিদাসমূহ উপস্থাপন করেন। এলাকার উন্নয়নের জন্য জনগণের ইচ্ছার কথা সরকারের কাছে তুলে ধরেন। ফলে সরকার সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে জনকল্যাণে ব্রতী হয়। সরকার মন্ত্রী বা সাংসদদের মাধ্যমে তৃণমূল মানুষের খোঁজখবর নিয়ে থাকে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, একটি দেশের গণতন্ত্রকে আরও সুদৃঢ় করতে মন্ত্রিপরিষদ বা সাংসদদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।